বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৬ সংখ্যা-১০ অক্টোবর - ২০২৩

Workers of different garment factories in Gazipur stage a demonstration at Bhogra, Chandana on Saturday demanding that the government announce an "acceptable" minimum wage as soon as possible. PHOTO: PRABIR DAS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১,৪১০২০২৮২,৪১০২০২৮৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৭৯
শ্রম বাজার	৮০ - ১১১
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	১১২ - ১২৬
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১২৭ - ১৩৬
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১৩৭ - ১৫০
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৫১ - ১৫৫
ফাইল ডকুমেন্ট	১৫৬ - ১৫৭

সময়ের আলো রোববার। ১ অক্টোবর ২০২৩।

মজুরি বোর্ডের তৃতীয় বৈঠক আজ

শ্রমিকরা ন্যূনতম বেতন চান ২০৪০০ টাকা

এসএম আলমগীর

- মালিকরা বাড়াতে চান যৎসামান্য
- মজুরির পাশাপাশি রেশন চালুর প্রস্তাব দেবেন শ্রমিক প্রতিনিধি
- ৫০টির অধিক সংগঠনের ৫ শ্রমিক মোর্চা আজ অবস্থান নেবে মজুরি বোর্ডের সামনে

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধিতে গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের তৃতীয় বৈঠক হবে আজ রোববার। গত ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তৃতীয় বৈঠকে মালিক ও শ্রমিক-উভয় পক্ষই নতুন মজুরি কত হতে পারে সে প্রস্তাব জমা দেবে মজুরি বোর্ডে। সে সিদ্ধান্তের আলোকেই আজকের তৃতীয় বৈঠকে মালিক-শ্রমিক পক্ষের নিজ নিজ প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা।

কোন পক্ষ কত মজুরি প্রস্তাব করবে সে বিষয় জানতে চাইলে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি সময়ের আলোকে জানান, বৈঠকের দিন সকালে তারা প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বোর্ডে জমা দিতে পারেন। আর শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি জানান, দুই ধাপে থাকবে তাদের প্রস্তাব। এর একটি ধাপে থাকবে মজুরি কত হওয়া দরকার তার প্রেক্ষাপট এবং দ্বিতীয় ধাপে থাকবে ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাবিত পরিমাণ।

শ্রমিক পক্ষের বিশ্বস্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, এবার শ্রমিক পক্ষ ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব করতে পারে ২০ হাজার ৪০০ টাকা। আবার আরেকটি সূত্র বলছে, তৃতীয় বৈঠকে যাতে কোনো পক্ষই প্রস্তাব না দেয়, সে বিষয়েও তৎপরতা চলছে। বিশেষ করে মালিক পক্ষ আরেকটু সময় নিয়ে তার পর তাদের চূড়ান্ত প্রস্তাব দিতে চায়।

এ বিষয়ে মজুরি বোর্ডে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি ও তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান শনিবার সময়ের আলোকে বলেন, 'আমি দেশের বাইরে ছিলাম, গতকালই (শুক্রবার) দেশে এসেছি। দেশের বাইরে থাকায় আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা ঠিকমতো করতে পারিনি। আরও বিস্তারিত আলোচনা করে আমরা মালিক পক্ষের প্রস্তাব মজুরি বোর্ডে জমা দেব। সে ক্ষেত্রে রোববার বৈঠকের দিন সকালেও বিষয়টি চূড়ান্ত করে বোর্ডে জমা দিতে পারি আমরা। আমাদের ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব কত হতে পারে সেটি এখনই বলতে পারছি না।'

এদিকে আজকের মজুরি বোর্ডের বৈঠক ঘিরে গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলো বেশ তৎপর। জানা গেছে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেওয়া ৫০টির অধিক শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ৫টি শ্রমিক মোর্চা আজ রোববার বৈঠক চলাকালে বেলা ১১টায় রাজধানীর তোপখানা রোডে মজুরি বোর্ডের অফিসের সামনে অবস্থান নেবে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতারা ছাড়াও শত শত গার্মেন্টস শ্রমিকও এ সময় মজুরি বোর্ডের সামনে অবস্থান নেবেন।

এ বিষয়ে এ শ্রমিক মোর্চায় নেতৃত্ব দেওয়া এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, মূল মজুরি মোট মজুরির কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ, বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি কমপক্ষে ১০ শতাংশ, ৫টি গ্রেডে মজুরি কাঠামোসহ গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে আমরা রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় সেগুনবাগিচার নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সামনে সমাবেশ ও অবস্থান নেব। এ সময় আমরা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির কাছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ৫টি জোটের পক্ষ থেকে মজুরি প্রস্তাব হস্তান্তর করব। আমরা পরিষ্কারভাবে বলব-ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকার কম প্রস্তাব দেওয়া যাবে না এবং এটিই চূড়ান্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনে ক্রিয়াশীল ৫টি জোটের সঙ্গে আছে গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ), ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিল, গার্মেন্টস শ্রমিক পরিষদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ও শিল্প রক্ষা জাতীয় মঞ্চ এবং বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য পরিষদ নিয়ে গঠিত গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ। জি-স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক নঈমুল আহসান জুয়েলের সভাপতিত্বে শনিবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এ প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়। নতুন মজুরি বাস্তবায়নে এখন থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবেই আন্দোলন করব।

নতুন মজুরি ঘোষণার আগে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লার নেতৃত্বে বোর্ডের অন্য সদস্যরা নতুন মজুরি কত হওয়া দরকার সে বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে বেশ কিছু গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ ছয় এলাকার ৬টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করেন তারা। এ সময় তারা শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।

এ বিষয়সহ নতুন মজুরি কাঠামো সম্পর্কে বোর্ডের শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি ও জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি শনিবার সময়ের আলোকে বলেন, এবার গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপটে। প্রথম বিষয় হচ্ছে-এবার জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। শ্রমিকরা যাতে উচ্চমূল্যের বাজারে জীবন বাঁচাতে পারেন সে রকম একটি মজুরি প্রস্তাব থাকবে আমাদের তরফ থেকে। তার আলোকেই আমি এবার আমার মজুরি প্রস্তাবে দুটি ধাপ রাখব। একটি ধাপে আমি প্রস্তাব করব-নতুন মজুরির সঙ্গে সঙ্গে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য সরকার যেন রেশনের ব্যবস্থা করে। মজুরি বাড়লে শিল্প এলাকায় বাড়ি ভাড়া যাতে না বাড়ে সে বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব থাকবে। সরকারি শিল্প কারখানার শ্রমিক ও বেসরকারি শ্রমিকের বেতন বৈষম্য দূর করতে থাকবে সুপারিশ। গার্মেন্টস শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাভাতা বা তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব থাকবে। এর পাশাপাশি এ রকম আরও কিছু প্রস্তাব থাকবে আমার।

রনি বলেন, দ্বিতীয় ধাপে আমার প্রস্তাব থাকবে-এবার গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কত হতে পারে, তা নিয়ে। আসলেই আমি কত প্রস্তাব করব-সেটি এখনই আমি বলতে চাচ্ছি না। কারণ বৈঠকের দিনও অনেক শ্রমিক সংগঠন আমার কাছে তাদের প্রস্তাব জমা দেবে। সেগুলো হাতে পাওয়ার পরই আমি আমার চূড়ান্ত প্রস্তাব বোর্ডে জমা দেব। তাই আমার চূড়ান্ত প্রস্তাব এখনই আমি বলতে পারছি না।'

তবে মজুরি প্রস্তাব কত হবে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগের সভাপতি সেটি না বললেও তার সঙ্গে আলোচনা করা একাধিক শ্রমিক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সময়ের আলোকে নিশ্চিত করেছেন, এবার শ্রমিক পক্ষের ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব থাকবে ২০ হাজার ৪০০ টাকা। এর আগে ২০১৮ সালে শ্রমিক পক্ষ প্রস্তাব করেছিল ১৬ হাজার, ন্যূনতম চূড়ান্ত মজুরি হয়েছিল ৮ হাজার টাকা।

গত ১১ এপ্রিল গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন হয়। ২৪ মে প্রথম ও ১০ আগস্ট দ্বিতীয় বৈঠকের পর ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় বা পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। এ বৈঠকেই মজুরি প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা উভয় পক্ষের। প্রস্তাব জমার পর আরও কয়েকটি বৈঠকে এটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হবে। নভেম্বরে মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করে ঘোষণা দেওয়া হবে। এর গেজেট প্রকাশ করা হবে আগামী ডিসেম্বর। আর ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

সমকাল সোমবার ২ অক্টোবর ২০২৩

ন্যায্য মজুরি নির্ধারণে পোশাকের দর বাড়ান

ক্রেতাদের প্রতি শ্রমিক নেতারা

২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবিতে ১৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা

সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। এ জন্য নীতি-নৈতিকতার ক্রয়নীতি অনুসরণ করে পোশাকের দাম বাড়াতে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

গতকাল রোববার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়। সমাবেশ থেকে ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট বা মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলে ধরা হয়।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরও বক্তব্য দেন শ্রমিক নেতা ফরিদুল ইসলাম, ফারুক খান, আলেয়া বেগম, কবির হোসেন, এইচ রবিউল চৌধুরী, রিয়াদ হোসেন, মুজাহিদুল আমিন প্রমুখ।

শ্রমিক নেতারা বলেন, দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। গত পাঁচ বছরে কোনো কোনো পণ্যের দাম দ্বিগুণ-তিন গুণ হয়েছে। আবার ২০১৮ সালে ঘোষিত ৮ হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরি ছিল ১০০ ডলারের সমান। এখন ১০০ ডলারের দর প্রায় ১১ হাজার টাকা। প্রকৃত মূল্যস্ফীতি এবং টাকার মান কমে যাওয়ার প্রভাব হিসাবে নিলে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকার বেশি হওয়া দরকার। এ হারে মজুরি নির্ধারণের সামর্থ্য মালিকদের রয়েছে।

শ্রমিক নেতাদের মতে, কারখানার মালিকপক্ষ ৭ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা করে থাকে। এ ছাড়া রপ্তানির বিপরীতে ১ থেকে ১০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে তারা। এসব বিবেচনায় ২৩ হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ আমলে নেওয়া দরকার।

তারা বলেন, সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পোশাক খাতের শ্রমিকদের 'ভিখারির মতো মজুরি' দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। বাংলাদেশের পোশাক আমদানিতে কোনো রকম আমদানি শুল্ক না থাকায় ইউরোপ, কানাডা, জাপানসহ অনেক দেশে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত করছাড় পায় ব্র্যান্ড-ক্রেতারা। মজুরির বিষয়ে তাদের পদক্ষেপও জরুরি।

ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ চেয়ে আগামী ১৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় সমাবেশ থেকে। এ ছাড়া আজ সোমবার থেকে বিভিন্ন কারখানা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচি রয়েছে তাদের।

NEW AGE

SUNDAY, OCTOBER 1, 2023,

BGMEA urges US buyers to raise price of apparel rationally

Staff Correspondent

THE Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association has requested the American Apparel and Footwear Association to urge the US brands and retailers to consider a rational price upcharge for Bangladeshi apparel products as the government-set minimum wage board has been working to increase the workers' wages.

BGMEA president Faruqu Hassan in a letter to the AAFA on Friday said that the minimum wage board for the garment workers was working to review the current minimum wages.

'I believe, before the end of this year, a new minimum wage will be declared and there will be a rational adjustment... considering standard cost-of-living of our workers and inflation, we also expect fair price and ethical sourcing from our valued buyers,' BGMEA president said.

Faruque urged the AAFA to engage with the brands and retailers under its membership to rationally adjust the price level.

'I would sincerely request you to kindly pursue the US brands and retailers to consider a rational price upcharge for the orders to be produced from December 1, 2023 onwards. This is important for a smoother transition to a new wage scale,' said the BGMEA letter to AAFA president Stephen Lamar.

The AAFA, a platform of over 1,000 renowned brands, on July 27 in a letter to prime minister Sheikh Hasina expressed its concerns over labour rights and minimum wage review mechanism in Bangladesh.

The American trade association had also sent a copy of the letter to the BGMEA president.

The national trade association of America also urged Bangladeshi authorities to raise the wages of readymade garment workers and to actively engage true representatives of workers in the ongoing minimum wage review process.

It also urged that the Bangladesh government hold accountable those responsible for the death of trade union leader Shahidul Islam.

Regrettably, the murder of Shahidul was the worst in a series of growing attacks against unions, from violent assaults against labour leaders to delays and denials of registration for new unions, the AAFA said in its letter.

The US business platform said that they were closely monitoring the current minimum wage review in Bangladesh and urged the wage board committee to actively engage true workers' representatives, labour unions and all other relevant stakeholders to promote an atmosphere of open dialogue and inclusivity.

Responding to the AAFA letter, the BGMEA president apprised them of the ongoing initiatives of labour law reform, review of minimum wages and initiatives of apparel makers' trade body for the wellbeing of the workers.

Regarding the murder of union leader Shahidul Islam, the BGMEA said that they condemned it and sought proper investigation and expedited trial.

The BGMEA in its letter apprised the AAFA of suspects who had already been arrested and law enforcement agencies who had taken the case with utmost priority.

সমকাল

রোববার । ১ অক্টোবর ২০২৩

ফরিদপুরে হা-মীম ট্রেনিং সেন্টারের যাত্রা শুরু

ফরিদপুর অফিস

ফরিদপুরে বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠান হা-মীম গ্রুপ। পোশাক তৈরি ও ডিজাইনের কাজে তরুণ-তরুণীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ফরিদপুর শহরতলির পশরা গ্রামে মনোরম পরিবেশে হা-মীম ট্রেনিং সেন্টারে একসঙ্গে ১০০ জন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। গতকাল শনিবার এর যাত্রা শুরু হয়েছে। হা-মীম গ্রুপের অন্যতম পরিচালক বেলাল হোসেন সকালে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের কনসালট্যান্ট ড. উলফাত হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা।

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরি মিলবে হা-মীম গ্রুপ অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে। প্রশিক্ষণ নিতে আসা সদর উপজেলার পুরদিয়া গ্রামের রুমা আক্তার সমকালকে বলেন, তিনি এসএসসি পাস করেছেন। পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বাবা একটি দোকান চালাতেন, এখন অসুস্থ। বাড়িতে দুই ভাইবোন আছে। সবার মুখে হাসি ফোটাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চাকরি করবেন গার্মেন্টে।

সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে এমএ পাস করেছেন নিলুফা আক্তার। চাকরি হচ্ছে না কোথাও। আলালপুর গ্রামের নিলুফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দক্ষতা অর্জন করে চাকরি করবেন কিংবা নিজেই একটা কিছু করে ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া চালিয়ে নেবেন।

এ ব্যাপারে ড. উলফাত হোসেন সমকালকে বলেন, ২০০ ঘণ্টার এ প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা থেকে দক্ষ প্রশিক্ষক আনা হয়েছে। একশটির বেশি আধুনিক সেলাই মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে প্রতিটি কোর্স শেষ হবে। প্রশিক্ষণ শেষে হা-মীম গ্রুপে চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্য প্রতিষ্ঠানেও তাদের চাকরির সুযোগ থাকবে।

বেলাল হোসেন জানান, বেকারত্ব ঘোচাতে কাজ করছেন তারা। হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. কে. আজাদের নেতৃত্বে ফরিদপুরকে উন্নত জনপদে পরিণত করতে তারা কাজ চালিয়ে যাবেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন, বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২ অক্টোবর ২০২৩,

প্রথম প্রান্তিকে পণ্য রপ্তানি

২০২৩-২৪ অর্থবছর জুলাই-সেপ্টেম্বর

মোট রপ্তানি : **১,৩৬৮ কোটি ডলার**
প্রবৃদ্ধি : **৯.৫১ শতাংশ**

তিন মাসের রপ্তানি ও প্রবৃদ্ধির চিত্র

শীর্ষ পাঁচ খাতের রপ্তানি

হিসাব জুলাই-সেপ্টেম্বরের

তৈরি পোশাক প্রবৃদ্ধি : **১৩.০৭%**

২০২২-২৩	১,০২৭.৪৩ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	১,১৬১.৭৫ কোটি ডলার

পাট ও পাটজাত পণ্য প্রবৃদ্ধি : **-৯.৬৭ %**

২০২২-২৩	২৪.৫৬ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	২২.১৯ কোটি ডলার

সূত্র : ইপিবি

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্রবৃদ্ধি : **-১৮.৪৪%**

২০২২-২৩	৩২.৭৯ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	২৬.৭৫ কোটি ডলার

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য প্রবৃদ্ধি : **-৫.২%**

২০২২-২৩	২৭.১৬ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	২৫.৭৫ কোটি ডলার

হোম টেক্সটাইল প্রবৃদ্ধি : **-৪৬.৩৯%**

২০২২-২৩	৩৫.৩৪ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	১৮.৯৫ কোটি ডলার

পোশাক ছাড়া সব খাতে দুশ্চিন্তা

রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৯.৫১%

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ১,৩৬৯ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১,২৫০ কোটি ডলার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডলার-সংকটের এই সময়ে প্রবাসী আয় তিন মাসে ধরে কমছে। যদিও পণ্য রপ্তানি এখনো ইতিবাচক ধারায় আছে। তবে তৈরি পোশাক ছাড়া বড় সব খাতেই রপ্তানি কমে গেছে। এতে রপ্তানি খাত নিয়েও দুশ্চিন্তা কাটছে না।

সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে ৪৩১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১০ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেশি। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় রপ্তানি আয় বাড়লেও গত জুলাই ও আগস্টের তুলনায় তা কমেছে। গত আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে রপ্তানি আয় কমেছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ আর জুলাইয়ের তুলনায় কমেছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। গত জুলাই ও আগস্টে রপ্তানি হয়েছিল যথাক্রমে ৪৫৯ ও ৪৭৮ কোটি ডলারের পণ্য।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৫১ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ১ হাজার ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে; অর্থাৎ জুলাইয়ে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল রোববার পণ্য রপ্তানির এই হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

মূলত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি থাকায় চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত পণ্য রপ্তানি আয় সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। অন্যদিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, বাইসাইকেলসহ প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি কমে গেছে।

> **এটি ভালো খবর যে প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি কমেনি। তবে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো, পোশাক ছাড়া অন্য কোনো রপ্তানি খাত ভালো করতে পারছে না।**
>
> **সেলিম রায়হান** নির্বাহী পরিচালক, সানেম

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ডলার-সংকটে ভুগছে। পণ্য রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি ডলার আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রবাসী আয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের ধস নেমেছে। ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ১৩৪ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে গত মাসে। প্রকট ডলার-সংকটের সময় প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি পণ্য রপ্তানিতে উত্থান-পতন অর্থনীতির জন্য এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভের ওপর চাপ আর দীর্ঘ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

অর্থনীতিবিদ ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং বা সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, এটি ভালো খবর যে প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি কমেনি। তবে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো, পোশাক ছাড়া অন্য কোনো রপ্তানি খাত ভালো করতে পারছে না। আমাদের সামগ্রিক রপ্তানি পোশাক খাতের ওপর ভর করেই চলছে। সরকার বহু দিন ধরে রপ্তানি বহুমুখীকরণের নানা উদ্যোগের কথা বললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। দুই বছরের মধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে যাব। তখন তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর বড় আঘাত আসার শঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় অন্য খাতগুলো এগিয়ে নিতে না পারলে সামগ্রিকভাবে আমাদের রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এ জায়গাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।

এদিকে ডলার-সংকটের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত থেকে নিয়মিত ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে। তাতে কমছে রিজার্ভ। সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭০৬ কোটি ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী, প্রকৃত রিজার্ভ ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট পণ্য রপ্তানির ৮৫ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। এ সময়ে রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ১৬২ কোটি ডলারের পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ২৭ কোটি ডলারের। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তৈরি পোশাক খাতের মধ্যে ৬৭৬ কোটি ডলারের নিট পোশাক এবং ৪৮৫ কোটি ডলারের ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই সময়ে নিট পোশাকে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। ওভেন পোশাকে প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাকের পর সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ২৬ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। গত জুনে শেষ হওয়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাতের রপ্তানি কমেছিল পৌনে ২ শতাংশ। তার মানে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের রপ্তানির পরিমাণ ২৫ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। এই খাতের রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। এ ছাড়া গত তিন মাসে ২২ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য, ১৮ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল, সাড়ে ১২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা এবং ৯ কোটি ৯৫ ডলারের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ৯ দশমিক ৬৭, হোম টেক্সটাইলে ৪৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ, চামড়াবিহীন জুতায় ১ শতাংশ এবং হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি কমেছে ১১ দশমিক ৫১ শতাংশ।

DHAKA MONDAY OCTOBER 2, 2023
ASHWIN 17, 1430 BS
The Daily Star

Empowering victims of gender-based violence

Local org helping women become self-reliant in Ramu, Chakaria

TAHIRA SHAMSI UTSA

Anandi*, a 23-year-old homemaker from Ramu, faced gender-based violence as soon as her in-laws learned that she was pregnant with a girl child.

"My in-laws see girls as a huge burden, so I was sent back home to live with my poor parents," she said.

Tahmina*, a 25-year-old from the same village, was also subjected to GBV. "My in-laws were extremely conservative and my husband often verbally abused me as soon as I wanted to go outside," she said.

Anandi and Tahmina are among many such victims of GBV. Their struggles are further elevated due to a lack of a steady income source.

According to a World Bank study, the number of women who lost jobs during the pandemic is 42 percent higher than men in Ramu.

Aiming to ensure sustainable income for women in Cox's Bazar, the International Rescue Committee initiated Economic and Social Empowerment (EASE), a year-long project, in July last year.

Under the initiative, Young Power in Social Action (YPSA), a local organisation, with aid from USAID's Bureau for Humanitarian Assistance, is working to mitigate mistreatment against women, by empowering them to become self-reliant in 14 unions of Ramu and Chakaria.

So far, it has empowered 57,360 people in the past year, by providing them with skill-based training.

Participants attended 16 free training sessions and men from selected families also benefited, said Saptarshi Barua, upazila manager of YPSA.

Nusrat*, team leader of Nakshi Kantha training group, said, "We now dream of opening our own sales centre following the training."

Shamsher Uddin Mustafa, project coordinator of YPSA, said, "Society cannot move forward leaving women vulnerable. We are working to make them self-reliant."

"Clients of EASE are now more skilled, empowered, conscious, and resilient," said Rebecca Oketcho, programme deputy director at IRC.

**Identities are protected with pseudonyms.*

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ৩, ২০২৩

টিকে থাকার লড়াই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ডেলিভারি কর্মীদের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কঠিন সময় পার করছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ডেলিভারি কর্মীরা। নভেল করোনাভাইরাস পরবর্তী সময়ে বাজারে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, নিয়োগদাতাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ আর কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে হতাশা তৈরি হচ্ছে তাদের মধ্যে। বাজার বাস্তবতার সঙ্গে বেতনের মিল না থাকায় ভিন্ন পেশার দিকে ঝুঁকছেন অনেকে।

এশিয়ার বাজারে অনলাইন বেচাকেনা বেড়েছে কয়েক বছরে। বিশেষ করে মহামারীতে লকডাউনের জেরে গ্রাহকরা আরো অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন হোম ডেলিভারি পরিষেবার ওপর। সিঙ্গাপুরে গ্র্যাব ও শপি, ইন্দোনেশিয়ায় গোজেক ও জাপানে লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন ক্রয়প্রবণতা। ডেলিভারি পরিষেবার উত্থানে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে খাতটিতে। বিশেষ করে ব্যাংকক, জাকার্তা ও হো চি মিন সিটিতে সাম্প্রতিক দিনগুলোয় এ খাতের বিকাশ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনেক নারীও যুক্ত হয়েছে খাতটিতে। ছাত্রদের জন্য খণ্ডকালীন চাকরি হিসেবে ও তুলনামূলক কম দক্ষ মানুষের উপার্জনের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে ডেলিভারি পরিষেবা। কেউ কেউ আবার কারখানার চাকরি ছেড়ে এতে যুক্ত হয়েছেন। তবে সম্প্রতি নানামুখী প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে ডেলিভারি কর্মীদের। নিয়োগকর্তাদের দায় না নেয়ার মানসিকতা, কর্মীদের প্রতিকূলে শর্ত ও নীতিমালা এবং মাত্রাতিরিক্ত ফির কারণে কর্মপরিবেশ আর আগের মতো নেই। লাভে থাকার পরও কোম্পানিগুলো তাদের ডেলিভারি কর্মী ও রেস্তোরাঁ, উভয় পক্ষের আয়ে ভাগ বসাচ্ছে। বাজার পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান মোদোর ইন্টেলিজেন্সের প্রতিবেদন বলছে, ভিয়েতনামে চলতি বছর ডেলিভারি পরিষেবা খাতের বাজার ১০০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে। ২০২৮ সালের মধ্যে এটি ২৬১ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরেক দেশ থাইল্যান্ডে খাতটির বাজার বর্তমানে ২২৬ কোটি ডলারের, ২০২৮ সালের মধ্যে যা ৪৬০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান আরো ভালো। দেশটিতে এ খাতের বর্তমান বাজার ২৬৭ কোটি ডলার। ২০২৮ সালের মধ্যে এটি ৪৬৬ কোটি ডলারে উন্নীত হবে।

এমন সম্ভাবনার পরও খাতটিতে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। কর্মী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো। মাথাপিছু আয়ও কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। হো চি মিন সিটির মতো শহরে দিনে ১১ ঘণ্টা পরিশ্রম করেও মাসিক মজুরি দাঁড়ায় ৫০ লাখ ডং বা ২০৫ ডলার। পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কা তো রয়েছেই।

জরিপে দেখা গেছে, ভিয়েতনামের অ্যাপভিত্তিক একজন ডেলিভারি কর্মী সপ্তাহে গড়ে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করেন। যেহেতু চুক্তিভিত্তিক কাজ, ফলে কর্মীদের প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কম বেতনের পাশাপাশি সাধারণ কিছু সুবিধা থেকেও বঞ্চিত এ খাতসংশ্লিষ্টরা। বরাদ্দ নেই সামাজিক নিরাপত্তা, মাতৃত্ব কিংবা পিতৃত্বকালীন ছুটি, বার্ষিক ছুটি, ওভারটাইম, খাদ্য ও পরিবহন খরচ খাতে।

ভিয়েতনামে কমপক্ষে ছয় লাখ কর্মী রয়েছে খাতটিতে। তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কোম্পানিগুলো নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে। গ্র্যাবের দাবি, তারা তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা দেয়। অন্যদিকে ফুডপান্ডার দাবি, তারা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ডেলিভারি কর্মীদের জন্য ইন্স্যুরেন্স চালু করেছে। খুব সম্ভবত সিঙ্গাপুরে কার্যক্রম পরিচালনা করা গ্র্যাব ও শপি এক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে। তারা কর্মীদের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য প্রতিনিধি রাখারও অনুমোদন দিয়েছে।

মহামারী-পরবর্তী সময়ে ডেলিভারি পরিষেবা খাত এমনিতেই ধীরগতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ রেস্তোরাঁমুখী হওয়া মানে ডেলিভারি কর্মীদের প্রয়োজন কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে অর্ডারের পরিমাণও তুলনামূলক কম। এর মধ্যেই খণ্ডকালীন পেশা হিসেবে মানুষ খাতটিতে জড়িয়ে পড়ায় আগে থেকে যারা পূর্ণকালীন কাজ করত তাদের আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডেলিভারি পরিষেবা খাতের এমন পরিস্থিতি তাই অনেকের কাছেই এখন এক ধরনের টিকে থাকার লড়াইয়ের মতো। সূত্র : সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৮ আশ্বিন ১৪
৩ অক্টোবর ২০২৩

'গৃহকর্মীকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হোক'

গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণার আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'আমাদের জীবন সহজ সুন্দর করতে গৃহশ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাদের যোগ্য মজুরিসহ মানবিক অধিকার আদায় হয় না অনেক ক্ষেত্রে। উপরন্তু চলে অমানবিক নির্যাতন। নির্যাতনে গৃহকর্মী হত্যার সংবাদ প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। তবে দোষী ব্যক্তি শাস্তি পায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দরিদ্র বলে এ ধরনের মামলার অধিকাংশ সমঝোতা করা হয়। তাই শ্রম আইনে গৃহকর্মীদের অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয় এ বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা। তারা নীতিমালা ২০১৫ এ আইনে রূপান্তরিত করে এর কার্যকর বাস্তবায়নেরও জোর দাবি জানান। আর এজন্য গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণার আহ্বান জানানো হয়। গতকাল সোমাবার 'গৃহকর্মীদের অধিকার নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ইউসেপ বাংলাদেশ-এর কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ডিএসকে) ও ইউসেপের যৌথ উদ্যোগে এ সভায় আয়োজিত হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন ইউসেপ বাংলাদেশ প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইনোভেশনস পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান। সঞ্চালনা ও সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন ডিএসকে যুগ্ম পরিচালক-প্রকল্প ফজিলা খানম। সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউসেপ বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মো. আবদুল করিম। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুন্নী, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর রাজীব নূর, একাত্তর টেলিভিশনের ফারজানা রুপা এবং রেডিও স্বাধীনের হেড অব প্রোগ্রাম শাকিল আহমেদ।

সভায় আরো আলোচনা করেন সারা বাংলা ডট কমের প্রধান বার্তা সম্পাদক রহমান মুস্তাফিজ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র রিপোর্টার মাহফুজা জেসমিন, বাংলাদেশ লেবার জার্নালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, মোহাম্মদপুরের গৃহকর্মী মাহফুজা আক্তার প্রমুখ।

প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত সমীক্ষার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিএসকের অ্যাডভোকেসি অফিসার রাজশ্রী গায়েন।

বক্তারা গৃহকর্মীদের নিবন্ধন, ঘন্টাভিত্তিক কাজ ও ঘন্টাভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ, গৃহকর্মী ও নিয়োগকর্তা উভয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়োগপত্র নিশ্চিতকরণ, গৃহকর্মীদের সংগঠিত করা, গৃহকর্মী হত্যা/নির্যাতনের খবর প্রচার ও বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা, গৃহকর্মীর অধিকার বিষয়ে প্রচারণায় গণমাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও তাদের আইনি অধিকার নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

কালের কণ্ঠ । রবিবার । ১ অক্টোবর ২০২৩ ।

চিংড়িশিল্পের নারী শ্রমিকরা মজুরিবৈষম্যের শিকার

সংলাপে বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মজুরিবৈষম্যের কারণে চিংড়িশিল্পের নারী শ্রমিকরা বছরে ৩৬ হাজার টাকা কম আয় করেন। পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি যেখানে প্রতিদিন ৩৫০ টাকা, সেখানে নারী শ্রমিকদের মজুরি ২৮০ টাকা। এর পরও নানা নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হতে হয় নারী শ্রমিকদের।

গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'লিডার্স' আয়োজিত জাতীয় সংলাপে উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'চিংড়িশিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থান : বাস্তবতা ও প্রত্যাশা' শীর্ষক ওই সংলাপে লিডার্সের নির্বাহী পরিচালক মোহন কুমার মণ্ডল বলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলেও মজুরিবৈষম্যের বেড়াজাল থেকে শত চেষ্টার পরও বের হতে পারেননি চিংড়িশিল্পের নারী শ্রমিকরা। ফলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, যা নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি বড় অন্তরায়।

সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু চিংড়িশিল্পের নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মালিক যদি শ্রমিকদের স্বার্থ না দেখেন, তাহলে শ্রমিকরাও মালিকদের স্বার্থ দেখবেন না। তাই সবাই মিলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধানে সঠিক কৌশল বের করতে হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বলেন, নানা ষড়যন্ত্রের মুখে দেশের চিংড়ি খাত। এর মধ্যে অন্যতম শ্রমিক সংকট, বিশেষ করে নারী শ্রমিকের। মজুরি কম ও পুরুষের চেয়ে বেশি সময় কাজ করার কারণে দিন দিন কমে যাচ্ছে এই খাতের নারী শ্রমিকের হার। চলমান সংকট দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধানের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের সব অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

সংসদ সদস্য বেগম শামসুন নাহার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো গঠনের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি করে। নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সমকাল ● বুধবার । ৪ অক্টোবর ২০২৩ ।

সৌদির ভিসা নিয়ে কর্মীদের হয়রানিতে ক্ষোভ রাষ্ট্রদূতের

সরাসরি আবেদনের আহ্বান

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশি কর্মীদের ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সব ব্যয় নিয়োগকর্তাদের বহন করার কথা থাকলেও দালালসহ নানা চক্রের কারণে হয়রানি ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। তাই কর্মীদের সরাসরি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলান। গতকাল মঙ্গলবার সৌদি দূতাবাসে সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান তিনি।

কর্মীদের হয়রানি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রতিদিন গড়ে বাংলাদেশিদের জন্য ৫ হাজার ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আরও সহজ করার জন্য উভয় পক্ষ কাজ করছে। সৌদি আরব অভিবাসী কর্মীদের ভিসা ফি নেয় না। স্মার্ট কার্ড আগে দিলে ৯০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হবে।

তিনি বলেন, হজ ও ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা কোনো এজেন্সির সহযোগিতা না নিয়ে নিজের পছন্দমতো প্যাকেজ নির্বাচন করে সহজে তা পালন করতে পারবেন। বাংলাদেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ওমরাহ পালন করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের সাউদিয়া এয়ারলাইন্সের বিমানের ট্রানজিটের যাত্রী হতে হবে। ট্রানজিট যাত্রীরা ৯৬ ঘণ্টার জন্য সৌদিতে অবস্থান করে ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সেনজেনের ভিসা থাকলেও সৌদিতে ওমরাহ পালন করা যাবে। এ ছাড়া কোনো এজেন্সির সহায়তা ছাড়াই নুসুক অ্যাপে নিবন্ধন করে যে কেউ ওমরাহ ভিসা করতে পারবেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন বহুমুখী। এই সম্পর্ক শুধু হজ ও ওমরাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাণিজ্য, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, জনশক্তি ইত্যাদি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সৌদি আরব বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে আসছে। তারা চান রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় ফিরে যাক। তিনি জানান, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটের সঙ্গে চুক্তি সই হবে খুব শিগগির। সৌদির অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে উভয় পক্ষ কাজ করছে।

রাষ্ট্রদূত জানান, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান আগামী বছর বাংলাদেশ সফর করবেন। যুবরাজের সফরে উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূর হবে।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম 'ইবসার' উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে সৌদি আরবের পরিচালিত ৫০টি স্কুলে ৩০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন কিং সালমান মানবিক সহায়তা ও ত্রাণকেন্দ্রের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সহকারী সুপারভাইজার জেনারেল ড. আকিল আল-গামদি।

প্রথম আলো • সোমবার, ২ অক্টোবর ২০২৩,

পোশাক খাতের মজুরি বোর্ড

তৃতীয় সভাও নিষ্ফল, মালিক-শ্রমিক কোনো পক্ষই প্রস্তাব দেয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকশিল্প খাতের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তৃতীয় সভাও নিষ্ফল হলো। কারণ, শ্রমিক ও মালিক কোনো পক্ষই মজুরি প্রস্তাব দেয়নি। যদিও গত আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্বিতীয় সভা শেষে বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, উভয় পক্ষই পরবর্তী সভায় মজুরি প্রস্তাব দেবে।

কোনো পক্ষই মজুরি প্রস্তাব না দেওয়ায় গতকাল রোববার নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তৃতীয় সভা নিষ্ফলই হয়েছে বলা যায়। সভা শেষে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ) লিয়াকত আলী মোল্লা সাংবাদিকদের বলেন, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী সভায় উভয় পক্ষ মজুরি প্রস্তাব দেবে। আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে মজুরি প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।

লিয়াকত আলী মোল্লা আরও বলেন, মজুরি বোর্ডের সদস্যরা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের ছয়টি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেছেন। এই কারখানাগুলোর মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মজুরির বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া গেছে। সেসব বিষয়েই আজকের (গতকাল) সভায় আলোচনা হয়েছে।

গতকাল নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান ও স্থায়ী প্রতিনিধি মকসুদ বেলাল সিদ্দিকী; শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম ও স্থায়ী প্রতিনিধি সুলতান আহম্মদ এবং নিরপেক্ষ প্রতিনিধি কামাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

গত এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মজুরি বোর্ড গঠন করে। এরপর ২৪ মে মজুরি বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নতম মজুরির বিষয়ে প্রস্তাব কেন দিতে পারলেন না—এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মজুরি বোর্ডের পক্ষ থেকে পরিদর্শন করা ছয়টি কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এ ছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মত নিয়েছি। ফলে প্রস্তাব দেওয়ার ব্যাপারে আমি মোটামুটি প্রস্তুত। আগামী সভায় আমি মজুরি প্রস্তাব দেব।'

অন্যদিকে সভা শেষে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নতুন মজুরিকাঠামো চূড়ান্ত হলেও সমস্যা হবে না। জানুয়ারির সাত কর্মদিবসের মধ্যে নতুন মজুরিকাঠামোতে মজুরি পাবেন শ্রমিকেরা।

এদিকে ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের জোট 'মজুরি বৃদ্ধিতে গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলন'-এর নেতারা গতকাল মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩ অক্টোবর ২০২৩

প্রথমবারের মতো পিতৃত্বকালীন ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান প্রবর্তন করেছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম সিন্ডিকেট সভায় ছুটির বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই বিধিতে প্রচলিত সব ছুটির সঙ্গে ১৫ দিনের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান প্রণীত হয়েছে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহ্ আজমের সভাপতিত্বে ২৪তম সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. ফিরোজ আহমদ, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান শারমিন সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জহুরুল ইসলাম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুব্রত ভৌমিক, লেজিসলেটিভ বিভাগের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর এবং রেজিস্ট্রার মো. সোহরাব আলী। এ বিষয়ে উপাচার্য প্রফেসর শাহ্ আজম বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নবীন বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তরুণ ও মেধাবী শিক্ষকরা পাঠদান করছেন। পাশাপাশি তরুণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীও রয়েছেন। তাদের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধানটি আমলে নিয়েছি। একজন সন্তানের কাছে মা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক বাবার ভূমিকাও তেমনি। এই দিক বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যারা নব্য বিবাহিত তাঁরা সর্বোচ্চ দুবার পিতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান থাকার ফলে মায়ের পাশাপাশি পিতাও সন্তানকে দেখাশুনা করার সুযোগ পাবেন। এই সুযোগটি তাদের উদ্বেগজনক অবস্থা মোকাবিলায় সহায়ক হবে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণা হিসেবে কাজ করবে। যার ফলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অধিক মনোযোগী হবেন, যা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৩ অক্টোবর ২০২৩

পোশাক শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি

কৌশলে সময়ক্ষেপণ কাম্য নয়

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের তিনটি বৈঠক হয়ে যাওয়ার পরও মজুরি প্রস্তাব জমা দেয়নি মালিক ও শ্রমিক–কোনো পক্ষই। অথচ আগস্টের দ্বিতীয় বৈঠকেই উভয় পক্ষের মজুরি প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা ছিল। এভাবে তিন বৈঠকের পরও মজুরি প্রস্তাব জমা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তারা বলেছেন, মালিকপক্ষ কৌশলে সময়ক্ষেপণ করছে। তাদের দাবি, এ জন্য সংশ্লিষ্টরা দ্রুত মজুরি প্রস্তাব জমা দিয়ে নতুন মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করা। ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে নতুন আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা।

গত ১০ এপ্রিল গঠিত মজুরি বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী ৯ অক্টোবর। অথচ এখনও কোনো পক্ষই প্রস্তাব জমা না দেওয়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে। কারণ শ্রম আইনে বলা আছে, মজুরি বোর্ড গঠনের ৬ মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। তাই নতুন করে প্রথম মজুরি বোর্ডের সময় বৃদ্ধি করা লাগবে।

গত রোববার রাজধানীর পুরানা পল্টনে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের বৈঠকে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলাকালে বাইরে অবস্থান নেয় বেশকিছু শ্রমিক সংগঠন। এ সময় তারা ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করাসহ আরও কিছু দাবি জানান। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০১৮ সালে বর্তমান ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা চূড়ান্ত করা হয়।

গত পাঁচ বছরে করোনা-মূল্যস্ফীতি-মুদ্রাস্ফীতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপসহ নানা সংকট মোকাবিলা করেছে দেশ। এতসবের মাঝেও পোশাক খাত দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা রেখেছে।

বর্তমানে বাজারের সঙ্গে শ্রমিকের মজুরির কোনো মিল নেই। খাদ্য মূল্যস্ফীতি গত সাড়ে ১২ বছরের মধ্যে এবার ছিল সর্বোচ্চ। এই মূল্যস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে শ্রমিক ও শ্রমজীবীর ওপর।

তৈরি পোশাক রফতানিতে সারা বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। অথচ রফতানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দেশটির গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি পান প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম।

বাংলাদেশের শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় বলা আছে, মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

পোশাক খাত বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস। সেই পোশাক খাতে শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলক কম। অর্থনীতির নিয়মে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক গতিশীলতা বাড়ে। মানসম্পন্ন মজুরি যেমন শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করে, তেমনি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশকে যদি উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করতে হয় তা হলে শ্রমজীবী মানুষের আয় বাড়াতেই হবে। ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ তাই বাংলাদেশের শ্রমিকদের কল্যাণ এবং অর্থনীতির বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হবে–আমরা সেই প্রত্যাশা করছি।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৩ অক্টোবর ২০২৩

চাকরি হারালেন ডিএসসিসির ৭৩ পরিচ্ছন্নতাকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৭৩ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানায় ডিএসসিসি। এর আগে একটি দপ্তর আদেশ জারি করে ওই ৭৩ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কর্মাবসান কার্যকর করেন ডিএসসিসি সচিব আকরামুজ্জামান। ডিএসসিসি সূত্র জানা গেছে, সংস্থাটি তাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে অনেকের বয়স ৫৯ বছর পেরিয়ে যাওয়ার তথ্য পায়। এ ছাড়া অনেকের শারীরিক অক্ষমতা, একজনের পরিবর্তে অন্যজন কাজ করা, কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ, কাজে অনুপস্থিতি ও মিথ্যা তথ্য দেওয়াসহ নানা অনিয়মের কারণে ৭৩ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

সমকাল • বুধবার। ৪ অক্টোবর ২০২৩। ১৯ আশ্বিন ১৪৩০

মজুরি বাড়াতে ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে

পোশাক খাত নিয়ে সিপিডির সংলাপে বক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা নিজ উদ্যোগে কারখানাকে সবুজে রূপান্তর করছেন। উন্নত করছেন কারখানায় কাজের পরিবেশ। যেখানে উৎপাদন হচ্ছে মানসম্মত পোশাক। এতে কারখানার ব্যয়ও বেড়েছে। এখন উন্নতমানের পোশাকের জন্য ক্রেতাদের বাড়তি দর দেওয়া দরকার, যাতে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। মজুরি বাড়াতে ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল আমারিতে তৈরি পোশাক খাতের পরিবেশবান্ধব রূপান্তরকে টেকসই করা বিষয়ে আয়োজিত এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ সংলাপের আয়োজন করে।

সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। প্যানেল আলোচক ছিলেন বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম ও বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড থিজ উডস্ট্রা। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন।

ড. শামসুল আলম বলেন, বড় কারখানাগুলো সবুজায়নে এগিয়ে গেছে। তবে সব কারখানাকে সবুজায়ন করার ক্ষেত্রে আইন করার মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করতে হবে। পোশাকের প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের নীতিসহায়তা ঠিকভাবে হওয়া দরকার। এটি না হলে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পোশাকের ন্যায্য দর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পোশাকের দর সরকার নির্ধারণ করতে পারে না, চাইতেও পারে না। এক্ষেত্রে শিল্প-উদ্যোক্তাদেরই দর-কষাকষি করতে হবে। তবে ক্রেতাদের সবুজ কারখানা থেকে মানসম্মত পোশাক পেতে হলে তাদেরও উপযুক্ত দাম দিতে হবে।

ডলারের দাম বাড়ার বিষয়ে শামসুল আলম বলেন, রপ্তানি খাতকে সহায়তা দিতেই টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতির বাস্তবতায় এটি করা হয়েছে। এ সুবিধা পাচ্ছেন রপ্তানিকারকরা। অর্থনীতিতেও এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এটিও এক ধরনের প্রণোদনা।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির গবেষণা ফেলো মুনতাসির কামাল বলেন, উদ্যোক্তারা কারখানাকে সবুজে রূপান্তর করছেন। বস্ত্র ও পোশাক কারখানা মালিকদের মধ্যে যারা এটি করেছেন তাদের ৬৯ দশমিক ৭০ শতাংশই করেছেন স্বপ্রণোদিত হয়ে। এছাড়া ৫৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ কারখানা সবুজ হয়েছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির কারণে। ৩৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ সবুজ হয়েছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। গত বছরের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশের ছোট-বড় ৪০৩টি বস্ত্র ও পোশাক কারখানার মালিক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে সিপিডি।

ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর অনেক সুবিধা পাওয়ার সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে। সেজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ দেশের অনেক কারখানা সবুজে রূপান্তর করা এবং মান উন্নত করায় অনেক বিদেশি সনদপত্র ও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে কারখানার মান ও কাজের উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে।

নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড থিজ উডস্ট্রা বলেন, বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের পরে ন্যূনতম মজুরির ফাঁদ থেকে বের হতে হবে। এ অবস্থায় দেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আর কতদিন পর্যন্ত ৮ হাজার টাকা থাকবে, সেটিই এখন জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতে, বাংলাদেশকে তার গ্রোথ মডেল নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে পোশাক খাতের ৪৫ লাখ শ্রমিকের কথা চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও কাজের পরিবেশ উন্নত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

এ বিষয়ে চার্লস হোয়াইটলি বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতের বিষয়ে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের ভূমিকা কী তা নিয়ে আলোচনা দরকার। পাঁচ বছর আগে সর্বশেষ মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় একটি সাধারণ পরিবার ৮ হাজার টাকা দিয়ে চলতে পারবে না। মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে উদ্যোক্তা ও সরকারের পাশাপাশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বিজিএমইএ সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, ইতোমধ্যে পোশাকশিল্পে সবুজায়নে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে সবুজ কারখানার হাবের বৈশ্বিক মডেল হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ। অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে সবুজায়নে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে যাওয়ার এই গতি অব্যাহত থাকবে। কারখানা মালিকদের এদিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৫ অক্টোবর ২০২৩

ইইউ-ডিসিসিআই সেমিনার

জিএসপি প্লাস পেতে শ্রম আইন সংশোধনের তাগিদ

বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে কেউ ঠকবে না : বাণিজ্যমন্ত্রী

যুগান্তর প্রতিবেদন

ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি প্লাস (শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার) সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ যদি শ্রম আইন সংশোধনে ব্যর্থ হয়, তবে জিএসপি প্লাস বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে। বুধবার রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা জানান ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। ইইউ-ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে সেমিনারের আয়োজন করে। ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার সামীর সাত্তারের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া। হোয়াইটলি বলেন, বাণিজ্য বাংলাদেশ-ইইউ'র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

২০

জিএসপি প্লাস পেতে শ্রম আইন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটবে, যা ইবিএ'র (অস্ত্র ছাড়া সব পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার) অধীনে বাংলাদেশ উপভোগ করত। পরবর্তী সুবিধা জিএসপি প্লাস পেতে হলে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। কারণ শ্রম আইন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং কমিশনের জন্য এই বাণিজ্য ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ইইউর সঙ্গে শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে, যা জিএসপি প্লাস পাওয়ার প্রধান চালক হবে। আমরা শ্রম আইন সংশোধনের বিষয় নিবিড়ভাবে মনিটরিং করছি। আশা করছি, একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড মেনে ত্রিপক্ষীয় অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আইনটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। ব্যাংকিংসহ অন্য সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করছি। এক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার কমতি নেই। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে কেউ ঠকবে না। লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বিডায় পৃথক সেল রয়েছে। এ সেল বিনিয়োগ নিবন্ধন থেকে শুরু করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সনদ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা দিয়ে আসছে। ব্যারিস্টার সামীর সাত্তার বলেন, বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা ২০২৯ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা জরুরি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের পাশাপাশি পাদুকা, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য আমদানির জন্য ইইউ'র প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সেমিনারে 'বাংলাদেশে বিনিয়োগে ইউরোপীয় কোম্পানি চ্যালেঞ্জ' ও 'জিএসপি প্লাসের পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভন কাজ

The Financial Express Wednesday, October 4, 2023

Garment factories going green, driven by buyers and competition

Finds CPD study, also notes self-motivation as another major factor

FE REPORT

Self-motivation, market-driven factors including buyer requirements, and sustaining competitiveness are the key factors that motivate the greening of garment and textile factories in the country, according to a new Centre for Policy Dialogue (CPD) study.

It also found that government regulations related to environmental standards have a relatively weaker influence in this regard.

According to the study findings shared on Tuesday, four major types of barriers have been identified that factories in the local textile and RMG sector face while embarking on their journey towards green transition.

Policy and institutional barriers included a lack of harmonisation of policies and regulations, regulatory and policy uncertainty, weak regulatory, management and monitoring systems, and enforcement.

The absence of market-driven incentives like premium prices for good products, lack of information, awareness and knowledge about green technologies and best practices and access to finance also restrict firms' capacity to embrace sustainable technologies, according to the study.

The CPD study titled "Securing Green Transition of the Textile and Readymade Garments Sector in Bangladesh" was carried out on owners and managers of 403 factories and 4,541 workers in the country.

CPD Research Fellow Muntaseer Kamal revealed the findings at a dialogue chaired by CPD Executive Director Dr Fahmida Khatun held on Tuesday at a city hotel.

State Minister for Planning Dr Shamsul Alam was the chief guest while EU Ambassador to Bangladesh Charles Whiteley and Sweden Ambassador to Bangladesh Alexandra Berg Von Linde, among others, spoke.

The study found that 69.70 per cent of factories are self-motivated to obtain green certificates.

Besides, 54.55 per cent of the owners have taken green initiatives thanks to their marketing strategy, while 39.39 per cent obtained different green certificates for competitiveness in the market, it showed.

Major areas of green investment by factories included technologies related to energy conservation, renewable energy, building-level energy metre, controlling air and dust pollution, management of solid waste and wastewater and building-level water metre.

Large factories are more likely to be aware of green certification than smaller ones, Mr Kamal said, adding that the main perceptions of workers regarding green practices in factories are that it reduces health hazards and improves productivity.

Showing the average green investment in the last five years per factory, he said large factories have made Tk 78.07 million in investment, which is 36.98 per cent of their total investment.

Despite lower total investments, small and medium-sized, as well as micro-sized factories, allocate a higher percentage of their total investment – 44.84 per cent and 53.99 per cent respectively -- toward green initiatives, he added.

The study recommended developing a comprehensive strategy that covers all aspects of a green transition for the textile and RMG sector.

This should include short-term and long-term goals, indicators, targets, timelines, roles, budgets and monitoring mechanisms.

Other suggestions included developing a common framework for green standards and certification, providing assistance to obtain green-related certifications, market-driven incentives like tax breaks and subsidies, withdrawing fiscal support to the polluters and offering premium prices for products from green factories.

State Minister for Planning Dr Shamsul Alam said Dhaka is the most polluted city and this issue needs to be addressed.

He asked for recommendations for green transition policy, saying they would incorporate the necessary ones into the Ninth Five-Year Plan.

Explaining the study's context, Dr Fahmida Khatun said the green economic transition is crucial for sustainable economic growth thanks to the increasing demand for environmentally and climate-friendly production and consumption.

RMG is an important sector considering its contribution towards economic growth and employment, as well as women empowerment, she said, adding there are many green certificates ranging from water, waste, to chemical management.

There are also various requirements from brands and buyers for such green certifications, each with their own specific standards, she said, suggesting unified and harmonised standards.

EU Ambassador Charles Whiteley said more regulations are coming, as the EU has a circular economy action plan, textile regulations, recycling initiatives and the latest due diligence that could ultimately impact the Bangladesh industry and how they do business.

Regarding green premiums for the green transition, he said it is important for ensuring decent wages and EU consumers also need to acknowledge this and be willing to pay more, which, according to him, is a "tricky mix".

He also talked about wages in the RMG sector, saying they are not sufficient for a family, particularly one with kids.

"The onus is not only on the government, not just on the industry but also on brands and buyers," he said, suggesting real engagement and partnership to address the challenges.

Deputy Head of Mission, Embassy of the Netherlands in Bangladesh, Thijs Woudstra, said, "There is no alternative to improving working conditions, wages and protecting workers' rights."

Not only RMG but also other sectors should be sustainable and that could be possible if the right policy and framework are taken and properly implemented, he noted.

Explaining the different measures taken by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), its vice president Md Shahidullah Azim said the RMG industry has already made unparalleled advancements in green transition. They are considered a global model of a green manufacturing hub and want to continue this momentum toward excellence.

"While the factories are making significant efforts to make their production greener and cleaner, the price doesn't reflect it. Because these initiatives come at a higher cost," he said, suggesting research focusing on how they can ensure a reasonable price structure for green transition in this sector.

He requested the CPD to focus on other hazardous industries that pollute the environment.

munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো • সোমবার, ৯ অক্টোবর ২০২৩,

পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা। গতকাল রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

রিজার্ভ ১৫ বিলিয়নে রাখতে হবে

আহসান এইচ মনসুরের মত

গতকাল রাজধানীতে বিশ্বব্যাংক ও সানেম আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি রিজার্ভসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের অর্থনীতিতে যে সংকট রয়েছে, তা মোকাবিলায় সংস্কার করতেই হবে। রাজনৈতিক কারণে এখনই স্বল্প মেয়াদে সংস্কার শুরু করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে নির্বাচনের আগে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত যাতে কোনোভাবে ১৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের নিচে না নামে, সেই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে অন্য কোনো দেশ থেকে ঋণ নিয়ে রিজার্ভ ভালো রাখতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে কে ক্ষমতায় আসবে, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। নির্বাচনের পর অর্থনীতিতে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করতেই হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এমন মত দিয়েছেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, করনীতিতে সংস্কার শুরু করতে হবে। এ জন্য তিন থেকে পাঁচ বছর সময় প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনাসহ সুদহার বাজারভিত্তিক ও রপ্তানি বহুমুখী করার উদ্যোগ নিতেই হবে। এসব না করলে অর্থনীতিতে সংকট আরও বাড়তে পারে। নিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। এভাবে চলতে থাকলে সামনে অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সুযোগ না-ও মিলতে পারে।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে গতকাল রোববার এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিবিদ ফ্রানসিসকা

> **সামনের দুই-তিন মাস অর্থনীতির জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং সময়। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ছেলেখেলা নয়। এটা অপ্রত্যাশিতভাবে আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ জন্য সংস্কারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।**
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

লিসেলোতা অনেসোর্স বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বেশির ভাগ দেশের প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেছে। বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান।

সেমিনারে প্যানেল আলোচনায় আহসান এইচ মনসুর বলেন, অর্থনীতিতে টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পর দেড় বছর চলে গেল, কিন্তু সরকার কোনো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। 'ভালো করছি, ভালো হয়ে যাবে', এমন বক্তব্যে সময় চলে যাচ্ছে। বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলায় আজ দেশের এই অবস্থা। ১০ বছর ধরে করনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু সংস্কার করা হয়নি। সমস্যা ঠিকই চিহ্নিত, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই সংকটে যে ধরনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়নি। এটা স্বাভাবিক বিষয় না, রাজনৈতিক কারণে এটা নেওয়া হয়নি।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'এত কম কর-জিডিপির হার দিয়ে কীভাবে এত ঋণ শোধ হবে, সেটা বোধগম্য না। সরকার সফলভাবে সরকারি খরচ কমাতে পেরেছে, কিন্তু কর আদায় করতে পারছে না। অনেকেই সরকারি ঋণ নিয়ে স্বস্তিতে আছেন, তবে পরিশোধের সক্ষমতা কম। এ জন্য কর ব্যবস্থাপনা অবশ্যই স্মার্ট হতে হবে। যদি আমরা দেশীয় খাত থেকে ঋণ নিয়ে চলতে চাই, তাহলে ভালো আর্থিক খাত প্রয়োজন হবে, যাতে এই ঋণ শোধ করা যায়।'

আহসান এইচ মনসুর বলেন, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাপনা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বন্ড বাজারও শক্তিশালী না। সুদহার বাজারভিত্তিক না হওয়ায় বন্ডবাজারে লেনদেন কম। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দিয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। পাশাপাশি ডলারের দাম ধরে রাখায় হঠাৎ ডলারের দামও বেড়ে গেছে।

অপর প্যানেল আলোচক ঢাকা চেম্বারের সভাপতি সামির সাত্তার বলেন, 'আমাদের প্রধান সমস্যা করের হার কম। ৯০ শতাংশ কর ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আসছে। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৪৮ শতাংশ হয় এই দুই শহরে। অনেকেই করজালের বাইরে রয়ে গেছেন। এ জন্য এনবিআরকে সারা দেশে যেতে হবে। করনীতির সংস্কার করতে হবে। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাত বড় হচ্ছে। তাদের করের আওতায় আনতে হবে। কর নিয়ে বেসরকারি খাতের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, 'আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি উচ্চ, কিন্তু জিডিপির তুলনায় করহার কমছে। তার মানে কর ব্যবস্থাপনার বাইরে অনেকেই রয়ে গেছেন। এর কারণ, কর ব্যবস্থাপনা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। এখন মূল্যস্ফীতি বেশি, প্রবাসী আয় কমছে। এর সঙ্গে অর্থ পাচারের সম্পর্ক আছে। এবারে অর্থনীতিতে সংকট তৈরি হয়েছে, তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটা এমনি এমনি ঠিক হবে না।

সেলিম রায়হান আরও বলেন, সামনের দুই-তিন মাস অর্থনীতির জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং সময়। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ছেলেখেলা নয়। এটা অপ্রত্যাশিতভাবে আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ জন্য সংস্কারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। যারা সংস্কারের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংস্কার আরও বিলম্বে করলে শঙ্কা আরও বাড়বে। এই কারণে শ্রীলঙ্কার অবনতি হয়েছে। রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সোমবার, ৯ অক্টোবর ২০২৩, ২৪ আশ্বিন ১৪৩০ • প্রথম আলো

কর্মক্ষেত্রে চক্ষু পরীক্ষায় কর্মদক্ষতা বাড়ে

গোলটেবিল বৈঠক

'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস : কর্মক্ষেত্রে চোখের গুরুত্ব' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে ভিশন স্প্রিং ও প্রথম আলো।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) মিশা মাহজাবীন, এ এন এইচ এনায়েত হোসেন, খালেদা ইসলাম ও আরশাদ জামাল। গতকাল *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা যেমন দৃষ্টিশক্তিকে ভালো রাখে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কর্মীর কর্মদক্ষতা বাড়ে। তাতে উৎপাদনও বেড়ে যায়। ফলে আর্থিক দিক থেকেও প্রতিষ্ঠানের জন্য তা লাভজনক হয়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে চোখের যত্নের বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

গতকাল রোববার সকালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামাজিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভিশন স্প্রিং ও *প্রথম আলোর* আয়োজনে 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস : কর্মক্ষেত্রে চোখের গুরুত্ব' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকেরা এই মন্তব্য করেন। ১২ অক্টোবর বিশ্ব চক্ষু দিবস। দিবসটি সামনে রেখে গতকাল ঢাকায় *প্রথম আলোর* কার্যালয়ে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে চক্ষুবিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি, শ্রম সংস্থার প্রতিনিধি, চক্ষু নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা, পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এন এইচ এনায়েত হোসেন।

সভাপতির বক্তব্যে এ এন এইচ এনায়েত হোসেন বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মসূচিতে চোখের বিষয়টি রয়েছে। গত ১০ বছরে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। চোখের সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আলোর সঠিক মান থাকা প্রয়োজন। যাঁরা ঝালাইয়ের কাজ করেন, করাতকলে কাজ করেন, এমন অনেক জায়গাতেই চোখের সুরক্ষায় বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হয় না।

এ এন এইচ এনায়েত হোসেন বলেন, পোশাক কারখানায় যাঁরা সূক্ষ্ম কাজ করেন, তাঁদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষার প্রয়োজন। তাঁদের চোখ ভালো থাকলে উৎপাদন বাড়বে। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নানা পর্যায়ের অংশীজনসহ সবার অংশগ্রহণে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলোচনার শুরুতেই ভিশন স্প্রিংয়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মিশা মাহজাবীন মূল বিষয়টির ওপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে বিশ্ব চক্ষু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'চোখকে ভালোবাসতে হবে।' এবার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'কর্মক্ষেত্রে চোখকে ভালোবাসুন'। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কর্মস্থানের পরিবেশ চক্ষুবান্ধব হতে হবে। পাশাপাশি সেখানে কর্মীদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষারও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মিশা মাহজাবীন বলেন, ভিশন স্প্রিং ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে। এর মধ্যে ২০১৮ সাল থেকে কর্মক্ষেত্রে চক্ষু পরীক্ষা ও সুলভে চশমা বিতরণের কাজ করছে। এই পাঁচ বছরে তাঁরা ১০৫টি প্রতিষ্ঠানের পৌনে তিন লাখ কর্মীর চোখ পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের ৩০ শতাংশের চশমা প্রয়োজন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮১ জন জীবনে প্রথমবার চশমা পেয়েছেন। চক্ষু সমস্যা নিয়ে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একত্রে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাবেক পরিচালক ও ন্যাশনাল আইকেয়ার পলিসির (এনইসি) কনসালট্যান্ট চিকিৎসক খালেদা ইসলাম বলেন, দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে হলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। এ জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। পাশাপাশি চক্ষুচিকিৎসা সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে চোখের চিকিৎসার বিষয়ে কার কী ভূমিকা থাকবে, তা নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা করতে হবে।

বিজিএমইএর পরিচালক আরশাদ জামাল বলেন, তাঁর নিজের তৈরি পোশাক কারখানায় ভিশন স্প্রিংয়ের মাধ্যমে কর্মীদের চোখের পরীক্ষা ও চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এতে কর্মীদের উৎপাদন বেড়েছে। তবে খরচের বিষয়টিতে তিনি সরকারি অংশগ্রহণের প্রস্তাব করেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি সৈয়দ মাহফুজুল হক বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চোখের চিকিৎসা নিয়ে সদস্যদেশগুলোর জন্য কর্মপরিকল্পনা করেছে। সেটি ধরে কাজ করলে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশের এন্টারপ্রাইজ অ্যাডভাইজার সাবেত ইসলাম বলেন, দৃষ্টিশক্তির সমস্যার ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে চোখ পরীক্ষা করে চশমা নিলেই সমাধান হয়ে যায়। এ জন্য কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে কারখানাগুলোতে কর্মীদের চোখের চিকিৎসার ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আইএলও বাংলাদেশের কর্মসূচি কর্মকর্তা এ কে এম মাসুম-উল-আলম বলেন, সরকারের স্বাস্থ্যনীতিতে সব ধরনের চিকিৎসার মধ্যে চোখের চিকিৎসাও রয়েছে। তবে চোখের চিকিৎসা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। নীতিমালায় চক্ষু চিকিৎসার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে থাকা প্রয়োজন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্লিয়ার ভিশন কালেকটিভের (সিভিসি) নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, চোখের অনেক সমস্যার চিকিৎসায় দ্রুত ফল পাওয়া যায়। চোখ পরীক্ষা করে চশমা নিলে মাত্র ১৫ মিনিটে দৃষ্টির সমস্যা থাকে না।

সাইটসেভার্সের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও আইএনজিও ফোরামের কো-চেয়ার অমৃতা রেজিনা রোজারিও বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে চক্ষুচিকিৎসা সেবার আওতায় আনতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অরবিস ইন্টারন্যাশনালের এ দেশের প্রতিনিধি ও আইএনজিও ফোরামের চেয়ারপারসন মুনির আহমেদ বলেন, শিশুদের চোখের সমস্যায় প্রথম থেকেই পরীক্ষা করালে ভবিষ্যতে তাদের সমস্যা কম হবে।

তৈরি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান শিনশিন গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহেল সাদাত বলেন, তাঁর কর্মীদের চোখ পরীক্ষা ও চশমা দেওয়ার মাধ্যমে ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। তবে ব্যাপক অগ্রগতির জন্য দরকার সমন্বিত প্রচেষ্টা।

লিভাই স্ট্রস অ্যান্ড কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক স্বপন পাল বলেন, ব্র্যান্ড হিসেবে তাঁরা তাঁদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মীদের চোখ পরীক্ষা ও চশমা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। অন্য ব্র্যান্ডগুলোরও এই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

পোশাকশিল্পের দুই কর্মী ডেনিটেক্স লিমিটেডের সালমা আক্তার ও কন্টিনেন্টাল ফ্যাশনের আবদুল আজিজ জানান, তাঁদের দৃষ্টিতে সমস্যা ছিল। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়া হচ্ছিল না। তাঁদের কারখানায় চোখ পরীক্ষা করে চশমার ব্যবস্থা করায় তাঁরা ভালো দেখছেন এবং কাজে স্বস্তি পাচ্ছেন, নিজেদের কাজের পরিমাণও বেড়েছে।

গোলটেবিল আলোচনার সূত্রপাত করে *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, দীর্ঘদিন যেন ভালো দৃষ্টিশক্তির উপকারিতা ভোগ করা যায়, সে জন্য চোখের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

গোলটেবিল আলোচনা সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

প্রথম আলো, সোমবার, ৯ অক্টোবর ২০২৩.

পোশাকশ্রমিকের জন্য ন্যূনতম ১৭,৫৬৮ টাকা মজুরি দরকার

সিপিডির পর্যালোচনা

বিদেশি ক্রেতারা প্রতি পিস পোশাকে অতিরিক্ত ৭ সেন্ট করে দিলে বাড়তি মজুরি দিতে কারখানা মালিকদের ওপর চাপ পড়বে না বলে মনে করে সিপিডি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে একটি শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবারের খরচ মাসে ১৬ হাজার ৫২৯ টাকা। আর খাদ্যবহির্ভূত খরচ ১২ হাজার ৮৮২ টাকা। একেকটি শ্রমিক পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা ৩ দশমিক ৭। তার মধ্যে উপার্জনক্ষম সদস্য ২। সেই হিসাবে শ্রমিকের মাসিক নিম্নতম মজুরি হওয়া দরকার ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নিয়ে এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। সংস্থাটি সর্বনিম্ন গ্রেডের জন্য সাড়ে ১৭ হাজার টাকা মজুরির প্রস্তাব করে, যার ৫৫ শতাংশ মূল মজুরি এবং মূল মজুরির ৫০ শতাংশ বাড়িভাড়া। এ ছাড়া মোট মজুরির ৭ শতাংশ খাদ্য ভাতা, ৫ শতাংশ চিকিৎসা ভাতা, সাড়ে ৩ শতাংশ যাতায়াত ভাতা এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য ২ শতাংশ ভাতার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ ও ৬ নম্বর গ্রেডকে একীভূত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

সিপিডি মনে করে, বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যদি প্রতি পিস পোশাকের জন্য মূল্য হিসেবে অতিরিক্ত ৭ সেন্ট করে দেয়, তাহলে বাড়তি মজুরি দিতে কারখানার মালিকদের ওপর কোনো চাপ পড়বে না।

রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল রোববার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্রিশ্চিয়ান এইডের সহায়তায় 'তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা' অনুষ্ঠানে মজুরিসংক্রান্ত গবেষণার তথ্য তুলে ধরে সিপিডি। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের ৭৬ কারখানা ও ২২৮ পোশাকশ্রমিকের ওপর করা জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহকারী তামিম আহমেদ। তাঁরা বলেন, জরিপে অংশ নেওয়া ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ কারখানার ব্যবস্থাপনায় যুক্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার থেকে ২১ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রত্যাশা ১৮ হাজার ২৮৮ টাকা। আর বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন দাবি করেছে ২৫ হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরি।

তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা। পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণে ছয় মাস আগে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। ইতিমধ্যে এই বোর্ডে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত শ্রমিক বা মালিক কোনো পক্ষই মজুরি প্রস্তাব দেয়নি। ফলে নতুন করে মজুরি বোর্ডের সময় বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এমন এক প্রেক্ষাপটে আয়োজন করা সিপিডির অনুষ্ঠানে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান, নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম, গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির জরিপে উঠে এসেছে, বর্তমানে পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবারের ৫৬ শতাংশ পর্যন্ত কেনার সক্ষমতা পোশাকশ্রমিকের রয়েছে। সে কারণে শ্রমিক পরিবারের ১২ শতাংশ দুধ ও ৫ শতাংশ চিনি প্রায় কেনেই না। এ ছাড়া ৫ শতাংশ শ্রমিক পরিবার কখনই ফল কিনতে পারে না। তবে শ্রমিক পরিবারগুলো প্রয়োজনের তুলনায় ৩১ শতাংশ চাল, ৫৫ শতাংশ আলু ও ৪৮ শতাংশ ভোজ্যতেল বেশি খায়। একই সঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় দুধ ৮৫ শতাংশ এবং ডিম ও মাছ ৪৯ শতাংশ কম খায়।

> পোশাক খাতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে। তাঁদের মজুরি আরও বাড়ুক আমরাও চাই। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আবার রপ্তানির ক্রয়াদেশ কম, সেটাও সত্য। ফলে এমন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে তা দেওয়ার সক্ষমতা মালিকদের থাকে।
>
> **ফারুক হাসান**, সভাপতি, বিজিএমইএ

অবশ্য সিপিডির এই মজুরি প্রস্তাব অপর্যাপ্ত উল্লেখ করে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বলেন, শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য ২৫ হাজার টাকা মজুরি দরকার।

শ্রমিকনেতা সাদেকুর রহমান বলেন, কম মজুরির কারণে স্বামী-স্ত্রী দুজন কাজ করেও সন্তানকে নিজেদের কাছে রেখে মানুষ করতে পারছে না শ্রমিক পরিবার।

প্রবীণ শ্রমিকনেতা মন্টু ঘোষ বলেন, একটি যৌক্তিক মজুরি নির্ধারণ করা হোক। গ্রেড সংখ্যা কমিয়ে আনা দরকার। তিনি আরও বলেন, পোশাকশিল্পের বড় সংকট হচ্ছে শ্রমিকেরা মুখ খুলে কথা বলতে পারেন না। এই খাতে অনেক উন্নতি হলেও শ্রমিকদের মধ্যে কথা বলার সংকট দূর হয়নি।

সিপিডির জরিপটি প্রতিনিধিত্বশীল হয়নি বলে মন্তব্য করেন মজুরি বোর্ডের মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান। তিনি দাবি করে বলেন, মজুরি নিয়ে সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ নেই। শ্রমিকদের মজুরি ২৫ হাজার টাকা দিলে খুশি হতাম, শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম। বেশি বেতন দিলে কারখানায় ঢুকলেই শ্রমিকের মুখে হাসি দেখতাম। শ্রমিকদের ভালো রাখতে ও ভালো দেখতে কে না চায়। তবে মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শিল্প বন্ধ না হয়ে যায়।

বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বিদেশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পোশাক কারখানার মালিকদের রক্ত চুষে নিচ্ছে। ৮০ শতাংশ মালিক কোনো রকমে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নতুন মজুরিকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান যাতে ন্যায্য মজুরি দেয়, সে জন্য সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'পোশাক খাতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে। তাঁদের মজুরি আরও বাড়ুক আমরাও চাই। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আবার রপ্তানির ক্রয়াদেশ কম, সেটাও সত্য। ফলে এমন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে তা দেওয়ার সক্ষমতা মালিকদের থাকে।'

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, জরিপে উঠে এসেছে, ২০১৯ সালের পর সপ্তম গ্রেড বা তার ওপরের পদে নিয়োগ পেয়েছেন, এমন ৪২ শতাংশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরিকাঠামো পরিপালিত হয়নি। আবার ৪২ শতাংশ কারখানায় গ্রেড পদ্ধতি মানা হয় না। তাই এবারের মজুরিকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপক্ষীয় কমিটি করা দরকার। এ ছাড়া মজুরিকাঠামো কতটুকু বাস্তবায়িত হলো, তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ছয় মাস পর প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা উচিত।

প্রথম আলো • সোমবার, ৯ অক্টোবর ২০২৩.

বেসরকারি চাকরিজীবী

ভবিষ্য তহবিলের আয়ে বাড়তি কর কেন

নতুন আয়কর আইনে বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্য তহবিল ও গ্র্যাচুইটি বা আনুতোষিক তহবিলের আয়ের ওপর সাড়ে ২৭ শতাংশ কর ধার্য করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেসরকারি চাকরিজীবীদের সাধারণত ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিলের অর্থ স্থায়ী আমানতে (এফডিআর) কিংবা সঞ্চয়পত্র ক্রয়সহ বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে খাতভেদে এ বিনিয়োগের মুনাফার ওপর উৎসে কর হিসেবে ৫ থেকে ১০ শতাংশ কর কেটে রাখা হতো। নতুন আইনে কাটা হবে সাড়ে ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ বছরে উল্লিখিত তহবিলের অর্থ যেখানেই বিনিয়োগ করা হোক না কেন, সাড়ে ২৭ শতাংশ নিয়ে যাবে সরকার।

অথচ সরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিলের আয়ের ওপর কর নেই। সরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্য তহবিলে সরকার ১৩ শতাংশ সুদ দেয়। এটা আমানতের ওপর সর্বোচ্চ সুদ। এটা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির একটি মন্দ উদাহরণ হয়ে থাকবে। এমনিতেই সরকারি চাকরিজীবীদের তুলনায় বেসরকারি চাকরিজীবীদের আর্থিক নিরাপত্তা কম। তারপরও এ ধরনের নীতি কার্যকর হলে বৈষম্যটি বেড়ে যাবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকারি চাকরিজীবী পেনশন ভোগ করলেও সব বেসরকারি চাকরিজীবী ভবিষ্য তহবিলের সুযোগ নেই। অন্যদিকে গ্র্যাচুইটির অর্থ পুরোটাই জোগান দেয় প্রতিষ্ঠান। আয়ের ওপর এই বাড়তি কর কেবল বেসরকারি চাকরিজীবী নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও বাড়তি চাপ।

এফবিসিসিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক টি আই এম নুরুল কবিরের মতে, প্রভিডেন্ট ফান্ড অবসরের পর চাকরিজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। বাড়তি কর নিলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বেসরকারি খাতের কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা কম। কারণ, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ তহবিল থেকে খুব কমই সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া যায়। তাই কর আরোপের ফলে বৈষম্য বাড়বে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি শেষে নিজের জমানো ও সমপরিমাণ অফিসের দেওয়া টাকা এবং জমা টাকার ওপর সুদ বাবদ বেসরকারি চাকরিজীবীরা কিছু টাকা পান। সেই টাকার আয়ের ওপর বাড়তি কর বসানোর অর্থ হলো এ ধরনের তহবিলকে নিরুৎসাহিত করা। সরকার একদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশনের অর্থের ওপর সর্বোচ্চ ১৩ শতাংশ সুদ দিচ্ছে, অন্যদিকে বেসরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্য তহবিলের আয়ের ওপর বাড়তি কর আরোপ করছে। এটা বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিরই প্রতিফলন।

সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর প্রয়োজন অস্বীকার করছে না কেউ। কিন্তু এ জন্য বেসরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্য তহবিলের ওপর কেন হাত দিতে হবে? সরকারের উচিত করের আওতা বাড়ানো। যারা এখনো করের আওতায় আসেনি, তাদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। প্রতিবছর বিত্তবানেরা যে কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি নজর না দিয়ে সরকার বেসরকারি চাকরিজীবীদের আয়ের ওপর ভাগ বসাচ্ছে। এটা কেবল অযৌক্তিক নয়, অবিচারও বটে। কর আইন সংস্কারের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা গেলেও সরকার এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা যায় না।

আমরা বেসরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্য তহবিলের আয়ের ওপর বাড়তি করারোপ প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। যাঁরা প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বেসরকারি চাকরিজীবীদের নড়বড়ে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে আরও ভঙ্গুর করা কোনোভাবে সমীচীন হবে না।

বণিকবার্তা সোমবার, অক্টোবর ৯, ২০২৩

উদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়ছেন

এসএমই খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন

দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে এসএমই খাতের অবদান অনস্বীকার্য। তবে এ খাত বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে খাতসংশ্লিষ্ট দক্ষতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, দক্ষতার ঘাটতি এবং যথাযথ তথ্যের অভাবে এসএমই উদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়ছেন। কোথায় কীভাবে ঋণ পাওয়া যাবে, পণ্যের সুনির্দিষ্ট রফতানি গন্তব্য, সময়সীমা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, পরিচালন দক্ষতার ঘাটতিসহ বেশকিছু কারণে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। সম্প্রতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'এসএমইদের রফতানির সক্ষমতা বৃদ্ধি: এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা' শীর্ষক সেমিনারে এসব তথ্য উঠে আসে।

বস্তুত দেশের শিল্প উন্নয়নের মূল শক্তিই হচ্ছে এসএমইসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। জিডিপিতে এসএমইদের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ, কিন্তু তারা নানামুখী প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। এজন্য এসএমই খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মূলধনের জোগান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও নীতিসহায়তা দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই খাতের অবস্থান আরো দৃঢ় করার জন্য পণ্যের বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাজারে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

ভবিষ্যতে এলডিসি-পরবর্তী সময়ে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, আর্থিক ও নীতিসহায়তা, যথাযথ অবকাঠামো এবং দক্ষ মানবসম্পদের স্বল্পতার মুখোমুখি হবেন। এ অবস্থায় কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আর্থিক ও নীতিসহায়তা প্রদান, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম আইনের সংশোধন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর, অবকাঠামো খাতের টেকসই উন্নয়নসহ নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেগা প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

যেকোনো দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে এসএমই খাত। প্রতিটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগ অংশীদার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানের জিডিপির ৯০ শতাংশ এসএমই খাত থেকে আসে। চীনের মতো শীর্ষ অর্থনীতির জিডিপিতে ৭০-৭৫ শতাংশ ভূমিকা রাখে এ খাত। এগুলো বৃহৎ অর্থনীতির উদাহরণ। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমিকা রয়েছে এসএমই খাতের। সারা দেশে যে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা বা অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছেন, তারা যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে ব্যবসা করতে আসেন তা অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি যেকোনো দেশের শিল্পায়ন ও পরিষেবা খাতে কর্মসংস্থানে ৮০-৯০ ভাগ ভূমিকা রাখেন এসএমই উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশের শিল্প খাতে শ্রমশক্তির প্রায় ৮০ শতাংশই এসএমই খাতের। মূলত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা। এজন্য এসএমইদের মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করা হলে তা দেশের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে।

এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ প্রাপ্তি নিয়ে নানা জটিলতায় পড়তে হয়। এজন্য সেক্টরভিত্তিক অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে নীতিনির্ধারকদের এগিয়ে আসা উচিত বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছেন না। যেকোনো সহযোগিতার জন্য উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন জায়গায় ভোগান্তি পোহাতে হয়। এজন্য এসএমইদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালু করার দাবি ব্যবসায়ীদের। এতে উদ্যোক্তাদের সমস্যা কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বহির্বিশ্বে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য দেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে মত পাওয়া গেছে। তাই এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরো বেশি হারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর জোর দিতে হবে।

এজন্য কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেয়ার পাশাপাশি রফতানি বাজার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আরো বৃহৎ পরিসরে এসএমই বিস্তৃত করার পরিকল্পনার স্বার্থে দেশের এসএমইদের উন্নয়ন ও এলডিসি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক ও নীতিসহায়তার লক্ষ্যে এসএমইর সংজ্ঞায় সংশোধন আনার ওপর সংশ্লিষ্টরা জোর দিচ্ছেন। বিশেষ করে মাঝারি আকারের ব্যবসা পৃথকীকরণ, রফতানি উন্নয়ন ফান্ড প্রবর্তন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণ প্রদান, এসএমইদের ডাটাবেজ তৈরিসহ বাজার সম্প্রসারণে বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা ও পণ্য প্রদর্শনীগুলোয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের ওপর জোর দিতে হবে।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ যেকোনো খাতের বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতা বৃদ্ধিরও বিকল্প নেই। এজন্য এসএমই খাতের বিকাশে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তা এ খাতের উত্তরোত্তর বিকাশে পরিপূরক হবে, এ প্রত্যাশা করা যায়।

THURSDAY OCTOBER 5, 2023
ASHWIN 20, 1430 BS
The Daily Star

EU GSP Plus depends on labour laws of int'l standards

Ambassador tells seminar

STAR BUSINESS REPORT

European Parliament and European Commission, parts of European Union (EU), will see whether Bangladesh's labour laws conform to international standards to provide preferential trade benefits under a proposed GSP Plus, said EU Ambassador to Bangladesh Charles Whiteley yesterday.

Even though Bangladesh is scheduled to graduate to developing country status in 2026, the EU will continue to provide the country its trade facilities meant for least developed countries (LDC) up to 2029.

Afterwards Bangladesh wants to avail the Generalised Scheme of Preferences (GSP) Plus, a special incentive for developing countries to pursue sustainable development and good governance.

"We are closely following the ongoing amendment of Bangladesh labour act. We hope that the amendment will be done with full transparency and in consultation with tripartite stakeholders and with technical assistance from ILO," said Whiteley.

He was addressing a seminar on "Unlocking Trade and Investment for European Companies in Bangladesh" jointly organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and the EU at Renaissance Dhaka Gulshan Hotel.

The new areas of cooperation are ICT, infrastructure, aviation, renewable energy, agriculture and pharmaceuticals.

Over the past 8 years, over $5 billion was scheduled to come from the EU to Bangladesh in the form of foreign direct investment, according to Bangladesh Bank.

However, only $2 billion finally came about, which is far from ideal when compared with that going to other developing countries, such as $28 billion in Vietnam, Whiteley said.

Issues like carbon emission and renewable energy will be major factors in garments sourcing after 2030, said Ziaur Rahman, regional country manager of multinational clothing company H&M.

Bangladesh needs more EU investment for untapped potentials in leather goods, IT and bicycles, said Syed Nasim Manzur, managing director of Apex Footwear.

PHOTO: STAR/FILE

Issues like carbon emission and renewable energy will be major factors in garments sourcing after 2030, said an official of H&M.

Bangladesh's exports to the EU, 93 percent of which was garments, stood at $25.23 billion in fiscal year 2022-23, said DCCI President Md Sameer Sattar.

Commerce Minister Tipu Munshi, Lokman Hossain Miah, executive chairman of Bangladesh Investment Development Authority, Jurate Merville, counsellor of the EU Delegation to Bangladesh, Morad Bourouffala, country representative of Airbus, Iqbal Chowdhury, CEO of Lafarge Holcim, Massih Niazi, CEO of Petromax LPG, Mushtaque Ahmed, vice president of the Bangladesh Bicycle and Parts Manufacturers and Exporters Association, Miran Ali, vice president of the BGMEA, and Russell T Ahmed, president of the BASIS, also spoke.

Financial Express Thursday | October 5, 2023

Global economic headwinds

BGMEA seeks govt support to safeguard RMG sector

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has called for government support and cooperation in ensuring resilience and continued growth of the readymade garment (RMG) industry amid a challenging global economic environment, reports UNB.

A BGMEA delegation led by its President Faruque Hassan made the call during a meeting with Sheikh Mohammad Salim Ullah, Secretary of the Financial Institutions Division, at the secretariat on Wednesday.

Other members of the delegation were Senior Vice President SM Mannan (Kochi), Vice President Rakibul Alam Chowdhury, and Chair of BGMEA Standing Committee on Challenged Industry Md Anisur Rahman.

The discussion at the meeting revolved around pressing issues related to the garment industry, the current state of global trade, the implications for Bangladesh's RMG export performance and potential strategies to address the challenges.

BGMEA President Faruque Hassan pointed out the difficulties facing the industry, citing a noticeable decline in garment exports.

This decline is mainly due to low consumer spending on clothing, resulting from high inflation in major export markets such as Europe and the USA, he explained.

Highlighting the significance of the garment industry in Bangladesh's economy, Faruque Hassan stressed the importance of prioritising the safeguarding of the RMG sector during these testing times.

Support and cooperation from financial institutions, including Bangladesh Bank and other banks, are crucial, he said.

He highlighted the necessity of quick and efficient financial services to enhance the industry's competitiveness.

If the RMG industry can maintain its competitiveness and sustain growth, it will substantially boost Bangladesh's export earnings, thereby contributing to the country's foreign exchange reserves, he added.

সমকাল • বৃহস্পতিবার। ৫ অক্টোবর ২০২৩

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত নিয়ে গবেষণা

নারীর অংশগ্রহণে নিশ্চিত হবে জেন্ডার সমতা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নারীর অংশগ্রহণ জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার মিরপুরে এমজেএফ টাওয়ারের আলোক মিলনায়তনে রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড জেন্ডার ইমপ্যাক্ট শীর্ষক গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এ সভার আয়োজন করে। উইমেন্স এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড এনার্জি প্রজেক্টের আওতায় এমজেএফের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণাটি করেছে ইন্সপাইরা অ্যাডভাইজরি অ্যান্ড কনসালটিং লিমিটেড।

গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনের সময় ইন্সপাইরার পরিচালক সালমান রহমান জানান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৬ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশ ও একই ধরনের অর্থনীতির চারটি দেশ এবং এই খাতে এগিয়ে থাকা আরও চার দেশের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ গবেষণা করা হয়েছে।

তিনি জানান, পর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাবে এবং জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারণী অবস্থানে নারীরা পৌঁছাতে পারছে না। এতে জেন্ডার বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৩ এবং সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা ২০২২ এখনও খসড়া পর্যায়ে আছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি লক্ষ্য জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য এই দুই নীতিমালায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন। তবে শুধু নীতিমালায় সংযোজনই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওয়াসিকা আয়শা খান। তিনি বলেন, বিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৩২ ভাগ। আমাদের পুরো শ্রমশক্তিতে এখন ৪০ শতাংশ নারী আছেন। নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিডিপিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
৪ অক্টোবর ২০২৩, ১৯ আশ্বিন ১৪৩০

৯ মাসে ২১৬ সাংবাদিককে হয়রানি-নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে দেশে ৪৬৭ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। একই সময়ে ২১৬ সাংবাদিক বিভিন্নভাবে হয়রানি, নির্যাতন, মামলা, পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা ও হুমকির শিকার হয়েছেন। একজন সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ১০টি গণমাধ্যম এবং নিজস্ব সূত্রের বরাত দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৯ মাসে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩২ নারীকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে তিন নারী। এ ছাড়া পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৩৯১ নারী। এর মধ্যে ২৩৫ নারীকে হত্যা করা হয়েছে। আসকের হিসাবে গত ৯ মাসে ১ হাজার ১৫৭ শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছে ৩১৭ শিশু। এ ছাড়া ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৩ ছেলে শিশু, দুজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

আসক বলছে, গত ৯ মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটজন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে কারা হেফাজতে ৭৭ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে কয়েদি ৩৫ ও হাজতি ৪২ জন। গত ৯ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গণপিটুনিতে ৩৮ জন নিহতের তথ্য জানিয়েছে আসক।

আসকের প্রতিবেদন

- ধর্ষণের শিকার ৪৬৭
- পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৩৯১ নারী

আসকের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না এক বিবৃতিতে বলেন, একটি ন্যায় ও মানবাধিকারভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া গণমাধ্যম যাতে স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো যাতে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান তিনি।

THURSDAY OCTOBER 5, 2023
ASHWIN 20, 1430 BS
The Daily Star

Women must unite to combat gender violence

Speakers tell Nijera Kori, Star roundtable

STAFF CORRESPONDENT

Women must unitedly confront and combat violence and sexual harassment at home and workplace, said speakers at a roundtable yesterday.

The event, "Beyond Freedom: The Unfinished War Against Patriarchy for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights," was jointly organised by Nijera Kori and The Daily Star at The Daily Star Centre in Dhaka.

Joining the programme virtually, Prof Zobaida Nasreen of Dhaka University said cases of violence against rural women rose during the pandemic amid lack of awareness.

Maheen Sultana of Centre for Gender and Social Transformation of BIGD said, "Younger women often face harassment in the workplace. Even though they knew that, they would face it like it's natural. So, we need to address this issue to create a safe work environment."

Nishath Sultana of Plan International recommended training teachers in gender sensitivity to incorporate and emphasise the importance of integrating these lessons into mainstream education.

Journalist Shishir Morol drew attention to an alarming 46 percent rise in unwanted pregnancies, citing government data. He said some 45 percent mothers still went through a C section to give birth, which is concerning. He called for women to step up and make informed choices regarding childbirth.

Speakers at the roundtable -- "Beyond Freedom: The Unfinished War Against Patriarchy for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights" -- at The Daily Star Centre yesterday. PHOTO: STAR

Ayesha Akhter of BLAST said some women opt for C-sections against medical advice, while some doctors recommend them unnecessarily. She also highlighted the importance of promoting normal deliveries for the well-being of mothers and babies.

Trans rights activist Joya Sikder stressed the need for a culture of respect, mentioning the challenges faced by the community members when seeking treatment in public hospitals.

Chandra Tripura, founder and director of Hills Resource Centre, said women in hilly areas face difficulties during menstruation due to water scarcity, often resorting to medication to manage their periods.

Md Shahnawaz Khan Chandan, an assistant professor at the Institute of Education and Research of Jagannath University, called for sexual health education to be included in basic

Women must unite

FROM PAGE 5

education, saying that people with disabilities are vulnerable to sexual abuse and exploitation due to limited access to information. Prof Kaosar Afsana from James P Grant School of Public Health (JPGSPH) at Brac University said, "We are still struggling to impart comprehensive sex education among our children. Until parents openly discuss it with their children, it will remain a taboo."

Rita Houkayem, senior development officer (gender equity), High Commission of Canada in Bangladesh, emphasised collective action and urged for focus on marginalised groups, particularly women, girls, and sexual minorities, to end violence and discrimination.

Rehnuma Ahmed discussed the necessity of united action to combat violence and sexual harassment, saying, "It's a matter of our existence now."

Artist Dilara Begum Jolly, retired Justice Krishna Debnath, Manusher Jonno Foundation programme head Banasree Mitra, and Brac's JPGSPH director Farhana Alam, spoke at the roundtable, among others.

Nijera Kori Coordinator Khusi Kabir moderated the programme. Sushmita S Preetha, editor of editorial and opinion section at The Daily Star, made the concluding remarks.

সমকাল
সোমবার । ৯ অক্টোবর ২০২৩

সাইফুল হক বললেন

শ্রমিক আন্দোলন ষড়যন্ত্র নয়

সমকাল প্রতিবেদক

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, অনতিবিলম্বে বাঁচার মতো মজুরির ঘোষণা না এলে দাবি আদায়ে দেশব্যাপী মরণপণ আন্দোলনে নামা ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের আর কোনো পথ থাকবে না। শ্রমিকের বাঁচার আন্দোলন কোনো ষড়যন্ত্র নয়। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাকের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ ফিরোজ, আইয়ুব আলী, নাঈম খান, আবদুল হালিম ভূঁইয়া প্রমুখ।

DHAKA WEDNESDAY OCTOBER 4, 2023
ASHWIN 19, 1430 BS
The Daily Star

RMG green practices a self-motivated marketing strategy: CPD study

STAR BUSINESS REPORT

Sustainable and environment friendly practices adopted by a section of Bangladesh's garment and textile manufacturers are mainly a marketing strategy driven by self-motivation, according to a new study of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Self-motivation was the factor for 69.70 percent of the factory owners, found the study on securing green transition of the textile and garment sector in Bangladesh, revealed through a ceremony organised by the CPD at Amari Dhaka yesterday.

Some 54.55 percent adopted those as a marketing strategy while 39.39 percent to gain market competitiveness.

The adoption of the practices accelerated after the Tazreen Fashions fire and Rana Plaza building collapse mainly to improve the country's image amidst criticisms from international communities over poor workplace safety and labour rights.

Though not a requirement of international clothing retailers and brands, the shift had other perks such as savings on energy and water bills and better productivity and health of workers form working in improved workplace environments.

However, the factory owners have been demanding premium prices from their trading partners, reasoning that clothes made through such practices are a big draw for conscious buyers and a few billion US dollars have already been invested for the purpose.

Bangladesh currently has 202 LEED-certified garment and textile industries, of which 73 are of a platinum level, 115 gold, 10 silver and four green.

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification is provided by United States Green Building Council.

The LEED certification level depends on how much a project adhered to prerequisites and credits that address carbon, energy, water, waste, transportation, materials, health and indoor environmental quality.

Bangladesh is home to 13 of the world's 15 top-rated LEED certified green factories. Another 500 units are currently engaged in securing the certification.

The adoption of green practices accelerated after the Tazreen Fashions fire and Rana Plaza building collapse mainly to improve the country's image

The green practices have some benefits such as worker health improvements and compliance to standards, but fair wages are also important and the brands have the rules to play for fair wage, said EU Ambassador to Bangladesh Charles Whiteley.

The wage issue is now going through a pivotal moment as the Tk 8,000 minimum monthly salary of garment workers fixed five years ago is currently under review, he said.

The amount is not conducive to healthy living as people worldwide are struggling with rising living expenses, he added.

"So, the onus is not only on the government, the onus is not only on the industry, but also the onus is also on the brands and buyers," said Whiteley.

There are excellent examples of real engagements and partnerships, he said, citing one between the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Swedish retail giant H&M on reducing carbon emissions by 30 percent by 2030.

Consumers in Europe also have to wake up at this difficult time and they need to pay more for garment items, he said. "Get the fair price in Europe, pay the workers well and be compliant," he said.

It is tricky mix and not so easy, added Whiteley.

Financing and trade benefits can be availed but Bangladesh must retain its competitiveness after the 2026 United Nations country status graduation and diversify exports, he said.

Sharing the study findings, Muntaseer Kamal, a CPD research fellow, said 182 garment factories, 221 textile factories and 4,541 workers were surveyed.

Small and medium enterprises have limited ability to adopt green technologies compared to the large ones, the study also said.

Harmonised adoption of green practices is important as the requirements are different depending on the buyers, said CPD Executive Director Fahmida Khatun while moderating the seminar.

Initiatives solely by the factory owners and the government are not enough as the workers and international communities should also be involved in adopting the shift, she said.

Such studies could be conducted on other sectors, suggested Md Shahidullah Azim, a BGMEA vice-president.

The greening initiatives are there in the government's eighth five-year plan, said State Minister for Planning Shamsul Alam.

Dhaka is one of the world's dirtiest cities and it needs to be addressed through the initiatives, he said.

Bangladesh will be a trillion-dollar economy by 2032, when 30 of the planned 100 special economic zones will go into operation, he said.

কালের কণ্ঠ
৪ অক্টোবর ২০২৩। ১৮ রবিউল আউয়াল

সবুজায়নে বড় কারখানায় ৯৬% স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে

সিপিডির সংলাপে তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশের দুই শতাধিক পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বস্বীকৃত সবুজ কারখানার সনদ পেয়েছে। সবুজায়নের ফলে বড় কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে ৯৬.৮৬ শতাংশ। চিকিৎসা খরচ কমেছে ৮৯.৫৮ শতাংশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বস্ত্র ও তৈরি পোশাক পরিবেশবান্ধব টেকসই রূপান্তর' শীর্ষক সংলাপে এসব তথ্য তুলে ধরে সিপিডি। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম।

ফাহমিদা খাতুন

> শিল্পকে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তি ও দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ঘাটতি মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার
>
> **ফাহমিদা খাতুন**
> নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি

সবুজায়নে বড় কারখানায় ৯৬% স্বাস্থ্যঝুঁকি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শহীদুল্লাহ আজিম, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড থিজ উডস্ট্রা।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির রিসার্চ ফেলো মুনতাসির কামাল বলেন, সবুজায়নের ফলে বড় প্রতিষ্ঠানে ৯৬.৮৬ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে। চিকিৎসা খরচ কমেছে ৮৯.৫৮ শতাংশ। কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৮৪.১৬ শতাংশ ও ৯৫.০৭ শতাংশ বেড়েছে। বড় কারখানার মুনাফা বেড়েছে ৩৪.০৯ শতাংশ।

এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে সবুজায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ৮১.৫৪ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে। ৬৫.২০ শতাংশ চিকিৎসা খরচ কমেছে। কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৬৪.৫৯ শতাংশ ও ৭৬.৩৩ শতাংশ বেড়েছে। এ ধরনের কারখানায় মুনাফা বেড়েছে ৩৩.৮০ শতাংশ।

ছোট কারখানার ৮৪.৪৮ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে। ৬৩.১৩ শতাংশ চিকিৎসা খরচ কমেছে। কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৬৩.৮৭ শতাংশ ও ৭৫.৭১ শতাংশ বেড়েছে। ছোট কারখানার মুনাফা বেড়েছে ১৫.৯৫ শতাংশ।

প্রবন্ধে বলা হয়, বর্তমানে দেশের দুই শতাধিক কারখানার উদ্যোক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের লিড সনদ পেয়েছেন। পাইপলাইনে রয়েছে আরো ৫০০ কারখানা। কিন্তু অনেক ক্রেতা লিড সনদকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। একেক ক্রেতার একেক ধরনের চাহিদা থাকে। এ জন্য পরিবেশবান্ধব সনদে একটি সম্মিলিত মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন।

মুনতাসির কামাল বলেন, এ জন্য শুধু সরকার বা উদ্যোক্তা নয়, ক্রেতা ব্র্যান্ড এবং উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসতে হবে। অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে হবে। এর ফলে অর্থনীতির উন্নতি ও পরিবেশ রক্ষা হবে এবং পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন হবে। এই তিনটি একসঙ্গে করা গেলেই সবুজবান্ধব টেকসই উন্নয়ন হবে।

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত তিন দশক ধরে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে উল্লেখ করে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, এটি দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনেও সহয়তা করছে এই খাত।

তিনি বলেন, এই খাতকে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। ওই সময় রপ্তানির বড় বাজারগুলোতে জিএসপি হারানোর শঙ্কা রয়েছে।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, এ জন্য বাজার সুবিধা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব পণ্য ও শিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্পকে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তি ও দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ঘাটতি মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার।

পোশাক খাতের বড় প্রণোদনা

সংলাপের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, দেশের অর্থনীতির বাস্তবতায় ডলারের অবমূল্যায়ন করা হলেও এর সুফল পেয়েছেন তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। এতে যেখানে তাঁরা প্রতি ডলারে ৮৬ টাকা পেতেন, সেখানে বর্তমানে ১১০ টাকা পাচ্ছেন। এটাই এ খাতের বড় প্রণোদনা।

তিনি বলেন, শিল্পের বিকাশে ডলারের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এটি রপ্তানি খাতকে সহায়তা দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণে সরকার কাজ করছে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস, প্রচলিত ও অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানিতে সরকার প্রণোদনা দিচ্ছে। এ ছাড়া সবুজ কারখানায় কম করের সুবিধা পান উদ্যোক্তারা।

আট হাজার টাকা মোটেও ভালো মজুরি নয়

তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। তিনি বলেন, 'আমাদের এখন শোভন মজুরি ও তা নিশ্চিতে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। পাঁচ বছর আগে সর্বশেষ মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় একটি সাধারণ পরিবারের জন্য আট হাজার টাকা মোটেও ভালো মজুরি নয়। মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোক্তা ও সরকারের পাশাপাশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শহীদুল্লাহ আজিম জানান, চলতি বছরের মধ্যেই ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পরিবর্তন করা হবে। এ জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের তিনটি সভা হয়েছে।

আট হাজার টাকা মজুরি বিষয়ে তিনি বলেন, একজন শিক্ষানবিশ কর্মী হিসেবে ছয় মাস এই টাকা পান। ছয় মাস পর (সপ্তম গ্রেডের) এই মজুরি দাঁড়ায় ১০-১২ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে মজুরি বাড়ে শ্রমিকদের।

বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের উপপ্রধান থিজ উডস্ট্রা বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশকে ন্যূনতম মজুরির ফাঁদ থেকে বের হতে হবে। এ অবস্থায় দেশের পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আর কত দিন পর্যন্ত আট হাজার টাকা থাকবে, বর্তমানে এটিই জরুরি প্রশ্ন।

গবেষণা প্রতিবেদন তৈরিতে ২০২২ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৪০৩টি কারখানায় সাড়ে চার হাজার কর্মীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। দেশের ৯টি জেলার ৪০২টি কারখানায় জরিপ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮২টি পোশাক ও ২২১টি বস্ত্র খাতের কারখানা রয়েছে।

বণিক বার্তা
বুধবার, অক্টোবর ৪, ২০২৩

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য

৯ মাসে নির্যাতন হয়রানির শিকার ২১৭ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি বছরের নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ২১৭ সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি, মামলা ও পেশাগত কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময় হত্যার শিকার হয়েছেন একজন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গতকাল তাদের এ তথ্য প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনটির প্রকাশিত তথ্য মতে, গত নয় মাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন এবং বেআইনি আটকের অভিযোগসহ রহস্যজনক নিখোঁজ, সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন, সীমান্তে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অপপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেদনে নারীর প্রতি সহিংসতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, ৪৬৭ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর পাশাপাশি ৩২ নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯১ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

আসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কারা হেফাজতে মারা গেছেন ৭৭ জন। ১ হাজার ১৫৭ শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছে ৩১৭ শিশু এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৩ ছেলেশিশু, দুই ছেলেশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ বাংলাদেশী নাগরিক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে নিহত হয়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়। এ সময় আহত হয়েছেন ২০ জন। এর মধ্যে সর্বাধিক রংপুর বিভাগে আট নিহত ও আটজন আহত হয়েছে বলে বিভাগওয়ারি পর্যালোচনায় দেখা যায়।

সময়ের আলো বুধবার। ৪ অক্টোবর ২০২৩

সিপিডির সেমিনারে জানালেন বিদেশি কূটনীতিকরা

পোশাক শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি ভালো নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকরা বর্তমানে যে ৮ হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরি পান, তা মোটেই ভালো মজুরি নয় বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরা। গতকাল মঙ্গলবার তৈরি পোশাক খাতের পরিবেশবান্ধব রূপান্তরকে টেকসই করার বিষয়ে আয়োজিত এক সংলাপে তারা এসব কথা বলেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এ সংলাপ আয়োজন করে।

এ সময় দেশের তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা বলেন, ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি মোটেও ভালো নয়। আর কত দিন এ মজুরি থাকবে, বর্তমানে সেটাই জরুরি প্রশ্ন।

সংলাপে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম প্রধান অতিথি ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াটলি। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড থিজ উডস্ট্রা।

ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, আমাদের এখন শোভন মজুরি ও তা নিশ্চিতে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। পাঁচ বছর আগে সর্বশেষ মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় একটি সাধারণ পরিবারের জন্য আট হাজার টাকা মোটেও ভালো মজুরি নয়। মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোক্তা ও সরকারের পাশাপাশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের উপপ্রধান থিজ উডস্ট্রা বলেছেন, এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশকে ন্যূনতম মজুরির ফাঁদ থেকে বের হতে হবে। এ অবস্থায় দেশের পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আর কত দিন পর্যন্ত ৮ হাজার টাকা থাকবে, বর্তমানে এটিই জরুরি প্রশ্ন। অনুষ্ঠানে থিজ উডস্ট্রা আরও বলেন, প্রবৃদ্ধিও মডেল নিয়ে বাংলাদেশের পুনরায় চিন্তা করা প্রয়োজন। এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। ফলে বিষয়টি মাথায় রেখে দেশের পোশাক খাতের ৪৫ লাখ শ্রমিকের কথা চিন্তা করতে হবে। বর্তমান বাস্তবতায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো মুনতাসির কামাল। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। সবুজায়নে বড় কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে ৯৬.৮৬ শতাংশ।

এদিকে সেমিনারে জানানো হয়, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ব স্বীকৃত সবুজ কারখানার সনদ পেয়েছে বাংলাদেশের শতাধিক পোশাক কারখানা। ফলে বড় কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে ৯৬.৮৬ শতাংশ। আর চিকিৎসা খরচ কমেছে ৮৯.৫৮ শতাংশ।

সিপডির এই ডায়ালগে তৈরি পোশাক খাতের সবুজায়ন নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো মুনতাসির কামাল। এতে উল্লেখ করা হয়, ২০২২

আর কত দিন থাকবে ৮ হাজার টাকার মজুরি, জানতে চান কূটনীতিকরা

সবুজায়নে বড় কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে ৯৬.৮৬ শতাংশ

চিকিৎসা খরচ কমেছে ৮৯.৫৮ শতাংশ

বড় ফ্যাক্টরির মুনাফা বেড়েছে ৩৪.০৯ শতাংশ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার মুনাফা বেড়েছে ৩৩.৮০ শতাংশ

তদারকি, সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়সহ নানা কারণে পোশাক কারখানায় সবুজায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ৪০৩ ফ্যাক্টরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ৪৫৪১ কর্মকর্তা, কর্মচারীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বড় প্রতিষ্ঠানে সবুজায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে বড় কারখানার ৯৬.৮৬ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে, ৮৯.৫৮ শতাংশ চিকিৎসা খরচ কমেছে। অন্যদিকে কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৮৪.১৬ শতাংশ ও ৯৫. ০৭ শতাংশ বেড়েছে। বড় ফ্যাক্টরির মুনাফা বেড়েছে ৩৪.০৯ শতাংশ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে সবুজায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ৮১.৫৪ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে, ৬৫.২০ শতাংশ চিকিৎসা খরচ কমেছে। অন্যদিকে কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৬৪.৫৯ শতাংশ ও ৭৬.৩৩ শতাংশ বেড়েছে। এই ধরনের ফ্যাক্টরির মুনাফা বেড়েছে ৩৩.৮০ শতাংশ।

সবুজায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে মাইক্রো কারখানার ৮৪.৪৮ শতাংশ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে, ৬৩.১৩ শতাংশ চিকিৎসা খরচ কমেছে। অন্যদিকে কারখানা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা যথাক্রমে ৬৩.৮৭ শতাংশ ও ৭৫.৭১ শতাংশ বেড়েছে। মাইক্রো ফ্যাক্টরির মুনাফা বেড়েছে ১৫.৯৫ শতাংশ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, তদারকি, সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়সহ নানা কারণে পোশাক কারখানায় সবুজায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, অনেক কারখানার বিভিন্ন ধরনের সবুজায়ন সার্টিফিকেট নিয়েছে। এর পাশাপাশি দেখছি–লিড একটা সার্টিফিকেশন আছে, যেটা ইউএস জিএফের অধীনে হয়ে থাকে। সেটার মধ্যে এনার্জি, ওয়াটার, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, কেমিক্যাল ওয়েস্ট এই সবই আছে। সেই সার্টিফিকেট প্রায় ২০০ কারখানা নিয়েছে, আর ৪০০-৫০০ পাইপলাইনে আছে।

তিনি বলেন, আমরা যখন বায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তখন শুনছি তাদের চাহিদা ভিন্ন। সবুজের সংজ্ঞা, সূচক ভিন্ন এই সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে। সেখানে এক ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এই চাহিদাগুলো যদি একীভূত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা হলে রফতানিকারকদের সুবিধা হয়। একেক রফতানিকারকের চাহিদা একেক রকম, লিডকে অনেক বায়ারই স্বীকার করতে চায় না। তার মানে আরও প্রস্তুতি নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, এই গবেষণা আমাদের নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। আমরা সবুজ ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে মনোযোগী হয়েছি। রফতানিতে পোশাক খাতের অবদান ৮৫ শতাংশ। এখানে সবুজায়নের পাশাপাশি দূষণও কমাতে হবে।

তিনি বলেন, এনফোর্সমেন্ট ও রেগুলেশন এগুলো গভর্ন্যান্স ইস্যু। এইটা সবচেয়ে কঠিন। এনফোর্সমেন্ট ও রেগুলেশন ঠিকমতো হলে আমাদের বাজার অর্থনীতি ঠিকমতো কাজ করে। বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, সহযোগিতা করা সরকারের দায়িত্ব। বাজার যাতে কাজ করতে পারে। এতে পরিবেশের ওপর যেন ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে সেটা দেখা সরকারের দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে বাজারে কোনো রকম খবরদারি না করে বাজারকে সহযোগিতা করা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোর মধ্যে যেন সবাই কাজ করে সেটা দেখা সরকারের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, গার্মেন্টস খাতের প্রাইস ফরমেশন সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারে না, প্রাইস চাইতেও পারে না। বায়ারদের কাছ এটা চাইতে হবে শিল্প মালিকদের। ভালো পণ্য চাইতে হলে, সবুজায়ন চাইলে বায়ারদের প্রিমিয়াম প্রাইস দিতে হবে কারণ আমরা জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের মধ্যে আছে। এ ক্ষেত্রে সরকার সবুজায়ন করার ক্ষেত্রে নীতি সহায়তা দিতে পারে।

বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, আমাদের সবুজ কারখানা গ্লোবাল মডেল হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। আমার মনে হয়, সিপিডিকে অন্যান্য দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। পোশাক কারখানা এরই মধ্যে তীব্র নজরদারির মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০০-এর অধিক সবুজ কারখানা আমাদের আছে। ৭৩টি প্লাটিনাম রেটিং, ১৫০টি গোল্ড, ১০টি সিলভার রেটিং। বিশ্বের সেরা ১৫টি লিড ফ্যাক্টরির ১৩টি বাংলাদেশে। ৫০০০ ফ্যাক্টরি সবুজায়ন সার্টিফিকেট নেওয়ার পথে আছে।

ব্যবসায়ী তাবিথ আউয়াল বলেন, আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া যতই সবুজ হোক না কেন, বের হওয়া পণ্যটি যদি সবুজ না হয়, এটা ভবিষ্যতে বড় সমস্যা সৃষ্টি করবে। ফ্যাশন কোম্পানিগুলোকে ২০৩০ সাল নাগাদ উৎপাদনের একটা অংশ রিসাইকেল টেক্সটাইল দিয়ে করতে হবে। আমাদের রিসাইকেল করা যায় এমন বর্জ্যের উৎসের প্রয়োজন। এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বছরে ৫.৮ ট্রিলিয়ন টেক্সটাইল বর্জ্য উৎপন্ন করে। আমরা যদি সেটা সংগ্রহ করতে পারি তা হলে রিসাইকল পণ্য উৎপাদনের বড় সমস্যা সমাধান করতে পারব। কিন্তু সরকার বর্জ্য নিয়ে বলতে চায় না।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৪ আশ্বিন
৯ অক্টোবর ২০২৩

প্রশিক্ষণে বেড়েছে পারিশ্রমিক

রাবেয়া বেবী

'আমি আগে এমন ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলো শুধু চোখে দেখতাম , কোনোদিন ভাবিনি এই যন্ত্রগুলো নিজের হাতে চালাব। আজ ১০ দিনের প্রশিক্ষণে আমি ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, ব্লেন্ডার,আইরনসহ রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারি—এ কারণে আমার কাজের জায়গায় আমার যেমন বেতন বেড়েছে, তেমন আগের চেয়ে আমার সম্মানও বেড়েছে।' কথাগুলো বলছিলেন মিরপুর এলাকায় গৃহশ্রমিক মাহফুজা আক্তার।

মাহফুজা রাজধানীর 'ইউসেপ' থেকে গৃহশ্রমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি 'ইউসেপ' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, অনেক গৃহকর্মী 'সুনীতি' প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে অনেক। তারা নিজেরাই এখন গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে পারিশ্রমিক নিয়ে দরকষাকষি করেন, আবার অনেক সময় নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতে পারেন বলে নিজে থেকেই পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেন গৃহকর্ত্রী। আর দক্ষ আর প্রশিক্ষিত হওয়ায় তাদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়, স্বপ্ন দেখেন সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

কী প্রশিক্ষণ নেন তারা

মোহাম্মদপুর এলাকার নিপা জানান, এখানে এসে সে 'মপ' দিয়ে ঘর মুছতে শিখেছেন, ওভেনে রান্না, কাপড় আয়রন করা, কফি মেকারে কফি বানানো সবই তার এখন জানা। এখন সে মিক্সড ভেজিটেবল, লুচি, সবজি, ডাল ভুনা, চিকেন কারি, গরুর কালো ভুনা আর ঝরঝরে পোলাউ রান্না করতে পারেন।

কীভাবে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এলেন প্রশ্ন করলে পদ্মফুল দলের নেতা রওশন আরা জানান, তিনি ভাসানটেকের ধামলপুর আদর্শ রোডে বাস করেন। এখানেই এই প্রকল্প থেকে ইভা আপা আসেন। তিনি তাদের বোঝান তারা যে বাসাবাড়িতে কাজ করেন, যা বেতন পান প্রশিক্ষণ নিলে আরো বেশি বেতন পাবেন, কিন্তু তাদের কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। এমন কথা শুনে অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রথমে একটা উঠান বৈঠক হয়, সেখানে ২০ জনের দল গঠন করা হয়। দলের একজন নেতাও করা হয়। তারা স্থানীয় ভাবে প্রথম চার দিনের প্রশিক্ষণ পান। সেখানে তারা কথা বলা, প্রাথমিক চিকিৎসা, কোনো নির্যাতনের শিকার হলে ৯৯৯-এর ফোন করার মতো মৌলিক শিক্ষা পান। পরে আসেন ইউসেপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

প্রতিষ্ঠানের স্কিলড ডেভেলপমেন্ট সিনিয়র স্পেশালিষ্ট মো. আয়ুব আলী সরকার জানান, তাদের স্থানীয় সহযোগী সংগঠনগুলো স্থানীয় পর্যায়ে গৃহশ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন স্থানীয়ভাবে চার দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান, এখানে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ দেন। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বদলে যাচ্ছে জীবন

নেতা রওশন আরা বলেন, তার স্বামী আগে তাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন। তাকে এক দিন উঠান বৈঠকে নেওয়া হলে, তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। তিনি এখন আর তাকে মারধর করেন না। এমন ঘটনা এখানে অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এছাড়া তারা বাল্যবিবাহের ক্ষতির দিক ও ৯৯৯-এ ফোন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তারা বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহও বন্ধ করে দেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া মেয়েগুলো এখন আবার স্কুলে যাচ্ছে বলে জানান রওশন আরা। তার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথাও জানান তিনি।

প্রকল্প নিয়ে কিছু কথা

দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (ডিএসকে) যুগ্ম-প্রকল্প পরিচালক- ফজিলা খানম জানান, গৃহকর্মীদের জীবন-দক্ষতা ও কারিগরি-দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিচালিত 'সুনীতি' প্রকল্প ২০১৯ সালে শুরু হয়, প্রকল্প চলবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। ১৬ হাজার গৃহশ্রমিক নিয়ে কাজ করছে চারটি সংগঠন। যা বাস্তবায়ন হচ্ছে 'ইউসেপ' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

ইউসেপ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. আবদুল করিম বলেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে গৃহশ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অনেক সময় তারা অত্যাচারের শিকার হন। উন্নত দেশে নিজের কাজ নিজে করতে হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক দিনে গৃহশ্রমিকের চাহিদা শেষ হবে না। তারা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাই তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। তারা প্রশিক্ষিত হলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হবে।

দেশ রূপান্তর
৯ অক্টোবর ২০২৩, ২৪ আশ্বিন ১৪৩০
সম্পাদকীয়

প্রবাসী আয়ে দুর্যোগ

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এই আয়ের অর্ধেকের বেশি ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট– এই ৪ জেলায় কেন্দ্রীভূত। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে যত রেমিট্যান্স এসেছে, তার ৫২ শতাংশের বেশি এসেছে এ চার জেলায়।

সন্দেহ নেই, প্রবাসী শ্রমিকদের এই রেমিট্যান্স সামষ্টিক অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ছিল ২৩ দশমিক ৭১ মিলিয়ন ডলার। আর ২০০০ সালে প্রবাসী আয় হয় ১ হাজার ৯৫৪ দশমিক ৯৫ ডলার। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২ হাজার ১৫১ দশমিক শূন্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বলাবাহুল্য সামষ্টিক অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের অবদান জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশেরও বেশি।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, রেমিট্যান্স উপার্জনে বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে যেখানে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার, ২০২২ সালে তা নেমে এসেছে ২১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। এর কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে অর্থ আসা। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটা বড় উৎস হলো রেমিট্যান্স। যার বড় একটা অংশ আসে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এ ছাড়া প্রবাসী আয় থেকে যোগ হয় দেশের মোট জিডিপির ৪.৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০ দেশের একটি। এ বিষয়ে রবিবার দেশ রূপান্তরে প্রকাশিত– 'পশ্চিম থেকে কমছে প্রবাসী আয়' প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে দেশে ৪৯১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। অথচ গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৫৬৭ কোটি ২৮ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে ১৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। দেশের রেমিট্যান্স সংগ্রহের প্রধান হাব মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে প্রবাসী আয় কমেছে ১২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ব্যতিক্রমী ওমানে প্রথম মাসে প্রবাসী আয় বাড়লেও পরের দুই মাস ধারাবাহিক কমেছে। এই তথ্য জানাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ব্যাংকিং চ্যানেল ও খোলাবাজারে ডলারের দরে বড় ব্যবধান থাকায় মানুষ ব্যাংকিং চ্যানেলে আস্থা হারিয়েছেন। অতি মুনাফার আশায় হুন্ডিতে ঝুঁকছেন বেশিরভাগ প্রবাসী। পাশাপাশি নির্বাচনী বছর হওয়ায় অর্থ পাচারও বেড়েছে। এতে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন তারা।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে মোট রেমিট্যান্সের ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশ সাধারণত যায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। অর্থাৎ ৪০টি ধনী দেশে কাজ করে শ্রমিকরা অন্তত ১২৫টি দেশে তাদের পরিবার ও স্বজনের কাছে রেমিট্যান্স পাঠায়। যা দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৬২৭ কোটি টাকায়। অর্থাৎ দেশ থেকে রেমিট্যান্সপ্রবাহ কমেছে ৪৮ দশমিক ৮১ শতাংশ। আশঙ্কার কথা হচ্ছে, গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় কমেছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। একই সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৬ দশমিক ৫৮, ইতালি থেকে ৭ দশমিক ৭৩ এবং জার্মানি থেকে কমেছে ৭ শতাংশ। গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট ২০০৬-এর প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে রেমিট্যান্সের ৫৬ শতাংশই আসে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে। তবে পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ বেড়েছে। আবার রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে প্রবাসী আয় কমছে। হুন্ডির প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রবাসী আয় কমতে শুরু করেছে।

পরিস্থিতি বলছে, অর্থ পাচার রোধ ও বাণিজ্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিকল্প নেই। সামনেই জাতীয় নির্বাচন। যে কারণে অর্থ পাচার বাড়ছে। এটিকে সহায়তা করছে হুন্ডি। অর্থপাচারের লাগাম টেনে ধরতে না পারলে, বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে দেশ। নেমে আসতে পারে ভয়াবহ দুর্যোগ। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

NEW AGE MONDAY, OCTOBER 9, 2023,

An eye on inflation, CPD suggests Tk 17,568 as RMG minimum wage

Staff Correspondent

THE Centre for Policy Dialogue, a local think tank, on Sunday proposed that the minimum monthly wage for readymade garment workers should be Tk 17,568 so that the workers can cope with inflationary pressures in the country.

The CPD unveiled its estimation at an event titled 'revision of the minimum wage of RMG workers: observations and recommendations', held at the Lakeshore Hotel in the capital Dhaka.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan, Centre for Policy Dialogue research director Khondaker Golam Moazzem, Minimum Wages Board chairman Liaquet Ali Molla, Garments Workers' Trade Union Centre president Montu Ghosh, factory owners' representative to the minimum wage board Md Siddiqur Rahman, RMG workers' representative to the minimum wage board Sirajul Islam Rony and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association executive president Mohammad Hatem are present at an event titled 'Revision of the Minimum Wage of RMG Workers: Observations and Recommendations' organised by CPD at Lakeshore Hotel in the capital Dhaka on Sunday. — New Age photo

The organisation made the proposal for minimum wages of the RMG workers taking into consideration food and non-food expenses, number of household members, number of earning members and a certain percentage of savings.

The CPD study found that on average each worker household consisted of 3.7 members and of them earning members were two.

Considering the necessary food items and its market prices, the survey estimated that an adult (male and female), involved in manual labour, should consume foods worth Tk 5,385 in a month.

Using the same standard, it found that the food cost for a child should be Tk 1,937 a month.

The survey also estimated the total non-food cost of a garment worker's family at Tk 12,881 a month.

The CPD estimated the total monthly cost of a garment worker family at Tk 29,410, and if the cost adjustment for inflation is being considered, the total cost would be Tk 31,942.

'As per the Anker formula, we are proposing Tk 17,568 as the minimum monthly wage for a RMG worker in which 10 per cent discretionary savings has been included,' CPD research director Khondaker Golam Moazzem said while presenting the study report.

The Anker formula is the methodology for measuring living wages.

According to the study, if the global buyers increase the prices of product by only 7 cents, the proposed wage would not put any pressure on the readymade garment factory owners.

The CPD conducted the survey on 228 readymade garment workers in 76 factories in Dhaka, Narayanganj, Gazipur and Chattogram.

The study found that the existing minimum wage Tk 8,000 was announced in 2018, but it was not implemented in many factories.

It showed that 41.7 per cent of the surveyed workers who joined after 2019 at grade 7 or higher was with less than the minimum threshold of Tk 8,000.

The CPD found deviations in 17.1 per cent of the surveyed factories in maintaining yearly increment of 5 per cent.

The report showed that 42 per cent of factories did not practice any grading system while 67 per cent of workers was not aware regarding at which period they would get promoted to the next grade.

According to the study, while the standard family food cost should be Tk 16,529 a month, the garment workers are being able to spend Tk 9,198 a month.

As such, many of these workers are refraining from having a number of important food items such as eggs, sugar, fruits and milk, it said.

According to the survey, 12 per cent of the worker families did not buy milk at all, 5 per cent of the worker families did not buy sugar at all and 5 per cent of the worker families did not buy any kinds of fruits at the moment.

Garments Workers' Trade Union Centre president Montu Ghosh differed with the amount the CPD proposed, saying that the workers' minimum monthly wage should be Tk 25,000 with 65 per cent basic pay.

He said that the real demands of workers were not reflected in the study as the voice of workers was suppressed on the factory premises.

'We are listening the tales of advancement of the RMG sector, but the trade union rights of the workers are diminishing day by day in the sector,' Montu said.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan said that the global economy was passing through a tough time due to inflation.

'We want to increase the wages of workers, but the amount should have to be a logical one so that the industry could remain competitive in the global business,' he said.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

An eye on inflation, CPD

Md Siddiqur Rahman, the factory owners' representative to the RMG minimum wage board, said that the need of workers and capability of factory owners should be considered in setting the minimum wage.

'Many trade unions have demanded Tk 25,000 as the minimum wage. We will be happy if we can give more than the demands to our workers, but all should consider the survival of the sector,' he said.

Sirajul Islam Rony, the workers' representative to the RMG minimum wage board, demanded that the maternity leave for the RMG workers should be increased to six months from existing four months.

He also urged the government to check a possible unusual increase in house rent once the worker wages were raised.

Mohammad Hatem, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that 80 per cent of the RMG exporters was struggling for their existence as demand for apparel products decreased on the global market due to high inflation.

He said that without ensuring ethical buying practices by the global buyers, it would be difficult for the factory owners to implement increased wages of workers.

'We are investing in sustainability and increasing wages, but buyers are not contributing a single penny to it, rather they are sucking our blood,' Hatem said.

Minimum Wages Board chairman Liaquet Ali Molla said that they held three meetings of the board and visited small, medium and large factories across the country.

'We have received some demands from various organisations and all the things would be discussed in the board,' he said.

Liaquet Ali said that the board would recommend an amount as the minimum wage, which would be acceptable to both workers and owners.

Citing a global report, Garment Industry Workers Federation president Touhidur Rahman said that Bangladesh's RMG exporters were gaining additional Tk 1,090 crore due to the appreciation of the dollar.

He demanded a decent wage for RMG workers.

Garment Sramik Samhati president Taslima Akhter said that Bangladesh was the second largest apparel exporters in the world, but unfortunately, its worker wages were the lowest in the world.

She said that the Bangladesh RMG sector developed a lot,' but workers were deprived of the share of the growth.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ অক্টোবর ২০২৩

পুষ্টিহীনতায় ভুগছে শ্রমিক পরিবারগুলো

—— সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন ও গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য মাসিক বেতন ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমজীবী-মেহনতিসহ স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো অত্যন্ত কষ্টে আছে। শ্রমিক পরিবারগুলোর খাদ্যগ্রহণ কমে গেছে। তারা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। অনতিবিলম্বে বাঁচার মতো মজুরির ঘোষণা না এলে দাবি আদায়ে দেশব্যাপী মরণপণ আন্দোলনে নামা ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের আর কোনো পথ থাকবে না। গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। সাইফুল হক বলেন, সব জিনিসের দাম বাড়লেও কমেছে শ্রমিকের দাম, তাদের শ্রমশক্তির দাম। শ্রমিকদের বাঁচার আন্দোলন কোনো ষড়যন্ত্র নয়; গণতান্ত্রিক অধিকার। শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা নিয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের তালবাহানা করার কোনো অবকাশ নেই। বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবি জানানো হয়।

FRIDAY OCTOBER 6, 2023
ASHWIN 21, 1430 BS
The Daily Star

BGMEA seeks price hike from buyers again

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) yesterday again sought a price hike of garment items as the government is working to implement a minimum wage for four million garment workers from December this year.

BGMEA President Faruque Hassan said in a letter: "Firstly, we need our buyers to understand and internalise the wage dynamics from our respective contexts and priorities, and support us through rational price adjustments."

He also wrote letters to the buyers who are operating through liaison offices in Bangladesh, Action, Collaboration and Transformation (ACT) and American Apparel and Footwear Association (AAFA), asking to recalculate the price for orders which will be processed from the beginning of December.

"Secondly, it's time for us to think long term. The increase in cost and wage are unavoidable, and we cannot compete in certain product categories if costs continue on this upward trend, no matter how efficient we are," he added.

He urged local garment suppliers to find new opportunities, underlining the need for constant improvisation, innovation and diversification into items that match the sector's cost and competitive trajectory.

He added that there was no alternative to investment in machines, technology and skills.

"We need to find ways to optimise costs, trade off investments in technology with resource use and reduce wastage," he added.

The BGMEA also urged the government to take appropriate measures to control inflation and to bring its workers under a special safety net programme including food rationing.

"We appreciate our buyers and development partners for their support and we urge them to find more areas to support us in ensuring the wellbeing of the workers. We are passing through a turbulent time but it's not new to us."

দেশ রূপান্তর
শনিবার
৭ অক্টোবর ২০২৩, ২২ আশ্বিন

শ্রমিকের মজুরি ও জীবনমান

রাজেকুজ্জামান রতন

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় পুরোটাই তৈরি পোশাক খাতনির্ভর। গত অর্থবছরে রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলার। এই আয় আগের বছরের তুলনায় ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। আবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, এই রপ্তানি আয়ের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে আয় হয়েছে ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলার। তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ বেশি। রপ্তানি ক্রমাগত বাড়ছে এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখে তৈরি পোশাকশিল্পকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন মালিকরা। এই শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমিকের শ্রম এবং মূল্য সংযোজন। কাঁচামালের বিরাট অংশ আমদানি করা হয় এবং শ্রমিকের শ্রমে মূল্য সংযোজিত হয়ে তা আবার রপ্তানি করা হয়। এই খাত ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে, মালিকদের আয় এবং সম্পদ বাড়ছে, কিন্তু মজুরি নিয়ে শ্রমিকের অসন্তোষ কমছে না।

তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা এখন কারখানাকে সবুজে রূপান্তর করছেন। দেশের ছোট-বড় ৪০৩টি বস্ত্র ও পোশাক কারখানার মালিক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে সিপিডি। এতে দেখা যাচ্ছে, বস্ত্র ও পোশাক কারখানা মালিকদের মধ্যে যারা এটি করেছেন তাদের মধ্যে ৬৯ দশমিক ৭০ শতাংশই করেছেন স্বপ্রণোদিত হয়ে। এ ছাড়া ৫৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ কারখানা সবুজ হয়েছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির কারণে। ৩৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ সবুজ হয়েছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। ইতিমধ্যে দেশের অনেক কারখানা সবুজে রূপান্তর করা এবং মান উন্নত করায় অনেক কারখানা বিদেশি সনদপত্র ও স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু কারখানার মান ও কাজের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের জীবনমান নিয়ে। কারখানা সবুজ হলেও শ্রমিকদের জীবন যেন ধূসর।

প্রতিদিন শ্রমিক যা খায়, যা পরিধান করে, যেখানে ঘুমায়, যে পরিবহন ব্যবহার করে, ওষুধ খায়– সেসব কিছুই শ্রমিকের শ্রমে তৈরি। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার। বাংলাদেশের এই ৭ কোটি শ্রমজীবী তাদের শ্রম দিয়ে, যা উৎপাদন করেন আর প্রায় ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক যে পোশাক তৈরি করেন তা শুধু দেশের মানুষ ভোগ করেন তা নয়, সারাবিশ্বের অনেক দেশের মানুষের কাজে লাগে। সে কারণেই বলা হয়, পোশাক তৈরি হয় দেশে কিন্তু ব্যবহৃত হয় বিশ্ব বাজারের পণ্য হিসেবে। শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদন হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমজীবীদের ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন উঠলেই নানা অজুহাতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে আড়াল করার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি নির্ধারণ করার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো পাঁচ বছরে দ্রব্যমূল্য, টাকার মান, জীবনযাত্রার ব্যয় এক জায়গায় স্থির থাকে না।

যে কোনো উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি। এটা তো সবাই মানেন যে, কারখানায় যত বেশি পুঁজি, যত উন্নতমানের কাঁচামাল এবং যত উন্নত প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন, শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রম ছাড়া কোনো উৎপাদন সম্ভব হয় না। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের শ্রমশক্তি আর মালিকের পুঁজি– এই দুই মিলেই উৎপাদন হয়। শ্রমশক্তি বিক্রির আর্থিক মূল্যটাই শ্রমিক মজুরি হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রমিকের শ্রমশক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচের একটা অংশ মজুরি। শ্রমিককে মজুরি দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নেওয়া পণ্য উৎপাদন খরচের চেয়ে বাড়তি দামে বিক্রির মাধ্যমে মালিকের মুনাফা অর্জিত হয়। ফলে শ্রমিকের মজুরি যত কম দিতে পারে মালিকের মুনাফা তত বৃদ্ধি পায়। কাজের বিনিময়ে শ্রমিক যে মজুরি পায় তা দিয়ে সে তার জীবনধারণের জন্য শুধু পণ্যসামগ্রী কেনে তাই নয় বরং নানা ধরনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে। সুস্থ এবং সবল শ্রমিক যেমন উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে তেমনি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষ শ্রমশক্তি শ্রমজীবীদের মাধ্যমেই আসে। তাই শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে শুধু বর্তমান সময় নয়, সমাজের ভবিষ্যতের কথাও বিবেচনা করা উচিত। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জিডিপি গড়ে ৭ শতাংশের মতো করে বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ২৭৯৩ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং এটা প্রতিবছরই বাড়ছে। তাই জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী শ্রমিকদের মজুরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সংগতি রেখে নির্ধারণ করা হবে, এটা শ্রমজীবীদের একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা।

একটি পরিবারের টিকে থাকার সামগ্রী দিয়ে নিম্নতম মজুরির হিসাব করা হয়। তাই নিম্নতম মজুরি কোনো যুক্তিতেই দারিদ্র্যসীমার আয়ের নিচে হতে পারে না। বাংলাদেশ সরকারের 'পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ'ই এ বিষয়ে তথ্যকে উৎস হিসেবে ধরলে একটা সাধারণ হিসাব পাওয়া যাবে। এর সর্বশেষ প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে গড় কিলোক্যালরি ভোগ মাথাপিছু দৈনিক ২ হাজার ৩৯৩। শক্তি আসবে খাদ্য থেকে তাই এই পরিমাণ শক্তি পেতে হলে বিভিন্ন পণ্যের গড় ভোগের পরিমাণও দেখানো হয়েছে। পণ্যগুলো হলো– মোটা চাল, গম, ডাল, দুধ, তেল, মাংস, মাছ, আলু, সবজি, চিনি ও ফল। যদিও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের সহজ উৎস ডিমকে হিসাবে ধরা হয়নি। পুরুষ শ্রমিকদের কাজের ধরন অনুযায়ী দিনে প্রয়োজনীয় কিলোক্যালরি লাগে কমপক্ষে তিন হাজার আর নারী শ্রমিকদের গড়ে প্রয়োজন ২৪০০ কিলোক্যালরি। শ্রমিকরা যদি এই পরিমাণ শক্তি পেতে চায় তাহলে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী খাবারের খরচ প্রয়োজন হবে চারজনের পরিবারে ২২ হাজার থেকে ২৪ হাজার টাকা। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বাসা ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির খরচ, পরিবহন খরচ, চিকিৎসা, সন্তানের পড়াশোনা, মোবাইল ফোন ব্যবহারের খরচ, আপ্যায়ন, বিনোদন ইত্যাদি। এসব খরচ কম করে করলেও তার জন্য ঢাকার বাইরে ৪০ হাজার টাকা এবং ঢাকায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। অন্যান্য শিল্প এবং মালিকদের সক্ষমতা বিবেচনা করে বেশির ভাগ শ্রমিক সংগঠন মজুরি দাবি করেছে ২৩ হাজার টাকা এবং কোনো কোনো সংগঠন ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছে।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ন্যায্য মজুরির দাবি তুললেই সেই দাবিকে প্রথমে 'অযৌক্তিক' বলে বাতিল করার চেষ্টা করা হয়। তারপর বলা হয়, মজুরি বৃদ্ধি করলে দেশে গার্মেন্টস শিল্প থাকবে না। কিন্তু প্রতিবার মজুরি বৃদ্ধির পর গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস হয়নি বরং রপ্তানি বেড়েছে। ২০১০ সালে তীব্র আন্দোলন হয়, ফলে মজুরি ৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু রপ্তানি কমেনি বরং ২০১৩ সালে গার্মেন্টস খাতে রপ্তানি আয় হয় ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। ২০১৩ সালে ৫ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে আন্দোলনের পর ২০১৮ সাল নাগাদ মজুরি বৃদ্ধির সময় রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ২ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়, যা ২০১৯ সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে। বর্তমানে গার্মেন্টসে রপ্তানি আয় ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলার। মজুরি বৃদ্ধির পরও বাজার হারায়নি, রপ্তানি কমেনি বরং মুনাফা বেড়েছে। ২০১৮ সালের পর পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। গত ১০ এপ্রিল গঠিত মজুরি বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী ৯ অক্টোবর। শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠনের ৬ মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করার কথা। মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০১৮ সালে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ২০২৩ সালে এসে প্রকৃত মূল্যে ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় শ্রমিক এবং তাদের সন্তানরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। অথচ এই শ্রমিকদের শ্রমে ঘামে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় প্রতিবছরই বাড়ছে। বিগত বছরগুলোতে শ্রমিকদের আয় বাড়েনি, কিন্তু ডলারের বিনিময়ে টাকার দাম কমে যাওয়ায় মালিকপক্ষ গত এক বছরে বাড়তি পেয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ফলে শ্রমিকের প্রত্যাশা অনুযায়ী মজুরি দিলে মালিকের লোকসান হবে না কিন্তু উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারবে। তা না হলে রপ্তানি বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে অসন্তোষ। আর উন্নয়নের পেছনে থাকবে বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস– যা জন্ম দেবে বিক্ষোভের।

সে কারণেই বলা হয়, পোশাক তৈরি হয় দেশে কিন্তু ব্যবহৃত হয় বিশ্ব বাজারের পণ্য হিসেবে। শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদন হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমজীবীদের ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন উঠলেই নানা অজুহাতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে আড়াল করার চেষ্টা চলে

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক ও কলাম লেখক
rratan.spb@gmail.com

সমকাল
সোমবার। ৯ অক্টোবর ২০২৩।

চাকরির শর্তে মা হতে পারছেন না প্রার্থীরা

সমকাল প্রতিবেদক

পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি) পদে নিয়োগের জন্য তিন বছর আগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হলেও এখনও চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। আবার চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ চলাকালে অন্তঃসত্ত্বা কিংবা তিন বছরের কম বয়সী সন্তান থাকা যাবে না বলে অদ্ভুত শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে চাকরির অপেক্ষায় থেকে নিয়োগপ্রত্যাশীদের মাতৃত্ব হারানোর শঙ্কা তৈরি হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে মৌখিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার দাবিতে অধিদপ্তরের সামনে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে এমন শঙ্কার কথা জানান নিয়োগপ্রত্যাশীরা। মানববন্ধন শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা।

এদিকে এ নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ থাকায় ফলাফলের ফাইল আটকে দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ফল প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

নিয়োগপ্রত্যাশীরা বলছেন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের জন্য ২০২০ সালের ২০ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি জারি করে। শর্ত হিসেবে দেওয়া হয় মনোনয়নে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ চলাকালে গর্ভাবস্থা কিংবা তিন বছরের কম বয়সী সন্তান থাকা যাবে না। এতে বিপাকে পড়েন বিবাহিত নারীরা। বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রায় তিন বছর পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নেওয়া হয় লিখিত পরীক্ষা। এতে ৭ হাজার ৬২১ জনকে উত্তীর্ণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয় গত ১৮ জুন। তারা বলছেন, চূড়ান্ত ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা এবং ফলপ্রত্যাশীরা শুধু নারী হওয়ায় অধিকাংশের সংসারে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটা, মা-বাবা হওয়া থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে অনেককে।

পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা

- তিন বছর আটকে আছে নিয়োগ প্রক্রিয়া
- উত্তীর্ণদের অন্তঃসত্ত্বা কিংবা তিন বছরের কম বয়সী সন্তান থাকা যাবে না

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া সেলিনা জায়তুন ইতি বলেন, আমার বয়স এখন ৩২ বছর। এখনও সন্তান নেওয়া হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও পারছি না। কারণ, তিন বছরের বেশি সময় ধরে এ নিয়োগ আটকে রাখা হয়েছে। যেখানে অদ্ভুত এক শর্ত দেওয়া হয়েছে। এখন চাকরির আশায় পরিবার টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। মা হতে পারব কিনা, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছি। তাই চাকরি হোক না হোক, অতিদ্রুত ফল ঘোষণার দাবি জানাই।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এঅ্যান্ডআরএইচ) ডা. মনজুর হোসেন সমকালকে বলেন, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা নিয়োগের শর্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা মানবাধিকার কমিশনের আইনের লঙ্ঘন। এমনকি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকার কথা ছিল। কেন এমন শর্ত দেওয়া হলো, বিষয়টি আমার জানা নেই।

কবে চূড়ান্ত নিয়োগ সম্পূর্ণ হবে– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শেষ করে চূড়ান্ত ফল প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে এই নিয়োগে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ থাকায় মন্ত্রণালয় ফাইল আটকে দেয়। নতুন করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি এখনও প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Monday 9 October 2023

চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে

রাজবাড়ীর গোয়লন্দে চরাঞ্চলে প্রায় ১০ হাজার মানুষ বসবাস করে। সেখানে নেই কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্বাস্থ্যসেবাও অপ্রতুল। কারণ সেখানে কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কমিনিটি ক্লিনিকের দাবি জানিয়েছেন চরাঞ্চলের বাসিন্দারা।

এক হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৬০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ চরাঞ্চলে বসবাস করে। যা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগের এক ভাগ। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর জীবনমানে ঘটেনি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন। চর এলাকায় নেই ভালো রাস্তা। নেই পর্যাপ্ত স্কুল। চরের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠেনি হাসপাতাল বা ক্লিনিক।

সরকার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বহু মেগা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নও হচ্ছে। কিন্তু এসব অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা চরাঞ্চলের মানুষ পাচ্ছে না। সেখানে স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির সমস্যা রয়েছে। চরাঞ্চলের উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবার দিকে নজর বাড়াতে হবে।

চরের মানুষ সাধারণত মাছ শিকার করে ও কৃষিকাজ করে জীবন চালায়। এতে তাদের সংসারে সারাবছরই অভাব লেগে থাকে। চরাঞ্চলের মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এমন কিছু প্রকল্প নিতে হবে যাতে চরাঞ্চলের নারী-পুরুষেরা সেসব প্রকল্পে থেকে উপকৃত হতে পারে। তাদের জীবনমান উন্নতি করতে হলে সেখানকার নারী-পুরুষদের অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। চরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা ভালো করতে হবে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের জীবনমানোন্নয়নে গবেষণার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল সরকার কিন্তু তা ব্যয় হয়নি। কৃষি, শিক্ষা, পয়োনিষ্কাশন, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যাতে আরও বেশি সহযোগিতা দেয়া যায়, সেটি নিয়ে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশ ২০৫০ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে, এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এটা সরকারের চ্যালেঞ্জও। আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে সামিল হতে হবে। কোনো জনগোষ্ঠী যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ বিঘ্নিত হতে পারে। আমরা চাই, দেশের প্রতিটি চরে একটি মানবিক সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক।

প্রথম আলো • রোববার, ১৫ অক্টোবর ২০২৩,

ছিনতাইকারীদের চিনে ফেলায় খুন হন চালক

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

অটোরিকশা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় ছিনতাইকারীদের চিনে ফেলায় এবং তাঁদের বাধা দেওয়ায় বুকে ও পিঠে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয় চালক নূর ইসলামকে (৪৫)। হত্যাকাণ্ডের আট দিন পর ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য জানতে পারে পুলিশ।

গতকাল দুপুরে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান উপকমিশনার আবু তোরাব মো. শামছুর রহমান। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- রমজান আলী, মো. শরীফ ও দেলোয়ার হোসেন।

যুগান্তর
রোববার ১৫ অক্টোবর ২০২৩
৩০ আশ্বিন ১৪৩০

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইলিশ শিকার

দোহারে ১০ জেলে আটক

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

দোহার উপজেলার পদ্মা নদীতে শনিবার সকালে কারেন্ট জাল ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ধরার সময় ১০ জেলেকে আটক করেছে নৌপুলিশ। এ সময় তারা প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে। এছাড়া উদ্ধার ৭ কেজি ইলিশ স্থানীয় মাদ্রাসায় বিতরণ করেন বলে জানায় নৌপুলিশ কর্তৃপক্ষ।

কুতুবপুর নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জহুরুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় আটক আমিনুল ব্যাপারী, আছিফ আহমেদ, রবিউল মিয়া, সাইদুল ইসলাম, মিজানুর, হিরো মিয়া, ইসলাম, আজহার হাওলাদার, সজিব, শাহিন ব্যাপারীসহ দোহার উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। তাদের বিরুদ্ধে ২টি মামলা হয়েছে। দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাশ্বের আলম বলেন, ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৮৫০ জন জেলেকে ২৫ কেজি করে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১০ অক্টোবর ২০২৩,

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৮ দিন বেড়ে ১২০ দিন

মন্ত্রিসভার বৈঠক

ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড়। ইউনিয়ন পরিষদেও প্রশাসক বসানো যাবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৮ দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আর এই ছুটি নারী শ্রমিক তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রসবের আগে বা পরে সুবিধামতো নিতে পারবেন। এমন বিধান রেখে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০২৩'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনের খসড়াটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ছাড়া বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরে বিকেলে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, বর্তমানে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১৬ সপ্তাহ (১১২ দিন)। এই ছুটি প্রসবের আগে আট সপ্তাহ ও পরে আট সপ্তাহ নেওয়ার বিষয়ে ভাগ করা ছিল। এটিকে এখন সব মিলিয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আগে আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ২০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরযুক্ত বা তাঁদের সমর্থনসহ আবেদন না করলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারতেন না। এখন শ্রমিকের সংখ্যা যদি তিন হাজারের কম হয়, তাহলে ২০ শতাংশের সমর্থন লাগবে। আর তিন হাজারের বেশি হলে সেটি ১৫ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলে সেখানে তাঁরা করতে পারবেন। এ ছাড়া গ্রুপ অব কোম্পানি হলে ২০ শতাংশ শ্রমিক চাইলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। বর্তমান আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিক চাইলে তা করা যায়।

প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে করতে হবে।

মেয়াদ শেষের আগের ৯০ দিনের মধ্যে সিটি নির্বাচন

মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইনের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত খসড়া অনুযায়ী, নতুন ইউনিয়ন হলে বা পুরোনো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মেয়াদ শেষ হলে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়া ইউনিয়নর পরিষদের সচিবের পদটি পরিবর্তন করে 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) আইনের খসড়া' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সিটি করপোরেশনগুলোর নির্বাচন (ভোট) হবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগের তিন মাসের (৯০ দিন) মধ্যে। বর্তমান আইন অনুযায়ী, সিটি করপোরেশনের মেয়াদ ধরা হয় প্রথম সভা থেকে পরবর্তী ৫ বছর। আর কোনো সিটি করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৬ মাসের (১৮০ দিন) মধ্যে ভোট গ্রহণ করতে হয়।

সংশোধিত এই আইন পাস হলে সিটি করপোরেশন এলাকায় বৃষ্টিজনিত পানির ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজটি করবে সিটি করপোরেশন। এখন এক ধরনের চুক্তির মাধ্যমে এই কাজ সিটি করপোরেশন করে আসছে। এ ছাড়া সিটি করপোরেশনের সচিবের পদের নাম পরিবর্তন করে নির্বাহী কর্মকর্তা করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল তাঁর কার্যালয়ে। ছবি : পিআইডি

মেয়র ও কাউন্সিলরদের বছরের ছুটি কমিয়ে এক মাস করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো কাউন্সিলরের পদ ছুটি বা কোনো কারণে শূন্য হলে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এই দায়িত্ব পালন করবেন।

আরও যেসব সিদ্ধান্ত

মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৩-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। খসড়া অনুযায়ী সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না। এ ছাড়া 'পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনানুযায়ী দেশের অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো ওই এলাকায় একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হবে।

সুইডেনের প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাসস জানায়, সফররত সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডায়না ইয়ানস গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম শেখ হাসিনাকে উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমকে বলেন, 'আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।'

সুইডেনও চায় বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সুইডেনের প্রতিমন্ত্রী এ কথা উল্লেখ করেছেন বলে ইহসানুল করিম জানিয়েছেন।

বৈঠকে উভয় নেতা বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে চমৎকার সম্পর্কের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ এবং যুদ্ধ বন্ধের মধ্য দিয়ে বাঁচানো অর্থ মানবজাতির কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। তিনি বলেন, 'খাদ্যশস্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১০ অক্টোবর ২০২৩

বাংলাদেশ-ভারত টেক্সটাইল ও পোশাক খাতে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের বিহার সরকারের শিল্প বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সন্দীপ পাউন্ড্রিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গতকাল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) কার্যালয় পরিদর্শন করে। এ সময় উভয় দেশের টেক্সটাইল এবং পোশাকশিল্পের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোসহ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে, টেক্সটাইল এবং পোশাক খাতে একসঙ্গে কাজ করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তারা এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগানোর উপায় নিয়েও আলোচনা করেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল বিহারে বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং এই অঞ্চলে যারা বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছেন, তাদের জন্য কী কী সুযোগ রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেন। বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই পারস্পরিক সুবিধা অর্জন করতে পারে– এমন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি।

সমকাল
মঙ্গলবার । ১০ অক্টোবর ২০২৩

আসকের প্রতিবেদন

তিন মাসে ১২৫ শিশু হত্যা ধর্ষণের শিকার ১০৭ জন

সমকাল প্রতিবেদক

চলতি বছর তৃতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে দেশে ১২৫ শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। একই সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১০৭ শিশু।

বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শিশু অধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যাগত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও নিজস্ব তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংস্থাটি প্রতিবেদন তৈরি করে। গতকাল সোমবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, হত্যার শিকার শিশুদের মধ্যে ৫৩টির বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছর, শূন্য থেকে ছয় বছরের মধ্যে ৩২টি এবং সাত থেকে ১২ বছরের মধ্যে রয়েছে ২৬টি শিশু। এ ছাড়া ১৪ শিশুর বয়সের উল্লেখ নেই। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২২৮ জন বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০৯ জনের বয়সের উল্লেখ নেই। এ ছাড়া ৫৮ শিশুর বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছর, ৪৩ জনের বয়স সাত থেকে ১২ এবং ১৮ জনের বয়স ছয় বছরের মধ্যে। ধর্ষণের শিকার শিশুর মধ্যে মেয়ে ৯১, ছেলে ১৬। একই সময়ে ২৫ শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে।

বণিক বার্তা • মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

অভিমত | তানজিলা আমির

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তৈরি পোশাক শিল্প হলো সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো, রফতানি খাতে সর্বাধিক আয়কারী এবং সবচেয়ে বেশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকারী শিল্প খাত। বর্তমানে রফতানি আয়ের ৮২ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে এবং ৮১ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ হয় টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে। তাই দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসারে পোশাক খাতের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ যাত্রা শুরুর পর থেকেই নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে এ খাতকে। দীর্ঘদিন ধরেই এ শিল্পকে ঘিরে চলছে বিশৃঙ্খলা ও তৈরি হয়েছে নানা অস্থিরতা। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পোশাক শ্রমিকদের সময়মতো বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় না করা, বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধে অনিয়ম ও বিলম্ব, পোশাক কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি, ভবন ও অগ্নি দুর্ঘটনার প্রকোপ, শ্রমিকদের প্রতি ব্যবসায়ী-মালিকদের অপেশাদার আচরণ, নকল ও নিম্ন মানের পোশাক রফতানি, নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, কাঁচামাল আমদানি জটিলতা, অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থনীতি এ সোনার ডিম পাড়া হাঁসের কাছ থেকে না চাইতেই অনেক বেশি পেয়ে গেছে দেখেই হয়তো এর যত্ন ও তদারকির ব্যাপারে এমন উদাসীন সংশ্লিষ্টরা। পুরনো সমস্যা সমাধান করার আগেই নতুন আরেকটা এসে উঁকি দিচ্ছে এ খাতে। এ হাঁসের খাতিরদারি যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে সোনার ডিমের জায়গায় কয়লার ডিম পেতে আরম্ভ করব অথবা বেশি দেরি করলে আবার পুরো হাঁসটাকেই না হারাতে হয়!

অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নকারী এ রফতানি খাতটি যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে সেটা হলো অর্ডার বাতিল হওয়া। পোশাকের একটা অংশ, যেগুলোর মান ভালো, কেউ কেউ রফতানি করে দিচ্ছেন কম দামে। বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো যেটাকে নকল পণ্য রফতানি হিসেবে অবহিত করছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে নকল তৈরি পোশাক রফতানি এর আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। সম্প্রতি এটা নিয়ে উদ্বেগও জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। বিষয়টি পোশাক খাতের জন্য যে মোটেই সুখকর নয়, সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পোশাক শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বরাবরই উদাসীন। তারই ধারাবাহিকতায় তাজরীন গার্মেন্টস, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মতো ঘটনা ঘটেছে। আর এসবের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে এ খাতকে। তাই উচিত ছিল অতীতের ভুলগুলোকে শুধরে পোশাক শ্রমিকদের সাধারণ নিরাপত্তাটুকু নিশ্চিত করে এ খাতকে শঙ্কামুক্ত রাখা। কিন্তু আদৌও কি নিরাপত্তা ঝুঁকি ইস্যুতে অগ্রগতি সাধন হয়েছে? হলেও কতটুকু হয়েছে? সেটা এখন ভেবে দেখার বিষয়। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির তথ্য অনুযায়ী, দেশে রফতানিমুখী শিল্প-কারখানায় গত কয়েক বছরে অগ্নি দুর্ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০২০ সালে ১৭৭টি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ২০২২ সালে সেটি বেড়ে হয়েছে ২৪১টি। অন্যদিকে রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা এখনো শূন্যে নামেনি। ২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ১৩ জন আর গত বছর মারা গেছেন চারজন পোশাক শ্রমিক। এছাড়া দেশের মোট পোশাক কারখানাগুলোর মধ্যে বর্তমানে ৮৫৬টি কারখানা রয়েছে যেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। কোনো রকম তদারকি ছাড়াই তারা উৎপাদন ও রফতানি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে মনিটরিংয়ের বাইরে থাকা কারখানার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে মোট কারখানার ২২-২৩ শতাংশ মনিটরিংয়ের বাইরে এবং দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, ভবিষ্যতে এটা বেড়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে না আছে কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা না আছে সরকারি কঠোর নির্দেশনা অথবা নির্দেশনা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে পোশাক খাতে কাজ করছেন ৩২ লাখ শ্রমিক। অথচ সংশ্লিষ্টদের কাছে এ বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে কোনো কারণ ছাড়াই বেতন-বোনাসসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব পোশাক শ্রমিকের হাড়ভাঙা খাটুনি আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে ব্যবসায়ী-মালিকরা মোটা অংকের মুনাফা ঘরে তুলছে, দেশের অর্থনীতিতে সুদিন ফিরে এসেছে, উন্নয়নের সবুজসংকেত দেখতে পাচ্ছে, অথচ তাদের ন্যায্য মজুরি আর বকেয়া বেতন-বোনাস দিতেই যেন যত গড়িমসি শুরু হয়। এ বিষয়ে সমাধান চাইতে গেলেই যেন সংশ্লিষ্টরা দেখেও না দেখার ভান করে, বুঝেও না বোঝার ভণিতা শুরু হয়। অবহেলা আর চরম উদাসীনতাই যেন এ হতভাগ্য শ্রমিকদের একমাত্র প্রাপ্য। যেকোনো উৎসব-পার্বণের সময় বেশির ভাগ পোশাক শ্রমিকের রাজপথে নেমে আন্দোলন করতে হয় তাদের নিয়মিত বেতন-বোনাস আদায় করতে। দেশের সবচেয়ে বড় দুটি উৎসব, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহায় কর্মবিরতি দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বকেয়া বেতন-বোনাস আদায় করাটা যেন দেশের নিয়মিত চিত্র! অনেক সময় কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের দিয়ে ওভারটাইম কাজ করালেও এর বিনিময়ে তাদের কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় না। এছাড়া নিম্ন মজুরি হার আর কম বেতন-ভাতার জন্য শ্রমিকদের অসন্তোষ তো আছেই। ন্যায্য মজুরি আর নিয়মিত বেতন-বোনাসের জন্য বছরের পর বছর আন্দোলন চালিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত হয়নি কোনো স্থায়ী সমাধান। বিলসের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের চেয়েও অনেক কম। ভারতে পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বাংলাদেশী মুদ্রায় ১২ হাজার ১৬০ টাকা (১২৮ ডলার) আর বাংলাদেশে ৮ হাজার টাকা (৭৫ দশমিক ৫ ডলার, প্রতি ডলার ১০৬ টাকা হিসেবে)। অথচ বাংলাদেশে যে হারে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি তাতে এ মজুরি নিতান্তই অপ্রতুল। এত অল্প বেতনে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এ মানুষগুলোকে। এখানে আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ী-মালিকরা অনেক সময় প্রণোদনা পেলেও শ্রমিকদের মধ্যে হচ্ছে না তার যথাযথ বণ্টন। এ খাতে যে হারে বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জন বেড়েছে সে হারে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ায় দিনে দিনে তাদের মধ্যকার অসন্তোষ বাড়ছে, যা এ খাতকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

পোশাক খাতে মোট শ্রমিকের প্রায় ৫৮ শতাংশ নারী ও ৪২ শতাংশ পুরুষ। তৈরি পোশাক শিল্পে এ বিপুলসংখ্যক নারীর অবদান এ খাতকে এক অন্যান্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অথচ নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি, অনিয়মিত বেতন ভাতা, কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব, যৌন হেনস্তার শিকার হওয়া, সময়মতো পদোন্নতি না পাওয়া, অপর্যাপ্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি সমস্যাগুলো যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সেলাই ও অপারেটরের কাজ ছাড়া বড় কোনো পদে তাদের পদোন্নতি হয় না বললেই চলে। কিছু গার্মেন্টসে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিলেও তা ছয় মাসের জায়গায় তিন মাস দেয়া হয়। এ অবস্থায় খাতটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়েও দেখা গেছে ব্যাপক অসন্তোষ। পোশাক শ্রমিকদের এ পেশায় বয়স নিয়েও পড়তে হয় বিশাল বিপাকে। এই যেমন দেশের সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা সাধারণত ৫৯ বছর হলেও পোশাক কর্মীরা, বিশেষ করে নারী কর্মীরা ত্রিশের কোঠা পার হলেই চাকরি নিয়ে শঙ্কায় পড়ে যান। তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে না লাগিয়ে তখন তাদের বাদ দিয়ে কম বেতনে নতুন কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। অল্প বয়সে চাকরি হারানোর শঙ্কায় এ পেশায় অসন্তোষ বাড়ছে যা এ খাতের জন্য মোটেও শুভ লক্ষণ নয়।

এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক ছাঁটাইয়ে এসব খাতে অনেক কর্মরত শ্রমিকও কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। সামান্য একটু দোষে অথবা মালিকের পছন্দ-অপছন্দের কারণে যেকোনো সময় এদের জীবিকা নেই হয়ে যেতে পারে! পোশাক শ্রমিকরা হচ্ছেন এ খাতের প্রধান চালিকাশক্তি, তাদের অখুশি রেখে, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের সঙ্গে অন্যায় করে এ খাতে উন্নয়ন আশা করাটা বোকামি। এছাড়া গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় লোকসানের মুখ দেখতে হচ্ছে এ খাতকে। কাঁচামাল আমদানিতেও প্রায়ই পড়তে হয় নানা ঝামেলায়। আমদানি ব্যয় বেড়েছে, বিশেষ করে আমদানি পণ্য পরিবহনে ব্যয় বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। বছরের পর বছর এভাবেই চলছে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এ শিল্প খাতটি। এভাবে চলতে থাকলে যেকোনো সময় বিশ্ববাজারে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এ খাতের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে এবং অর্থনীতিতে এর উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে হলে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক পদক্ষেপের সুপারিশ এখন মাত্র সময়ের দাবি।

তানজিলা আমির : প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

পোশাক শিল্পে সবচেয়ে কম মজুরি বাংলাদেশে

ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়া হোক

বাংলাদেশের অর্থনীতির অনেকটা মেরুদণ্ডের মতো ভূমিকা তৈরি পোশাক খাতের। আর তৈরি পোশাক খাতের প্রাণভোমরা তার শ্রমিকরা। কিন্তু গত কয়েক দশকে তৈরি পোশাক আমাদের অর্থনীতির ভিত গড়ে দিলেও তার কারিগরদের আহামরি কোনো পরিবর্তন আসেনি। তারা যে মজুরি পান তা দিয়ে নিজেদের জীবনযাপন ব্যয় মিটিয়ে পরিবারের দেখাশোনা কঠিন। এর মধ্যে দেড় বছর ধরে মূল্যস্ফীতি বেলাগাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তেরও এখন বেহাল দশা। এমন পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক খাতে যে ন্যূনতম মজুরি দেয়া হচ্ছে তাতে অধিকাংশ কর্মীর জীবন কঠিনতর হয়ে পড়েছে। অনেকেই শহর ছেড়ে গ্রামে পাড়ি দিচ্ছেন।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, শীর্ষস্থানীয় রফতানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি পান বাংলাদেশের শ্রমিকরা। আর সবচেয়ে বেশি মজুরি চীনে। দেশটিতে একজন শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন ৩০৩ ডলার ৫৯ সেন্ট। ইন্দোনেশিয়ায় ন্যূনতম মজুরি ২৪২ ডলার ৯৪ সেন্ট। কম্বোডিয়ায় এর পরিমাণ ২০০ ডলার। আর প্রতিবেশী ভারতে এ খাতে একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন ১৭১ ডলার ১৮ সেন্ট। বাংলাদেশে একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ৭২ ডলার ৪২ সেন্ট। রাজধানীতে গতকাল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক সংলাপে উঠে এসেছে এমন তথ্য।

'গার্মেন্টিস খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ : পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা' শীর্ষক এ সংলাপের আয়োজন করে সিপিডি ও বেসরকারি সংস্থা ক্রিশ্চিয়ান এইড। সংলাপে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে সিপিডি। মূল্যস্ফীতি ও শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তা বিবেচনায় এ প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি। সিপিডি বলছে, ৭৬টি কারখানার ২২৮ জন শ্রমিকের ওপর গবেষণা করে মজুরি বাড়ানোর এ প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ক্রেতারা যদি প্রতি পিস পণ্য মাত্র ৭ সেন্ট (প্রায় ৮ টাকা) বেশিতে নেয় তাহলে এ মজুরি দিতে কোনো চাপ তৈরি হবে না। আগামী নভেম্বরে পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার কথা রয়েছে। তবে ঘোষণার পর সেটি কার্যকর হচ্ছে কিনা সেটি অন্তত তিন মাস পর্যবেক্ষণের তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। কেননা ২০১৮ সালে ঘোষিত মজুরি কাঠামো এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি পান তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। এটি ২৪ হাজার টাকা করার দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করে যাচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।

উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক খাতের বেশির ভাগ শ্রমিকই নারী। তাদের হাতে অর্থ সমাগম হলে তারা পরিবারের পেছনে ব্যয় করেন, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করেন। কোনো নারী স্বাবলম্বী হলে পুরো পরিবারেই তার প্রভাব পড়ে। নব্বই দশকের পর থেকেই তৈরি পোশাকের ওপর ভর করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেন নারীরা। এখন দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ সব খাতের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে এক দশক ধরে নারীদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে শহরের কর্মসংস্থান, যার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। বিপরীতে এ সময়ে গ্রামে বেড়েছে তাদের কর্মসংস্থান। এছাড়া অনেকে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন অভিবাসী হিসেবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে নারীর শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান হ্রাস ও গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শহরে শিল্পায়নের প্রসার, কর্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি এবং নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জীবনযাত্রার ধারাবাহিক ব্যয় বৃদ্ধি, কভিডের প্রভাব ও মূল্যস্ফীতির কারণে নারীরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ৭ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমশক্তি রয়েছেন। এর মধ্যে ৪ কোটি ৭৪ লাখ পুরুষ ও ২ কোটি ৫৯ লাখ নারী। ২০১৩ সালে গ্রামীণ এলাকায় নারী শ্রমশক্তি ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ, যা ২০২২ সালে ২ কোটি ৯ লাখে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা যায় শহর এলাকায়। ২০১৩ সালে ৪৫ লাখ নারী শ্রমশক্তি শহর এলাকায় কাজ করলেও ২০২২ সালে তা ৪০ লাখে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসাবে এক দশকে গ্রামে ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি বেড়েছে। অন্যদিকে শহরে এক দশকে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমশক্তি কমেছে। গার্মেন্টিস ও উৎপাদন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ কমায় শহর এলাকায় নারী শ্রমশক্তি কমে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে, সে অনুযায়ী বেতন বাড়েনি, যে কারণে তরুণীরা এখানে আর আগ্রহ পাচ্ছেন না। এছাড়া কভিডের পর দেশের অর্থনীতি সেভাবে ঘুরে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে বছর দেড়েক ধরে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী।

মনে রাখতে হবে, অধিক জনসংখ্যা, সস্তা শ্রম ও রফতানিমুখী ব্যবসার প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য—এ তিনে মিলে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তৈরি পোশাক রফতানিতে আমরা বিশ্বে দ্বিতীয়। বিশ্ববাজারের ৬ শতাংশের মতো তৈরি পোশাকের জোগান দিয়ে থাকে বাংলাদেশ। এর বিনিময়ে আসে বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ বৈদেশিক আয়। দেশের জিডিপিতে খাতটির অবদান প্রায় ১২ শতাংশ। এ খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ৪০ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করছেন। প্রতিটি পরিবারে যদি পাঁচজন করে সদস্য থাকে, তাহলে শুধু গার্মেন্ট কারখানাগুলোর ওপর দেশের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। এছাড়া ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজগুলোয় জড়িত প্রতিষ্ঠানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ কাজ করে। সুতরাং একক খাত হিসেবে এটা শুধু কিছু মানুষের ব্যবসা নয়, শুধু টাকার অংকে এটি বড় খাত নয়, অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যায়ও এটি বড় খাত।

শ্রমিকদের আয় শুধু তিনি যেখানে থাকেন সেখানেই নয় গ্রামীণ অর্থনীতিতেও ব্যয় হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে এ নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর অবদান অনেক। হিসাব করলে দেখা যাবে, নিম্নবিত্তরাই তাদের আয়ের একটা বড় অংশ গ্রামে পাঠান। মধ্যবিত্তরা বা উচ্চবিত্তরা তাদের আয়ের শতাংশের হিসাবে খুব কম অংশই গ্রামে পাঠিয়ে থাকেন।

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত আছেন ৪০ লাখেরও বেশি কর্মী। তাদের ভালো থাকার ওপর নির্ভর করে আমাদের রফতানিমুখী প্রধান খাতটি। বর্তমানে যে বেতন কাঠামো তাতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন। শ্রমিকরা যদি অস্বস্তিতে থাকেন তাহলে স্বস্তিতে থাকবে কি স্বর্ণ ডিম্ব দেয়া খাতটি? স্থিতিশীল তৈরি পোশাক খাত এবং স্থিতিশীল শ্রমবাজার তৈরিতে এ খাতের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি সময়ের দাবি।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

ঝুঁকি জেনেও নোনাজলে জীবিকার সন্ধানে নারীরা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাতক্ষীরা

বনে বাঘ, জলে কুমির। নোনাজলে রয়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। তার পরও জীবিকার সন্ধানে সুন্দরবনের নদ-নদীতে চিংড়ি রেণু আহরণ করছেন সাতক্ষীরা উপকূলের ১৫-২০ সহস্রাধিক নারী। কর্মসংস্থানের অভাবে এসব নারী ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জন করছেন। কখনো বাঘ, আবার কখনো কুমিরের আক্রমণের শিকারও হতে হয় তাদের। তাছাড়া দীর্ঘ সময় লবণ পানিতে থাকায় এসব নারীর জরায়ুসহ শারীরিক অন্যান্য সমস্যাও হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রহিমা খাতুন বণিক বার্তাকে বলেন, 'দীর্ঘ সময় কোনো নারী যদি নদীর লবণ পানিতে ভিজে থাকেন, তবে তার জরায়ুতে ইনফেকশন হতে পারে। তাছাড়া অনিয়মিত মাসিক বা জরায়ুর ক্ষত বা শক্ত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য চর্ম বা পানিবাহিত রোগও হতে পারে। মাঝেমধ্যে সুন্দরবন এলাকা থেকে এসব নারী চিকিৎসা নিতে এলে তাদের দীর্ঘক্ষণ নোনা পানিতে না থাকার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।'

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়ন ও পাশের পদ্মপুকুর, বুড়িগোয়ালীনি, মুন্সিগঞ্জ এবং রমজান ইউনিয়নের অন্তত ১০ হাজার নারী প্রতিদিন সুন্দরবনের নদ-নদীতে চিংড়ি রেণু সংগ্রহ করেন। সুন্দরবনসংলগ্ন চকবারা গ্রামের গৃহবধূ আকলিমা খাতুন ও খাদিজা বেগম জানান, খোলপেটুয়া নদীতে ৮-১০ বছর ধরে তারা চিংড়ি রেণু আহরণ করে আসছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত নদীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জাল টেনে একেকজন ১৫০-২০০ টাকা উপার্জন করেন, যা তাদের সংসারে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এলাকায় চিংড়ি ঘের হওয়ার কারণে কৃষিকাজ তেমন নেই বললেই চলে। এ কারণে উপকূলীয় এলাকার পুরুষরা কাজ হারিয়ে দিন দিন বেকার হয়ে পড়ছে।

গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিএম মাকসুদুল আলম জানান, তার ইউনিয়নে কমপক্ষে চার হাজার হতদরিদ্র নারী সুন্দরবনের খোলপেটুয়া, কপোতাক্ষ ও কালিঞ্চি নদীতে চিংড়ি এবং পারশে মাছের রেণু আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। রেণু পোনা আহরণ করতে গিয়ে অনেকে বাঘ ও কুমিরের আক্রমণের শিকারও হন।

সময়ের আলো । মঙ্গলবার। ১০ অক্টোবর ২০২৩।

সিপিডির মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গত রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) পোশাক শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা প্রস্তাব করেছিল। সিপিডির এই মজুরি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল গার্মেন্টস শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। গতকাল বিভিন্ন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

রোববার সিপিডি ৭টি গ্রেড থেকে কমিয়ে ৬টি করার প্রস্তাব করে। এতে ৫ ও ৬ গ্রেডকে একটি গ্রেড করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্য গ্রেডগুলোর মধ্যে ৫ নম্বর গ্রেডে ১৯ হাজার ৩১০ টাকা, ৪ নম্বর গ্রেডে ২১ হাজার ৮০৮ টাকা, ৩ নম্বর গ্রেডে ২৩ হাজার ৫৩৩ টাকা, ২ নম্বর গ্রেডে ৩৪ হাজার ৬০৩ টাকা এবং ১ নম্বর গ্রেডে ৪১ হাজার ৫ টাকা করার প্রস্তাব করা হয় সিপিডির পক্ষ থেকে। সিপিডির সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা।

শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ জোট গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ গত ১ অক্টোবর নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে সপ্তম গ্রেডের জন্য ২৩ হাজার টাকা মজুরির ঐক্যবদ্ধ দাবি তুলে দিয়েছেন ঠিক তখনই সিপিডি এ ধরনের প্রস্তাবনা শ্রমিক সমাজের স্বার্থহানির নামান্তর। পরিষদ নেতারা অন্য কোনো প্রস্তাবনাকে না নিয়ে ২৩ হাজার টাকার বিষয়ে মজুরি বোর্ডকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানান। অন্যথায় গার্মেন্টস শ্রমিক রাজপথে নামলে তা কারও জন্যই সুখকর হবে না।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুর রহমান, মহাসচিব বজলুর রহমান বাবলু এবং ভাইস চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দিন সহিদ সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা রোববার সিপিডি আয়োজিত গার্মেন্টস খাতের মজুরি প্রস্তাবনা শীর্ষক জাতীয় সংলাপে সিপিডির গবেষণা প্রতিবেদনে সপ্তম গ্রেডের শ্রমিকদের জন্য যে ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা প্রস্তাব করেছে, তাকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করছি। আমরা সিপিডিকে দেশের অন্যতম থিঙ্কট্যাঙ্ক হিসেবে অত্যন্ত সুনজরে দেখে আসছিলাম। কিন্তু সিপিডি কোন মন্ত্রবলে শ্রমিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ দাবির অঙ্ককে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের মজুরি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করল সেটাই আজ বড় প্রশ্ন। শ্রমিকদের জীবনযাপন উপযোগী মজুরি প্রস্তাবনা শুধু শ্রমিক সংগঠনের নিয়মিত কাজের একটি অংশ এবং দায়িত্ব। সেখানে এহেন প্রস্তাবনা আমাদের বিস্মিত এবং হতবাক করেছে।

এই শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সিপিডির গবেষণায় একটি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা দুজন এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩.৭৩ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত হিসাব হচ্ছে–হাউস হোল্ড ইনকাম এক্সপেনডিচার সার্ভে-২০১৬ অনুযায়ী উপার্জনক্ষম পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১.৩৩ ধরা হয়েছে। অন্যদিকে প্যারেন্ট কেয়ার অ্যাক্ট-২০১৩ অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারের মা-বাবাকে সন্তানদের ভরণপোষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি সেটিকে বিবেচনায় নেই তা হলে পরিবারের সংখ্যা কোনোক্রমেই পাঁচজনের নিচে হয় না।

এদিকে গণমাধ্যমে পাঠানো আরেক বিবৃতিতে সিপিডির মজুরি প্রস্তাব ষড়যন্ত্রমূলক বলে আখ্যায়িত করেছে বাংলাদেশ ওএসকে গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন। ফেডারেশনের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার ২৮ টাকা করার প্রস্তাব করেছিল। যার ফলে তৎকালীন সময়ে সরকার ও মালিকগোষ্ঠী ৮ হাজার টাকার একটি প্রহসনমূলক মজুরি নির্ধারণ করে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও উল্লেখ করেন, সিপিডি একেকটি শ্রমিক পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৩ দশমিক ৭ হিসেবে গণনা করেছে। তার মধ্যে উপার্জনক্ষম সদস্য দেখিয়েছে দুজন। অথচ প্যারেন্ট

রোববার সিপিডি ১৭৫৬৮ টাকার মজুরি প্রস্তাব করেছিল

শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা দাবি করছে

সিপিডির মজুরি প্রস্তাব ষড়যন্ত্রমূলক বলছেন শ্রমিক নেতারা

মজুরি ২৩ হাজার টাকা না করলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের রাজপথে নামার হুমকি

সিপিডির এই প্রস্তাবনা আমাদের বিস্মিত এবং হতবাক করেছে : তৌহিদুর রহমান শ্রমিক নেতা

সিপিডির এই প্রশ্নবিদ্ধ মজুরি প্রস্তাব শ্রমিক অঙ্গনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে : মোহাম্মদ ইয়াসিন শ্রমিক নেতা

সভাপতি মোহাম্মদ ইয়াসিন এবং সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত সিপিডির এ প্রস্তাবকে ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি বৃদ্ধি দাবির আন্দোলনে সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। এক যুক্ত বিবৃতিতে নেতারা বলেন, সিপিডির মজুরি প্রস্তাবের ৫৫ শতাংশ মূল মজুরি এবং মূল মজুরির ৫০ শতাংশ বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব করা হয়। যদিও সংস্থাটি বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে একটি শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবারের খরচ মাসে ১৬ হাজার ৫২৯ টাকা এবং খাদ্যবহির্ভূত খরচ ১২ হাজার ৮৮২ টাকা বলে দাবি করেছে। কিন্তু এই দাবি অনুযায়ী মজুরি প্রস্তাব না করে গার্মেন্টস সেক্টরে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া লগ্নিপুঁজি এবং তার এ দেশীয় দালালপুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী গার্মেন্টস মালিকদের স্বার্থে এই দায়সারা মজুরির প্রস্তাব উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামনে আনা হয়। জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বাজারদর অনুযায়ী একটা গ্রহণযোগ্য মজুরির দাবিতে যখন সবাই সোচ্চার তখন সিপিডির এই প্রশ্নবিদ্ধ মজুরি প্রস্তাব শ্রমিক অঙ্গনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

সংগঠনটির নেতারা আরও বলেন, ২০১৮ সালে ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে যখন গার্মেন্টস শ্রমিকরা আন্দোলন করছিল তখনও এ সংস্থাটি কেয়ার অ্যাক্ট-২০১৩ অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারের মা-বাবাকে সন্তানদের ভরণপোষণ দেওয়া বাধ্যতামূলক বিধায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা অন্তত ছয়জন ধরে মজুরির হিসাব করা হয়। একই সঙ্গে হাউস হোল্ড ইনকাম এক্সপেনডিচার সার্ভে-২০১৬ অনুযায়ী উপার্জনক্ষম পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১.৩৩ ধরা হয়েছে। নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, ইতিমধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরের মজুরি বোর্ডের মেয়াদ ছয় মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং বোর্ডের তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বোর্ডে মজুরি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। বরং প্রায় বছরখানেক আগে থেকে শ্রমিকদের উত্থাপিত ২৫ হাজার টাকা মজুরির প্রস্তাব আমলে না নিয়ে সিপিডির এই মজুরি প্রস্তাবের মাধ্যমে মজুরি নিয়ে মালিকগোষ্ঠীর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হচ্ছে। মালিকরা একদিকে মজুরি ঘোষণা করতে 'বিলম্ব কৌশল' অবলম্বন করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির সৃষ্ট দালাল কথিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডিকে দিয়ে মজুরির দাবিকে বিভ্রান্ত করে মজুরির আন্দোলনকে দুর্বল করার হীন তৎপরতা চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত উন্মোচন করে বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিম্নতম মজুরির দাবি অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

EDITORIAL The Financial Express Wednesday | October 11, 2023 Page 3

Greening of RMG factories remains unrewarded

While global garment retailers insist on transforming garment factories into green production units involving substantial costs, there is as yet no sign of even a marginal hike in the prices, writes Wasi Ahmed

ISN'T it intriguing that greening the garment factories of the country with huge investment has done little to fetch fair prices compared to many competing countries?

A recent report released by the lead think-tank Centre for Policy Dialogue (CPD) finds a commendable improvement in the move to make factories green over the years. The report based on a study titled "Securing Green Transition of the Textile and Readymade Garments Sector in Bangladesh" was carried out on the owners and managers of 403 factories and 4,541 workers in the country. The study found that 69.70 per cent of factories are self-motivated to obtain green certificates. Besides, 54.55 per cent of the owners have taken green initiatives thanks to their marketing strategy, while 39.39 per cent obtained different green certificates for competitiveness in the market. The major areas of green investment by factories included technologies related to energy conservation, renewable energy, building-level energy metre, controlling air and dust pollution, management of solid waste and wastewater and building-level water metre. The study report also attempted to estimate the investment made in this regard. Average green investment in the last five years per factory has been Tk 78.07 million, which is 36.98 per cent of their total investment. Small and medium-sized factories allocate a higher percentage of their total investment -- 44.84 per cent and 53.99 per cent respectively -- towards green initiatives, the study found.

No doubt a praiseworthy job, but at what return? This indeed is a key question. While the factories are making significant efforts to make their production greener and cleaner, the price offered by Western buyers doesn't reflect it. While global garment retailers insist on transforming garment factories into green production units involving substantial costs, there is as yet no sign of even a marginal hike in prices.

Since the incidents of Tazreen fire in November 2012 and Rana Plaza building collapse in April 2013 that shook the entire garment industry with potential threats for the future, the country's readymade garment factories have undergone large-scale renovation works to ensure safety of their workers. The two representative agencies of international buyers - the EU-based Accord and North America-based Alliance, along with local inspection agencies have successfully accomplished the task of factory remediation in respect of, reportedly, eighty per cent of the 5000 garment factories- mostly located in Dhaka and Chottogram.

Accompanying the factory remediation works, there have been a lot of proactive moves by a good number of large factory owners in that they advanced far ahead turning their factories into green factories. This involves a major shift in energy and environmental design of the factories and significant investment in eco-friendly production processes. In a short time, surprisingly indeed, the country topped the list of garment producing countries in the number of full-fledged green factories. The factories received Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certificate from the United States Green Building Council (USGBC). A LEED-certified factory ensures 25-30 per cent less water and energy consumption, and fewer industrial accidents, like fire.

Reports say that around 70 garment factories have received LEED certification from USGBC. Another 280 factories are in the process of getting LEED certification. Among all the exporting countries taken together, Indonesia's position is next to Bangladesh with 50 LEED certified garment factories.

With things better positioned now than ever before, it was expected that international buyers free as they are from the indictment of procuring from unsafe and hazardous production places, will pay a little extra while placing orders to these state-of-the-art factories. Unfortunately, this is not happening. A local daily recently reported that green garment factory owners, who spent huge amounts for setting up these units, are dismayed as their efforts are not being rewarded by international retailers by way of higher prices. It has been learnt that construction cost of these factories is 20-30 per cent higher than the regular ones because of the special design and introduction of newer technology.

It may be noted that consumers in the developed world, backed by consumer rights protection groups, make it a strong point that products like garments, footwear etc must not be sourced from countries where working condition is unsafe. With the transition towards green factories taking place fast, Bangladesh garment factories have been able to make a bold step in improving the overall condition of the workplaces. With the number of green factories on the rise, the situation has not only improved from where it was years ago, but the overall workplace scene is reportedly far better than most competitors.

Under the circumstances, the buyers need to acknowledge this and be willing to pay more. The EU ambassador who was present at the CPD's report release event has reportedly said so. The onus is not only on the government, not just on the industry but also on brands and buyers, he said, suggesting real engagement and partnership.

wasiahmed.bd@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৬ আশ্বিন ১
১১ অক্টোবর ২০২৩

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ শতাংশ

আইএমএফের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০২৩ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ হতে পারে—জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বার্ষিক বৈঠকে প্রকাশিত আইএমএফের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে এ কথা জানিয়েছে। তাদের পূর্বাভাস বলছে, ২০২৪ সালেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ হবে, তবে ২০২৮ সালে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৭ শতাংশে উন্নীত হবে। গতকাল মঙ্গলবার আইএমএফের এই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে (এডিবি) জানিয়েছিল, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। অন্যদিকে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বলেছে, চলতি অর্থবছর জিডিপির প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য সরকার সাড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি আইএমএফ জানিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২০২৮ সালে তা ৫ দশমিক ৫ শতাংশে নামতে পারে।

এছাড়া চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। তারা বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির ০ দশমিক ৭ শতাংশ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ০ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে।

আইএমএফের প্রতিবেদনে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বিশ্ব অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি বাজার বিঘ্নিত হয়েছে; সেই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির রাশ টানতে নীতি সুদহার অভূতপূর্ব হারে বাড়ানো হয়েছে—এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতি গতি হারালেও থমকে যায়নি।

আইএমএফ বলেছে, প্রবৃদ্ধি যে সবখানে একই হারে হচ্ছে তা নয়; সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতানৈক্য বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

আইএমএফের পূর্বাভাস বলছে, চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশে নেমে আসবে; আগের বছরে যা ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে তা ২ দশমিক ৯ শতাংশে নামতে পারে। এটা ঐতিহাসিক গড় মানের চেয়ে কম।

তবে চলতি বছর সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়াতে পারে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ; আগের বছরে যা ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেই সঙ্গে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য ব্যতীত মূল্যস্ফীতির যে হিসাব, সেই মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে।

এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক মন্দা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অর্থনীতির বিশেষ ক্ষতি না করে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটি উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেকর্ড হারে নীতি সুদহার বাড়ালেও বেকারত্ব তেমন একটা বাড়বে না বলেই পূর্বাভাস। ২০২৫ সালে এই হার সামান্য বেড়ে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

তবে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলোয় অর্থনীতির গতি আরো কম। আবার উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বেশ চাঙ্গা হলেও ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতির গতি কম। আবার চীন ব্যতীত অনেক উদীয়মান দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আইএমএফের পূর্বাভাস, চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশে নেমে আসবে; আগের বছরে যা ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে তা ২ দশমিক ৯ শতাংশে নামতে পারে। এটা ঐতিহাসিক গড় মানের চেয়ে কম।

তবে চলতি বছর সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়াতে পারে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ; আগের বছরে যা ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেই সঙ্গে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য ব্যতীত মূল্যস্ফীতির যে হিসাব, সেই মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে।

এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক মন্দা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অর্থনীতির বিশেষ ক্ষতি না করে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটি উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেকর্ড হারে নীতি সুদহার বাড়ালেও বেকারত্ব তেমন একটা বাড়বে না বলেই পূর্বাভাস। ২০২৫ সালে এই হার সামান্য বেড়ে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৫ অক্টোবর ২০২৩

শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

কালের কণ্ঠ ও জিআইজেড-এর গোলটেবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক

একটা বয়সে এসে শ্রমিকরা কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক প্রকার শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এই শঙ্কা দূরীকরণে তথ্য ঘাটতি বা কোনো যথাযথ ডেটা না থাকায় শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি পেশাগত কারণে শ্রমিকরা যে অসুস্থ হচ্ছে সে বিষয়ে সরকার ঠিকমতো সুরক্ষা দিতে পারছে না। যার ফলে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে থাকলেও এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা। তাই শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন মনে করছেন তারা।

গতকাল রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া লিমিটেড (ইডব্লিউএমজিএল) কনফারেন্স হলে 'শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বাংলাদেশের শ্রম খাতের সুষম উন্নয়ন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় এ মতামত দেন বক্তারা। গোলটেবিল আলোচনা সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে দৈনিক কালের কণ্ঠ ও জিআইজেড।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের উইমেন রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি ম্যানেজার মরিয়ম নেছা, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্সের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ফারুকী, সোশ্যাল প্রোটেকশন পলিসি সাপোর্ট ইউএনডিপি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আমিনুল আরিফীন, আইএলওর সোশ্যাল প্রোটেকশনের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ফারজানা রেজা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহমেদ, বিলসের নির্বাহী কমিটির সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী প্রমুখ। অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ বলেন, সামাজিক সুরক্ষা বলতে আমরা বুঝি একটা দেশের জনগণের সুরক্ষার বিষয়। আর এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রমিকের সুরক্ষার বিষয়। আমাদের শ্রম আইনে শ্রমিকের সুরক্ষার বিষয়ে অনেক কিছুই আছে। আমাদের এখানে এককভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ নেই। মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করতে এখানে যখন কোনো শ্রমিক প্রতিনিধি বা মালিক প্রতিনিধির নাম চাওয়া হয় তখন তা এক বছরেও পাওয়া যায় না। তথ্য ঘাটতির কারণে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিক এবং দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা কার্যক্রম এবং নীতিমালা নেওয়া হয়েছে। সেখানে বাস্তবিক অর্থে তথ্যের ঘাটতি থাকার কারণে, যে সব শ্রমিকদের এই সহায়তার প্রয়োজন ছিল। তাদেরকে আমরা তা দিতে পারিনি। একটা বয়সে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে শঙ্কা, সেটা দূরীকরণে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রদান করতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে সোশ্যাল প্রোটেকশন পলিসি সাপোর্ট ইউএনডিপি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আমিনুল আরিফীন বলেন, গার্মেন্টের যারা টেকনিক্যাল এক্সপার্ট তারা অন্য চাকরিজীবীদের মতো দীর্ঘ সময় ধরে করতে পারে না। কারণ তার বয়স যখন ৩৫ বছরের বেশি হয়ে যায়, তখন সে আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। তাই দেখা যায় একটা সময় তার আয়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্সের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ফারুকী বলেন, শ্রমিকরা পেশাগত কারণে যে অসুস্থ হয়। সে বিষয়ে সুরক্ষা দিতে পারি না। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহমেদ বলেন, সবারই অধিকার আছে সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া। তবে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা আরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, শ্রমিকরা কোনো কিছুই ফ্রিতে নেয় না। সমাজে তাদের কোনো না কোনো অবদান থাকে।

বণিকবার্তা বুধবার, অক্টোবর ১১, ২০২৩

বৈশ্বিক কয়লা খাত

২০৫০ সাল নাগাদ চাকরি হারাবেন ১০ লাখ কর্মী

চালু থাকা ও প্রস্তাবিত ৪ হাজার ৩০০ কয়লাখনি প্রকল্প নিয়ে জরিপ চালিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিইএম। এসব খনিতে মোট কর্মী সংখ্যা ২৭ লাখ। তাদের মধ্যে অন্তত চার লাখ কর্মী এমন সব খনিতে কাজ করেন, যাদের কার্যক্রম ২০৩৫ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে বিভিন্ন দেশে শতাধিক কয়লার খনি বন্ধ হয়ে যাবে আগামী দিনগুলোয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বিকল্প শক্তি হিসেবে ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে সরকার ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো। তার পরও কয়লা-পরবর্তী অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান নিয়ে এখনো তেমন পরিকল্পনা নেই

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বৈশ্বিক কয়লা খাতে ২০৫০ সালের মধ্যে ১০ লাখ কর্মী চাকরি হারাবে। আগামী দিনগুলোয় চালু থাকা কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির বাস্তবতায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। চাকরি হারানোর তালিকায় শীর্ষে থাকবে চীন ও ভারত। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এনার্জি মনিটর (জিইএম) এ পূর্বাভাস দিয়েছে। খবর রয়টার্স।

চালু থাকা ও প্রস্তাবিত ৪ হাজার ৩০০ কয়লাখনি প্রকল্প নিয়ে জরিপ চালিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিইএম। এসব খনিতে মোট কর্মী সংখ্যা ২৭ লাখ। তাদের মধ্যে অন্তত চার লাখ কর্মী এমন সব খনিতে কাজ করেন, যাদের কার্যক্রম ২০৩৫ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে বিভিন্ন দেশে শতাধিক কয়লার খনি বন্ধ হয়ে যাবে আগামী দিনগুলোয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বিকল্প শক্তি হিসেবে ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে সরকার ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো। তার পরও কয়লা-পরবর্তী অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান নিয়ে এখনো তেমন পরিকল্পনা নেই। জিইএমের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ডরোথি মেই জানান, সবার আগে বিভিন্ন দেশের সরকারকে এ বিষয়টিই নিশ্চিত করা দরকার। জ্বালানির রূপান্তরের কারণে তাদের কর্মীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তিনি বলেন, 'কয়লার খনিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু কর্মীদের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতি শেষ হবে না।'

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে শিল্প-বিপ্লবপূর্ব সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা নেয় জাতিসংঘের দি ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)। সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বিশ্বজুড়ে খনিজ কর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজারে নেমে আসবে। এটি বর্তমান কর্মী সংখ্যার ১০ শতাংশ।

কয়লা শিল্পে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন। সেখানে বর্তমানে কর্মীর সংখ্যা ১৫ লাখ। চীনের উত্তর প্রদেশগুলোয় কয়লা শ্রমিকরা কাজ করেন। বিশেষ করে শানসি, হেনান ও মঙ্গোলিয়ার দিকটায়। ২০৫০ সালের মধ্যে কেবল শানসি প্রদেশেই চাকরি হারাবে ২ লাখ ৪০ হাজার। দেশটির কয়লা শিল্প এর মধ্যেই নানা ধরনের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্বের জেলাগুলো প্রবৃদ্ধির জন্য বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকছে।

ম্যানিলাভিত্তিক পরিবেশবিষয়ক সংগঠন পিপল অব এশিয়া ফর ক্লাইমেট সলিউশনের নির্বাহী প্রধান টম ওয়াং শিয়াওজুন বলেন, 'শানসি প্রদেশের প্রতি ৩০ জনে একজন কাজ করেন কয়লা শিল্পে। এ শ্রমিকরা নতুন কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত নয়। কয়লার বাজার সংকুচিত হয়ে পড়লে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কোথা থেকে আসবে, তার এখনো সুরাহা হয়নি।'

ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ কয়লা উৎপাদনকারী দেশ। সেখানে ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৪০০ শ্রমিক জড়িত কয়লা কারখানার সঙ্গে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান কোল ইন্ডিয়া ২০৫০ সালের মধ্যে ৭৩ হাজার ৮০০ কর্মী চাকরি হারাতে পারে। জ্বালানি শক্তির রূপান্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে খাতটিতে। একই কথা প্রযোজ্য এশিয়া ও ইউরোপের কয়লানির্ভর দেশগুলোর জন্য। কয়লা খাতে এখনো বিশ্বের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস হিসেবে রয়েছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) অনুসারে, বিদ্যুৎ খাতে ২০২০ সালে ১২ দশমিক ৩ গিগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটেছে।

প্রতিবেদনে গুরুত্ব পেয়েছে জ্বালানি খাতের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের। বৈশ্বিক জ্বালানি খাতের রূপান্তর পরিবেশের জন্য ইতিবাচক। কিন্তু সে হিসেবে শ্রমশক্তির রূপান্তর হচ্ছে না। ফলে পরিবর্তনশীল বিশ্বে তারা কীভাবে খাপ খাইয়ে নেবে, সেটাই প্রশ্ন। জিইএম পরিকল্পনা বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রায়ান ড্রিসকেল টেট বলেন, 'কয়লা শিল্প সার্বিকভাবে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনিতেই কয়লা শিল্পে কর্মীদের প্রতি হয়রানির জন্য কুখ্যাতি রয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের শ্রমিকদের সুরক্ষায় পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রয়োজন শিল্প কর্তৃপক্ষ ও সরকারের জন্য জবাবদিহিতা রাখা।'

সমকাল বুধবার। ১১ অক্টোবর ২০২৩

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস আজ

'কন্যাশিশুর নিরাপত্তা দিতে পারছে না কেউ'

■ আট মাসে ধর্ষণের শিকার ৪৯৩

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা নিজের বাড়ি– কোথাও নিরাপদ থাকতে পারছে না কন্যাশিশুরা। অসংখ্য মেয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছেই দিনের পর দিন শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। মানবাধিকার ও শিশুদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বলছে, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র কেউই কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আজ বুধবার 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' পালন করা হবে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'মেয়েদের অধিকারে বিনিয়োগ: আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের মঙ্গল'।

২০২২ সালে প্রকাশিত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা ইনসিডিন বাংলাদেশের এক জরিপ অনুযায়ী, ৫৫ শতাংশ শিশু নিজের পরিবারের ভেতরেই যৌন হয়রানির শিকার হয়। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তথ্য বলছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে মোট ৩২৯ কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এসব নির্যাতনের অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে রাস্তায়, নিজ বাসায়, নিকটতম আত্মীয়-পরিজন ও গৃহকর্তার দ্বারা। এ সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৯৩ কন্যাশিশু।

কন্যাশিশুর ওপর যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে পর্নোগ্রাফি। কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর প্রথম আট মাসে পর্নোগ্রাফির শিকার হয়েছে ৩০ কন্যাশিশু।

মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাশিশুর ওপর নিপীড়নের ধরন বদলাচ্ছে। নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছেও মেয়েশিশুরা নিরাপদ থাকতে পারছে না। এমন অবস্থায় যৌন হয়রানির জন্য কঠোর আইনের পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, কন্যাশিশুকে নিরাপদ রাখতে সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। পরিবারে সন্তানদের ছোটবেলা থেকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। সচেতন হতে হবে মা-বাবাকেও।

কালের কণ্ঠ বুধবার। ১১ অক্টোবর ২০২৩।

মধ্যরাত থেকে ইলিশ সংরক্ষণে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা

সংসার নিয়ে দুশ্চিন্তায় জেলেরা

চাঁদপুর ও রাঙ্গাবালী

- রাঙ্গাবালীতে সরকারের নিবন্ধনের আওতায় আসেনি ৩ হাজার জেলে
- নিবন্ধিত জেলে ১৬ হাজার ৮১৭ জন
- চাঁদপুরে নিবন্ধিত ৪৪ হাজার ৩৫ জেলেকে ২৫ কেজি হারে চাল দেওয়া হয়েছে
- অনিবন্ধিত জেলেরা পাবে না কিছুই

চাঁদপুর ও রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী) **প্রতিনিধি** ▷

এবারের ইলিশ মৌসুমটা তেমন ভালো কাটেনি জেলেদের। শতকরা ১০ থেকে ১৫ জনের কপালে মিলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ। বেশির ভাগ জেলেই হতাশা নিয়ে ফিরেছেন তীরে। এর মধ্যে চলতি বছরের ২৩ জুলাই থেকে ছিল ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা। আবারও ইলিশ মৌসুম শেষ। আজ বুধবার মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশ সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা। আর তাই মাছ ধরা বন্ধ হলে কিভাবে সংসার চলবে, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় জেলেরা। বিশেষ করে অনিবন্ধিত জেলেরা।

জেলেরা বলছেন, মৌসুমের শেষ দিকেও মৌসুমি বায়ু-লঘুচাপের কারণে বারবার নদী ও সাগর থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁদের। রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোট বাইশদিয়া ইউনিয়নের কোড়ালিয়া এলাকার জেলে আরিফ হোসেন বলেন, 'নদীতে মাছ নাই কইলেই চলে। সাগরেও মাছ অনেক কম। কয়দিন পর পর ঝড়-বন্যা। এহন (এখন) আবার অবরোধ। জাইল্যারা (জেলে) যে কী কইর‍্যা খাইবে? ধারদেনায় একবারে শ্যাষ।'

নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলেদের সংসার কিভাবে চলবে, এ নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় জেলেরা। তাঁরা বলছেন, অনিবন্ধিত অসংখ্য জেলে রয়েছে, যারা নিষেধাজ্ঞাকালীন সরকারের সহায়তাটুকুও পাচ্ছেন না। আর নিবন্ধিত যে জেলেরা আছেন, তাঁরাও বেশির ভাগ সময়ে নিষেধাজ্ঞার শেষ দিকে সহায়তা পান।

মৎস্য বিভাগ থেকে জানা গেছে, এই উপজেলায় নিবন্ধিত জেলে ১৬ হাজার ৮১৭ জন। এর মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞায় ১১ হাজার ৬৬৬ জন জেলে সরকারি সহায়তা পাবেন।

এদিকে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা থেকেও জাল, নৌকা নিয়ে তীরে ফিরতে শুরু করেছেন জেলেরা।

চাঁদপুর সদরের রনাগোয়াল এলাকার গৃহবধূ সুফিয়া বেগম। স্বামী, ছেলে, মেয়ে আর পরিবারের অন্যদের মিলিয়ে ১১ সদস্য। এর মধ্যে স্বামী এবং দুই ছেলে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু সরকারি তালিকায় নিবন্ধিত থাকায় এই ২২ দিনের জন্য শুধু স্বামী ২৫ কেজি চাল পেয়েছেন। দুই ছেলের নাম তালিকায় নেই। ফলে তাঁদের ভাগ্যে জোটে না কিছুই।

সংবাদ ঢাকা : বুধবার ২৬ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Wednesday 11 October 2023

শিশুশ্রম নিরসন করা জরুরি

বাংলাদেশের একটি বহুমাত্রিক সমস্যা শিশুশ্রম। শিশুর অপ্রাপ্ত বয়সে কায়িক শ্রমের ফলে শারীরিক উন্নতি সাধনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানসিকভাবেও বিকারগ্রস্তও হয়। একটি শিশুর মননশীল ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক যে বয়স, সেই বয়সটাতে বিদ্যালয়মুখী না হয়ে বরং শ্রমমুখী হ: । এতে তারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

শিশুশ্রমের অনেকগুলো কারণের মধ্যে ব্যক্তি সচেতনতার অভাব কিছুটা দায়ীবদ্ধ। এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য হলো কেউ পিছনে থাকবে না। এই লক্ষ্য অর্জনার্থে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। শিশু শ্রম একধরনের শোষণ ও নিপীড়ন। বাংলাদেশে শিশুশ্রম ধীরে ধীরে কমছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাজে শিশুশ্রম না থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়মিত এই হার সর্বদা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুর মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব বিবেচনা করে শিশুশ্রম নিরসন অতীব জরুরি। শিশুশ্রম নিরসন কল্পে সরকারের পাশাপাশি আমাদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুশ্রমের ফলে একটি শিশু শিক্ষার সুযোগ সুবিধা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। ফলে সে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুশ্রম উন্নয়নের অন্তরায়। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাই শিশুশ্রমের প্রধান কারণ।

কলকারখানা, গার্মেন্টস, ফ্যাক্টরি, ইটভাটা, হোটেলসহ আরও অনেক শ্রমসাধ্য কাজে কম মজুরিতে অধিক সুযোগ-সুবিধার জন্যই শিশুকে নির্বিঘ্নে বেছে নেয় কলকারখানার মালিকরা, যা ঘোর অপরাধ। অনেক মালিক আছেন, যারা কম টাকায় অনেক বেশি মুনাফা করতে চান এবং বেশি বেতন দেয়ার ভয়ে বড়দের না নিয়ে শিশুদের এগুলো কাজে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের আইনে বলা হয়েছে– ১৪ বছরের কম বয়সে কোনো শিশু কাজ করতে পারবে না। যদি কাজ করে তাহলে সেটা হবে শিশুশ্রম। এক বিশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যেসব পরিবারে অভিভাবক শিক্ষিত নয় অর্থাৎ নিরক্ষর এবং দরিদ্রদের সঙ্গে জীবীকা নির্বাহ করে তাদের ছেলেমেয়েরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুশ্রমের সম্মুখীন হয়। পোশাক শিল্প ছাড়াও শিশুরা অনেক চামড়া, ট্যানারি, জুতা, যানবাহন, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

পুরো বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি; যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২.১৫ শতাংশ। আমাদের দেশে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ লাখ; যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ। বাংলাদেশে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১২ লাখ ৫০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসনে কতগুলো পদক্ষেপ হলো-সামাজিক সচেতনতা, নীতির প্রয়োগ,শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুশ্রম নামক ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি অপসারণ করা সম্ভব। ২০২৫ সালের মধ্যেই শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। এই লক্ষ্যকে অর্জন করতে হলে জাতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হবে।

সময়ের আলো শুক্রবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৩।

ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা : অভিযান শুরু

প্রকৃত জেলেরা সুবিধাবঞ্চিত

● সময়ের আলো ডেস্ক

শুরু হয়েছে ইলিশের প্রজনন মৌসুম। তাই নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতে বঙ্গোপসাগর ও বেশ কিছু নদ-নদীতে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। নিষেধাজ্ঞার ফলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলেরা। কারণ এবার ইলিশ ধরার মৌসুমটা ভালো যায়নি তাদের। একদিকে সাগর-নদীতে ইলিশের খরা, অন্যদিকে যখন অল্প অল্প ইলিশ পাচ্ছিল, তখনই নিষেধাজ্ঞা। এ অবস্থায় ঋণে জর্জরিত জেলেরা পড়েছেন মহাবিপাকে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের জন্য সরকার ঘোষিত সহায়তা না পাওয়ার আশঙ্কাও কাজ করছে তাদের মধ্যে। নিরুপায় হয়ে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটকও হয়েছেন অনেক জেলে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) : ভরা মৌসুমের শেষ মুহূর্তেও নদীতে ইলিশ না পেয়ে হতাশ এ উপজেলার কয়েক হাজার জেলে। নিষেধাজ্ঞার সময় কীভাবে সংসার চলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ছে জেলেদের কপালে। গোয়ালন্দ উপজেলায় সরকারিভাবে নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন ১ হাজার ৮২৮ জন এবং কার্ডধারী রয়েছে ১ হাজার ৬২৭ জন। ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ে নিবন্ধিত জেলেদের ২৫ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া এই সামান্য খাদ্য সহায়তা নিয়েও ক্ষুব্ধ জেলেরা। এ জন্য নগদ অর্থ দেওয়ার দাবি তাদের। এ ছাড়াও ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞার পর থেকে বৈরী আবহাওয়া ও পদ্মা নদীতে ইলিশের অভাব থাকায় শত শত জেলে হতাশায় পড়েছেন। স্থানীয় একাধিক জেলে জানান, আগামী ২২ দিন ইলিশসহ সব ধরনের মাছ শিকার থেকে তারা বিরত থাকবেন। কিন্তু বিকল্প কোনো কর্মসংস্থান না থাকায় তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে চরম বিপাকে পড়তে হবে। এ ছাড়াও মহাজনের দেনা আর এনজিওর ঋণের কিস্তি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তারা আরও জানান, সরকারের দেওয়া মাত্র ২৫ কেজি চালে জেলেদের কিছুই হয় না।

দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ফকিরডাঙ্গা এলাকার জেলে নুরু হালদার বলেন, 'নিষেধাজ্ঞার সময় তো আমরা জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে পারব না। আমাদের আর কোনো আয়-ইনকামও থাকে না। এ বছর সরকার যদি আমাদের নামে বরাদ্দকৃত চাল দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে অনেক উপকার হবে।' গত বুধবার দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় ইলিশের আড়তে গিয়ে কথা হয় জেলে, পাইকার, আড়তদার, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সঙ্গে। সবার কণ্ঠেই হতাশা ও ক্ষোভ। ৫০ বছর ধরে পদ্মা ও যমুনায় ইলিশ ধরেন দৌলতদিয়া পদ্মাপারের বাসিন্দা নেকবার আলি। প্রবীণ এই জেলে বলেন, 'এই বছর পদ্মায় তেমন কোনো ইলিশ পাইনি, যা পাইছি তা জাটকা। এই জাটকা শিকার কইরা কোনো রহম জীবনডা বাঁচাইছি। এইবার (নিষেধাজ্ঞার মধ্যে) যে পোলা মাইয়া লইয়া কী খামু, আল্লায় জানে।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক জেলে বলেন, 'আজ ৪০ বছর ধরে পদ্মায় মাছ ধরি। কোনো দিন এক কেজি চালও পাইনি। অনেকেই জেলে না হয়ে তারা নিয়মিত চাল পায়, অথচ যারা প্রকৃত জেলে তারা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আবার অনেক রাজনৈতিক নেতার লোকও চাল পাচ্ছে। কী আর বলব, আমরা গরিব মানুষ বেশি কিছু কইলে আবার জেলে যেতে হবে।'

গোয়ালন্দ উপজেলার মৎস্য অফিসের দায়িত্বে থাকা রাজবাড়ী সদর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মোস্তফা আল রাজীব জানান, ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা সফল করতে এরই মধ্যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছেন তারা। নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের নামে বরাদ্দ সরকারি চাল দ্রুত বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা ২২ দিনের মা ইলিশ রক্ষার নিষেধাজ্ঞা কঠোর করার জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।'

দৌলতদিয়া নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ ওসি জেএম সিরাজুল কবির বলেন, 'যারা আইন অমান্য করবে তাদের আটক করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মোংলা (বাগেরহাট) : ইলিশের প্রজনন মৌসুমকে লক্ষ রেখে 'মা ইলিশ' রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা সদর দফতর)। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে তাদের এ কার্যক্রম শুরু হয়।

কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের (মোংলা সদর দফতর) স্টাফ অফিসার (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার তারেক আহমেদ জানান, নিষেধাজ্ঞার সময়ে 'মা ইলিশ' রক্ষায় জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং, মাইকিংসহ নানাভাবে প্রচারণা চালিয়ে সচেতন করছেন তারা। এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের প্রথম দিনে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা সদর দফতর) পশুর নদীতে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। মাছ ধরার ট্রলার যাতে জেলেপল্লী থেকে বের হতে না পারে সেদিকেও নজর রাখছেন তারা।

মা ইলিশ রক্ষার্থে চলমান ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে নদীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল। বৃহস্পতিবার চাঁদপুর থেকে তোলা ● সময়ের আলো

চাঁদপুর : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যেসব জেলে নদীতে ইলিশ ধরবেন, তাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি জেলে কার্ড বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) কামরুল হাসান। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁদপুর শহরের বড় স্টেশন মোলহেড বঙ্গবন্ধু পর্যটন কেন্দ্রে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়নে সচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আপনারা (জেলেরা) যদি সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলেন, তা হলে আমাদের কঠোর হতে হবে না এবং আইন প্রয়োগ করা লাগবে না। আপনারা যদি আইন না মানেন তা হলে আমরা সর্বোচ্চ সাজা দিতে বাধ্য হব।

চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. গোলাম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। এ ছাড়া বক্তব্য দেন–চাঁদপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র ফরিদা ইলিয়াছ, সিনিয়র মৎস্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রুমানা ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাইমচর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুবুর রশীদ।

বরিশাল : সরকারের নির্দেশনা মানতে ইলিশ মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ ছাড়াও মধ্যরাত পর্যন্ত বরিশালের পাইকারি মাছ বাজারগুলো ইলিশ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁকডাকে সরগরম থাকলেও সকাল থেকেই ইলিশশূন্য সব বাজার। তবে বাজার ইলিশশূন্য থাকলেও বেড়েছে অন্যান্য মাছের সরবরাহ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম শুরু নৌ-পুলিশ ও মৎস্য অধিদফতর। বরিশাল অঞ্চল নৌ-পুলিশ সুপার কফিল উদ্দিনের নেতৃত্বে মৎস্য কর্মকর্তা বিমল চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে একাধিক টিম কীর্তনখোলা নদীতে মাছ ধরা বন্ধে নৌ টহল পরিচালনা করা হয়।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক তারা আগামী ২২ দিন ইলিশ বিক্রি বন্ধ রাখবেন। পাশাপাশি জেলে ও শ্রমিকরা যাতে সরকারি বরাদ্দের সহায়তার চাল দ্রুত পান সে দাবি জানান তারা।

বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অফিসের উপ-পরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বলেন, নিষেধাজ্ঞা সফল করতে ইতোমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাইকিং করা হয়েছে, মসজিদ ও মন্দির থেকেও এ বিষয়ে প্রচার চালানোর কথা বলা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা চলাকালে বরিশাল বিভাগের ৩ লাখ সাত হাজার ৮৪১ জন নিবন্ধিত জেলেকে ২৫ কেজি করে বরাদ্দের চাল দেওয়া হবে।

গত বুধবার মধ্য রাত থেকে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ সময়ে ইলিশ ধরা, পরিবহন, বিক্রি, মজুদ ও বিনিময়ের ওপর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৮ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Friday 13 October 2023

অর্থনীতিতে নোবেল : নারীশ্রম গবেষণার স্বীকৃতি

মিহির কুমার রায়

ক্লডিয়া গোল্ডিন

অর্থনীতিতে এ বছর নোবেল জয় করলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্লডিয়া গোল্ডিন। নারী শ্রম বাজারের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধিতে অবদানের জন্য এই সম্মাননা পেলেন তিনি। গোল্ডিন ১৯৭২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তার আগে যে দুই নারী অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তারা হলেন– এলিনর অস্ট্রম ও এস্থার দুফলো। অর্থনীতিবিদ ক্লডিয়া গোল্ডিন গত ২০০ বছরে নারীদের উপার্জন এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি প্রথমবারের মতো বিস্তারিতভাবে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তার প্রতিবেদন নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক পার্থক্যের মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেছে। শ্রমবাজারে বিশ্বব্যাপী নারীদের ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়। আয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম উপার্জন করেন। ক্লডিয়া গোল্ডিন এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থকে ২০০ বছরের বেশি সময়ের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন কেন ও কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় ও কর্মসংস্থানে নারী-পুরষের মধ্যকার পার্থক্যের পরিবর্তন ঘটে। আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্যের সঙ্গে শিক্ষা ও পেশাগত পছন্দের সম্পর্ক রয়েছে। একই পেশায় আয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় নারীর প্রথম সন্তান জন্মের সময়। শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা বোঝা সমাজের জন্য জরুরি। আমরা এখন নারী-পুরুষের আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের পেছনের কারণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। ভবিষ্যতে কোন কোন বাধা সরানো প্রয়োজন হতে পারে, তা আমরা ক্লডিয়া গোল্ডিনের গবেষণা থেকে জানতে পারব। এই যে নারী-পুরুষের ব্যবধান এবং তার রূপের পরিবর্তন, ক্লডিয়া গোল্ডিনের গবেষণায় তার কারণ উন্মোচিত হয়েছে। একধরনের মডেল দিয়েছেন তিনি। নোবেল প্রাইজ ডট অর্গে বলা হয়েছে, অনেক উচ্চআয়ের দেশে গত এক শতকে বেতন-মজুরিভিত্তিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ তিনগুণ হয়েছে। আধুনিক সময়ের ইতিহাসে এটি অন্যতম বৃহৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান রয়ে গেছে। গত শতকের আশির দশকে ক্লডিয়া গোল্ডিন এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা শুরু করেন। ক্লডিয়া গোল্ডিনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মূল বিষয় হচ্ছে, আগে এবং এখনো নারীর সিদ্ধান্ত মূলত তার বিয়ে ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের নিরিখে নির্ধারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মূলত, যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করলেও তার অন্তর্দৃষ্টি কালসীমানার গণ্ডি পেরিয়ে যায়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্লডিয়া গোল্ডিন ২০০ বছরের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণায় দেখেছেন, এই সময়ে শ্রমশক্তিতে নারী অংশগ্রহণ শুধু বেড়েছে বিষয়টি মোটেও তেমন নয়, বরং এ-বিষয়ক রেখাচিত্র ইংরেজি ইউ আকৃতির। অর্থাৎ এই ইতিহাস সরল রৈখিক নয়। দেখা গেছে, কৃষিসমাজ থেকে শিল্পসমাজে উত্তরণের সময় উনিশ শতকে বিবাহিত নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ কমেছে। বিশ শতকের শুরু থেকে সেবা খাতের বাড়বাড়ন্ত হতে শুরু করলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। ক্লডিয়া গোল্ডিনের ব্যাখ্যা হলো– মূলত কাঠামোগত পরিবর্তন এবং পরিবার ও সমাজে নারীর দায়িত্ব-কর্তব্যবিষয়ক সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের কারণে এমনটা হয়েছে। বিশ শতকে নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। অধিকাংশ উচ্চআয়ের দেশে নারীর শিক্ষার মান পুরুষের চেয়ে বেশি। আরেকটি কারণে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে; সেটা হলো– জন্মবিরতিকরণ সামগ্রী। এটা নারীকে ক্যারিয়ার নিয়ে পরিকল্পনা করার সুযোগ দিয়েছে, অর্থাৎ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে এত পরিবর্তন সত্ত্বেও কিছু পুরনো বিষয় এখনো রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ক্লডিয়া গোল্ডিন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষের আয়ের ব্যবধান তেমন একটা কমছে না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এই অধ্যাপক মনে করেন, এর আংশিক কারণ হচ্ছে শিক্ষাবিষয়ক সিদ্ধান্ত সাধারণত কম বয়সে নেয়া হয়। তরুণীদের আকাঙ্ক্ষা যদি আগের প্রজন্মের নারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে নেয়া হয়, অর্থাৎ মেয়েরা যদি মাকে দেখে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মা হয়তো সন্তান বড় হওয়ার আগে কাজে ফেরত যাননি তাহলে উন্নয়নের গতি কমে যায়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, নারী-পুরুষের আয়ের বৈষম্যের পেছনে শিক্ষা ও পেশার ভূমিকাই মুখ্য। গোল্ডিন দেখাচ্ছে, আগের সেই জামানা আর নেই। এই গবেষণা নারীর ক্ষমতায়নে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং মানবাধিকারের বিষয়টি যে এর সঙ্গে সংযুক্ত এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

> কর্মসংস্থানে নারী-পুরষের মধ্যকার পার্থক্যের পরিবর্তন ঘটে। আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্যের সঙ্গে শিক্ষা ও পেশাগত পছন্দের সম্পর্ক রয়েছে। একই পেশায় আয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় নারীর প্রথম সন্তান জন্মের সময়। শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা বোঝা সমাজের জন্য জরুরি

[লেখক: ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য,
সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা]

কালের কণ্ঠ রবিবার। ১৫ অক্টোবর ২০২৩

শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

জিআইজেড-কালের কণ্ঠ গোলটেবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সামাজিক নিরাপত্তা শুধু শ্রমিক নয়, প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার থেকে বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিকরা। তাঁরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন না। আর শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে শ্রমিক পাচ্ছেন না ন্যায্য অধিকার। শ্রমিকের বয়স ৩৫ বছর হলেই কমছে উৎপাদনক্ষমতা, বাড়ছে চাকরি হারানোর ঝুঁকি। এসব সমস্যার সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের কনফারেন্স হলে 'শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা, বাংলাদেশের শ্রম খাতের সুষম উন্নয়ন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এই তাগিদ দেন।

গোলটেবিল বৈঠকটি যৌথভাবে আয়োজন করে জার্মান সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন-জিআইজেডের সুরক্ষা প্রকল্প ও কালের কণ্ঠ। সহযোগিতায় ছিল লাউডেস ফাউন্ডেশন।

আলোচনায় শ্রমিকের সুরক্ষার বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো.

> ৪৩টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি পাঁচ বছর থাকবে। প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণ করার কথা। এটা সময়মতো না হওয়ার দায় শুধু সরকারের একার নয়; শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদেরও আছে
>
> **মো. তৌফিকুল আরিফ**
> অতিরিক্ত সচিব, শ্রম অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

> তথ্য বলছে, দেশে এখন নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক মারা যান। এর বাইরে বিদেশে নির্মাণ খাতে কর্মরত কত প্রবাসী মারা যাচ্ছেন তার কোনো তথ্য-উপাত্ত কিন্তু আমাদের কাছে নেই। এসব দিকে এখন নজর দিতে হবে
>
> **আমিনুল আরিফীন**
> প্রগ্রাম ম্যানেজার, সোশ্যাল প্রটেকশন পলিসি সাপোর্ট, ইউএনডিপি

তৌফিকুল আরিফ বলেন, 'সামাজিক সুরক্ষা বলতে আমরা বুঝি, একটা দেশের সব মানুষের সুরক্ষার বিষয়টি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রমিকের সুরক্ষা। আমাদের শ্রম আইনে শ্রমিকের সুরক্ষার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া আছে। তবে শুধু আইন থাকলেই হয় না, এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সবার সমন্বিত উদ্যোগ, সবার অংশগ্রহণ।'

তৌফিকুল আরিফ বলেন, ৪৩টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি পাঁচ বছর থাকবে। প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণ করার কথা। এটা সময়মতো না হওয়ার দায় শুধু সরকারের একার নয়; শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদেরও আছে।

ইউএনডিপির সোশ্যাল প্রটেকশন পলিসি সাপোর্ট প্রকল্পের প্রগ্রাম ম্যানেজার আমিনুল আরিফীন বলেন, 'শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো তথ্যভাণ্ডার নেই। শ্রমিকদের ডাটা নেই। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষার কাজ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে।'

আমিনুল আরিফীন বলেন, 'তথ্য বলছে, দেশে এখন নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক মারা যান। এর বাইরে বিদেশে নির্মাণ খাতে কর্মরত কত প্রবাসী মারা যাচ্ছেন তার কোনো তথ্য-উপাত্ত কিন্তু আমাদের কাছে নেই। এসব দিকে এখন নজর দিতে হবে।'

আমিনুল আরিফীন বলেন, 'গার্মেন্টিস শ্রমিকরা এখন ৩৫ বছর হলেই চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকছেন। কারণ তাঁদের উৎপাদনশীলতা কমছে। এ বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। অর্থাৎ একটা সময় পর কর্মীদের আয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে। এখানেই সুরক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।'

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্সের পেশাগত ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদ ফারুকী বলেন, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি সংবিধানে যথাযথভাবে বলা আছে। পোশাক খাতে দাতা সংস্থাগুলো অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স তৈরি

শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করেছিল। তাদের তৎপরতায় এই খাতে সামাজিক সুরক্ষার কিছু কাজ হয়েছে।

অধ্যাপক ফারুকী বলেন, 'মৃত্যু, দুর্ঘটনার বাইরে আমাদের শ্রমিকরা পেশাগত কারণে অসুস্থ হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাঁদের সুরক্ষা দিতে পারছি না। পোশাক, পাটের মতো খাতে শ্রমিকদের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হলো শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। এটা শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা, জীবনীশক্তি কমিয়ে আনে।'

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, 'আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফাঁকগুলো বেশ বড়। এই ফাঁক গলে অনেক কিছু পড়ে যায়। যেমন—শ্রম আইনে আছে দুগ্ধদানকারী মা সামাজিক সুরক্ষা পাবেন। কিন্তু এটা পেতে হলে ওই মায়ের আয় মাসে পাঁচ হাজার টাকার নিচে হতে হবে। এখন দিনে যিনি ২০০ টাকা করেও আয় করেন তাঁর আয় মাসে ছয় হাজার টাকা হওয়ায় তিনি আর এই সুরক্ষা সুবিধার সুযোগ পাবেন না। এখন তো দিনে ২০০ টাকার কম মজুরি নেই বললেই চলে।'

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, 'সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। শ্রমিক যখন দেখতে পাবেন যে তাঁর জন্য সত্যিকারের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে, তখন তিনি চাকরি হারানোর ভয় থেকে মুক্তি পাবেন।' তিনি শ্রমিকদের সুরক্ষায় আইএলও কনভেনশনের ৯টি বিষয় বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনের (আইএলও) সোশ্যাল প্রটেকশনের ন্যাশনাল প্রগ্রাম অফিসার ফারজানা রেজা বলেন, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইএলওর সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা এবং সক্রিয় শ্রমবাজার কর্মসূচি আছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সরকার অনেক কাজ করছে। সরকার ১১৫টি সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রগ্রাম নিয়েছে, যার আওতায় সব পর্যায়ের সুবিধাভোগী এসে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে কোনো শ্রমিক আহত বা নিহত হলে তাঁদের সুরক্ষার জন্য আইএলওর নীতির মাধ্যমে ইনস্যুরেন্সের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কাজ এখন পোশাক খাতে পাইলট প্রকল্প পর্যায়ে আছে। পরবর্তী সময়ে এটি জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

বিলস নির্বাহী কমিটির সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী বলেন, 'শ্রমিকদের শতকরা ৮৮ ভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এঁদের সুরক্ষায় আওতায় আনা বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের অনেক ভালো আইন আছে, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ খুব কম। তাই আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। অংশগ্রহণমূলক প্রচেষ্টা থাকতে হবে।'

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহমেদ বলেন, 'আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। তাদেরও সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৯৩ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করতে পারিনি। কারণ আমাদের শ্রমিক ডাটাবেইস নেই। ফলে টাকা ফেরত চলে গিয়েছিল। তাই সরকারের উচিত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ডাটাবেইস তৈরি করা, যেখানে সব নাগরিকের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত থাকবে।'

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের উইমেন রাইট ইকুইটির ম্যানেজার মরিয়ম নেসা বলেন, 'পোশাক খাতে যে নারীরা কাজ করেন তাঁদের সুরক্ষার নানা দিক আছে। আমরা বলছি, এই খাতে আরো নারী আসুক। কিন্তু তাঁরা সন্তানকে কার কাছে রেখে আসবেন, তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। অনেক কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মী সন্তানসম্ভাবনা হলে বাদ পড়ছেন। তাঁর সুরক্ষার বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে।'

বৈঠকে সমাপনী বক্তব্য দেন জিআইজেডের সুরক্ষা প্রকল্পের কারিগরি উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান রুমন। গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন কালের কণ্ঠ'র সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কালের কণ্ঠ'র নিজস্ব প্রতিবেদক তামজিদ হাসান তুরাগ।

সমকাল | রোববার | ১৫ অক্টোবর ২০২৩

গ্রামে নেই নারীর কাজের স্বীকৃতি

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস আজ

পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পান ৪৩ শতাংশ নারী শ্রমিক

সাইবার হয়রানির শিকার গ্রামীণ নারীরাও

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

এখনও ত্রিশের গণ্ডি পার করেননি গোলাপী কালিন্দী। কোলের শিশুকে বাসায় রেখে চা বাগানে কাজ করেন। দুই বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর একাই ঘরে-বাইরে কাজ করে যাচ্ছেন। মৌলভীবাজারের সাতগাঁও চা বাগানে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাতা তোলার কাজ করেন তিনি। আবার বাড়ি গিয়ে করেন বাসার কাজ। তাঁর একটাই চাওয়া, মেয়ে দুটিকে বড় করে তোলা। গোলাপী জানান, তিনি প্রতিদিনই প্রায় ৫০ কেজি চা পাতা তোলেন। সেই ঝুলি নিয়ে বাগান থেকে নিচে নেমে হেঁটে গিয়ে পাতা জামা দেন। প্রতি ২৪ কেজি পাতায় ১৭০ টাকা করে পান তিনি।

প্রখর রোদ ও ঝড়বৃষ্টিতে এভাবেই ঘরে-বাইরে কাজ করে যাচ্ছেন গ্রামীণ নারীরা। ঘরের কাজের স্বীকৃতি যেমন নেই, তেমনি বাইরে রয়েছে মজুরি বৈষম্য। এ জন্য তারা শহরমুখী হচ্ছেন। এমন প্রেক্ষিতে আজ ১৫ অক্টোবর সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। গ্রামীণ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

সম্প্রতি বিলসের এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা চা শ্রমিকদের হেঁটে আসতে হয় কর্মস্থলে। প্রায় ১০ শতাংশ নারী জানেই না মাতৃত্বকালীন ছুটির কথা। ১৩ শতাংশ জানায়, মাত্র ১২ সপ্তাহ তারা এই ছুটি পায়। বেশির ভাগ চা বাগানেই টয়লেট নেই। প্রায় ৮৮ শতাংশ শ্রমিক খোলা জায়গায় এবং ১২ শতাংশ চা বাগানে মলত্যাগ করে। এ ছাড়া বাংলাদেশে ৯৭ শতাংশ নারী চা শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নেই।

শুধু চা বাগানেই নয়, সারাদেশেই বৈষম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন নারীরা। সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কৃষিতে শ্রমদানকারী নারীদের ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ পারিশ্রমিক পায় না। বাকি ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ বাজারমূল্যের চেয়ে কম পারিশ্রমিক পায়। পুরুষের থেকে ৪৩ শতাংশ নারী শ্রমিক কম মজুরি পান। সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকায় তারা বাধ্য হয়েই এটা মেনে নেন।

রাজধানীর মিরপুরে শীতকালীন পিঠা বিক্রি করেন সুফিয়া। সকালে উঠে ঘরের রান্না সেরে বিভিন্ন বাসায় কাজ করেন। পরে বিকেল ৫টা থেকে পিঠা বিক্রি শুরু করেন। চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। অভাবের কারণে রংপুর থেকে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় আসেন তিনি। সুফিয়া বলেন, 'গেরামে ধরেন, ভোর রাইত্ত থিকা মাঝ রাইত পর্যন্ত কাম করতাম। মাঠের কাম, ঘরের কাম সবই করতাম। এত কিছু কইরাও টাকা আমার থাকত না। এই যে পিঠা বেচি। আমার টেকা শ্বশুরবাড়িতেও যায়। নিজের যে দাম আছে তা এখন বুঝতে পারি।'

এই গ্রামীণ নারীদের শহরমুখী হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে এর মধ্যে নারীর কাজের মূল্যায়ন না করাটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন বিশিষ্টজন।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল শনিবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি। কমিটির সভাপতি শামীমা আক্তারের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দেশে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তার পাশাপাশি বেড়েছে সাইবার হয়রানি। ফেসবুক, ইমোসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অজান্তেই সাইবার হয়রানির শিকার হচ্ছেন গ্রামীণ নারী ও কিশোরীরা। এ হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দেন।

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের কথা বলা হয়।

সমকাল | রোববার | ১৫ অক্টোবর ২০২৩

কারখানায় বর্জ্য এবং পানির সঠিক ব্যবহার জরুরি

আলোচনায় বক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিল্পের বর্জ্যপানি পরিবেশের জন্য হুমকি। কারণ বর্জ্যপানিতে রয়েছে বিভিন্ন রাসায়নিক, ভারী ধাতু এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ; যা মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বর্জ্যপানি পরিশোধন করে কীভাবে তা পুনরায় ব্যবহার করা যায়, বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পানি পরিশোধনকারী কোম্পানি ডুপোন্ট ওয়াটার সল্যুশনস। বাংলাদেশে তাদের একমাত্র পরিবেশক ওয়াটার টেকনোলজি লিমিটেড; যারা রিভার্স অসমোসিস (আরও), আল্টাফিল্টারেশন (ইউএফ) ও মেমব্রেইন বায়োরিয়েক্টর (এমবিআর) প্রযুক্তিপণ্য সরবরাহ করে থাকে।

সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'শিল্পে পানির ব্যবহারে সঠিক সমাধান এবং ধারণা' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ প্রযুক্তির নানা দিক তুলে ধরে ডুপোন্ট ওয়াটার সল্যুশনস। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বব্যাপী বাড়ছে পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা। এ ধরনের পণ্য উৎপাদনে কারখানাকেও হতে হয় পরিবেশবান্ধব। সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়। তাই কারখানায় পানির অপচয় কমিয়ে শিল্পকারখানায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে নদী এবং সাগরের প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে শিল্পের বর্জ্য পরিশোধন করে তা থেকে পানি সংগ্রহ করে পুনর্ব্যবহারে জোর দিচ্ছে বিভিন্ন দেশ। সঠিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা পানির ব্যবহারে বাংলাদেশ কীভাবে উপকৃত হতে পারে সে বিষয়ে নানা তথ্য তুলে ধরেন তারা।

অনুষ্ঠানে ডুপোন্ট ওয়াটার সল্যুশনসের আঞ্চলিক প্রধান ক্রিস ফার্নান্দেস বলেন, বাংলাদেশে নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন হচ্ছে। এসব অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। শিল্প খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগও বাড়ছে। কিন্তু শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা রয়ে গেছে। উৎপাদন বাড়াতে এ দুর্বলতা কাটাতে হবে।

বর্জ্য থেকে সঠিক ব্যবস্থাপনায় পানি সংগ্রহ করা যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, পানির নিরাপদ ব্যবহারে প্রয়োজন সঠিক প্রযুক্তি। বর্জ্য পরিশোধনের পানি নদীতে না ফেলে দিয়ে তা পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এতে শিল্পের খরচ সাশ্রয় হয়। পরিবেশ রক্ষায় বর্জ্য এবং পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে ওয়াটার টেকনোলজি বিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ এনামুল হাবিব বলেন, আন্তর্জাতিকভাবেই শিল্পবর্জ্য এবং প্রাকৃতিক পানির সঠিক ব্যবহারে আইন হচ্ছে। বাংলাদেশও এটি অনুসরণ করছে। পণ্যের সঠিক বাজার এবং উপযুক্ত দাম পেতে পানি ব্যবহারেও সতর্ক হতে হবে। এ জন্য শিল্প মালিকদেরও সঠিক ধারণা থাকা দরকার যে, কীভাবে কম খরচে পানি এবং বর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার করা যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৯ আশ্বিন
১৪ অক্টোবর ২০২৩

চরফ্যাশনে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাতে মাছ বিক্রি

■ চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ ধরা, পরিবহন ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকলেও ভোলার চরফ্যাশনে গভীর রাতে উন্মুক্ত ডাকে মাছ বিক্রি করেছে জেলেরা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত শশীভূষণ থানার চর কলমী ইউনিয়নের বকসী মাছ ঘাটে উন্মুক্ত মাছ বিক্রি করতে দেখা গেছে। স্থানীয়রা বিষয়টি মৎস্য কর্মকর্তাকে জানালেও মাছ বিক্রি চলাকালীন প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তাকে সেখানে দেখা যায়নি।

বকসী মৎস্য ঘাটে গিয়ে দেখা গেছে, সমুদ্রে মাছ শিকার করা এফ ভি নাজমা নামের মাছ ধরা ট্রলারটি বকসী ঘাটে ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলে এবং ট্রলার মালিকরা একযোগে নামাতে শুরু করে ইলিশ মাছ। এরপর চলে ডাকে মাছ বিক্রি। মাছ বিক্রি শেষে ঘাটে গিয়ে নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ শিকার এবং বিক্রির দায়ে এফ ভি নাজমা নামক ঐ ট্রলার মালিকের ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে উপজেলা মৎস্য প্রশাসন।

মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় লোকজন এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে অবগত হয়ে রাত সাড়ে ৩টায় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হোসেন মিনার, মেরিন ফিশারিজ অফিসার সাইদুর রহমানসহ মৎস্য বিভাগের লোকজন বকসী মাছ ঘাটে গিয়ে ট্রলারের ১২০ কেজি মাছ, লাইসেন্স বই ও সিও আই সনদ জব্দ করে।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৩,

ভুয়া পেশাজীবী সাজিয়ে অর্থ আত্মসাৎ

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রকল্প

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ পান ৩১৫ জন। তাঁদের ৬৩ জনের নাম ও ঠিকানা ভুয়া।

- শুধু ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদের আড়ালে এক বছরে আত্মসাৎ করা হয়েছে ১৫ লাখ টাকার বেশি।
- একই সময়ে উপকারভোগীর তালিকায় নাম আছে, কিন্তু প্রশিক্ষণ পাননি, এমন ব্যক্তিদের আড়ালে আত্মসাৎ করা হয়েছে ৮ লাখ টাকার বেশি।

জহির রায়হান, *লালমনিরহাট থেকে ফিরে*

কাগজে-কলমে তাঁরা কামার, কুমার, নাপিত; কেউবা বাঁশ-বেতের পণ্য প্রস্তুতকারী। তবে বাস্তবে এসব পেশায় যুক্ত নন তাঁরা। মূলত দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পেশাজীবীদের জন্য বরাদ্দ থাকা উদ্যোক্তা মূলধন ও প্রশিক্ষণ ভাতা আত্মসাৎ করতে এমন ভুয়া পেশাজীবী বানানো হয়েছে তাঁদের।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্পে হয়েছে এমন অনিয়ম।

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রকল্পের আওতায় ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ ভুয়া নাম-ঠিকানার আড়ালে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে, ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য নিজেদের প্রান্তিক পেশাজীবী হিসেবে দেখিয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বংশগতভাবে বিভিন্ন আদি পেশাজীবী যেমন কামার, কুমার, নাপিত; বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁসা-পিতলের পণ্য তৈরিকারী; জুতা মেরামত ও প্রস্তুতকারীদের (মুচি) জীবনমান উন্নয়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায় ২০১৭ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া এ প্রকল্প ২০২০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। মেয়াদ বাড়িয়ে গত বছরের ডিসেম্বরে তা শেষ হয়। প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭১ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রকল্পের অধীনে আদি ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত ২৭ জেলার ১১৭ উপজেলার ২৬ হাজার ৩৪৩ জনকে দীর্ঘমেয়াদি (৬ মাস) ও স্বল্পমেয়াদি (৩ দিন) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, একজন উপকারভোগী মূলধন হিসেবে ১৮ হাজার ও প্রশিক্ষণ ভাতা ৫ হাজার অর্থাৎ মোট ২৩ হাজার টাকা পাওয়ার কথা।

কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ পান ৩১৫ জন। তাঁদের মধ্যে ১২৫ জন ছিলেন প্রকৃত প্রশিক্ষণার্থী (প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর)। মোট প্রশিক্ষণ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৩ জনের নাম-ঠিকানা ছিল ভুয়া। তাঁদের ঠিকানায় গিয়ে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। অন্যরা এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না (যেমন রাজনৈতিক নেতা, ধনী ব্যক্তি)। আর অন্তত পাঁচজনের নাম দুবার আছে তালিকায়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যমতে, লালমনিরহাটের পাঁচ উপজেলায় গত পাঁচ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হন ৩ হাজার ৫০৪ জন। তাঁদের মধ্যে কালীগঞ্জে সুবিধাভোগী ১ হাজার ১১০ জন।

তালিকায় ভুয়া নাম

কালীগঞ্জে নরসুন্দরের (নাপিত) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে নাম ছিল সুমন, নয়ন, মলিন, সুদান, রোহিত ও নলিনী শীলের। তাঁদের বাড়ি দেখানো হয়েছে দলগ্রাম ইউনিয়নের দক্ষিণ দলগ্রাম গ্রামে। গ্রামটি ঘুরে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

> **কত নেতা ভুয়া নাপিত, কামার, কুমার সেজে টাকা তুলে নিল। আমরা অরিজিনাল (প্রকৃত) ব্যবসা করি। অথচ ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) পাইনি।**
>
> **পরেশ চন্দ্র শর্মা**, নরসুন্দর, দলগ্রাম বাজার, কালীগঞ্জ

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাবেজ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, দক্ষিণ দলগ্রামে কোনো নরসুন্দর নেই।

একইভাবে দক্ষিণ দলগ্রামের সুমন দাস, পুলিন দাস, অমল দাস ও কালভৈরব গ্রামের অনিল দাসের পেশা দেখানো হয়েছে মুচি। কালভৈরব বাজারে মুচির কাজ করেন পঞ্চাশোর্ধ্ব ভারত রবিদাস। তিনি ওই ব্যক্তিদের চিনতে পারেননি।

তালিকা ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে দলগ্রাম ইউনিয়নের মোট ৭৮ বাসিন্দার নাম সুবিধাভোগীর তালিকায় আছে। তাঁদের ৪৭ জনই ভুয়া। এ ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ মনিরুল ইসলাম, আবদুল মালেক ও মনোরঞ্জন কুমার ওই ব্যক্তিদের চিনতে পারেননি। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা সুমন আলীর মাধ্যমে অনলাইনে খুঁজে দেখা গেছে, ওই ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরও ভুয়া।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে সুবিধাভোগীর তালিকায় চলবলা ও মদাতী ইউনিয়নেও ১৬ ব্যক্তির ভুয়া নাম পাওয়া গেছে। প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তালিকায় ভুয়া নাম দিয়ে এ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী, উপজেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগী যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর সদস্যসচিব উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। কালীগঞ্জের সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক দাবি করেন, সুবিধাভোগীর তালিকায় ভুয়া নাম রয়েছে, এমন অভিযোগ ঠিক নয়।

এ প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো. কামরুজ্জামান। তিনি দাবি করেন, উপজেলা কমিটি সুবিধাভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করে। কোনো অনিয়মের ঘটনা তাঁর জানা নেই।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শুধু ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদের আড়ালে (অন্তত ৬৩ জন) এক বছরে (২০২০-২১) আত্মসাৎ করা হয়েছে ১৫ লাখ টাকার বেশি। এ ছাড়া তালিকায় নাম আছে, কিন্তু প্রশিক্ষণ পাননি, এমন অন্তত ৩৫ জনের আড়ালে আত্মসাৎ করা হয়েছে ৮ লাখ টাকার বেশি।

তালিকায় সমাজকর্মীর পরিবার ও দলীয় নেতারা

কালীগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার নাজমা বেগমের ভাই, তিন বোনসহ পরিবারের ছয়জনের নাম আছে বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকায়। নাজমা অবশ্য তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেন।

একইভাবে কারিগরি প্রশিক্ষক সুফিয়া আক্তারের ভাই, চাচা ও চাচির নাম আছে তালিকায়। সুফিয়ার দাবি, তাঁরা বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে তাঁর চাচি বুলবুলি বেগম বলেন, তাঁরা এ প্রশিক্ষণ পাননি।

কাকিনা ইউনিয়ন সমাজকর্মী নাজমুল হাসানের স্ত্রীর নাম তালিকায় থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে নাজমুলের দাবি, তাঁর স্ত্রী বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

অফিস সহকারী পারভীন বেগমের স্বামী সাজু মিয়ার নাম কামারের আর বোন, ভগ্নিপতি, ভাগনির নাম রয়েছে বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণার্থীর তালিকায়। সাজুর দাবি, কামার নয়; বাঁশ-বেতের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। তবে সাজুর প্রতিবেশীরা তাঁকে কখনো বাঁশের কাজ করতে দেখেননি বলে জানান।

এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মরত ব্যক্তিরা স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় তাঁদের পরিবারের নাম এসেছে। এ ছাড়া কাজ করতে গিয়ে অনেকের সুপারিশ রাখতে হয়েছে।'

আবার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিব হোসেনের নাম আছে নরসুন্দরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকায়। তাঁর দাবি, তিনি বেকার থাকায় প্রশিক্ষণ নেন।

গোড়ল ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি অমৃত কুমার ও সাধারণ সম্পাদক শংকর দয়াল রায় বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অমৃতের ওষুধের দোকান আছে। আর শংকর জানান, তিনি কৃষি ও মাছ চাষ করেন। ওই তালিকায় তাঁর নাম কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আগ্রহ থেকে করেছিলাম।'

নাম আছে, প্রশিক্ষণ নেই

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকায় নাম আছে গোড়ল গ্রামের সাইকেল মেকার সুনির্মল চন্দ্র রায় ও দরজি মুকুল চন্দ্রের। দুজনই বলেন, তাঁরা কোনো প্রশিক্ষণ পাননি। তবে প্রশিক্ষণের জন্য ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি অমৃত কুমার তাঁদের কাছ থেকে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নেন। অমৃতের দাবি, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে তিনি ওই কাগজপত্র জমা দিয়েছেন।

সুনির্মল ও মুকুলের মতো সুবিধাভোগীর তালিকায় থাকা অন্তত ৩৫ ব্যক্তি কোনো প্রশিক্ষণ পাননি বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন। তাঁদেরই একজন ভোটমারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য শিউলি বেগম। তালিকায় তাঁর নাম থাকার বিষয়ে তিনি অবগত নন বলে জানিয়েছেন। যদিও সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'তালিকায় নাম আছে অথচ প্রশিক্ষণ পাননি, এমন অভিযোগ মিথ্যা।' তাঁর দাবি, যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁরাই কেবল প্রশিক্ষণোত্তর অনুদানের চেক পেয়েছেন।

কালীগঞ্জের ১৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাজীবীর সঙ্গেও কথা হয় *প্রথম আলোর*। তাঁরা উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। তবে তাঁদের সবার অভিযোগ সুবিধাভোগী বাছাই নিয়ে। দলগ্রাম বাজারের নরসুন্দর পরেশ চন্দ্র শর্মা বলেন, 'কত নেতা ভুয়া নাপিত, কামার, কুমার সেজে টাকা তুলে নিল। আমরা অরিজিনাল (প্রকৃত) ব্যবসা করি, অথচ ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) পাইনি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ॥

গ্রামীণ নারীর হাতে অর্থনীতির চাকা

আছেন কৃষি, পোশাক ও শিল্প খাতসহ শ্রমবাজার ও উদ্যোক্তা হিসেবে

জিন্নাতুন নূর

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আজ

আধুনিক সময়ে এসে স্বামী-স্ত্রী দুজনের আয়েই সংসার চলে। শহরের কর্মজীবী নারীই শুধু নয়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীরাও এখন সংসারের দায়িত্ব সামলে বাড়তি উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে ভূমিকা রাখছেন। কৃষিকাজের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরা বিদেশের শ্রমবাজার, পোশাক খাত, অকৃষি খাত ও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজ যোগ্যতার প্রমাণ রেখে যাচ্ছেন। নারী উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় লেগেছে বড় পরিবর্তনের ছোঁয়া। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই নারীরা। তথ্য বলছে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান বেশি। নারীর অবদান যেখানে ৫৩ শতাংশ এর বিপরীতে পুরুষের ৪৭ শতাংশ। পরিসংখ্যান বলছে, গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রম শক্তির মধ্যে ৫০ লাখই নারী শ্রমিক। আর দেশের অর্থনীতিতে ২৫ শতাংশ অবদান নারীর। ১ কোটি ৮৬ লাখ ৪৬ হাজার নারী কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ নানা কাজ করছেন। এ অবস্থায় আজ দেশে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস'। নানাবিধ কাজের মধ্যে গ্রামীণ নারীরা হাতের বিভিন্ন কাজ যেমন-নকশিকাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ ছাড়াও নানা হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগির খামার, গাভী পালন, পাখি ও কবুতরের খামার, কৃষিকাজের মাধ্যমে সংসারে আর্থিক সহায়তা করছেন। আবার কোনো কোনো সংসারে আর্থিক আয়ে নারীই প্রধান ভূমিকা রাখছেন। গ্রামীণ কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে, দেশে মোট কর্মক্ষম নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষিকাজে নিয়োজিত। নারী শ্রমশক্তির ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। আবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ অগ্রাধিকার 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের ৬০ শতাংশই নারী। এ প্রকল্প সফল করতে গ্রামীণ নারীরা প্রায় প্রতিটি বাড়ির উঠানে হাঁস-মুরগি, কবুতর পালনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। গবাদিপশু পালন এবং দুধ ও ডিম উৎপাদনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ

[illegible] ভূমিকা রাখছেন। সরকারও গ্রামীণ নারীদের খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। নারীরা কৃষিকাজে জড়িত কাজের ২১টি ধাপের মধ্যে ১৭টি ধাপেই কাজ করে থাকেন। ফসলের প্রাক-বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের সঙ্গে ৬৮ শতাংশ নারী সম্পৃক্ত। গত এক যুগে বাংলাদেশে কৃষির নারীকরণ হয়েছে। বর্তমানে কৃষি খাতে নিয়োজিত আছেন ৯০ লাখের ওপর নারী। গত এক দশকে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণও বেড়েছে ১০৮ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী বিগত বছরগুলোতে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলোর একটি হচ্ছে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ। গ্রামীণ নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার শহরের নারীর তুলনায় বেশি। আর পোশাক খাতের পরই প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নারী শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ৫৮ শতাংশই নারী, যাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের বড় একটি অংশ এখন দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও বাড়ছে নারী উদ্যোক্তা। এতে আত্মকর্মসংস্থানের সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও। কিন্তু বাস্তবে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অবদান স্বীকার করলে এই হার দাঁড়ায় ৪০ শতাংশের বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গ্রামীণ নারীদের জন্য বাজার ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় তারা উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি হতে পারছে না। আবার মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যও পান না। বাজারে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলেই অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে বাড়বে নারীর অংশগ্রহণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, গ্রামীণ নারীরা শহুরে নারীদের তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল। শহুরে নারীরা বড়জোর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন কিন্তু গ্রামীণ নারীরা সবসময় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কৃষি উৎপাদনে তারা বরাবরই ভূমিকা রাখছেন। সাম্প্রতিক সময়ে পোশাক কারখানার মাধ্যমে শিল্প খাতেও গ্রামীণ নারীরা অবদান রাখছেন। কিন্তু কৃষি খাতে পণ্য উৎপাদনে গ্রামীণ নারী যে ভূমিকা রাখতেন তা এতকাল ধরে হিসাবে ধরা হতো না। সরকার এই নারীদের অবদান নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও পরিসংখ্যান ব্যুরো এই সংখ্যা এখনো প্রকাশ করেনি। বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবসে আমি প্রস্তাব করছি যে, গ্রামীণ নারীরা পারিবারিক পর্যায়ে যেসব উৎপাদনশীল কাজ করে তার একটা অ্যাকাউন্টিং করা এবং প্রতি বছর এই সংখ্যা ঘোষণা করা। আয়ের বিনিময়ে শ্রমে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। এতে করে এসব নারীর স্বনির্ভরতা তৈরি হয় এবং ঘরবন্দি অবস্থা থেকে বের হয়ে আসে। আমি একে স্বাগত জানাই।

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার, ২৯ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর ২০২৩

আগৈলঝাড়ায় নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ইলিশ বিক্রি করায় জরিমানা

■ আগৈলঝাড়া (বরিশাল) সংবাদদাতা

ইলিশ আহরণ, মজুত ও বিপণনে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারির একদিন পর আগৈলঝাড়ায় আইন অমান্য করে প্রকাশ্য বাজারে ইলিশ বিক্রির দায়ে এক বিক্রেতাকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার সকালে ঐ জরিমানা করা হয়। এ সময় ৪০ কেজি মাছ জব্দ করা হয়। আদালতের পেশকার রমনী রঞ্জন বিশ্বাস জানান, শুক্রবার সকালে উপজেলা উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর রাজিহার ইউনিয়নের চেঙ্গুটিয়া বাজারে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন। অভিযানে ৪০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে। এ সময় মাছ ব্যবসায়ী তপন ভক্তকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করে তা আদায় করা হয়। পরে উপস্থিত অসহায়, গরিব লোকজনসহ বিভিন্ন এতিমখানায় জব্দ ইলিশ বিতরণ করা হয়েছে। অভিযানে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. আলম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩০ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Sunday 15 October 2023

এসআই নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের সন্তানরা বেশি উত্তীর্ণ

>> মেধার শীর্ষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পুলিশের এসআই নিয়োগ পরীক্ষা সম্পূর্ণ মেধা ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়ম করার কোন সুযোগ ছিল না। যার কারণে দিনমজুর থেকে শুরু করে হত দরিদ্র ও নির্মাণ শ্রমিকের সন্তানরা এসআই (সাব-ইন্সপেক্টর) নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (পাস) হয়েছেন। এইবার তদবির বাজরা নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম করার সুযোগ পায়নি বলে পুলিশ কর্মকর্তারা দাবি করছেন।

পুলিশ সদরদপ্তর বলছে, প্রথমবারের মতো সাব ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপ সমূহ শেষ করা হয়েছে।

শীঘ্রই স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষ করে তাদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য রাজশাহীর সারদায় পাঠানো হবে। পাস করা প্রার্থীদের মধ্যে মেধার শীর্ষে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রার্থী। তার বাড়ি টাঙ্গাইলে।

'চলতি বছর এসআই নিয়োগ পরীক্ষায় ৬২ হাজার ২৪৩ জন অংশ গ্রহণ করেন। পরীক্ষার একাধিক ধাপ শেষে গত ১৩ অক্টোবর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৯২১ জন মেধা যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, পুলিশের ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে ২০২৩ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর পরীক্ষা শেষে গত ১৩ অক্টোবর ৯২১ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত প্রার্থিরা আগামী ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল (রাজারবাগ) ঢাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশ নিবেন। ২০২১ সালে পুলিশ রেগুলেশন ৭৪১ সংশোধন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দিনমজুর, নির্মাণ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সাপেক্ষে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী পুলিশ তৈরির অংশ হিসেবে প্রাথমিক ভাবে আবেদনকৃত ৬২ হাজার ৩শ' ৪৩ জন প্রার্থীকে রেঞ্জভিত্তিক শারীরিক সক্ষমতা যাচাই ও পরীক্ষা শেষে কৃতকার্য ১৮ হাজার ৮০৪ জন প্রার্থী ২৫০ নম্বরের লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী লিখিত ও মনোস্তত্ত্ব পরীক্ষায় আলাদা আলাদা বিষয়ের শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ ৫ হাজার ৮৩৯ জন প্রার্থী কম্পিউটারের দক্ষতা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। কম্পিউটার দক্ষতায় উত্তীর্ণ ৫ হাজার ৩১ জন প্রার্থী ৫০ নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। অতপর লিখিত, বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষার মেধাক্রমের ভিত্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বিধি-বিধান অনুসরণ করে শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়।

শূন্য পদের সংখ্যা আনুমানিক ১৪শ' (এক হাজার ৪শ') হলেও বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাকাডেমি, সারদার আবাসিক ও প্রশিক্ষণ সক্ষমতা অনুযায়ী ৯২১ জনকে প্রাথমিকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, পুলিশের নিয়োগে ঘুষ নেয়া, অথবা রাজনৈতিক সুপারিশে নিয়োগ দেয়ার দুর্নাম ও অভিযোগ ছিল অতীতে। সেই অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসতে এবার নিয়োগ পরীক্ষা কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। সুপারিশ বা অর্থের জোরে নয় বরং মেধা, তাৎক্ষণিক বুদ্ধি, শারীরিক দক্ষতা, প্রযুক্তিজ্ঞানে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হতদরিদ্র, রিকশাচালক, দিনমজুর এসব পরিবারের সন্তানদের মধ্যেই বেশি প্রার্থী চূড়ান্তভাবে টিকে গেছে।

এবার নিয়োগ পরীক্ষায় রাজনৈতিক সুপারিশ বা অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল পুলিশ সদর দপ্তর। বিশেষ করে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন প্রতিটি ধাপে কীভাবে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, কোন ধরনের অনিয়ম হচ্ছে কিনা তা তদারকি করেন নিয়োগ পরীক্ষায় পেশাদার ও নিষ্ঠাবান পুলিশ কর্মকর্তাদের যুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকেও মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। এবারের পরীক্ষা বা নিয়োগে কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি বা বৈষম্য ছিল না। রাজনৈতিক বা সরকারের অনেক প্রভাবশালী কর্মকর্তার তদবিরও আমলে নেয়া হয়নি।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশনে যোগ্যতা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাকাডেমি সারদায় এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণে পাঠানো হবে। সফল ভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত শেষে তাদেরকে শূন্য পদের বিপরীতে পদায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, ৯২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৭ জন নারী। ৮৫৪ জন পুরুষ। প্রাথমিকভাবে সুপারিশকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, কৃষক ও স্বল্প আয়ের পরিবারের সদস্য।

এসআই হিসেবে নিয়োগ পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ জন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭২ জন রয়েছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এক কর্মকর্তা বলেন, এসআই নিয়োগ পরীক্ষায় অনেকেই তদবির করেছেন। কোন তদবিরে কাজ হয়নি। নিয়োগ প্রার্থীদের প্রথম ধাপে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, দ্বিতীয় ধাপে প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং, তৃতীয় ধাপে শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ, চতুর্থ ধাপ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই, পঞ্চম ধাপ ওয়েববেজড আবেদন ফরম পূরণপূর্বক দাখিল, ষষ্ঠধাপে ২৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, সপ্তম ধাপে কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষা ও অষ্টম ধাপে ৫০ নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা হয়েছে। সব কিছু মেধার ভিত্তিতে হয়েছে বলে ওই সব কর্মকর্তা দাবি করছেন।

■ বুধবার । ১৮ অক্টোবর ২০২৩ । সমকাল

চোখে সমস্যা ঢাকার ৮১ শতাংশ চালকের

ফিটনেসবিহীন গাড়ি ৫ লাখ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর গাড়িচালকদের ৮১ শতাংশই চোখের সমস্যায় ভুগছে। সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার জানিয়েছেন, ২৮৯ চালকের চোখ পরীক্ষায় ১৬৪ জনের দৃষ্টি সমস্যা পাওয়া গেছে। কন্ট্যাক্ট (খালি চোখে দেখতে অস্বস্তিবোধ) সমস্যা পাওয়া গেছে আটজনের। চোখের অন্যান্য সমস্যায় ভুগছেন ৫৯ চালক।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস সামনে রেখে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর বিআরটিএ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির চেয়ারম্যান। ২২ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

নুর মোহাম্মদ মজুমদার জানিয়েছেন, বাস টার্মিনাল ও বিআরটিএর পেশাদার চালকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চোখ ছাড়াও ২৪৯ চালকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, ৪৭ জন রক্তচাপ সমস্যায় ভুগছেন। ডায়াবেটিসে ভুগছেন ৬৯ জন। ধূমপানজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ১০৯ জন। আর চোখসহ স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা।

বিআরটিএ চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির অন্যতম কারণ। তিনি জানান, ৫৭ লাখ নিবন্ধিত যানবাহনের ৫ লাখ মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ফিটনেস নেই। আনুমানিক এর ৩০ শতাংশ সড়কে চলে না।

সড়কে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু বাড়ছে– সাংবাদিকদের এ তথ্যে নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, দেশে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ জন সড়কে নিহত হচ্ছে। এমনকি আমরাও নিরাপদ নই। সড়ক নিরাপত্তায় সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।

দুর্ঘটনা রোধে আইন প্রয়োগের সামাজিক আন্দোলনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিআরটিএ। সংস্থার চেয়ারম্যান বলেন, বেপরোয়া গতি রোধে ড্রাইভিং লাইসেন্সে দোষসূচক পয়েন্ট কর্তন শুরু হয়েছে। শুধু ঢাকা শহরে ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগে ১০০ ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন; রয়েছে মাত্র ৫-৬ জন। তাই সামাজিক আন্দোলন গড়তে না পারলে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
১৯ অক্টোবর ২০২৩, ৩ কার্তিক ১৪৩০

সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের সেমিনারে বক্তারা

ন্যূনতম আয় নিশ্চিত জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আধুনিক সমাজ গড়বেন, আর নাগরিকদের জন্য নিম্নতম মজুরির ব্যবস্থা থাকবে না এটা কোনো সময় মধ্য আয়ের শোভন দেশে হতে পারে না। ন্যূনতম শোভন আয় প্রতিটি নাগরিকের জন্য অধিকারের অংশ। মধ্য আয়ের দেশে যেতে হলে শোভন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শোভন মজুরি অত্যন্ত জরুরি।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে আয়োজিত নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও ন্যায্যতার লক্ষে নাগরিক এজেন্ডা : কৃষি, কর্মসংস্থান, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও সরকারি পরিষেবা এবং পরিচ্ছন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি' শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, কৃষি, শিল্প, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং কর্মসংস্থানে একেক ধরনের প্রবণতা দেখছি। এই চার ধরনের প্রবণতাকে বাংলাদেশের উৎপাদনশীল যে কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে ঘটছে, এটাকে মোকাবিলা করা বড় বিষয়। কারণ বাংলাদেশে সেই বিচারে মানবসম্পদ সবচেয়ে বড় বিষয়। সেই মানবসম্পদকে আগামী নতুন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে শোভন কর্মসংস্থান, শোভন মজুরি এবং তার বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তার বিষয়টি জরুরি।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব না। আমাদের নীতি নির্ধারকদেরও বোঝার বিষয় আছে। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যদি পেছনে কেউ পড়ে যান, তারা সামনের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবেন।

জ্বালানি নিরাপত্তা কমেছে উল্লেখ করে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, বাপেক্সকে কীভাবে দুর্বল করা হয়েছে আমরা দেখেছি। এখন আমরা এলএনজি ও কুইকরেন্টাল নির্ভরতার দিকে গেলাম, বিএআরসিকেও দুর্বল করলাম। যার ফলে একটা পর্যায়ে এসেছি সেটি উৎপাদনের খরচ বাড়াবে কি না, কী খরচে পাব, প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় এ জ্বালানি নীতি অবদান রাখতে পারবে কি না সে প্রশ্ন চলে এসেছে।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্য এবং নিউ এজ গ্রুপ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিমের সভাপতিত্ব করেন।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০২৩

চোখের সমস্যায় ভুগছেন অধিকাংশ পেশাদার চালক

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের চোখের সুস্থতা জরুরি

সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে নিত্যদিনের চিত্রে পরিণত হয়েছে। ফিটনেসবিহীন যানবাহন, ট্রাফিক আইন না মানা, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো—এসব অনিয়ম অহরহ ঘটছে। পাশাপাশি চালকদের চোখের সমস্যার বিষয়টিও সামনে উঠে এসেছে, যা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে গণ্য হয়। অসচেতনতা ও চোখে সমস্যার কথা জানলে চাকরি চলে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় চালকরা বিষয়টি লুকিয়ে রাখেন। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে চোখের সুস্থতার শর্ত থাকলেও এটিকে গুরুত্ব দেয়া হয় না, এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, ঢাকাসহ সারা দেশে বাস টার্মিনাল ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১১ অক্টোবর শুরু হয়েছে যানবাহনচালকদের চোখ ও রক্তচাপ পরীক্ষা। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, এ সময় ২৮৯ পেশাদার চালকের চোখ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ১৬৪ চালকের গুরুতর সমস্যা পাওয়া যায়। অন্যান্য চোখের সমস্যা পাওয়া যায় আরো ৫৯ চালকের। আর চোখের কন্টাক্ট সমস্যা পাওয়া যায় আটজনের।

এতে বোঝা যাচ্ছে, রাজধানীর গাড়িচালকরা ব্যাপকভাবে চোখের সমস্যায় ভুগছেন। ফলে সড়কে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটছে। এমনকি এ সমস্যা বেশ আগেই শনাক্ত হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ২০১৯ সালে এক জরিপে জানা যায়, গণপরিবহনের প্রায় ৭০ শতাংশ চালক দৃষ্টি সমস্যায় ভুগছেন। অনেকের চোখে ছানি থাকার পরও গাড়ি চালাচ্ছেন। চালকদের দৃষ্টি সমস্যার কারণে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এদিকে নিয়ম থাকলেও গণপরিবহনের চালকদের চোখের পরীক্ষা ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছেন না। শুধু গাড়ি চালানোর ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। আর টাকার ওপর নির্ভর করে লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি নিষ্পত্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অথচ চোখের পরীক্ষা ছাড়া নতুন লাইসেন্স দেয়া ও পুরনো লাইসেন্স নবায়ন করার নিয়ম নেই। এমনকি শিক্ষানবিশ লাইসেন্সের জন্য যখন আবেদন করা হয় তখনই চোখের পরীক্ষা করা হয়। চোখের পরীক্ষার জন্য বিআরটিএ কার্যালয়ে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া আছে। তিনি চোখ পরীক্ষা করে সনদ দেন। আবার পেশাদার চালকরা যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য আসেন তখনো তাদের চোখের পরীক্ষা নেয়া হয়। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে বিআরটিএ দাবি করলেও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, চালকদের চোখের সমস্যার ব্যাপারে বিআরটিএর দৃশ্যমান ভূমিকা নেই। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের সময় বিআরটিএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রহস্যজনক কারণে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরীক্ষা ছাড়াই চোখ ও শারীরিক সুস্থতার সনদের বিষয়টি ঘুসের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। কর্মকর্তারা চোখ পরীক্ষার সনদ অনেক সময় দেখেন না। এমনকি সনদ সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য বিআরটিএ অফিসে দালালের খোঁজ পাওয়া যায়। কিছু অতিরিক্ত টাকা খরচ করে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অন্যান্য কারণ বিবেচনা করা হলেও চালকদের শারীরিক অসুস্থতার বিষয়কে কখনই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বিশেষ করে চালকদের চোখের সমস্যা সব সময়ই উপেক্ষিত থেকেছে। যে কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে।

মানবিক সাহায্য সংস্থা নামের একটি বেসরকারি সংগঠন চালকদের চোখের সমস্যা নিয়ে জরিপ চালায়। জরিপে দেখা গেছে, দেশের গণপরিবহনের ৭০ দশমিক ৪ শতাংশ চালক দৃষ্টিশক্তি সমস্যায় ভুগছেন। ৭৩ দশমিক ৩ শতাংশ চালকের উভয় চোখে সমস্যা রয়েছে। ১২ দশমিক ২২ শতাংশ ডান চোখে ও ১৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ চালক বাম চোখের সমস্যায় ভুগছেন। এ সময় দেখা যায়, অনেক চালকের চোখ থেকে দীর্ঘদিন ধরে পানি ঝরছে। চোখ চুলকায়, ময়লা জমে, গাড়ি চালানোর সময় পাশের সাইনবোর্ডের লেখা দেখতে পান না। আবার চোখে ঝাপসা দেখার কারণে সড়ক নির্দেশিকাও দেখা সম্ভব হয় না। চোখে সমস্যা আছে বোঝার পরও অনেক চালক চিকিৎসকের কাছে যান না। কারণ চোখের সমস্যার বিষয়টি জানাজানি হলে লাইসেন্স নিয়ে ঝামেলার আশঙ্কা রয়েছে। আবার অন্য চালকদের মাধ্যমে মালিকের কাছে তথ্য গেলে দুর্ঘটনার ভয়ে মালিক গাড়ি চালাতে দেবেন না। এমন দুশ্চিন্তাও অনেক ড্রাইভারের থাকে। তাই চোখের সমস্যা নিয়েই চালকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালান।

চোখ অমূল্য সম্পদ। বর্তমান সময়ে চোখের রোগের অত্যাধুনিক চিকিৎসাও রয়েছে। অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমসহ নানা কারণে মানুষ চোখের সমস্যায় ভোগেন। বিদ্যমান বাস্তবতায় চশমা পরা মোটেও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তাই চোখের রোগে অবহেলা না করে সময়মতো চিকিৎসা করা উচিত। বিশেষ করে যারা গাড়ি চালান, তাদের জন্য এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতে অবহেলা করলে জীবনের বিনিময়ে মূল্য চুকাতে হবে, যা সবার কাছেই অপ্রত্যাশিত।

THURSDAY OCTOBER 19, 2023
KARTIK 3, 1430 BS
The Daily Star

42

Small farmers going thru hardship: experts

STAR BUSINESS REPORT

Small and marginal farmers are increasingly finding it difficult to sustain their livelihoods based on prevailing crop practices, marketing channels and value chains, said experts yesterday.

These concerns were voiced during an event on citizen's agenda for inclusive development and fairness organised by the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh.

Four papers are presented at the event organised at Brac Centre Inn in the capital on four different crucial issues to capture the views of the country's left-behind stakeholders.

Jinnat Ara, a research fellow at the Bangladesh Institute of Development Studies, presented a paper on transforming agriculture for an inclusive and diversified economy.

She said the government has taken initiatives toward agricultural transformation including installing solar-powered irrigation pumps, establishing agriculture information centres and distributing agriculture assistance cards for subsidies.

"In spite of these initiatives, backward and forward linkages between agriculture and industry have remained weak," said Ara.

She said the main challenges that agricultural transformation was facing were a labour shortage, land fragmentation, access to resources, climate change and environmental degradation, weak water management, lack of skilled labour, etc.

A lack of appropriate government policy and limited research and development are also key barriers, she said.

Unplanned urbanisation has reduced the quality of life of city dwellers as global indicators rank Bangladeshi cities as the least liveable ones, said Shanawez Hossain, an assistant professor at Independent University, Bangladesh.

He was presenting a paper on providing public utilities and services against the backdrop of unplanned urbanisation.

Despite substantial investments, urban development initiatives face critical setbacks as the standard of living remains dismally low, exacerbated by a lack of coordination among organisations, experts said during a discussion on the topic.

Vulnerable backward communities are at risk, and youths grapple with an acute shortage of skills and decent employment opportunities, they said.

It is often heard that Dhaka is one of the most polluted cities in the world. But the government has spent about Tk 1,35,000 crore for the development of Dhaka in the last decade, said Hossain.

This means that there is a difference between policy implementation and money allocation, he said.

In spite of various initiatives, backward and forward linkages between agriculture and industry have remained weak, said an expert.

He also said e-waste was growing at the rate of 20 percent every year in the city and a large portion of solid waste was not collected.

According to him, this dire condition of cities was due to a lack of good governance, coordination and information policy.

The city's service providers should be strengthened. More than 30 organisations are involved in traffic management in Dhaka. But none of the organisations know what the others are doing, he added.

In order to develop urban services, laws should be updated and made people-friendly, people should be given correct information and examples of different countries should be taken into consideration, he recommends.

In most of the cases, the discussion on recent economic advancement in Bangladesh remains limited to "average development", said Debapriya Bhattacharya, convenor of the citizen's platform.

"But behind this average there are various types of errors or inequities. People who fall behind or are held back do not develop as much as they should with this average as their vulnerability remains," he said.

There is another factor in moving from a lower-middle-income country to an upper-middle-income country, which is the middle-income trap, said Bhattacharya, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue.

To save Bangladesh from this middle-income trap, production-based diversification should be brought into the economy, he said.

He also said Bangladesh was now in the process of a democratic transition. He hoped that there would be a fair, competitive, participatory and transparent election in Bangladesh.

শোভন কাজ

NEW AGE TUESDAY, OCTOBER 17, 2023,

RMG exports to new markets grow by 24.93pc in Q1

Staff Correspondent

BANGLADESH'S apparel exports to the non-traditional markets witnessed a 24.93-per cent growth in the first quarter (July-September) of the current financial year 2023-24 against a dismal growth of export earnings from the country's major markets in the period.

The United States, the European Union, the United Kingdom and Canada are the major export markets for Bangladesh while other countries, including Australia, Japan, India, China, South Korea, the United Arab Emirates and Brazil, are considered as non-traditional or new markets.

The country's apparel exports to the new markets in July-September of FY24 grew by 24.93 per cent to $2.24 billion compared with those of $1.79 billion in the same period of FY23, according to Export Promotion Bureau data.

According to the data, the share of Bangladesh's apparel exports to the non-traditional markets has been increasing gradually.

'The readymade garment exports to the new markets are increasing mainly due to the apparel diplomacy and product diversification,' Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan told New Age.

He said that exports to the US and the EU were going slow due to high inflation caused by the Russia-Ukraine war and the gap was being filling up by the performance of new markets.

The data showed that the share of Bangladesh's apparel exports to the non-traditional market in the first quarter of FY24 increased to 19.32 per cent from 17.48 per cent in the same period of FY23.

A file photo shows a crane arranging containers at the Kamalapur Inland Container Depot in the capital Dhaka. Bangladesh's apparel exports to the non-traditional markets witnessed a 24.93-per cent growth in the first quarter (July-September) of the current financial year 2023-24 against a dismal growth of export earnings from the country's major markets in the period. — New Age photo

RMG exports to Japan in July-September period of FY24 increased by 39.44 per cent to $446.78 million compared with those of $320.40 million in the same period of FY23.

The country's apparel exports to Australia in the first quarter of FY24 increased by 54.11 per cent to $344.77 million compared with those of $223.71 million in the same period of FY23.

RMG exports to South Korea in July-September of FY24 increased by 37.01 per cent to $179.61 million compared with those of $131.10 million in the same period of FY23.

Bangladesh's apparel exports to the UAE in the first quarter of FY24 increased by 44.18 per cent to $90.55 million compared with those of $62.80 million in the same period of FY23.

RMG exports to Brazil in July-September period of FY24 increased by 53.79 per cent to $36.93 million compared with those of $24.01 million in the same period of FY23.

'We are optimistic that Bangladesh's apparel exports to the non-traditional market will increase more and it will help us to reduce dependency on the EU and the US for export earnings,' Faruque said.

He said that the BGMEA's apparel diplomacy coupled with product diversification and increased shipments of high value-added products were the main reasons for the increase in exports to the non-traditional markets.

The EPB data showed that Bangladesh's RMG exports to the US, the largest export destination for the country, in the first quarter of FY24 grew by 2.77 per cent to $2.06 billion compared with $2.01 billion in the same period of FY23.

The country's RMG exports to Germany, the second largest export destination for Bangladesh, in July-September period of FY24 fell by 4.41 per cent to $1.45 billion compared with those of $1.51 billion in the same period of FY23.

RMG exports to the UK, the third largest export destination for the Bangladesh, in the first quarter of FY24 grew by 21.35 per cent to $1.44 billion compared with those of $1.19 billion in the same period of FY23.

The Financial Express
Wednesday | October 18, 2023

শোভন কাজ

Setback in garment export to India with 7.69pc Q1 fall

Bangladesh's shipments to other markets post fair growth

MONIRA MUNNI

Bangladesh sees a setback in garment export to India, with a 7.89-percent fall recorded in the first quarter of this fiscal, on a year-on-year tally, although shipments to other traditional markets grew.

Readymade garment exports fetched US$ 282.82 million from India during the July-September period of the fiscal year 2023-24 as compared to $ 306.39 million earned in the Q1 of FY 2022-23, according to data compiled by Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

During the period, knit items witnessed a 14.64-percent fall to $ 117.24 million and woven 2.04 per cent to $165.58 million.

Exports to other major non-traditional markets like Japan, Australia, Russia, Korea, China and the UAE increased by a range between 27 per cent and 54 per cent during the period, according to data.

Apparel exporters attributed the fall to shrinking demand in India, as in other global markets.

When asked, Asif Ashraf, managing director of Urmi Garments Limited, said one of his Indian buyers deferred shipments, resulting in a significant fall in exports to the neighbouring country in the last two months, especially in September.

Another exporter said that India's data reflect the real scenario of the country's overall export performance as the majority of factories could not utilise half of their production capacity for the last several months due to shortage of work orders.

Talking to the FE writer, Mohammed Hatem, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the demand for apparel items declined in India like in other major destinations, including Germany.

Md Shahidullah Azim, vice president of BGMEA, said that India's overall imports also fell due to the global factors.

When asked, Dr Khondaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said: "The currencies of both India and Bangladesh have witnessed significant devaluation that might have affected the export of local apparel items."

He suggests monitoring the situation, and says the exchange rate might make the Indian imports from Bangladesh costly, intensifying business risks.

Local RMG exports to the neighbouring country, however, reached the billion-dollar mark for the first time in FY 2022-23 when the country earned $1.01 billion, recording 41.58-percent year-on-year growth, according to BGMEA data.

In the same fiscal year, Bangladesh's overall exports to India stood at $2.13 billion, according to Export Promotion Bureau data. Bangladesh received US$1.99 billion from exports, including RMG, to India in FY '22.

On the other hand, imports from India stood at $ 13.69 billion in FY 2021-22, according to available data from the central bank, in a yawning trade gap with the big economy.

munni_fe@yahoo.com

RMG EXPORT TO NON-TRADITIONAL MARKETS

	Jul-Sep 2022	Jul-Sep 2023	Growth%
Japan	320.40	446.78	39.44
Australia	223.71	344.77	54.11
Russia	57.34	73.19	27.64
India	306.39	282.82	-7.69
Korea Rep.	131.10	179.61	37.01
China	50.19	74.72	48.89
UAE	62.80	90.55	44.18
Mexico	85.49	86.75	1.48
Malaysia	63.69	69.88	9.71
Saudi Arabia	40.22	58.30	44.97
Turkey	53.90	75.41	39.91
South Africa	31.84	36.09	13.36
New Zealand	31.60	45.43	43.76
Chile	46.00	47.27	2.76
Brazil	24.01	36.93	53.79
Other countries	267.61	295.59	10.46

Source: EPB

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৭ কার্তিক ১৪৩০
২৩ অক্টোবর ২০২৩

প্রতিদিন সড়কে ঝরে ১৪ প্রাণ

নিসচার গবেষণা তথ্যে দুর্ঘটনায় শীর্ষে মোটরসাইকেল ও ট্রাক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন গড়ে ১৪ জনের মৃত্যু হচ্ছে। এর মধ্যে দুই জনের বেশি মোটরসাইকেল চালক বা আরোহী। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সংগঠনের ১১ বছরের (২০১২ থেকে ২০২২) বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যানুযায়ী, ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৩৭ হাজার ৮৪৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৭ হাজার ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৮৭ হাজার ৬৬৭ জন। এ ছাড়া গত পাঁচ বছরে (২০১৮ থেকে ২০২২) সড়ক দুর্ঘটনায় পরিবহন চালকের মৃত্যুর আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নিসচা।

এতে দেখা গেছে, ঐ সময়ে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ৩৩ জন চালক-শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে মোট মৃত্যুর ৪ হাজার ৫৯৫ জন মোটরসাইকেল চালক বা আরোহী। এ ছাড়া বাসের চালক ও সহকারী রয়েছে ২১৬ জন, ট্রাকের চালক ও সহকারী ৩৯২ জন এবং কার-মাইক্রোবাস, পিকআপ ভ্যানসহ অন্যান্য যানের ১ হাজার ৮২০ জন চালক ও শ্রমিক মারা গেছেন। নিসচার তথ্য বলছে, পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাড়ছে। ২০১৮ সালে যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৬০, সেখানে ২০২২ সালে এসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬১৮। পাঁচ বছরে দুর্ঘটনায় ২১৬ জন বাসের চালক ও শ্রমিক মারা গেছেন। আবার বাসের চেয়ে ট্রাক চালকের মৃত্যু বেশি। এই সময়ে ৩৯২ জন ট্রাক ও শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে নানান ইউনিটে প্রতিবছর ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ থাকে। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মন্ত্রণালয়ে কোনো গবেষক বা বরাদ্দ নেই। চালকের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনির্দিষ্ট করা দরকার। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন আলাদা করা জরুরি। চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে এবং ই-ট্রাফিকিং সিস্টেম চালু হলে সড়কে দুর্ঘটনা ৮০ শতাংশ কমে আসবে বলে মনে করেন তিনি। নিসচার চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার কারণগুলো সহজে বোঝা যায়। কিন্তু পণ্যবাহী ট্রাক তো এমনিতেই ধীরগতিতে চলে। এতে কেন এত মৃত্যু সেটা নিয়ে আলাদা গবেষণা দরকার।

কালের কণ্ঠ | শুক্রবার | ২০ অক্টোবর ২০২৩ |

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ৯ হাজার কর্মসংস্থান হবে

সিপিডির গবেষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ খাতকে যদি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর করা যায়, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের এই খাতে নতুন করে ৯ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'শক্তি রূপান্তর : কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এমন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

যদি শক্তি রূপান্তর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিতে সরকার ও নীতিনির্ধারকরা অধিক গুরুত্ব দেন, তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে প্রায় ৪ গুণ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে যদি 'মুজিব পারসপেটিভ মাস্টারপ্ল্যান' অনুযায়ী একই সময়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৫৩ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহলে এই খাতে ৩৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন সক্ষমতা এক হাজার ১৯৪ মেগাওয়াট।

গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ভবিষ্যতে গ্রিড ম্যানেজমেন্ট, ডাটা অ্যানালিসিস, সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দক্ষতার সমৃদ্ধ কর্মসংস্থান প্রয়োজন। শক্তি রূপান্তরের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ ৯ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তবে যদি শক্তি রূপান্তর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিতে সরকার ও নীতিনির্ধারকরা অধিক গুরুত্ব দেন, তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে প্রায় ৪ গুণ। অর্থাৎ প্রায় ৩৭ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টে দেশে ২০৩০ সাল নাগাদ ১৩ হাজার ৭৭৮টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টে ১৬ হাজার ৬৬৩টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। শক্তি রূপান্তরের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ ৯ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

নতুন কর্মসংস্থানের জন্য চাকরিপ্রত্যাশীদের প্রস্তুত করতে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন, ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শক্তি রূপান্তরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কর্মসংস্থান এবং পলিসি প্রণয়নের তাগিদ দেন তিনি।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক ইজাজ হোসেন বলেন, বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

খাতের রূপান্তরের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে যাওয়ার বিষয়টি, সেখানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এর মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল। আবার আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা এত টাকা খরচ করে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করলাম, সেগুলোর তখন কী হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফাহমিদা আখতার এনডিসি, বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের রেক্টর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩ কার্তি
১৯ অক্টোবর ২০২৩

ইলিশ ধরায় বরিশালে ২৩ জেলের কারাদণ্ড

■ বরিশাল অফিস

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে বরিশালের বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে ২৩ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিভাগীয় মৎস্য অফিসের তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার বরিশাল বিভাগে ১১৬টি অভিযানে ৪৬ টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে ৭৯৪ কেজি ইলিশ, ১ লাখ ৬২ হাজার ৩০০ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল জেলায় ১৮ জন, পটুয়াখালীতে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মোট ৩৩টি মামলা হয়েছে। এ ২৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগের ১২টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ১৯৩টি মাছঘাট, ৩৩১টি আড়ত ও ২০৮টি বাজার পরিদর্শন করেছে মৎস্য অধিদপ্তরে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। গত ১১ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে আগামী ২ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত উপকূলের ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মূল প্রজননস্থলসহ সারা দেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ। আর নিষেধাজ্ঞার সময়ে বরিশাল বিভাগের ৩ লাখ ৭ হাজার ৮৪১ জেলেকে ২৫ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৩,

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশের শিল্প খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা। গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে। ছবি : প্রথম আলো

বছরে শ্রমিকপ্রতি ব্যয় ৫০০ টাকার কম

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয় করতে চায় না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বছরে শ্রমিকপ্রতি ৫০০ টাকার কম ব্যয় করে। কিন্তু রপ্তানি আয় বাড়াতে হলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য বাড়ানোর কাজটিও দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে 'বাংলাদেশের শিল্প খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক এক সংলাপে বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এই সংলাপের আয়োজন করে।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো সৈয়দ ইউসুফ সাদাত। তিনি বলেন, 'শিল্প খাতে উচ্চপ্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য ভালো মানের গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রয়োজন। কিন্তু এ খাতে আমাদের দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় করার প্রবণতা খুব কম। ওষুধ, চিকিৎসা ও রাসায়নিকের মতো কয়েকটি শিল্প ছাড়া অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বছরে শ্রমিকপ্রতি ৫০০ টাকার কম ব্যয় করে।'

সৈয়দ ইউসুফ সাদাত বলেন, 'শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আকারের ভিত্তিতে দেখলে এই পরিস্থিতি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আমাদের দেশে বড় শিল্পের মাত্র ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এই বিনিয়োগ যথাক্রমে ২ ও ১ শতাংশ। বিষয়টি আমাদের শিল্প খাতের জন্য অশনিসংকেত।'

মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, দেশের শিল্প উৎপাদনে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় বস্ত্র খাতে ২ শতাংশ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও তৈরি পোশাকে ৫ শতাংশ। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় সিলেটের প্রতিষ্ঠানগুলোতে, ২৩ শতাংশ। এরপরের কক্সবাজারে ১০ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৭ শতাংশ। আর বিভাগ হিসেবে বরিশালের কোনো প্রতিষ্ঠানে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় না।

প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, 'সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঠিক বিনিয়োগ হচ্ছে না। বৈদেশিক বিনিয়োগ সেভাবে আসছে না।'

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিল্প খাতে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে যেভাবে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে, তাতে এর সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কথা হলেও আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না।'

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বারের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির বলেন, মেগা প্রকল্পে যেসব প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহৃত হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, তার ছিটেফোঁটা কাজ পেলেও দেশের কোম্পানিগুলো দাঁড়িয়ে যেত। বলছি না যে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আনা যাবে না। তবে এসব প্রকল্প যখন শুরু হয়, তখন চুক্তিতে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজনের শর্ত দেওয়া উচিত ছিল।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জাকি উজ জামান, উর্মি গ্রুপের এমডি আসিফ আশরাফ প্রমুখ।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৩,

নারীর মজুরিবিহীন কাজের হিসাবও আসবে জিডিপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, নারীর মজুরিবিহীন কাজের হিসাব মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তিন-চার মাস আগে এ বিষয়ে কাজ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী নারীর মজুরিবিহীন কাজের হিসাবের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তাতে বেশ ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। শিগগিরই এ হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে জিডিপিতে যুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পালের লেখা *সহজ কথায় অর্থনীতি* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এসব কথা বলেন। গতকাল সোমবার রাজধানীতে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান হলে এ অনুষ্ঠান হয়।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'নারীর মজুরি নিয়ে গবেষণার জন্য এ বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও নারীর মজুরিবিহীন কাজের হিসাব মূল ধারায় (জিডিপিতে) আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান বলেন, 'যেকোনো সংকটে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো বুঝে সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতি কম থাকে। যেমন বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তাতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়তে পারে। ফলে আগামী কয়েক মাস পারিবারিক খরচে যাঁরা বিষয়টি মাথায় রাখবেন, তাঁরা এগিয়ে থাকবেন।'

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) চেয়ারম্যান আবদুস সামাদ ফারুক ও আলোঘর প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী মো. সহিদ উল্লাহ।

'অর্থনীতির সঙ্গে দেহতত্ত্বের মিল রয়েছে'

অর্থনীতির সঙ্গে দেহতত্ত্বের অদ্ভুত মিল রয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল। তিনি বলেন, শরীরে রক্তচাপ বেড়ে গেলেও সমস্যা, কমে গেলেও সমস্যা। তেমনি মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সমস্যা, আবার একদম কম থাকলেও সমস্যা। মূল্যস্ফীতি কম থাকলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন বিনিয়োগের প্রেরণা থাকে না, গ্রাহকেরাও বিলম্ব করে কেনেন। তাতে আবার বিনিয়োগ ও নিয়োগ (কর্মসংস্থান) বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি বেশি হলে তা ভোগকে খেয়ে ফেলে। এটাও অর্থনীতির জন্য খারাপ।

বইটিতে মোট ১০টি অধ্যায় আছে। এতে অর্থনীতির অণুমাত্রিক ধারণা, বাজারের রকমভেদ, ব্যাষ্টিক অর্থনীতি, পণ্যবাজার, মুদ্রাবাজার, দ্রব্যবাজার, শ্রমবাজার ও মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিরূপাক্ষ পাল বলেন, 'অর্থনীতি সম্পর্কে সবার সচেতন থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও বিনোদনের মতো অর্থনীতির বিষয়গুলো নিত্যদিনের অংশ।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৪ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Friday 20 October 2023

কয়লা চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য তাহিরপুর সীমান্ত, ১০ মাসে ৮ শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, তাহিরপুর ও সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত • এখন ভারতীয় কয়লা চোরাচালানের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তাহিরপুর সীমান্তকে চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসাবে ব্যবহার করে স্থানীয় বেশ কয়েকটি কয়লা চোরাকারবারি সিন্ডিকেট চক্র সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে প্রতি রাতেই ভারত থেকে চোরাই পথে নিয়ে আসছে হাজার হাজার বস্তা ভারতীয় চোরাই কয়লা। আর ওইসব অবৈধ কয়লা চোরাকারবারিদের খপ্পরে পড়ে স্থানীয় দরিদ্র মানুষজন অবৈধ পথে ভারত থেকে চোরাই কয়লা আনতে বিগত ১০ মাসে ৮ বাংলাদেশী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ যেন দেখার কেউ নেই! ওইসব অবৈধ চোরাই কয়লার চোরাচালান বন্ধে প্রশাসনের নেই কোন কর্যকরি উদ্যোগ। যার ফলে তাহিরপুর সীমান্ত এখন চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য ও ঘাঁটি। যারা মারা গেছেন তারা বাহক কিন্তু সিন্ডিকেটের গড ফাদাররা বরাবরই থাকে ধরাছোয়ার বাইরে।

স্থানীয় এসব চোরাকারবারি সিন্ডিকেট চক্রের সদস্য বড়ছড়ার ইছাক মিয়া, লাকমা গ্রামের রতন মহালদার, লালঘাট গ্রামের মাদক কালাম গংদের ছত্রছায়ায় তাহিরপুর উপজেলার রজনী লাইন, টেকেরঘাট, লাকমা, চারাগাঁও, কলাগাঁও- বাশতলা, বিরেন্দ্রনগর ও বাগলী সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাই পথে সীমান্তের ওপারে ভারত থেকে চোরাই কয়লা আনতে গিয়ে গত ১৪ জানুয়ারি ট্যাকেরঘাট সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ এর গুলিতে দেলোয়ার হোসেন নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভোরে লাউড়গড় বিজিবি ক্যাম্পের সামনে অবস্থিত যাদুকাটা নদী দিয়ে ভারত থেকে পাথর ও কয়লা পার্চারের সময় বিএসএফের তাড়া খেয়ে নদীতে ডুবে শ্রমিক কাছম আলী মারা যায়। এর আগে গত ৩ আগস্ট ভোরে একইভাবে যাদুকাটা নদী দিয়ে ভারত থেকে পাথর পাচাঁরের সময় নৌকা ডুবে আব্দুল হাসিম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এছাড়া গত ৫ আগস্ট দুপুরে বালিয়াঘাট সীমান্তের লাকমাছড়া এলাকা দিয়ে ভারত থেকে কয়লা পাচাঁর করতে গিয়ে গর্তে পড়ে আক্তার হোসেন নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়। গত ৩ অক্টোবর রাতে ট্যাকেরঘাট সীমান্ত রজনী লাইন গারো বস্তি এলাকায় দিয়ে ভারতের কালা পাহাড়ে চোরাই পথে কয়লা আনতে গিয়ে বিএসএফের তাড়া খেয়ে পাথার চাপায় আফজর আলী নামে এক যুবক গুরুতর আহত হন। গত ১৭ এপ্রিল বালিয়াঘাট সীমান্ত ফাঁড়ির লাকমা এলাকা দিয়ে ভারতীয় চোরাই কয়লার কোয়ারী থেকে চুরি করে কয়লা আনতে গিয়ে কোয়ারীর মাটি চাপা পড়ে অনিক মিয়া নামে আরেক বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর ট্যাকেরঘাট সীমান্তে রুবেল মিয়া নামে এক বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে এবং আমজাদ আলী নামে আরেক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গত ১৩ অক্টোবর বালিয়াঘাট সীমান্তের লাকমা সীমান্ত চোরাই পথে অবৈধভাবে ভারতের ভিতরে থেকে কয়লা আনতে গিয়ে চোরাই কয়লা কোয়ারীর (গুহার) মাটি চাপায় সুনাম মিয়া নামে এক বাংলাদেশী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে আটক হয়েছেন ৫ বাংলাদেশী। ভারতীয় চোরাই কয়লার বস্তার ভাগবোটোয়ারা নিয়ে সীমান্তে বেশ কয়েকটি চোরাচালানকারী সিন্ডিকেট গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এপর্যন্ত বিজিবি সদস্যসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন।

> পাচারকৃত অবৈধ ১ বস্তা কয়লা (৪০ কেজি) থেকে টেকেরঘাট বিজিবি ক্যাম্পের নাম ভাঙ্গিয়ে সোর্স ইসাক মিয়া চাঁদা নেয় ১শ টাকা, বড়ছড়া শুল্কস্টেশনে নাম ভাঙ্গিয়ে সোর্স রতন মহলদার গং চাঁদা নেয় ৫০ টাকা করে। অন্যদিকে বালিয়াঘাট ক্যাম্পের বিজিবি, পুলিশ ও সাংবাদিকদের নাম ভাঙ্গিয়ে চিহ্নিত চোরাকারবারী সোর্স ইয়াবা কালাম ১ বস্তা চোরাই কয়লা থেকে ১৭০ টাকা হারে চাঁদা নেয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসী ও বৈধ কয়লা ব্যবসায়ীদের

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাচাঁরকৃত অবৈধ ১ বস্তা কয়লা (৪০ কেজি) থেকে টেকেরঘাট বিজিবি ক্যাম্পের নাম ভাংগিয়ে সোর্স ইসাক মিয়া চাঁদা নেয় ১শ টাকা, বড়ছড়া শুল্কস্টেশনে নাম ভাংগিয়ে সোর্স রতন মহলদার গং চাঁদা নেয় ৫০ টাকা করে। অন্যদিকে বালিয়াঘাট ক্যাম্পের বিজিবি, পুলিশ ও সাংবাদিকদের নাম ভাংগিয়ে চিহ্নিত চোরাকারবারী সোর্স ইয়াবা কালাম ১ বস্তা চোরাই কয়লা থেকে ১৭০ টাকা হারে চাঁদা নেয় বলেও অভিযোগ করেন স্থানীয় এলাকাবাসী ও বৈধ কয়লা ব্যবসায়ীদের। শুধু তাই নয়। গত ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর রাতে চোরাই পথে ভারত থেকে কয়লা আনার সময় উপজেলার লাউড়েরগড় সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা বাঁধ দিলে বিজিবি ও স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় চোরাকারবারিদের পক্ষ নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিজিবি সদস্যদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এতে বিজিবির দুই কর্মকর্তা, সৈনিক ও শিশুসহ ১০ জন আহত হন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজিবি ১১ রাউন্ড এসএমজির ফাঁকা গুলি ছোঁড়।

তাহিরপুর সীমান্তের ওইসব প্রভাবশালী চোরাকারবারি সিন্ডিকেট চক্রের নিয়জিত লোকজন অবৈধ অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশের ওপারে ভারতের কায়লার গুহা থেকে চুরি করে কয়লা আনতে গিয়ে গুহার মাটি চাপা পড়ে বাংলাদেশী কয়লা শ্রমিকদের মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না। ভারত থেকে চোরাই কয়লা পাচার নিয়ে এতকিছু হাওয়ার পরেও চোরাকারবারিরা দাপটের সাথেই তাদের কয়লা চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে নেই কারো মাথা ব্যথা। প্রশাসনও রয়েছে নিরব ভূমিকায়। সরকার হারাচ্ছে প্রচুর রাজস্ব।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৩,

৬ জেলের কারাদণ্ড

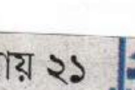

সোনাগাজীতে গতকাল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় ৬ জেলেকে ১২ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিনিধি, সোনাগাজী, ফেনী

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২০ অক্টোবর ২০২৩,

মা ইলিশ ধরায় ২১ জেলেকে দণ্ড

লৌহজংয়ে গতকাল পদ্মা নদীতে মা ইলিশ ধরায় ২১ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
২০ অক্টোবর ২০২৩, ৪ কার্তিক ১৪৩০

মাতৃত্বকালীন ভাতা ও সময় বাড়ছে

ইমদাদ হোসাইন

আর্থিকভাবে অসচ্ছল মায়েদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে সরকার। সেখানে মায়েরা ভাতা পান সব মিলিয়ে ৩৬ মাস বা ৩ বছর। এবার ভাতা পাওয়ার সময় আরও ১ বছর বাড়িয়ে ৪৮ মাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১০৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেছে মা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) অনুমোদনের পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২২ সালে তাদের মাতৃ এবং শিশু সহায়তা দুটি কর্মসূচিকে (দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাতৃভাতা) একত্র করে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (এমসিবিপি) চালু করে। মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের এই কর্মসূচি প্রায় ১২ লাখ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের গর্ভবতী নারীদের এবং অনূর্ধ্ব চার বছর বয়সী শিশুদের মায়েদের জন্য মাসিক ৮০০ টাকা দিয়ে আসছে। আবেদনকারীরা অনলাইনে নিজেদের নিবন্ধন করতে পারেন। ভাতা প্রতি মাসে সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়।

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর বলছে, মা ও শিশু সহায়তা

অসচ্ছল মায়েদের সুবিধা

কর্মসূচিটিতে অন-ডিমান্ড তালিকাভুক্তি এবং নিয়মিত ইলেকট্রনিক পেমেন্টের সুবিধা রয়েছে, কিন্তু দেশব্যাপী সব সুবিধাভোগী এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত নয়। গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে মাত্র ৩৬ মাস পর্যন্ত যে ভাতা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তা ছাড়া, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য পরিষেবা প্রদানকারীদের (স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, পুষ্টি এবং জন্মনিবন্ধন) সঙ্গে সমন্বয়ের কিছুটা অভাব রয়েছে এবং মা-শিশুর পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় সেবা এবং বিকাশ সম্পর্কিত সামাজিক এবং আচরণ পরিবর্তনজনিত কাউন্সেলিংয়ের (এসবিসিসি) গুণগতমান উন্নয়ন ও বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তারা বলছেন, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির শুধু মাসিক নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম দেশব্যাপী চালু থাকলেও অন্যান্য কর্মসূচি যেমন : এসবিসিসি সেশন, রিসোর্স পুলের জন্য প্রশিক্ষণ, এমআইএস সিস্টেম কর্মসূচিগুলো শুধু দেশের সাতটি উপজেলায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিকে বিস্তৃত করা এবং এর কারিগরি ব্যবস্থাপনাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য বিবেচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মাধ্যমে সারা দেশে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো এবং নগদ অর্থ সাহায্য প্রদানের মেয়াদ ৩৬ মাস (৬ মাস গর্ভকালীন এবং শিশুর জীবদ্দশায় ৩০ মাস) থেকে ৪৮ মাসে (৬ মাস গর্ভকালীন এবং শিশুর জীবদ্দশায় ৪২ মাস) উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত 'সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য মাদার অ্যান্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬ কোটি ৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের অর্থায়ন মাত্র ১৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ বা ১৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। বাকি ৮৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ প্রোগ্রাম। অর্থাৎ প্রকল্পের ৮২ দশমিক ৪২ শতাংশই আসবে এ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে। এ প্রকল্পটির মেয়াদ ধরা হয়েছে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর থেকে ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ বছর।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটিতে সুবিধাভোগী মা ও শিশুর সংখ্যা ১৭ লাখ ১০ হাজারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রওশন আরা বেগমের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা

মাতৃত্বকালীন ভাতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। প্রকল্পটির ব্যয়ের তথ্যবিশ্লেষণে দেখা যায়, এর বড় অংশই খরচ হবে কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে। এ খাতের ৩ হাজার ৯১৩টি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৫ শতাংশের বেশি। যেসব গর্ভবতী মা ভাতা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আসবেন, তাদের সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য কাউন্সেলিং (এসবিসিসি) সেশন পরিচালনাকারী সরকারি রিসোর্স পুলের ব্যক্তিদের সম্মানী ভাতাতেই যাবে ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। ৯ পরামর্শকের বেতন বাবদ ১২ কোটি ৬০ লাখ টাকা খরচ করা হবে। এটি প্রকল্পের ব্যয়ের প্রায় ১২ শতাংশ।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৩,

শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সহজ করতে 'হ্যাকাথন'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো 'হ্যাকাথন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে 'বিলম্বিত বিচার হলো ন্যায়বিচার অস্বীকার : এ-সংক্রান্ত শ্রম আদালতের সংকট সমাধান' বিষয়ে উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপনকারী দল বিজয়ী হয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, ২০ ও ২১ অক্টোবর ঢাকায় এই 'হ্যাকাথন' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হ্যাকাথনের যৌথ আয়োজক ছিল বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডিনেট)। সহযোগিতায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনার রুল অব ল কোলাবরেটিভ (আরওএলসি)।

মোট পাঁচটি ক্ষেত্র এই হ্যাকাথনে নির্বাচিত করা হয়। এগুলো হলো, ব্যবসা ও শ্রম অধিকার : ন্যায়বিচারপ্রক্রিয়া উন্নত করতে বেসরকারি খাতকে কাজে লাগানো; ব্যবধান পূরণ : আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির পথ উন্নয়ন করা; ন্যায়বিচারপ্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ ও উদ্ভাবন : ২১ শতকের উপায়-উপকরণের মাধ্যমে শ্রম আইনের প্রয়োগ উন্নত করা; বিলম্বিত বিচার হলো ন্যায়বিচার অস্বীকার : এ-সংক্রান্ত শ্রম আদালতের সংকট সমাধান করা এবং শ্রমিকদের অধিকার ও জলবায়ু ন্যায়বিচার : ইন্টারসেকশনাল হিউম্যান রাইটস।

আইনজীবী, আইনের শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায় প্রশাসনের পেশাজীবীর সমন্বয়ে গঠিত পাঁচটি দল হ্যাকাথনে অংশ নেয়। আইনজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম অধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হ্যাকাথনে পরামর্শদাতা (মেন্টর) হিসেবে প্রতিটি দলকে সহায়তা করেন।

মেন্টরদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অনিক আর হক, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ও ঢাকার শ্রম আদালতের সাবেক সদস্য আবুল কালাম আজাদ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের সিনিয়র লেকচারার নাবিলা ফারহিন, লিগ্যাল সার্কেলের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ও আইনজীবী পুষ্প রহমান, ডিনেটের হেড অব টেকনোলজি আন্দালিব বিন হক।

প্রতিটি দল নির্ধারিত বিষয়ে শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার সমস্যার সমাধানে কাজ করে। দলগত কাজের পর তারা উদ্ভাবিত ধারণাগুলো বিচারক প্যানেলের কাছে উপস্থাপন করে।

বিচারক প্যানেলে ছিলেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এম এ আউয়াল, উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী নেতা সাদাফ সাজ সিদ্দিকী, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মাহিন সুলতান, ডিনেটের নির্বাহী পরিচালক এম শাহাদাত হোসেন ও ব্লাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি নুরুল আলম।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৪ কার্তিক
২০ অক্টোবর ২০২৩

আড়াইহাজারে মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ছয় জেলে আটক

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজারে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অভিযোগে ছয় জেলেকে আটক করা হয়েছে। এ সময় ২০ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্টজাল ও একটি বড় টুনা জাল এবং পাঁচ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। গত বুধবার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শামসুজ্জাহান কনকের নেতৃত্বে মেঘনা নদীর বিশনন্দী, টেটিয়া, চৈতনকান্দা ও খাগকান্দা এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটক হওয়া জেলেরা হলেন—নরসিংদীর মাধবদী এলাকার মুক্তার মাঝি, সাদ্দাম হোসেন, আসিফ মিয়া, আলী মিয়া, ছালাউদ্দিন মিয়া ও আবুল হাছান। তাদের মধ্যে আসিফ ও হাসানকে ৫ হাজার করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং বাকিদের দুই দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) বলেন, মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযান পরিচালনাকালে ছয় জনকে আটকসহ জাল ও কিছু মাছ জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত মাছ এতিমখানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তার জানান, অভিযানে সাড়ে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। অভিযানের বিষয় টের পেয়ে অনেক জেলে পালিয়ে যায়। অভিযানে খাগকান্দা নৌ-ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. আসাজ্জামানসহ খাগকান্দা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি পুলিশের একটি দল সঙ্গে ছিল।

বণিকবার্তা সোমবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৩

পোশাক খাতের মজুরি বোর্ডের চতুর্থ সভা

মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মজুরি প্রস্তাবে ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ

মালিক পক্ষ সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করেছে ১০ হাজার ৪০০ টাকা। অন্যদিকে শ্রমিক পক্ষের দাবি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা। সে হিসাবে দুই পক্ষের প্রস্তাবে মজুরির ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ

■ আমাদের খুব বেশি বাড়ানোর সুযোগ নেই। ডলারের রেট যতই বাড়ুক, বায়ার আমাদের মূল্য বাড়াচ্ছে না। তাছাড়া মালিকদের দেয়ার সক্ষমতাও তো থাকতে হবে।

—সিদ্দিকুর রহমান
মালিক পক্ষের প্রতিনিধি

■ আমাদের চাওয়ার আরো অনেক কিছু ছিল। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে সর্বনিম্ন ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা প্রস্তাব করেছি। শিল্পের সক্ষমতা ও শ্রমিকদের চাওয়া-পাওয়াকে আমরা সমন্বয় করেছি।

—সিরাজুল ইসলাম রনি
শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনায় গঠিত বোর্ডের চতুর্থ সভা হয়েছে গতকাল। সেখানে মালিক পক্ষ সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করেছে ১০ হাজার ৪০০ টাকা। অন্যদিকে শ্রমিক পক্ষের দাবি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা। সে হিসাবে দুই পক্ষের প্রস্তাবে মজুরির ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ। রাজধানীর তোপখানা রোডে মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভা শেষে বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা এ তথ্য জানান।

সভায় শ্রমিকদের হয়ে প্রস্তাব দেন বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। এ বিষয়ে লিয়াকত আলী মোল্লা বলেন, 'আমাদের চতুর্থ বোর্ড সভায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষ উভয়ই তাদের প্রস্তাব দাখিল করেছে। এটা নিয়ে আমরা প্রাথমিক আলোচনা করেছি। পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

মালিক পক্ষ ১০ হাজার ৪০০ ও শ্রমিক পক্ষ ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে ১ নভেম্বর বিস্তারিত আলোচনা করে একটা ঐকমত্যে পৌঁছাব। তবে এরই মধ্যে আমরা বলেছি, উভয় পক্ষের প্রস্তাবের ব্যবধানটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। নিজেরাই সেটা কাছাকাছি নিয়ে আসার কথা বলেছি। একটা রিজনেবল গ্রাউন্ডে এলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।'

শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, 'একজনের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যেটা প্রয়োজন সে বিষয়টাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। বাস্তবতার নিরিখে এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী একটা প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের চাওয়ার আরো অনেক কিছু ছিল। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে সর্বনিম্ন ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা প্রস্তাব করেছি। শিল্পের সক্ষমতা ও শ্রমিকদের চাওয়া-পাওয়াকে আমরা সমন্বয় করেছি।'

একটি পরিবারের দেড়জন হিসাব করে সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে জানিয়ে এ শ্রমিক নেতা বলেন, 'একটি পরিবারে দুজনের উপার্জন সক্ষমতা থাকতে পারে। সে নিরিখে একটি পরিবারের দেড়জনের জন্য এটা করা হয়েছে, সেটা দুজনের জন্যও না। তাছাড়া আমরা ১৩টি দফাও দিয়েছি, যেখানে রেশনিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবে মূলত শ্রমিকদের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের এ ১৩ দফা দাবি বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকরা ভালোভাবে থাকতে পারবেন এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে।'

সভা শেষে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছি তার মধ্যে একটা ব্যবধান রয়েছে। এটা সবসময়ই থাকে। শ্রমিক পক্ষ চাইবে, মালিক পক্ষ দেয়ার চেষ্টা করবে। শ্রমিক ভালো থাকলে মালিকের উৎপাদন ভালো হয়। এসব বিবেচনা করেই আমরা প্রস্তাব দিয়েছি।'

মালিক পক্ষের প্রস্তাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে জানিয়ে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'কভিডকালীন সবাই আমরা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম এবং দেশ-বিদেশের বাজারে লোকসান দিয়েছি। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সবকিছুরই খরচ বেড়েছে। সে তুলনায় আমাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়েনি। এর সঙ্গে মূল্যস্ফীতি ও সুদহার বৃদ্ধির কারণে উন্নত দেশগুলোয় পোশাকের চাহিদা ও বিক্রি কমেছে। এখন আবার গাজা ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা জানি না এটা কোথায় যাবে। এসব কারণে নিকট ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় আমাদের বাড়তি চাপে থাকতে হবে।'

বৈশ্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের কম মজুরির কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক এ সভাপতি বলেন, 'আমাদের খুব বেশি বাড়ানোর সুযোগ নেই। ডলারের রেট যতই বাড়ুক, বায়ার আমাদের মূল্য বাড়াচ্ছে না। তাছাড়া মালিকদের দেয়ার সক্ষমতাও তো থাকতে হবে।'

কিসের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'মালিকদের সক্ষমতা, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য, বিক্রি, আমাদের দেশের মূল্যস্ফীতি—এসব বিবেচনায় নিয়েই আমরা মজুরি নির্ধারণ করেছি।'

পোশাক শ্রমিকদের বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা। ২০১৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এ মজুরি ঘোষণা দেয়া হয়। এর মধ্যে শ্রমিকের মূল বেতন ৪ হাজার ১০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ১ হাজার ৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৬০০ টাকা এবং বাকি টাকা খাদ্য ও অন্যান্য খাতে ধরা হয়। এর আগে ২০১৩ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা, যা ২০১০ সালে ৩ হাজার টাকা ছিল। ২০০৬ সালে এটি ছিল ১ হাজার ৬৬২ দশমিক ৫০ টাকা, ১৯৯৪ সালে ৯৪০ টাকা এবং ১৯৮৫ সালে ছিল ৬২৭ টাকা।

NEW AGE
FRIDAY, OCTOBER 20, 2023

SKOP hands over memorandum to PM

Demands refraining from amending labour law

Staff Correspondent

LEADERS of Sramik Karmachari Oikya Parishad, a combine of labour rights bodies, on Thursday handed over a memorandum to the labour ministry for prime minister Sheikh Hasina demanding stopping the initiative for amendment to the labour law without consulting the Tripartite Consultative Council.

Before handing over the memorandum, the SKOP leaders held a rally in front of the National Press Club where labour leader Razequzzaman Ratan said that the government was going to amend the labour law without consulting the TCC.

Moreover, it was going to pass the Essential Services Bill 2023 in the parliament by which workers' rights to hold strikes to realise their demands would be curtailed, Ratan said.

Another labour leader Wajed-ul Islam Khan who chaired the rally called on the government to refrain from amending the labour law and passing the bill.

If the government fails to meet their demands, the labour rights bodies will announce tougher movement programmes from a grand rally of the workers to be held at Central Shaheed Minar on November 5, Wajed-ul said.

প্রথম আলো • রোববার, ২২ অক্টোবর ২০২৩,

নিরাপদ সড়ক দিবস

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

সড়কের শৃঙ্খলায় প্রধান বাধা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ সড়ক পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি করছে। সুবিধাবাদী এই গোষ্ঠীই এ খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা বলে অভিযোগ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা সংগঠনটির ভাষ্যমতে, দেশে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো বিভিন্ন কমিটি গঠন ও সুপারিশমালা তৈরির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আয়োজিত 'দেশের গণপরিবহন ব্যবস্থাপনা ও সড়ক নিরাপত্তা পর্যালোচনা' বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। এটি আয়োজন করে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এবং রোড সেফটি ওয়াচ ডটকম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগই ঠিকমতো আলোর মুখ দেখছে না।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, ক্ষমতাসীন দলের শ্রমিক সংগঠন ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতারা পরিবহন খাতে যুক্ত হন। এ খাতের মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো চাঁদাবাজি ছাড়া কী করে? সড়কের বিশৃঙ্খলা বিষয়টির রাজনৈতিক সমাধান লাগবে।

যাত্রীকল্যাণ সমিতি

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মৃত্যু ২১ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর প্রায় আট হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। অর্থাৎ প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন ২১ জনের মতো। তাঁদের মধ্যে ৫৪ শতাংশই কর্মক্ষম। বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতি এ তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা এবং আহত ব্যক্তিকে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে যাত্রীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনটি।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য ও দাবির কথা জানানো হয়। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এ সংবাদ সম্মেলন।

যাত্রীকল্যাণ সমিতি বলেছে, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না থাকায় দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছেই। প্রতিবছর দেশে ৮০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হচ্ছেন। এর মধ্যে ১২ হাজারের বেশি মানুষের বয়স ১৭ বছরের কম। এ হিসাবে গড়ে প্রতিদিন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন ২২০ জন।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা কমবে না বলে সংবাদ সম্মেলনে মত দেন সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী। বলেন, যাচাই-বাছাই না করে চালকদের লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। ফিটনেসবিহীন গাড়িতে সয়লাব ঢাকা শহর। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২ কার্তিক ১৪৩০
১৮ অক্টোবর ২০২৩

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা-ইলিশ ধরায় ৩৭ জেলে আটক

ইত্তেফাক ডেস্ক

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণে ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২দিন মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ সময় চলমান রয়েছে। আইন অমান্য করে কোনো জেলে মাছ শিকার করলে তার বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন স্থানে মা-ইলিশ ধরায় ৩৭ জন জেলেকে আটক করা হয়েছে। একই সঙ্গে জব্দ করা হয়েছে মাছ ধরা জাল ও নৌকা। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চাঁদপুর : চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীতে মা-ইলিশ ধরায় ৩৫ জেলেকে আটক করেছে নৌপুলিশ। একই সঙ্গে মাছ ধরার সাতটি জেলে নৌকা জব্দ করা হয়। সোমবার রাতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর নৌথানার ওসি মো. কামরুজ্জামান। তিনি বলেন, রবিবার মধ্যরাত থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পদ্মা-মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ইলিশ ধরা অবস্থায় হাতেনাতে এসব জেলেদের আটক করা হয়। একই সময় জব্দ করা হয় সাতটি জেলে নৌকা। তবে আটক জেলেদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জেলেও রয়েছে। ওসি আরো বলেন, আটক জেলেদের তথ্য যাচাইবাছাই শেষে পৃথক নিয়মিত সাতটি মামলা দায়ের করা হবে। আর জব্দ নৌকা নৌথানা হেফাজতে রয়েছে।

নলছিটি (ঝালকাঠি) : নলছিটিতে মা-ইলিশ শিকার করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই জেলেকে এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার সুগন্ধা নদীসংলগ্ন চরবহরমপুর থেকে জেলা মো. শুভো (২৩) ও লিটন হাওলাদারকে (২৭) আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দ জাল পরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মনি কুমার মিস্ত্রি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী তাদের দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) : উপজেলায় মৎস্য অফিস অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পেকুয়া জাল জব্দ করেছে। সোমবার বিকালে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. রাশিদুল হকের নেতৃত্বে সাঙ্গু থেকে বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সিজি স্টেশন সাংগু গহিরা কন্টিজেন্ট কমান্ডার মো. সাজু এবং বার আউলিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. হালিম উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. রাশিদুল হক বলেন, সোমবার বিকালে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ২১, ২০২৩

ডলার সংকটে শিল্প খাতে কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। মূল্যস্ফীতির চাপে নিম্নমুখী ব্যক্তি খাতের ভোগ। এ দুয়ের সম্মিলিত চাপে পড়েছে শিল্প খাতের চাহিদা ও উৎপাদন। কাজ হারাচ্ছেন শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের অনেকে

বিবিএসের জরিপ

তিন মাসে কর্মসংস্থান কমেছে প্রায় ৪ লাখ মানুষের

ইয়াহইয়া নকিব ■

দেশে চলতি ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কাজে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১১ লাখ। দ্বিতীয় প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন) শেষে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৭ লাখ ১০ হাজারে। সে অনুযায়ী তিন মাসের ব্যবধানে কর্মসংস্থান কমেছে ৩ লাখ ৯০ হাজার মানুষের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈমাসিক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে প্রতি প্রান্তিকে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করছে বিবিএস। চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক চলাকালে জেলা পর্যায়ের ৩০ হাজার ৮১৬টি খানা থেকে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে এ জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে জানালেন বিবিএসের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইংয়ের উপপরিচালক আজিজা রহমান। প্রতিবেদনে কর্মসংস্থান হ্রাসের পরিসংখ্যান উঠে এলেও এর পেছনের কারণগুলো উঠে আসেনি। এ বিষয়ে সংস্থাটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য হলো, বিবিএস শুধু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মাঠের চিত্র তুলে ধরে। এর পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন শুধু গবেষকরা।

তিন মাসের ব্যবধানে শ্রমবাজারে প্রায় ৪ লাখ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণ জানতে অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন খাতসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছে *বণিক বার্তা*। তাদের অধিকাংশই বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণ হিসেবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যস্ফীতি ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ চাপে পড়াকে দায়ী করছেন সবচেয়ে বেশি।

এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য, ডলার সংকটে শিল্প খাতে কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। মূল্যস্ফীতির চাপে নিম্নমুখী ব্যক্তি খাতের ভোগ। এ দুয়ের সম্মিলিত চাপে পড়েছে শিল্প খাতের চাহিদা ও উৎপাদন। কাজ হারাচ্ছেন শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের অনেকে। আবার গ্রামাঞ্চলেও মৌসুমি কৃষি শ্রমিকদের একাংশ বছরের একটি সময় পার করেন কর্মহীনতায়। এসব বিষয়েরই সম্মিলিত প্রভাব দেখা যাচ্ছে বিবিএসের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদনে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'শিল্প খাতে শ্রমিক কমে যাওয়া চিন্তার বিষয়। আমদানি ও বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় উৎপাদন কমে এসেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতি চলছে তুলনামূলক কম সক্ষমতা নিয়ে। এছাড়া কৃষি খাতে শ্রমিক কমে যাওয়ার পেছনে ফসলের মৌসুমসংক্রান্ত বিষয়গুলোরও প্রভাব থাকতে পারে।'

জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় স্বল্প আয়ের শ্রমজীবীদের জন্য নগরাঞ্চলে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকে ফিরে যাচ্ছেন গ্রামে। এমনই একজন খুলনার তেরখাদা উপজেলার নাওডুবি গ্রামের লিজা সুলতানা। রাজধানীর একটি বিউটি পার্লারে কাজ করতেন তিনি। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'সবকিছুর দাম অনেক বেড়ে গেছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে এ শহরে কীভাবে টিকে থাকব! আমার বেতন বাড়েনি। কিন্তু খরচ কয়েক গুণ বেড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে গ্রামে চলে এসেছি।'

শুধু রাজধানী নয়, অনেক জেলা শহর থেকেও শ্রমিকদের গ্রামমুখী হতে দেখা যাচ্ছে। যশোর শহরে বিসিকের একটি কারখানায় চাকরি করতেন একই জেলার ঝিকরগাছার মাটিকুমড়া গ্রামের আছিয়া খাতুন। চাকরি ছেড়ে এখন গ্রামে গিয়ে বসবাস করছেন তিনি।

বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কর্মসংস্থান হারানোদের মধ্যে সিংহভাগই নারী, যার সংখ্যা ৩ লাখ ৭০ হাজার। অন্যদিকে কর্মসংস্থান হারানো পুরুষের সংখ্যা ২০ হাজার।

মূল্যস্ফীতির চাপ শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তার। বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শহরে থেকে যদি শ্রমিকরা তাদের জীবন ধারণের ব্যয় নির্বাহ না করতে পারেন তাহলে কেন তারা শহরে থাকবেন? বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয়াদেশ কমে গেছে। এর ফলে অনেক শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। আবার কর্মসংস্থান কমায় জীবনযাত্রা খারাপ হয়ে পারিবারিকভাবেও সমস্যায় পড়ছেন অনেক শ্রমিক। তাই অনেকে গ্রামে চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই কাজ বদলাতে বাধ্য হচ্ছেন।'

শিল্পোদ্যোক্তারাও বলছেন, শ্রমিকের সংখ্যা এখন কমছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক শ্রমিক পাওয়াও যাচ্ছে না। কোনো কোনো উদ্যোক্তা এখন অটোমেশনের মাধ্যমে শ্রমিকের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক মো. খসরু চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন প্রজন্ম এখন আর পোশাক খাতে আসছে না। আগে গেটের কাছে অনেক শ্রমকি দেখা গেলেও এখন সে ভিড় কমে গেছে। তাই শ্রমিক সংকটের বিষয়টি আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে শ্রমিক সবচেয়ে বেশি কমেছে কৃষি খাতে। এ সময় কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ৩ কোটি ১৯ লাখ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ১১ লাখে। সে অনুযায়ী তিন মাসের ব্যবধানে খাতটিতে শ্রমিক কমেছে প্রায় ৮ লাখ।

এর কারণ জানতে চাইলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'কৃষি শ্রমিক ধারাবাহিকভাবে সবসময়ই কমছে। করোনার পর অনেকে চাকরি হারিয়ে কৃষিতে এসেছিলেন। আবার এখন তারা কৃষি ছেড়ে বিদেশে বা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। যান্ত্রিকীকরণের কারণেও কৃষি শ্রমিক কমতে পারে।'

যান্ত্রিকীকরণের কারণেও কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমছে বলে মনে করছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ড. ফা হ আনসারী বলেন, 'তিন-চার বছর আগে সব ধান কাটত শ্রমিকরা। আর এখন ১২ শতাংশ জমিতে ধান কাটা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে। আগে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ হতো মাত্র ৩০ শতাংশ জমি। এখন তা ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যান্ত্রিকীকরণের কারণে কৃষিতে শ্রমঘনত্ব কমছে।'

বছরের প্রথম প্রান্তিকে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৬১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে তা নেমে এসেছে ৬০ দশমিক ৭৪ শতাংশে। এ সময় শিল্প খাতে শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ২২ লাখ থেকে কমে ১ কোটি ২১ লাখে নেমে এসেছে। তবে সেবা খাতে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৫ লাখ।

রিজার্ভ ধরে রাখার নীতি সার্বিক কর্মসংস্থান সংকুচিত করে আনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'রিজার্ভ সংকট প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংকুচিত করে ফেলেছে। এর প্রভাবে কর্মসংস্থান কমছে। আর এটি দারিদ্র্যের বিষয়টিকেও আরো গভীর করছে।'

তিনি বলেন, 'সরকার বহুমুখী সংকট মোকাবেলায় দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রথমত, রিজার্ভ ধরে রাখতে প্রবৃদ্ধিকে সংকুচিত করা। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক কারণে প্রকল্প ব্যয় চলমান রাখা, যেমন ডিসিদের গাড়ি দেয়া। সেখানে ব্যয় কমছে না। এটিকে স্বল্পমেয়াদি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির নীতি কৌশল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এখানে কর্মসংস্থান ধরে রাখার বিষয়টিকে সে অর্থে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় সরকারের সার্বিক নীতিকৌশল পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা জরুরি।'

সময়ের আলো
সোমবার। ২৩ অক্টোবর ২০২৩।

গার্মেন্টসের ন্যূনতম মজুরি

শ্রমিক পক্ষ চায় ২০,৩৯৩ টাকা মালিকদের প্রস্তাব ১০,৪০০

● নিজস্ব প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার টাকা বাড়িয়ে ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। এর বিপরীতে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি ও তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান ন্যূনতম মজুরি মাত্র ২ হাজার ৪০০ টাকা বাড়িয়ে ১০ হাজার ৪০০ টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন।

রোববার রাজধানীর পল্টনে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লার কাছে লিখিত আকারে

শ্রমিক পক্ষ চায় ২০৩৯৩ টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই প্রস্তাব জমা দিয়েছেন তারা।

দুই পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণের পর নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা উপস্থিত দুই পক্ষকে উদ্দেশ করে বলেন, শ্রমিক পক্ষ চায় ২০ হাজার আর মালিক পক্ষ বলছে ১০ হাজার ৪০০ টাকা। দুই পক্ষের প্রস্তাবনায় বেশ ফারাক রয়েছে। আপনারা এই ব্যবধান কমিয়ে আনেন। আপনাদের আরও সাতদিন সময় দেওয়া হলো। মজুরি বোর্ডের পঞ্চম সভা আগামী ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সভায় মজুরির ব্যবধান কমিয়ে প্রস্তাব দেবেন।

গতকালের সভায় শ্রমিক ও মালিক পক্ষ এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ডের অন্য সদস্য ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

> দুই পক্ষের প্রস্তাবনায় বেশ ফারাক রয়েছে, ব্যবধান কমিয়ে আনেন
> **মজুরি বোর্ড চেয়ারম্যান**

> শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আমরা প্রস্তাবনা তৈরি করেছি
> **সিদ্দিকুর রহমান** মালিক পক্ষের প্রতিনিধি

শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রস্তাবে সবসময় পার্থক্য থাকে বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা ও শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আমরা এই প্রস্তাবনা তৈরি করেছি। প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, করোনার পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তারপর এখন শুরু হয়েছে ইসরাইল এবং হামাসের যুদ্ধ। সব কিছু বিবেচনা করে মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে। তবে চেয়ারম্যান যেহেতু শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মজুরি প্রস্তাব কমাতে বলেছেন, আমরা দ্রুত সময়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলাপ-অলোচনা করে আগামী সভায় জানিয়ে দেব।

তবে দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে শ্রমিকদের স্বস্তি দিতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির বিকল্প নেই উল্লেখ করে সিদ্দিকুর রহমান আরও বলেন, তবে এই মজুরি বৃদ্ধি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে হবে।

মজুরি বোর্ডের কাছে দেওয়া লিখিত প্রস্তাবে শ্রমিক পক্ষের সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, বর্তমান নিত্যপণ্যের বাড়তি বাজার দর ছাড়াও আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সব খাতে খরচ বহুগুণ বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ২০১৫ সালে প্রায় ১২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়াসহ পোশাক খাতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি অনেক কম। এসব বিবেচনায় পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা করার প্রস্তাব করেছেন শ্রমিকরা।

অন্যদিকে সভার সামনে গতকাল সকাল থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছেন। এর আগের সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং কোনোভাবে জীবন চালিয়ে নিতে মজুরি ২৩ থেকে ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব লিখিত আকারে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) শ্রমিকদের জীবন-মান মূল্যায়ন করে ন্যূনতম বেতন ১৭ হাজার ৫৬৫ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে।

মজুরি বোর্ড ঘেরাওয়ের ঘোষণা

অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে মজুরি বোর্ড ঘেরাও করার ঘোষণা দিয়েছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ৫টি জোটভুক্ত ৬৫টি গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স কর্তৃক আয়োজিত এক কর্মসূচিতে তারা এ ঘোষণা দেন। গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের সদস্য এবং জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, মজুরি নিয়ে আগের মতো যে তালবাহানা করা হয়েছে সেটা এখন আর চলবে না। ৬৫ শতাংশ বেসিক, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ১০ শতাংশ এবং ৫টি গ্রেডের মজুরি কাঠামোয় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। অন্য বক্তারা বলেন, দেশের নির্বাচনকালীন বিভিন্ন বিধি-নিষেধের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের মজুরি থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি সময় ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করেছেন বলে আমরা আশঙ্কা করছি।

তারা আরও বলেন, ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবি পূরণ করতে যে বাড়তি ব্যয় হবে তাতে তৈরিকৃত পোশাক প্রতি ১০ থেকে ১৫ সেন্টের বেশি মূল্যবৃদ্ধি হবে না এবং এ সামান্য বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে ক্রেতারা আপত্তি করবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল এবং তৌহিদুর রহমানসহ অন্য নেতারা।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২০ অক্টোবর ২০২৩।

ইলিশ ধরায় একদিনে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জেলের কারাদণ্ড

● বরিশাল ব্যুরো

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে ৪৮ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে ৫৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিভাগীয় মৎস্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বিভাগীয় মৎস্য অফিসের তথ্যানুযায়ী, বুধবার বরিশাল বিভাগে ১২১টি অভিযানে ৪৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত করা হয়। এসব অভিযানে ৪৮৮ কেজি ইলিশ, এক লাখ ৭৮৯ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া বরিশাল জেলায় ৪৩ জন, পটুয়াখালীতে চারজন ও ভোলায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে মোট ৬২টি মামলা হয়েছে। একই সঙ্গে বরিশালের ৩৬ জন ও পটুয়াখালীর ১ ও ভোলার ১১ জেলেসহ মোট ৪৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বিভাগীয় মৎস্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগের ১১টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ১৯৫টি মাছঘাট, ৩৫৫টি আড়ত ও ২০৮টি বাজার পরিদর্শন করেছে মৎস্য অধিদফতরে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকতারা।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
১৮ অক্টোবর ২০২৩, ২ কার্তিক ১৪৩০

নিষেধাজ্ঞা চলাকালে জেলেদের কিস্তি বন্ধের নির্দেশ ইউএনওর

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলীতে মা ইলিশ সংরক্ষণে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, কেনাবেচা ও বিনিময় নিষিদ্ধকালে উপজেলার জেলেদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার জন্য উপজেলার সব এনজিওকে নির্দেশ দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. আশ্রাফুল আলম।

গত ১৫ অক্টোবর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপজেলায় কর্মরত সব এনজিওকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। ইউএনও স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ শিকার, আহরণ-পরিবহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ সময় মৎস্যজীবীরা নদী/সাগরে মাছ আহবণ করতে যেতে পারেন না। এতে তাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তাই এ সময় ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

ইলিশ শিকারে ৬ জেলের দণ্ড

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার পদ্মা নদীতে নিবেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকারের অপরাধে ছয় জেলেকে এক মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে পদ্মার বিভিন্ন পয়েন্ট অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইলিয়াস সিকদার। এ সময় ছয় জেলের কাছে ৩৫ কেজি ইলিশ ও ৫০ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল পাওয়ায় তাদের এক মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কালের কণ্ঠ
১৮ অক্টোবর ২০২৩।
২ রবিউস সানি ১৪৪৫

শ্রম আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি চায় আইএলও

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▷

আনিসুল হক

শ্রম আইন সংশোধন প্রস্তাবের পরও কয়েকটি বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ক্ষমতা এবং শ্রম আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে আইএলও।

গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটি আইনেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের উদ্বেগের কথা জানায়। পরে এ বিষয়ে মন্ত্রী নিজেই সাংবাদিকদের জানান।

আইনমন্ত্রী বলেন, আগামী রবিবার শ্রম আইন বিষয়ে আইএলও প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবার বৈঠক হবে।

চলতি মাসে একাদশ সংসদের শেষ অধিবেশন, সেখানে কী হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, আলোচনার মাধ্যমে আইন পাসের পাশাপাশি সংসদে সব কিছু নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

আনিসুল হক বলেন, 'আমরা শ্রম আইনে কিছু পরিবর্তন এনেছি। আমাদের সঙ্গে আইএলওর আলোচনা হয়েছে। তাদের কিছু বক্তব্য ছিল। সেই বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর।'

আইনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সেগুলো শুনেছি এবং কিছু কিছু বিষয়ে সমাধান করে ফেলেছি। যেটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার সেটা দিয়েছি। যেসব বিষয় নিয়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে, সেগুলো আমরা ২২ অক্টোবর আবার বসে আলোচনা করব। তখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা নিয়ে বাকি বিষয়গুলোর সমাধান আসবে।'

মন্ত্রী বলেন, আগে গ্রুপ অব কম্পানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শ্রমিক থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করার নিয়ম ছিল। কিন্তু সংশোধনী আইনে সেটি কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।

আনিসুল হক বলেন, 'আমরা আইএলওর কাছে আগেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে ধীরে ধীরে এই শতাংশের হার আরো কমিয়ে আনা হবে। আগে প্রতিষ্ঠিত কোনো কম্পানি পরিচালনার জন্য তিন হাজারেরও বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হলে সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ২০ শতাংশ শ্রমিকের একমত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সেটাও কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছি।'

আইনমন্ত্রী বলেন, 'মূল কথা হচ্ছে তারা (আইএলও) শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ক্ষমতা এবং লেবার কোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে। তারা আমাদের বেশির ভাগ সংশোধনীতে খুশি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা আইএলওর মানদণ্ড অনুযায়ী করার পরামর্শ দিয়েছে।'

'নির্বাচনকালীন মন্ত্রীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সংবিধানের কোথাও নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলা নেই। প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর কতজন নির্বাচনকালীন মন্ত্রী প্রয়োজন। যদি সবাইকে প্রয়োজন হয়, সবাই থাকবেন। আর যদি চান তাহলে ছোট আকারে করতে পারেন, সেটা তাঁর ইচ্ছা। সংবিধান তাঁকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৩

সিপিডির গবেষণা

২০৩০ সালে নতুন কর্মসংস্থান হবে ৯ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতকে যদি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর করা যায়, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে এই খাতে নতুন করে ৯ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এমনটি মনে করছে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে 'শক্তি রূপান্তর : কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা' শীর্ষক ডায়ালগে এমনটি জানানো হয়।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম 'শক্তি রূপান্তর : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার ওপর শক্তি রূপান্তরের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে এই খাতে নতুন করে ৯ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর পাশাপাশি 'মুজিব পারস্পেকটিভ মাস্টারপ্ল্যান' অনুযায়ী একই সময়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৫৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই খাতে ৩৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। বর্তমানে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন সক্ষমতা ১ হাজার ১৯৪ মেগাওয়াট।

প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাহমিদা আখতার, বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের রেক্টর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৩

পোশাক মালিকদের দেওয়া মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য মালিকদের দেওয়া ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এলায়েন্স। সংগঠনটি মনে করে, এই প্রস্তাব শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়া গত পাঁচ বছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের বেশি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্বিগুণ-তিন গুণ হারে বেড়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ৫০ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে।

গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ন্যূনতম মজুরি নিয়ে গঠিত শ্রমিকদের এই মোর্চা। এতে বলা হয়, শ্রমিকদের অপুষ্টিকে সঙ্গী করে প্রায় অর্ধাহার-অনাহারে জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় কেবল গত ৯ মাসে ২০১৮ সালের তুলনায় গার্মেন্টিস মালিকদের বাড়তি আয় হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। একই সময়ে মজুরির সমান আজকের বাজারের ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করতে হলে মজুরি হতে হবে ১২ হাজার টাকার বেশি।

এ অবস্থায় মজুরি বোর্ডের চতুর্থ সভায় মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা মাত্র ১০ হাজার ৪০০ টাকা মজুরি প্রস্তাব করেছে, যা সম্পূর্ণ অমানবিক এবং সস্তায় শ্রমিকের শ্রম শোষণের প্রহসন বলে মনে করে গার্মেন্টিস ওয়ার্কার্স এলায়েন্স বাংলাদেশ।

গার্মেন্টিস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের প্রস্তাব সর্বনিম্ন মুজরি ২৩ হাজার টাকা

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গার্মেন্টিস মালিকদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের প্রধান ভিত্তি হলো মানবসম্পদ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপসমূহ বলছে, পুষ্টিহীনতাজনিত কারণে বাংলাদেশে ১৬.২ শতাংশ শিশু মৃত্যুর বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। গার্মেন্টিস মালিকদের মজুরি প্রস্তাব শ্রমিকদের পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তার, শ্রম বাজারে সুস্থ শ্রম সরবরাহ অব্যাহত রাখার, এসডিজি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ অক্টোবর ২০২৩

পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি

শ্রমিকদের প্রস্তাব ন্যূনতম ২০ হাজার, মালিকেরা দিতে চান ১০ হাজার টাকা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমিকদের প্রস্তাবের প্রায় অর্ধেক মজুরি প্রস্তাব করেছে মালিকপক্ষ। তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। তবে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা করার প্রস্তাব করেছেন। অর্থাৎ শ্রমিকদের প্রস্তাবের চেয়ে অর্ধেক মজুরি দিতে চায় মালিক পক্ষ। গতকাল রবিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত জানান। মজুরি বোর্ডের সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে সিরাজুল ইসলাম ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধি মো. সিদ্দিকুর রহমান তাদের প্রস্তাব দেন। সভা শেষে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

উভয় পক্ষের প্রস্তাব বিষয়ে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা সাংবাদিকদের জানান, ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে উভয় প্রস্তাব নিয়ে তারা আরো আলোচনা করবেন। ন্যূনতম মাসিক মজুরি চূড়ান্ত করতে আগামী ১ নভেম্বর মজুরি বোর্ডের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, উভয় পক্ষের প্রস্তাবের ব্যবধান কম হলে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হতো। চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে দেশে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ নিয়ে শনিবারের সভা চলার পুরো সময়ে পোশাক খাতের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ের বাইরে স্লোগান দিয়েছেন। এ সময় মালিকদের প্রস্তাবিত ১০ হাজার ৪০০ টাকা ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তারা।

মজুরি বোর্ডের কাছে দেওয়া লিখিত প্রস্তাবে শ্রমিকপক্ষের সিরাজুল ইসলাম জানান, বর্তমান নিত্যপণ্যের বাড়তি বাজারদর ছাড়াও আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সব খাতে খরচ বহুগুণ বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ২০১৫ সালে প্রায় ১২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ৫১ শতাংশ।

শনিবার। ২১ অক্টোবর ২০২৩। ৫ রবিউস সানি ১৪৪৫। ৫ কার্তিক ১৪৩০ সময়ের আলো

গৃহকর্মীদের প্রতি সদয় আচরণ

মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ

ইসলাম মানবতার ধর্ম। একটি সুসমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা। উপরস্থ ও অধীনস্থ লোকদের মধ্যে সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহার কেমন হবে, সে ব্যাপারেও রয়েছে জরুরি নির্দেশনা। বাসাবাড়ি, দোকানপাট অথবা চাকরিস্থলে যারা কাজের সহযোগিতা করে থাকেন তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। মৌলিক অধিকার সবার সমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকারও সবার ক্ষেত্রে সমান। ব্যক্তিস্বাধীনতাও সবার ক্ষেত্রে সমান। মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামে ধনী-গরিব সবাই সমান। রাসুল (সা.) খাদেম, শ্রমিক ও কাজের লোকদের প্রতি সদাচরণ, তাদের প্রতি দয়া-মায়া ও ইনসাফ প্রদর্শনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর এই কারণেই শিশু জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) নিজের পিতা-মাতা ও নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠী থেকে প্রিয় নবীকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

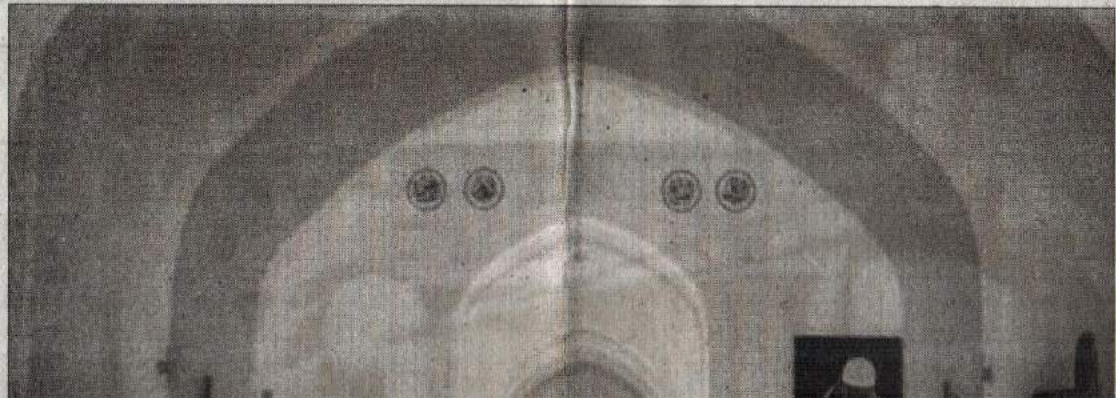

ভুলত্রুটি ক্ষমা করা

মানুষ হিসেবে কেউই ভুলমুক্ত নয়। মালিক যেমন ভুল করতে পারেন, তেমনি শ্রমিকের থেকেও প্রকাশ পেতে পারে অনেক ভুলত্রুটি। কখনো ভুল হয়ে গেলে আমাদের কর্তব্য ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত–এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার একজন কাজের ছেলে আছে, সে অন্যায় করে এবং আমাকে কষ্ট দেয়। আমরা কাজের লোকদের কতবার ক্ষমা করব? এ কথা শুনে তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করল। এবারও রাসুল কোনো উত্তর দিলেন না। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর নবীজি বললেন, তোমরা কাজের লোকদের প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করবে (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৪৯)। রাসুল (সা.) প্রথম দুবার চুপ ছিলেন কেন? এ ব্যাপারে হাদিসবিশারদগণ বলেন, লোকটির এমন প্রশ্ন নবীজি অপছন্দ করছিলেন। কেননা ক্ষমা করা একটি উত্তম গুণ, যখনই হোক আর যেভাবেই হোক। এখানে সংখ্যা নির্ধারণ করার প্রয়োজন কি! তবে উল্লিখিত হাদিসে সত্তরের সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশি থেকে বেশি ক্ষমা করা বোঝানো হয়েছে।

সাধ্যাতিরিক্ত কাজ না চাপানো

মানুষকে আল্লাহ নির্দিষ্ট সহ্যক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেউই তার সাধ্যের অতিরিক্ত করতে সক্ষম নয়। তাই কাজের লোকদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয় অনুচিত। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, অধীনস্থদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা মালিকের ওপর আবশ্যক এবং সাধ্যের বাইরে তার ওপর কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না (মুসলিম, হাদিস : ১৬৬২)। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কাজের লোককে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের আদেশ করা বৈধ নয়। যদি এমন কাজ দেওয়া হয়, তা হলে নিজে বা অন্যের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

একসঙ্গে পানাহার করা

রাসুল (সা.) খাদেম ও কাজের লোকদের সঙ্গে বসে পানাহার করতে কখনো সংকোচবোধ করতেন না। বরং উম্মতে মুসলিমাকে এর প্রতি উৎসাহী করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, যখন খাদেম খাবার প্রস্তুত করে তোমার সামনে পেশ করে, তখন (পারলে তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াও) তাকে যদি তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতে না পারো অন্তত তার হাতে এক-দুই লোকমা তুলে দাও। কারণ এ খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে (আগুনের তাপ) সব কষ্ট তো সেই সহ্য করেছে (বুখারি, হাদিস : ২৫৫৭)। অথচ অনেক সময় আমাদের সমাজের আচরণ হয় খুবই দুঃখজনক। মালিকদের খাবারের অবশিষ্টাংশ এদের খেতে দেওয়া হয় বা বাজার থেকে সরবরাহকৃত উন্নতমানের খাবার পরিবেশিত হয় মালিক পক্ষের টেবিলে আর বেচারি কাজের মেয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে অনুন্নত দায়সারাগোছের কিছুর ব্যবস্থা।

প্রহার না করে বুঝিয়ে বলা

কাজের লোক বা গৃহকর্মী নির্যাতন একটি নির্মম সত্য বিষয়। কাজের মেয়েকে বেত্রাঘাত, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, গরম পানি ঢেলে দিয়ে গা ঝলসে দেওয়ার ঘটনাও অহরহ প্রকাশিত হয় আজকাল। অথচ এমন কাজ আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মের দৃষ্টিতেও মহা অন্যায়ের কাজ। বিখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, 'আমি মদিনায় দশ বছর রাসুল (সা.)-এর খেদমত করেছি। আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমার সব কাজ রাসুলের মর্জিমাফিক হতো না। কিন্তু এই দীর্ঘসময় তিনি কখনো আমাকে ধমক দেননি এবং বলেননি যে, এটা কেন করেছ বা এটা কেন করোনি' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৭৪)? হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) কখনো তাঁর খাদেমকে প্রহার করেননি। তার কোনো স্ত্রীকেও কখনো প্রহার করেননি। বরং সমগ্র জীবনে তিনি একবারের জন্যও নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি (মুসলিম, হাদিস : ২৩২৫)। কাজের লোক ও গৃহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের আচরণ যদি হয় রাসুল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের, তা হলে তাদের মুখে হাসি ফুটবেই। আর তখন এদের খুশিতে হেসে উঠবে আমাদের সমাজের চারপাশ।

● শিক্ষা সচিব, মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Saturday, October 21, 2023
Kartik 5, 1430 BS: Rabius Sani 5, 1445 Hijri

Decline in apparel exports to India

WHEN Bangladesh's readymade garment (RMG) export to its majority non-traditional, or emerging markets has been witnessing a robust growth, its performance in the neighbouring India, also an emerging market, has been rather dismal. In this connection, the data provided by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) show that in the first quarter (July-September) of the current fiscal (FY2023-24), the RMG export growth in the non-traditional markets including Japan, Australia, Korea, China and UAE ranged between 27 and 54 per cents. The export volumes to these destinations increased to US$ 2.24 billion from US$ 1.79 billion during the same period in the previous fiscal (FY 2022-23).

But when it comes to the export to India, a completely opposite picture is in sight. The same BGMEA figures further point out that the first quarter of this fiscal (FY 24) saw a volume of apparel export to India worth US$ 282.82 million, whereas over the same period in the previous fiscal, the amount was US$ 306.39. In other words, export of apparel goods to India fell by7.89 per cent year-on-year. The dichotomy is indeed intriguing. Being the next-door neighbour having common geographical borders and good communications by land, sea and air between the two countries, Bangladesh should have rather been at an advantage in its export-related trade with India vis-à-vis other remoter non-traditional export destinations. It is not only from the point of view of lower transport cost of goods to India compared to other remoter destinations. The existing very warm diplomatic relations between the two close neighbours is another important reason why Bangladesh's exports, especially of apparel products to India should increase.

> The government at its diplomatic level needs to pursue the matter, while the local exporters at the field level should investigate what is holding back the growth of Bangladesh's apparel sales in the Indian market

As it is not happening that way, some exporters of apparel goods, as reported in the Wednesday (October 18)'s issue of this paper, viewed that it might be in line with the general fall in demand globally. In this connection, a reference to the postponement of shipment by a local RMG items exporter (of course, as requested by his Indian buyer) to his Indian counterpart was also made, obviously, to the dismay of the former. True, Bangladesh's exports to its major traditional destinations including the USA, Canada and European Union have been falling as evidenced by the shrinking volumes of work orders from those countries and economic blocs.

Thankfully, now that the non-traditional markets have emerged as a potential alterative, it is expected that the reduced export earnings from the major Western markets could be compensated to some extent by the increasing exports to these non-traditional markets. While explaining this reassuring development from emerging markets, some exporters, as reported, were of the view that it was, what they called due to 'apparel diplomacy' as well as product diversification and added value to the exported RMG products that lay behind the success. In that case, why, one wonders, the same policy has not worked in the case of India? No doubt, it demands a convincing explanation. At this point, the government at its diplomatic level needs to pursue the matter, while the local exporters at the field level should investigate what is holding back the growth of Bangladesh's apparel sales in the Indian market. Also, as some experts have indicated, the depreciation of both Indian rupee and Bangladesh taka, which might have played its part in the matter, should also be looked into.

বণিকবার্তা
রোববার, অক্টোবর ২২, ২০২৩

বোর্ডের চতুর্থ সভা আজ

মজুরি প্রস্তাব দেবেন মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনায় গঠিত বোর্ডের চতুর্থ সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে। মালিক-শ্রমিক দুই পক্ষই সভায় লিখিত প্রস্তাবের মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ জমা দেবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি মো. সিদ্দিকুর রহমান।

গত ২৬ জানুয়ারি শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি হার পুনর্নির্ধারণে বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ৯ এপ্রিল বোর্ড সদস্যদের নাম ঘোষণা করে জারি হয় প্রজ্ঞাপন। এরপর একে একে তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বোর্ডের। তবে বৈঠকে দুই পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব জমা দেয়া হয়নি। সূত্র জানিয়েছে, আজ অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ সভায় দুই পক্ষ থেকে লিখিত উপস্থাপনা জমা দেয়া হবে।

পোশাক শিল্পের মজুরি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম রনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব জমা দেয়া হবে। বাস্তবসম্মত একটা প্রস্তাব আমরা জমা দেব।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি পর্যালোচনায় সর্বশেষ বোর্ড গঠন হয় ২০১৮ সালে। নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা দেয়া হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। তার আগে ২০১৩ সালে সর্বনিম্ন গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। সেটি পর্যালোচনা শেষে ২০১৮ সালে পুনর্নির্ধারণ করা ন্যূনতম মজুরি ছিল ৮ হাজার টাকা। শ্রম আইন অনুসরণ করেই ২০১৮ সালের পর এ বছর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হার পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সূত্রগুলো জানিয়েছে, লিখিত প্রস্তাবে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কম-বেশি ২০ হাজার টাকার সুপারিশ করা হতে পারে। মালিকপক্ষ ২০ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছে। সে হিসেবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মালিকপক্ষের সুপারিশ হতে পারে ৯ হাজার ৬০০ টাকা।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৩,

শ্রমিকদের অর্ধেক প্রস্তাব মালিকদের

পোশাকশিল্পে নিম্নতম মজুরি

শ্রমিকপক্ষ ১৫৫% বাড়িয়ে ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা মজুরির প্রস্তাব দিয়েছে। আর মালিকপক্ষ ৩০% বাড়িয়ে ১০ হাজার ৪০০ টাকা দিতে চায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাঁচ বছর পর রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বর্তমানের চেয়ে ১৫৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি। তাতে সবচেয়ে নিচের গ্রেডের একজন শ্রমিকের মাসিক মজুরি দাঁড়াবে ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি প্রায় ৬১ শতাংশ বা ১২ হাজার ৪৬২ টাকা। মূল মজুরির ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৬ হাজার ২৩১ টাকা বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ৫০০, যাতায়াত ভাতা ৩০০ ও খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা প্রস্তাব করেছেন শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি।

অন্যদিকে মালিকপক্ষ মজুরি ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। এতে সর্বনিম্ন গ্রেডের শ্রমিকের মজুরি দাঁড়ায় ১০ হাজার ৪০০ টাকা। বর্তমানে পোশাকশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা।

তবে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাবে বড় ধরনের পার্থক্য থাকলেও উভয় পক্ষই মজুরিকাঠামোর প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেড বাতিলের প্রস্তাব করেছে। তাদের যুক্তি, এই দুই গ্রেডের শ্রমিকেরা মজুরি কাঠামোর চেয়েও বেশি পান।

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চতুর্থ সভায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে তাঁদের প্রস্তাব দিয়েছেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে গতকাল রোববার সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম মজুরি প্রস্তাব দেন। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মালিকপক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি মকসুদ বেলাল সিদ্দিকী, শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি সুলতান আহম্মদ ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি কামাল উদ্দিন।

চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা মজুরির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে উভয় পক্ষের প্রস্তাব নিয়ে আরও আলোচনার কথা জানান। তিনি বলেন, মজুরি বোর্ডের পরবর্তী সভা হবে আগামী ১ নভেম্বর। নতুন মজুরিকাঠামো কার্যকর হবে ডিসেম্বর থেকে।

প্রতিবছর ১০% মজুরি বৃদ্ধির দাবি

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মজুরি প্রস্তাবের সঙ্গে ১৩ দফা দাবিও তুলে ধরেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মূল মজুরি মোট মজুরির ৬১ শতাংশ ও শ্রমিকদের শিক্ষানবিশ কাল ৩ মাস করা এবং প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা ও বছরে দুটি উৎসবেই মূল মজুরির সমান হারে ভাতা বা বোনাস প্রদান।

নিম্নতম মজুরি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা প্রস্তাবের পেছনে বেশ কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি। তাঁর লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষণা মতে, একজন পোশাকশ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম ৩ হাজার কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। তাতে বর্তমান বাজারদরে চারজনের একটি পরিবারে খাবারের পেছনে ন্যূনতম খরচ পড়ে ১৪ হাজার ৩৩০ টাকা। ১৭০-১৭৫ বর্গফুটের একটি বাসার ভাড়া ১০ হাজার টাকা। যাতায়াত, চিকিৎসা ও সন্তানদের পড়াশোনাসহ অন্যান্য ব্যয় ৯ হাজার ৩৮ টাকা। একটি পরিবারে গড়ে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ১ দশমিক ৪৮ জন ধরলে নিম্নতম মজুরি দরকার ২২ হাজার ৮৮৫ টাকা। এই মজুরি ঢাকার শ্রমিকের জন্য। আর ঢাকার আশপাশের এলাকার জন্য দরকার ২০ হাজার ৮৮৬ টাকা। এ ছাড়া চট্টগ্রামে দরকার ২০ হাজার ৩৫৭ টাকা।

- বর্তমানে ভিয়েতনামে ১৯১, ভারতে ১৬৫, মিয়ানমারে ১৫৭, তুরস্কে ৪৯৭, কম্বোডিয়ায় ২০০, ইন্দোনেশিয়া ১৪৩, মালয়েশিয়ায় ৩২০, ফিলিপাইনে ৩২৩, পাকিস্তানে ১১০ মার্কিন ডলার মজুরি দেওয়া হয়
- বাংলাদেশে মজুরি দেওয়া হয় মাত্র ৭৫ দশমিক ৫ ডলার।

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মজুরি প্রস্তাবে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের মজুরির হারও তুলে ধরেন। তাঁর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে ভিয়েতনামে ১৯১, ভারতে ১৬৫, মিয়ানমারে ১৫৭, ইন্দোনেশিয়া ১৪৩, কম্বোডিয়ায় ২০০, মালয়েশিয়ায় ৩২০, তুরস্কে ৪৯৭, ফিলিপাইনে ৩২৩, পাকিস্তানে ১১০ মার্কিন ডলার মজুরি দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশে মাত্র ৭৫ দশমিক ৫ ডলার।

মালিকপক্ষের কম প্রস্তাবের যুক্তি

২০১৩ সালে পোশাক খাতের নিম্নতম মজুরি ৭৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। ২০১৮ সালে প্রায় ৫১ শতাংশ বাড়ানো হয়। এবারে মালিকপক্ষ ৩০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে।

মালিকপক্ষের প্রস্তাবে বলা হয়, 'তৈরি পোশাক খাত করোনাজনিত আর্থিক ক্ষতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কাঁচামালসহ অন্যান্য উৎপাদন খরচ যেভাবে বেড়েছে, সেভাবে পণ্যের মূল্য বাড়েনি। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত দেশগুলোতে পোশাকের চাহিদা ও বিক্রি কমেছে। ফলে নিকট ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা আমাদের বাড়তি চাপে ফেলবে। অপর দিকে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে শ্রমিকদের স্বস্তি দিতে নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির বিকল্প নেই, তবে তা শিল্পের সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে হবে।'

মজুরি প্রস্তাবে শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং মজুরি পুনর্নির্ধারণে টেকসই পদ্ধতি চালুর দাবি জানানো হয়।

এদিকে মালিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ক্ষোভ জানিয়েছে। ১১টি শ্রমিক সংগঠনের জোট গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলন এক বিবৃতিতে জানায়, বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে মালিকপক্ষের প্রস্তাব শ্রমিকের সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এক বিবৃতিতে মালিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাবকে দেশের ৪২ লাখ শ্রমিকের সঙ্গে উপহাস বলে উল্লেখ করেছে।

বণিকবার্তা রোববার, অক্টোবর ২২, ২০২৩

নিরাপদ সড়ক দিবস আজ

সড়কে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাহন এখন মোটরসাইকেল

শামীম রাহমান ■

সারা দেশে গত সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪১০ জনের। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩০ জন। একই মাসে মোট দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৫৪টি, যার ১৫০টিই হয়েছে মোটরসাইকেলে। শুধু সেপ্টেম্বর নয়, কয়েক বছর ধরেই সড়কে দুর্ঘটনা ও হতাহত—দুটিতেই শীর্ষে অবস্থান করছে এ দ্বিচক্রযান। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে। ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনায় উদ্বেগের মধ্যেই আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস।

দেশে চলাচলের জন্য মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনক্ষমতা ১৬৫ থেকে ৩৫০ সিসিতে উন্নীত করেছে সরকার। পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সক্ষমতা ১০০ সিসি বাড়লে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে ২৫০ শতাংশ। আবার দেশে এত উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল চলাচল উপযোগী যোগাযোগ অবকাঠামো নেই। পরিবহন ব্যবস্থাপনাও দুর্বল। ফলে উচ্চক্ষমতার এসব মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ও হতাহত আরো বাড়িয়ে দেবে। এমন প্রেক্ষাপটে সিসি সীমা ও মোটরসাইকেলের সংখ্যা—দুটিই নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

> বিআরটিএর তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩০ জন। একই মাসে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৫৪টি, যার ১৫০টিই হয়েছে মোটরসাইকেলে। কয়েক বছর ধরেই সড়কে দুর্ঘটনা ও হতাহত—দুটিতেই শীর্ষে অবস্থান করছে এ দ্বিচক্রযান

বিআরটিএর হিসাব অনুযায়ী দেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা প্রায় ৫৯ লাখ। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেলই রয়েছে প্রায় সাড়ে ৪২ লাখ। অর্থাৎ বাংলাদেশে যত যানবাহন আছে, তার ৭২ শতাংশের বেশি মোটরসাইকেল।

সারা দেশে গত সেপ্টেম্বরে দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের শীর্ষে ছিল এ মোটরসাইকেল (২২ দশমিক ১২ শতাংশ)। চলতি বছরের আগের আট মাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রায় একই চিত্র পাওয়া গেছে। বিআরটিএ, বুয়েটসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের পর থেকেই সড়ক দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ততা ও হতাহতে বাহনটির অবস্থান শীর্ষে।

মোটরসাইকেলের সংখ্যা যত বাড়ছে, বাহনটির দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ততাও তত বাড়ছে। চার চাকার মোটরযানের তুলনায় মোটরসাইকেলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ২৯ গুণ বেশি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'কয়েক বছর ধরে দুর্ঘটনার তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা দেখছি, সড়কে এখন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি। গবেষণার তথ্য বলছে, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ৪০-৫০ শতাংশ হচ্ছে তরুণ-কিশোরদের মাধ্যমে। হতাহতও তারাই বেশি হচ্ছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ৩৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল নিবন্ধনের অনুমতি দেয়া অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার মতো।'

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, কিশোর বা তরুণদের মধ্যে উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল চালানোর প্রবণতা বেশি। ৩৫০ সিসির মোটরসাইকেল এ কিশোর-তরুণদেরই বেশি আকৃষ্ট করবে। কিন্তু এ ধরনের মোটরসাইকেল চলাচলের জন্য দেশে উপযোগী সড়ক অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভীষণ রকমের দুর্বল। এমন পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল দেশে দুর্ঘটনা ও হতাহত বাড়িয়ে দিতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।'

দেশে ৩৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল নিবন্ধনের অনুমতি দেয়ার পক্ষে সরকারের কর্মকর্তারা যুক্তি হিসেবে বলছেন, মোটরসাইকেলের সিসির সঙ্গে গতিসীমার কোনো সম্পর্ক নেই। সিসি বেশি হলেও যে মোটরসাইকেলে বেশি গতি তোলা যাবে, বিষয়টি এমন নয়। উল্টো এ ধরনের মোটরসাইকেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশি থাকে।

তবে এ যুক্তিকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, ৩৫০ সিসির একটি মোটরসাইকেলে মাত্র ৩ সেকেন্ডে গতি শূন্য থেকে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারে ওঠানো সম্ভব। এটা ঠিক, সেফটি ফিচার বেশি থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল। সড়ক অবকাঠামো অনুপযোগী। এমন অবস্থায় যতই সেফটি ফিচার থাকুক, বাংলাদেশে এগুলো ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। এমন অবস্থায় উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাহনটির সংখ্যাও সীমিত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ক্রমবর্ধমান মোটরসাইকেল ও বাহনটির দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ততা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেও আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। দিবসটির কর্মসূচি অবহিত করতে ১৭ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার জানান, প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ জন সড়কে নিহত হচ্ছেন। এমনকি আমরাও নিরাপদ নই। আমাদের সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা করতে হলে আমাদের সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। পরিবহন মালিক থেকে শ্রমিক ও সড়ক ব্যবহারকারী—সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। তা না হলে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। শুধু ঢাকা শহরে ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হলে ১০০ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন। তবে আমাদের মাত্র পাঁচ-ছয়জন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। তাই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গতকাল যোগাযোগ করা হলে বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা দেখছি, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। এমন অবস্থায় আমরা মোটরসাইকেল চালানোর লাইসেন্স প্রদান এবং রাস্তায় মোটরসাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে আমাদের সীমিত জনবল দিয়ে এসব কাজ করা কঠিন। এজন্য আমরা বলছি, সড়ক নিরাপদ করতে হলে আমাদের সম্মিলিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।'

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৬ কার্তিক ১৪৩
২২ অক্টোবর ২০২৩

চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার ১

■ নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইল ও যশোর জেলা প্রশাসকের অফিসে চাকরি দেওয়ার কথা বলে পাঁচ ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ লাখ ২০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে নড়াইলের ডিবি পুলিশ। গ্রেফতারকৃত হচ্ছে এস এম রায়হান আলী ওরফে শওকত হোসেন (৪৫)। রায়হান যশোর শহরের খড়কি এলাকার সৈয়দ আলীর ছেলে। শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন নড়াইলের পুলিশ সুপার সাদিরা খাতুন। রায়হানকে শুক্রবার সন্ধ্যায় যশোর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সুপার সাদিরা খাতুন বলেন, রায়হান ওরফে শওকত হোসেন ডিসি অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে 'অফিস সহায়ক' পদে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচ ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। গ্রেফতারকৃত রায়হানের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল ফোন, তিনটি পেনড্রাইভ, পাঁচটি ভুয়া নিয়োগপত্র, সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের নামের ৯টি সিল, একটি ব্ল্যাঙ্ক ব্যাংক চেক এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ১১টি জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি উদ্ধার করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৬ কার্তিক
২২ অক্টোবর ২০২৩

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই পদ্মায় চলছে ইলিশ শিকার

মানিকগঞ্জে অভিযানের তথ্য আগাম পাচার

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ও শিবালয় প্রশাসনের ঢিলেঢালা অভিযানের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকারি নিষিদ্ধ সময়ে নির্দেশনা অমান্য করে কিছু অসাধু ও মৌসুমি জেলে পদ্মায় মা-ইলিশ শিকার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, দেশব্যাপী মা-ইলিশ রক্ষায় ১২ অক্টোবর থেকে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন পর্যন্ত মা-ইলিশ ধরা, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে সরকার। এ নিষিদ্ধ অমান্য করে হরিরামপুর উপজেলার চরাঞ্চলের তিন ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকায় মা-ইলিশ নিধন ও বিক্রয় করা হচ্ছে নিয়মিত। এসব জেলেরা এবং তাদের নিজ নিজ এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সরকারদলীয় কয়েক জন নেতাকর্মী, দৈনিক বেতনভোগী ৩০/৩৫ জন তথ্য সরবরাহকারীর সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে মা-ইলিশ নিধনে সমন্বিত সিন্ডিকেট। প্রশাসনকে ফাঁকি দিতে এদের রয়েছে খবর দেওয়ার লোক। নদীতে প্রশাসনের অভিযানের খবর তারাই পৌঁছে দেন জেলেদের কাছে।

গত কয়েক দিন শিবালয় ও হরিরামপুরের পদ্মায় কয়েকটি চরাঞ্চল সরেজমিন এমন তথ্য পাওয়া গেছে। হরিরামপুর ও শিবালয় উপজেলার চরাঞ্চল ও নদীপাড়ের মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে পদ্মায় মা-ইলিশ রক্ষা অভিযানে কোনো ফলই হচ্ছে না। নামমাত্র অভিযানের কারণে কৌশল পালটে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে জেলেরা। এছাড়াও অনেক জেলে দূর থেকে প্রশাসনের স্পিডবোট কিংবা ট্রলার দেখা মাত্রই দ্রুতগতিতে নৌকা নিয়ে পালিয়ে যান। পদ্মা এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মৎস্য বিভাগ, পুলিশ বা অন্য কোনো বাহিনী নদীতে অভিযানে নামলে মোবাইল ফোনে মা-ইলিশ নিধনকারী জেলে ও মৌসুমি জেলেদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যও রয়েছে নিজস্ব সোর্স। তারা নদীর পাশে তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান নেয় তথ্য ফাঁস করার জন্য।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চর এলাকায় প্রতিদিনই ইলিশ শিকার করে যাচ্ছেন কতিপয় অসাধু ও মৌসুমি জেলে। রাতে পদ্মা নদী থেকে ইলিশ ধরে মোটরসাইকেলযোগে বিক্রয় করতে নিয়ে আসেন সুতালড়ি ইউনিয়নের বসন্তপুর গ্রামে, লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের পাটগ্রাম চর, ভগবান চর, নটাখোলা চরসহ আজিমগরের হাতিঘাটার প্রতিটি গ্রামে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন জানান, প্রশাসন অভিযানে গেলে জেলেরা আগেই খবর পেয়ে পালিয়ে যান। অভিযান শেষে প্রশাসনের লোকজন চলে যাওয়ার পর পুনরায় নদীতে নেমে ইলিশ নিধনের মহোৎসবে মেতে ওঠেন জেলেরা। ফলে চতুর এসব জেলেদের আটকও করা যাচ্ছে না। ফলে প্রশাসনিক পর্যায়ে জোরদার অভিযানের সফলতা আনতে নৌকাগুলো এক মাসের জন্য জব্দ করার জোর দাবি জানিয়েছে অভিজ্ঞ মহলসহ প্রকৃত জেলেরা।

আজিমনগর ইউনিয়নের হাতিঘাটা গ্রামের একাধিক বাসিন্দা জানান, বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এ সময় ডিমওয়ালা ইলিশ নদীতে বেশি ধরা পড়ে। আর এখন এর দাম ভালো পাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু জেলে এ মাছ ধরে। চরাঞ্চলের এদিকে প্রশাসনের অভিযান ও তৎপরতা কম বলে জেলেরা এ সময়েও ইলিশ ধরা অব্যাহত রেখেছে। হরিরামপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নুরুল ইকরাম জানান, 'প্রতিদিনই নদীতে অভিযানে গিয়ে কারেন্ট জাল ও মা-ইলিশ উদ্ধার করছি। আমাদের যাওয়ার খবর পেলে ট্রলার নিয়ে ঘটনাস্থল যাওয়ার আগেই জেলেরা পালিয়ে যায়, এরকম তথ্য আমার কাছেও এসেছে। মা-ইলিশ রক্ষায় এবং অসাধু জেলেদের ধরতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।' এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহরিয়ার রহমান বলেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা মোবাইল টিম কাজ করছে। মা-ইলিশ নিধনে কারো কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা থাকলে ছাড় দেওয়া হবে না। পদ্মায় অভিযান চালিয়েছি। কাউকে পাইনি। সরকারি কোনো নৌকা নেই। হতে পারে ঘাট থেকেই অভিযানের খবর পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

সময়ের আলো
রোববার। ২২ অক্টোবর ২০২৩

গার্মেন্টসে ন্যূনতম নতুন মজুরি

মালিকরা দিতে চান ১১ হাজার টাকা, শ্রমিকদের দাবি দ্বিগুণ

● এসএম আলমগীর

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ রোববার। এ সভায় গার্মেন্টস শিল্প মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই তাদের মজুরি প্রস্তাব জমা দেবে মজুরি বোর্ডে। জানা গেছে, শিল্পের সক্ষমতার দিক বিবেচনা করে মালিক পক্ষ ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব দেবেন ১১ হাজার টাকা। তবে শ্রমিক পক্ষ তাদের প্রস্তাবনা জমা দেবে মালিক পক্ষের প্রস্তাবের দ্বিগুণ। শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাব ২০ থেকে ২২ হাজার টাকার মধ্যে হবে বলে জানিয়েছেন মজুরি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি। উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা গেছে।

এদিকে প্রায় ১ বছর ধরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম জুরি ২৩ থেকে ২৫ হাজার টাকার দাবি জানিয়ে এলেও তাদের সে প্রস্তাব আমলে নেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি, দেশে খাদ্যপণ্যের মূল্য বেড়েছে অস্বাভাবিক, ঘরভাড়া বেড়েছে। এভাবে সব ক্ষেত্রেই যে হারে ব্যয় বেড়েছে তাতে ২৩ হাজার টাকার নিচে মজুরি হলে সংসার চলবে না শ্রমিক পরিবারগুলোর। এই দাবিতে বিগত কয়েক মাস বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন রাস্তায় নেমে আন্দোলনও করেছে। আজ মজুরি বোর্ডের চতুর্থ বৈঠকের দিনও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শ্রমিকরা অবস্থান নেবে মজুরি বোর্ডের সামনে। এ সময় শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ২৩ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণের দাবি-সংবলিত চিঠিও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা।

মালিক পক্ষ কত মজুরি প্রস্তাব দেবে-এ বিষয়ে জানতে চাইলে মজুরি বোর্ডের গার্মেন্টস মালিকদের প্রতিনিধি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, শিল্পের সক্ষমতা বিবেচনা রেখেই আমরা মজুরি প্রস্তাব জম দেব মজুরি বোর্ডে। আমরা এমন কোনো প্রস্তাব দেব না, যার দ্বারা শিল্প মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবার জন্য সহনীয় হয়-এমন মজুরি প্রস্তাব দেব আমরা।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর সহ-সভাপতি শহিদুল্লাহ আজিম সময়ের আলোকে বলেন, বিগত তিন মেয়াদে যে হারে শ্রমিকের মজুরি বাড়ানো হয়েছে, এবারও সে হারেই বাড়বে। যেমন গতবারের আগের বার ৩ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা, গতবার অর্থাৎ ২০১৮ সালে সেখান থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকা বাড়িয়ে করা হয় ৮ হাজার টাকা। এবারও আমরা সে হারেই অর্থাৎ ৩ হাজার টাকা মতো বাড়িয়ে ন্যূনতম মজুরি ১১ হাজার টাকার প্রস্তাবের কথা বলছি আমরা। আশা করব এই হারেই নতুন মজুরি চূড়ান্ত করবে বোর্ড। কারণ এর বেশি মজুরি নির্ধারণ করলে শিল্প মালিকদের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা চাই, শিল্প মালিকদের সক্ষমতা বিবেচনা করেই মজুরি নির্ধারণ করা হোক। শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ২৩ থেকে ২৫ হাজার টাকা দবি করা হয়েছে, সেখানে মালিকরা যদি ১১ হাজার টাকা প্রস্তাব করে সেটি কি মেনে নেবে শ্রমিকরা এমন প্রশ্নের জবাবে শহিদুল্লাহ আজিম বলেন, 'না মানার কিছু নেই। অবাস্তব কিছু চাইলেই তো আর সেটি দেওয়া সম্ভব না। আমরাও শিকার করছি, দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়েছে। সে জন্যই তো আমরাও চাচ্ছি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাক। শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মজুরি পায় সে জন্য আমরা প্রায় ৪০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিচ্ছি। এতে তো কারও আপত্তি থাকার কথা না।

এদিকে মজুরি বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি ও জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি সময়ের আলোকে বলেন, রোববারের (আজ) বৈঠকে আমি শ্রমিক পক্ষের মজুরি প্রস্তাব জমা দেব। তার আগে আমি বিগত কয়েক মাস মজুরির বিষয়ে বিভিন্ন এলাকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবার মতামত নিয়েছি। আমার কাছে কেউ প্রস্তাব করেছে ২০ হাজার টাকা, কেউ ২২ হাজার, কেউ ২৩ হাজার, আবার কেউ ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার প্রস্তাব জমা দেব এবং সেটিতে তাদের ওইসব প্রস্তাবের প্রতিফলন থাকবে। তবে আমার প্রস্তাব ঠিক কত দেব, সেটি আজ (গতকাল) সন্ধ্যা পর্যন্তও ঠিক করিনি। বিভিন্ন বিষয় বিচার-বিবেচনা করেরাতের মধ্যেই চূড়ান্ত করে রোববার সকালে সেটি বোর্ডে জমা দেব।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মালিকরা দিতে চান ১১ হাজার টাকা শ্রমিকদের দাবি দ্বিগুণ

বর্তমান উচ্চমূল্যের বাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা না দেওয়া হলে শ্রমিকরা মেনে নেবে না। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের বোঝানো হচ্ছে যে, এবার একটা ভালো মজুরি দেওয়া হবে। তারা সে আশায় এখনও শান্ত রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি চাহিদামাফিক মজুরি দেওয়া না হয়, তা হলে কিন্তু শ্রমিকরা ঘরে বসে থাকবে না, রাস্তায় নামবে, আন্দোলন করবে। আশা করব গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত মজুরি ঘোষণা দেবে, যাতে শ্রমিকদের আন্দোলনে নামতে না হয়। তবে ন্যায্য মজুরির দাবিতে রোববারও (আজ) আমরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করব এবং পরে মজুরি বোর্ডের সামনে অবস্থান নেব।

জানা যায়, বর্তমানে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা। ২০১৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নতুন এই মজুরি ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই ঘোষণা অনুযায়ী, শ্রমিকের মূল বেতন ৪ হাজার ১০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ১ হাজার ৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৬০০ টাকা এবং বাকি টাকা খাদ্য ও অন্যান্য খাতে ধরা হয়। এর আগে ২০১৩ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। যা ২০১০ সালে ৩ হাজার টাকা ছিল, ২০০৬ সালে এটি ছিল ১ হাজার ৬৬২ দশমিক ৫০ টাকা, ১৯৯৪ সালে ৯৪০ টাকা এবং ১৯৮৫ সালে ছিল ৬২৭ টাকা।

এবারের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন লিয়াকত আলী মোল্লা। মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আছেন, সিদ্দিকুর রহমান। এ ছাড়া স্থায়ী প্রতিনিধি মকসুদ বেলাল সিদ্দিকী, শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম রনি ও স্থায়ী প্রতিনিধি সুলতান আহম্মদ এবং নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে আছেন কামাল উদ্দিন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ অক্টোবর ২০২৩

নারীর অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন দিল মনোয়ারা মনু

গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীর অধিকার, নারীদের অসহায়ত্ব ও বৈষম্য নিয়ে সোচ্চার ছিলেন লেখক, সাংবাদিক এবং নারী অধিকারকর্মী দিল মনোয়ারা মনু। গতকাল শনিবার মোহাম্মদপুরস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে দিল মনোয়ারা মনুর 'কবিতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনাসভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাহিত্যিক কাজী মদিনা। এসময় আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক কবি সোহরাব হাসান, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, কচিকাঁচার মেলার সভাপতি অধ্যাপক ড. রওশন আরা ফিরোজ, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু এবং এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা।

সোহরাব হাসান বলেন, 'মনু আপাকে সামাজিক আন্দোলনে দেখা যেত। কচিকাঁচার মেলাকে দাঁড় করানোর জন্য তার অবদান অনেক। মানুষ চলে যাবার পরই তার মূল্যায়ন হয়। তাকে নিয়ে স্মারকগ্রন্থ হয়েছে, তা তাকে আমাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেন, অনেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আছেন, যাদের সম্পর্কে এই প্রজন্ম জানেও না। এই দায় রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকেই তাদের মূল্যায়নের জন্য প্রকৃত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ড. রওশন আরা ফিরোজ বলেন, 'মনু আপা কচিকাঁচার মেলার সঙ্গে জড়িত হয়েছিল, খুব প্রাণবন্ত ছিল। সবাইকে একত্র রাখার নেতৃত্বের গুণ ছিল অসাধারণ।' কাজী মদিনা বলেন, মানুষকে মূল্যায়ন করার গুণ মনু চর্চা করতেন। স্বাগত বক্তব্যে শামসুল হুদা বলেন, মনুর লেখনীর মধ্য দিয়ে আদর্শ ও লক্ষ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, লেখনীর মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করেছেন কোন পথে যেতে হবে। এটাই তার মুন্সিয়ানা।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২২ অক্টোবর ২০২৩

বিনা মূল্যে চালক ও হেল্পারদের রক্ত পরীক্ষা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ▷

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সাতক্ষীরায় চালক, হেলপার ও সুপারভাইজারদের বিনা মূল্যে চোখ ও রক্ত পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির কার্যালয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সাতক্ষীরা সার্কেল আয়োজনে চোখ ও রক্ত পরীক্ষার আয়োজন করে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাতক্ষীরাসহ সারা দেশে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি সাতক্ষীরা সার্কেলের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ার) কে এম মাহাবুব কবিরের সভাপতিত্বে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আবু আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সরদার শরিফুল ইসলাম, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোর্শেদ, বিআরটিএ সাতক্ষীরা সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে কর্মসূচির অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, চার উপজেলার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা করে বিআরটিএ সাতক্ষীরা।

NEW AGE
SATURDAY, OCTOBER 21, 2023

Labour leader Shah Atiul Islam remembered

Staff Correspondent

POLITICIANS and labour leaders on Friday at a commemoration meeting said that labour leader Shah Atiul Islam worked lifelong for establishing rights of the workers.

Bangladesh Trade Union Centre and Garment Sramik Samhati organised the commemoration meeting at Sangskriti Bikash Kendra at Paribagh to mark third death anniversary of Shah Atiul Islam where acting president of TUF Taslima Akhter chaired.

Ganosamhati Andolan chief coordinator Zonayed Saki said that Shah Atiul Islam worked lifelong for establishing rights of the workers.

'But the workers community of the country are now most deprived,' he added.

Saki called on the leaders of labour right bodies to work for fulfilling the unfinished works of Atiul Islam and establish the rights of the workers.

Garment labour leader Taslima Akhter said that garment workers of the country were suffering much to run their families facing abnormal price hikes of the essential commodities.

She demanded immediate revision of the wages of the garment workers.

Another labour leader AKM Zahirul Islam said that Shah Atiul Islam joined in the labour movements and followed some ideals and never compromised with those.

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৮ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 24 October 2023

বরিশালে ইলিশ আহরণে ১১ দিনে ৪০২ জেলের কারাদণ্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

মৎস্য বিভাগ থেকে মা ইলিশ রক্ষার জন্য আহরণ, বিপনন ও পরিবহনের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে ইলিশ শিকারের সময় বরিশালে বিভাগের বিভিন্ন নদ নদীতে অভিযান পরিচালনা করে গত ২৪ ঘণ্টায় ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৩৬ জেলেকে কারাদণ্ড দেয়া সহ পাশাপাশি এ সময় তাদের কাছ থেকে ২০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এ নিয়ে গত নিষেধাজ্ঞার ১১ দিনে এখন পর্যন্ত ৪০৫টি মামলায় ৪০২ জন জেলেকে বি?ভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে ৩ লাখ ৩ হাজার ৬০০ টাকা জ?রিমানা আদায় করা হয়েছে। বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১২ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে ১ হাজার ২৫৯টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৪৭৮টি মোবাইল কোর্ট করা হয়েছে। যেখানে গেলো ১০ দিনে বরিশাল বিভাগের ১৪৫ বার বিভিন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ২ হাজার ১৩২ বার বি?ভিন্ন মাছঘাট, ৩ হাজার ৬২৮ বার বি?ভিন্ন আড়ত ও ২ হাজার ৩১৯ বার বি?ভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছে মৎস্য অধিদপ্তরে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা।

অন্যদিকে ১১ দিনের অভিযানে ৮ হাজার ৮১৪ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩? কো?টি ৭৫ লাখ ৮৩ হাজার টাকা মূল্যের ১৭ লাখ ৯৭ হাজার ৯০০ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। জাল ব্যতীত জব্দ হওয়া সামগ্রী নিলামে বিক্রী করে আয় হয়েছে ৫৫ হাজার ৩০০ টাকা।

মৎস্য বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন জানান, ১১ অক্টোবর দিবাগত মধ্যরাত থেকে ২ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত উপকূলের ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মূল প্রজনন স্থল সহ সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ ও বিপণন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার একই সময়ে বরিশাল বিভাগের ৩ লাখ ৭ হাজার ৮৪১ জেলেদের মধ্যে ২৫ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে।

সময়ের আলো   মঙ্গলবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৩।

শ্রমিক নেতাদের অভিযোগ

গার্মেন্টস মালিকদের মজুরি প্রস্তাব সস্তায় শ্রম কেনার পন্থা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গত রোববার নিম্নতম মজুরি বোর্ডে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য যে ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব দিয়েছেন শিল্প মালিকদের প্রতিনিধি, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন শ্রমিক নেতারা। শ্রমিক নেতারা বলেছেন, গার্মেন্টস মালিকরা কম মজুরি প্রস্তাব করে আসলে তারা সস্তায় শ্রম কিনতে চান। এ জন্য মালিকদের ১০ হাজার ৪০০ টাকা মজুরি প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন এবং শ্রমিকদের চরম দরিদ্রতায় আটকে রাখার চেষ্টা।

গতকাল সোমবার ৬৫ শ্রমিক সংগঠনের ৫ জোট– গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন শ্রমিক নেতারা। সংগঠনটি মনে করে, এই প্রস্তাব শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়া গত পাঁচ বছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের বেশি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্বিগুণ-তিনগুণ হারে বেড়েছে। এর ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ৫০ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। এতে বলা হয়, শ্রমিকদের অপুষ্টিকে সঙ্গী করে প্রায় অর্ধাহার-অনাহারে জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় কেবল গত নয় মাসে ২০১৮ সালের তুলনায় গার্মেন্টস মালিকদের বাড়তি আয় হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। একই সময়ে মজুরির সমান আজকের বাজারের ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করতে হলে মজুরি হতে হবে ১২ হাজার টাকার বেশি।

এ অবস্থায় মজুরি বোর্ডের চতুর্থ সভায় মালিক পক্ষের প্রতিনিধি দেওয়া মাত্র ১০ হাজার ৪০০ টাকা মজুরি প্রস্তাব করেছে, যা সম্পূর্ণ অমানবিক এবং সস্তায় শ্রমিকের শ্রম শোষণের প্রহসন বলে মনে করে গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গার্মেন্টস মালিকদের এই অমানবিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের প্রধান ভিত্তি হলো মানবসম্পদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপসমূহ বলছে, পুষ্টিহীনতাজনিত কারণে বাংলাদেশে ১৬ দশমিক ২ শতাংশ শিশু মৃত্যুর বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে গার্মেন্টস মালিকদের মজুরি প্রস্তাব শ্রমিকদের পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তার, শ্রমবাজারে সুস্থ শ্রম সরবরাহ অব্যাহত রাখার, এসডিজি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না। মালিকপক্ষ মজুরি প্রস্তাবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের যে অজুহাত দেখিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের এই সময়ে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ৩০ শতাংশ ক্রয়াদেশ বেড়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির কোনো বাজার নয়, তাই ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রভাব তৈরি পোশাক শিল্পে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া গার্মেন্টস শ্রমিকদের দাবি করা ২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি পরিশোধ করতে যে ব্যয়বৃদ্ধি হবে তা উৎপাদন এককপ্রতি মাত্র কয়েক সেন্ট মূল্যবৃদ্ধি করবে।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি বৃদ্ধি ইস্যুতে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে ন্যায্যতার আলোচনাকে আড়াল করার অপকৌশল হিসেবে গার্মেন্টস মালিকপক্ষ মজুরি বোর্ডে এ ধরনের নির্লজ্জ প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। সর্বনিম্ন মজুরি কমপক্ষে ২৩ হাজার টাকা দাবি করছে সে সময় মজুরি বোর্ডে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির ২০ হাজার ৩৯৩ টাকার মজুরি প্রস্তাব শ্রমিকদের হতাশ করেছে। শ্রমিক নেতারা মনে করেন, মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার অপকৌশল ব্যবহার বন্ধ করে অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি কমপক্ষে ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার আহবান জানান।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, 'গার্মেন্টস মালিকরা ১০ হাজার ৪০০ টাকার যে মজুরি প্রস্তাব জমা দিয়েছে আমরা সেটি প্রত্যাখ্যান করছি। কারণ শ্রমিক প্রত্যাশার চেয়েও অনেক কম মজুরি প্রস্তাব করে শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে উপহাস করেছে। তাদের এই প্রস্তাব কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ জন্য ৬৫ শ্রমিক সংগঠনের পাঁচটি জোটের পক্ষ থেকে আমরা বিবৃতি দিয়েছি। শ্রমিকদের যে ২৩ হাজার টাকার মজুরি দাবি, সেটি যদি না মানা হয় তাহলে আগামীতে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। তবে এখন আমরা মালিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি ভালো সিদ্ধান্তে যেতে চাই। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করব–মালিকপক্ষের প্রতিনিধি যে মজুরি প্রস্তাব দিয়েছেন, তা দিয়ে এই উচ্চ পণ্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। মালিকরা যদি আমাদের মতামত নিয়ে মজুরি আরও বাড়িয়ে প্রস্তাব দেয় তবে ভালো, না হলে শ্রমিকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'রোববার মজুরি প্রস্তাব জমা দেওয়ার পরদিন সোমবার (গতকাল) গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকার তিন কারখানার ২ থেকে ৩ হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায়। সকাল ১১টার দিকে প্রথমে তুত্তকা গার্মেন্টসের শ্রমিকরা রাস্তায় নামে। পরে একই এলাকার লোগোস গার্মেন্টস এবং পূর্বাণী গার্মেন্টসের শ্রমিকরা রাস্তায় নামে। দেড়-দুই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করার পর পুলিশের আশ্বাসে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়। সুতরাং বাঁচার মতো মজুরি না দিলে শ্রমিকরা নিজ তাগিদেই রাস্তায় নেমে আসবে। তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হলে তার দায়ও মালিকদের নিতে হবে।'

উল্লেখ্য, গত রোববার তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার টাকা বাড়িয়ে ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা করার প্রস্তাব দেন শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। এর বিপরীতে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান ন্যূনতম মজুরি মাত্র ২ হাজার ৪০০ টাকা বাড়িয়ে ১০ হাজার ৪০০ টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন। রোববার রাজধানীর পল্টনে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লার কাছে লিখিত আকারে এই প্রস্তাব জমা দেন তারা।

৬৫ শ্রমিক সংগঠনের পাঁচ জোট-গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের যৌথ বিবৃতি

- পণ্যের দ্বিগুণ-তিনগুণ মূল্যবৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ৫০ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে
- অপুষ্টিকে সঙ্গী করে প্রায় অর্ধাহার-অনাহারে শ্রমিকদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে
- অন্যদিকে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় কেবল গত নয় মাসে ২০১৮ সালের তুলনায় গার্মেন্টস মালিকদের বাড়তি আয় হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি

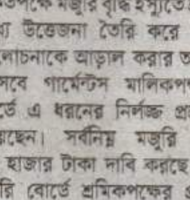

বাঁচার মতো মজুরি না দিলে শ্রমিকরা নিজ তাগিদেই রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে

তৌহিদুর রহমান
শ্রমিক নেতা

- মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে তিন কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

DHAKA SUNDAY OCTOBER 22, 2023
KARTIK 6, 1430 BS
The Daily Star

22-DAY BAN ON NETTING HILSA

15,000 FISHERS passing days in hardship

They are yet to get govt assistance

PHOTO: STAR

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

Around 15,000 fishermen in Patuakhali district are passing days amid hardship as they're yet to receive government's assistance although 12 days of the ongoing 22-ban on catching hilsa have already passed.

The ban has been in place since October 12 to create a safe breeding ground for mother hilsa, leaving about one lakh fishermen in Patuakhali unemployed during this time.

Even the registered fishermen are not getting rice on time. Also, only 25kg of rice is allocated for 22 days per family, which is much less than their needs, they said.

The fishermen also said they needed cash assistance along with rice.

"With no income during these 22 days, I am finding it difficult to survive with my family of five without getting any government assistance. I am bearing the expenses by borrowing money," said Abdur Rashid, a fisherman of the Itbaria area of Patuakhali.

Abu Hanif of Barabighai area of the Sadar upazila and Harun Chowkidar of Chhota Baishdia area of Rangabali upazila, echoed the same.

"I got 20 kg of rice which will hardly be enough for these 22 days. We will also need oil, salt and vegetables to eat with rice. With no income at present, how will I buy these?" said Mamun Howladar, another fisherman from Rangabali upazila.

Contacted, Mahfuzur Rahman, senior fisheries officer in Patuakhali Sadar upazila, said all fishers will get rice within the next two days.

Md Anisur Rahman, field assistant at Baufal upazila fisheries office, said,"Around 6,000 of the 7,000 listed fishermen in the upazila received rice as all could not be brought under government assistance due to low allocation,"

Kamrul Islam, Patuakhali district fisheries officer, said, "Around 65,771 of the 85,000 registered fishermen in Patuakhali district got 25 kg of rice each while names of 10,000 more have been sent to higher authorities for approval."

Regarding cash assistance, he said it is a matter of government policy.

"Initiatives have been taken to further increase government assistance including re-registering fishermen who are out of list. The amount of assistance is also being gradually increased while steps are on to create alternative employment for the fishermen," said Nripendra Nath Biswas, deputy director of the Department of Fisheries in Barishal division.

NEW AGE
TUESDAY, OCTOBER 24, 2023,

Govt framing nat'l wage policy

All formal, informal sectors to come under wage regulations

Moinul Haque

A file photo shows workers carrying bricks at a brick kiln at Amin Bazar in Dhaka. The government has taken a move to formulate a national wage policy with the aim of ensuring timely and equitable wages to improve the living standard of workers.— New Age photo

THE government has taken a move to formulate a national wage policy with the aim of ensuring timely and equitable wages to improve the living standard of workers.

Bringing the workers in all formal and informal sectors under wage regulations and ensuring wages as per their productivity preventing them from exploitation are the other key objectives of the policy.

The labour ministry has prepared an initial draft of the policy and sought recommendations from stakeholders to finalise the draft.

According to the preliminary draft, ensuring economic and social equity for the working class would be the key objective of the national wage policy.

It said that the government initiated the draft of the national wage policy in line with the commitments made in the Constitution regarding the protection of rights and ensuring well-being of the working people.

The labour ministry has formed a tripartite committee headed by its additional secretary Md Towfiqul Arif to finalise the draft policy by accommodating the stakeholders' recommendations.

'We are still at the preliminary stage. The mission and vision of the national wage policy would get a clear shape after finalising the draft,' Towfiqul Arif told New Age on Monday.

He said that under the labour law, the minimum wages of 44 sectors were set by the minimum wage board, but there were many sectors beyond any wage regulations in the country.

The national wage policy would give guidelines on minimum wages for the workers of all the formal and informal sectors, Towfiqul said.

The initial draft said that the national wage policy would be applicable to the workers of all formal and informal industries, business entities, agriculture sector, construction sector and household works.

The policy would reduce the possibility of employment of workers on unexpected low wages as the government would take initiatives to implement minimum wages in all sectors, it said.

The draft also said that the government was liable for ensuring justified wages for the workers in all sectors as the fair wage policy could improve the livelihood of workers.

According to the initial draft, ensuring sustainable real wage, revision of wages in line with the market prices, protecting workers from increasing living costs and providing incentives to enhance productivity are also the objectives of the national wage policy.

It said that the wage policy would help urbanisation, industrialisation and expansion of business.

The policy would also play a strong role in achieving the desired economic growth through enhancing productivity of workers, the draft said.

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhak
Tuesday, October 24, 2023
Kartik 8, 1430 BS: Rabius Sani 8, 1445 Hijri

The minimum wage RMG workers deserve

A revision of the minimum wages for readymade garment (RMG) workers is overdue, particularly in the context of the soaring inflation. All parties involved with the industry ---apart from workers and garment owners, the two main stakeholders, labour leaders, rights groups and even platforms of foreign retailers and brands---are unanimous that wages of RMG workers need to be raised. However, it is on the limit of revision of the minimum monthly wage and other associated benefits that they cannot reach a consensus. The gap between the demand made by workers' representatives and the offer from the owners' representatives is wide---almost as wide as the total amount of minimum wage on offer. Against the workers' demand for Tk 20,393, the owners' offer is Tk 10,400. But then the labour rights groups have rejected both these proposals and stuck to their demand for an amount in between Tk23,000 and Tk25,000.

Indeed, the wage board has a tough time ahead to convince the two sides of the main stakeholders to arrive at a meeting point. If the genuine grievance of the RMG workers has been duly recognised, now is the time to find a solution acceptable to both. Although RMG export from Bangladesh still enjoys its fair share in global apparel business, it is also facing extra challenges and suffering from economic slowdown in the importing countries of Europe and America. Although new markets have been found to make some amends for decelerated demand in the proven destinations, those cannot quite make up for the lost revenue earning. So a balance between the garment owners' capability and the demand from workers has to be struck. It has to be the most rational profit sharing basis for the factories---not all of which are equally strong and capable of withstanding adverse weather ---to stay in business. The survival of the industry guarantees protection of the interests of both owners and employees.

> All three parties in the apparel production-management, marketing and retail sale--have to look at the issue dispassionately and must be ready to go some extra length to help each other in their own interests

When so much is at stake, the role of the foreign buyers and brands also proves crucial in the whole affair of fixing the wage structure. Of the 5,000 RMG factories in Bangladesh, about 200 have now turned LEED (leadership in energy and environmental design)-certified green ones---the highest in the world. But the irony is that the retail platforms and brands abroad are unwilling to raise prices of apparel commensurate with the extra cost on environmental upgrading. Their concern for higher wages for RMG in Bangladesh should be complemented by appropriate price enhancement of the apparel they receive from Bangladesh.

Evidently, all three parties in the apparel production-the management, marketing and retail sale--have to look at the issue dispassionately and must be ready to go the extra mile to help each other in their own interests. The owners need to come out of the confine of free-market economy's theory of as much profit as possible and at the same time workers should also allow some manoeuvrability in order to help resolve the disagreement over the minimum monthly wage. So far as medical, conveyance and food allowances are concerned, the owners have offered higher amounts than those demanded by workers. The contentious issues are basic pay and house rent. If the higher amounts under those heads are rationally adjusted, a middle ground can be found out for an amicable settlement.

NEWAGE
WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023

36 jailed for violating ban on hilsa fishing in Barisal

Our Correspondent · Barisal

AT LEAST 36 fishermen have been jailed and fined Tk 20,500 in the last 24 hours for netting hilsa violating the on-going 22-day restriction on catching, selling, hoarding and transporting hilsas after conducting raids in different rivers of Barishal till Tuesday.

With the latest, a total of 402 fishermen have been sentenced to imprisonment for various terms in 405 cases in the last 11 days.

According to the information received from divisional fisheries office, 1,253 raids and 478 mobile courts were conducted in Barisal division from October 12 to October 23.

In the last 12 days, district and upazila officials of the directorate of fisheries visited different fish landing centres, fish ghats, farms, and markets in Barisal division.

During the raids, a total of 8,814 kg hilsa and 17,97,900 meters fishing nets worth Tk 3,75,83 were seized.

Assistant director of divisional fisheries office Nasir Uddin said that hilsa collection, transportation and marketing prohibited throughout the country, including the main breeding area of seven thousand square kilometres of the coast area from October 11 midnight to November 2 midnight.

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৬, ২০২৩

প্রায় ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান কমেছে

নতুন কর্মসংস্থান তৈরির উদ্যোগ নেয়া হোক

বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার বিষয়টিও সামনে চলে আসছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক জরিপে ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কর্মসংস্থান কমার তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, কৃষি খাতে যান্ত্রিকীকরণ প্রভৃতি কারণে কর্মসংস্থান কমছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, বিবিএসের ত্রৈমাসিক জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে চলতি ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কাজে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১১ লাখ। দ্বিতীয় প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন) শেষে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৭ লাখ ১০ হাজারে। সে অনুযায়ী তিন মাসের ব্যবধানে ৩ লাখ ৯০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান কমেছে।

করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেও প্রায় দুই বছর ধরেই অর্থনীতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের প্রভাবও স্থানীয় অর্থনীতিতে পড়ছে। বিদ্যমান ডলার সংকট, পণ্য পরিবহনে বাড়তি খরচ, জিনিসপত্রের লাগামহীন দাম পুরো জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব সর্বত্র পড়ে। বিশেষ করে ব্যক্তি খাত, নতুন বিনিয়োগ ও রফতানিতে এর চাপ পড়ে। এরই মধ্যে ডলার সংকটের কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এতে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি কমেছে।

ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের মতে, দীর্ঘমেয়াদে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নির্বাচনের অনিশ্চয়তার বিষয়টিও বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রসারে বাধার কারণ হয়ে উঠেছে। এ সময়ে উদ্যোক্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ফলে মানুষের কাজের সুযোগ কমছে। ব্যবসা-রফতানিতেও এর প্রভাব পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-উদ্যোগ-রফতানি পরিস্থিতি খারাপ হলে স্বাভাবিকভাবেই কাজের সুযোগ কমে।

কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি কমেছে কৃষি খাতে। শিল্প খাতেও কিছুটা কমেছে। অবশ্য কৃষি শ্রমিক ধারাবাহিকভাবে সবসময়ই কমছে। করোনার পর চাকরি হারিয়ে অনেকে কৃষিতে এসেছিলেন। বর্তমানে তারা কৃষি ছেড়ে বিদেশে বা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। এছাড়া যান্ত্রিকীকরণের কারণেও কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে শিল্পোদ্যোক্তাদের ভাষ্য, শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কোনো উদ্যোক্তা এখন অটোমেশনের মাধ্যমে শ্রমিকের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এছাড়া নতুন প্রজন্মকে এখন পোশাক খাতে আগ্রহী মনে হয় না। সার্বিকভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক নিম্নগামী থাকার প্রভাব কর্মসংস্থানে পড়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন।

বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় মোট কর্মসংস্থান কমে যাওয়া তুলনামূলক বেশি উদ্বেগের। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন রিজার্ভ ধরে রাখার নীতি সার্বিক কর্মসংস্থান সংকুচিত করে আনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। এটি দারিদ্র্যের বিষয়টিকেও আরো গভীর করছে।

দেশের শিল্প খাত অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক কারণে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে। ডলার সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা যাচ্ছে না। সার্বিকভাবে উৎপাদন ও বিনিয়োগে তেমন গতি নেই। এর ফলেও শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কমতে পারে। এদিকে এটিও দেখা যাচ্ছে, বিবিএসের জরিপে বেকারত্বের হার কমেছে। মূলত শ্রমশক্তির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ রকম পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বিষয়টি এমন নয়।

কর্মসংস্থানের এ রকম চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যাশিত নয়। দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কাজের সুযোগ না পেলে তা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। এমনকি তা বেকারত্বের বোঝাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। তাই কর্মসংস্থানের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তারা যেন ভোগান্তির সম্মুখীন না হন, সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া রফতানি খাতে বৈচিত্র্যায়ণ খোঁজার মাধ্যমে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে হবে। এদিকে ধরে নেয়া হচ্ছে যে বিদেশে শ্রমশক্তি প্রেরণ হচ্ছে। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ায় দক্ষ জনশক্তি রফতানি করা হচ্ছে কিনা সে প্রশ্নটিও সামনে এসেছে। এজন্য বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের বিকল্প নেই।

মোদ্দাকথা, আসন্ন নির্বাচন এবং বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান সময়টি প্রকৃতপক্ষে সংকটকাল হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ সময়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। আর কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়ও রয়েছে। কোনো কাজকে অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখার সংস্কৃতি আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। যে কারণে সমাজে সম্মানজনক হিসেবে পরিগণিত হয় এমন কাজের প্রতিই সবার আগ্রহ থাকে। এটিও কর্মসংস্থান প্রসারিত না হওয়ার একটি কারণ। এছাড়া যথাযথ বেতন ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও রয়েছে। যে কারণে পোশাক খাতে নতুন প্রজন্ম আগ্রহী হচ্ছে না। আবার সরকারি চাকরি সবাই পাবে না। এজন্য বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানে যেন স্থবিরতা তৈরি না হয় সেটি নিশ্চিত করা জরুরি।

কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের সমস্যা বিশ্বব্যাপীই রয়েছে। তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় কাজকে অবহেলা করা হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের দেশে যে কাজে তরুণরা আগ্রহী নয়, ঠিক সে কাজই বিদেশে গিয়ে করতে কোনো সমস্যা হয় না। আবার দক্ষতার প্রসঙ্গও রয়েছে। শুধু ইংরেজি জানার কারণেই প্রতিবেশী দেশ ভারতের কর্মীরা বিদেশে ভালো করেন। আর আমাদের দেশের জনশক্তি এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার ফলে তাদের চেয়ে ভালো করতে পারেন না। এছাড়া কৃষি খাতে কাজের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন প্রয়োজন। বস্তুত বর্তমান মূল্যস্ফীতিতে শহরে টিকে থাকতে না পেরে অনেকেই গ্রামমুখী হয়েছেন। তারা যেন সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হন, সেটি নিশ্চিত করা দরকার। দেশের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি প্রবাসীরা যেন বিদেশে ভালো থাকেন, সেজন্য কূটনৈতিক সুসম্পর্কে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানও অব্যাহত রাখতে হবে।

বণিকবার্তা
বুধবার, অক্টোবর ২৫, ২০২৩ ■ কার্তিক ৯, ১৪৩০

যশোরে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি

প্রকল্পের অর্থ ছাড় হলেও শিক্ষক কর্মচারীর বেতন বকেয়া

আব্দুল কাদের ■ যশোর

দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় ২০২০ সালে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রত্যেক জেলা থেকে প্রথম সারির একটি এনজিও নির্বাচন করা হয়। যশোরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থা। দুটি এরিয়ায় বিভক্ত করে ছয়টি উপজেলা ও যশোর পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার কথা। তবে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের টাকা এনজিও কর্তৃপক্ষ তুলে নিলেও জরিপকারীদের টাকা, উপজেলা ম্যানেজার, শিক্ষক ও সুপারভাইজার বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। স্কুল কেন্দ্রের ভাড়াও রয়েছে বকেয়া।

অভিযোগকারী যশোর সদর উপজেলার ম্যানেজার মো. আব্দুল্লাহর দাবি, কার্যক্রম শুরুর আগে ঝরে পড়া শিশুদের তথ্য সংগ্রহে জরিপকারীদের ৮০ ভাগ টাকা এখনো বকেয়া। শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগে অর্থ বাণিজ্য হয়েছে। চলতি বছরের ৩০ জুন প্রকল্প শেষ হলেও শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলের জন্য ভাড়া নেয়া ঘরের টাকা পাননি বাড়ি মালিকরা। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দের তুলনায় নিম্নমানের পোশাক ও ব্যাগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় বিল-ভাউচার তাদের নিজেদের তৈরি করা। এমনকি প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেয়া হয়েছে; সেটিও নিজেরা তৈরি করেছে। ব্যাংক থেকে স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করলেই তা ধরা পড়ে যাবে। এসব বিষয় তুলে ধরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালককে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

> প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের টাকা দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থা তুলে নিলেও জরিপকারীদের টাকা, উপজেলা ম্যানেজার, শিক্ষক ও সুপারভাইজার বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। স্কুল কেন্দ্রের ভাড়াও রয়েছে বকেয়া

মো. আব্দুল্লাহ *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'আমার দুই মাসের বেতন এবং এক বছরের টিএ বিল পাওনা রয়েছে। আমি একা নই, প্রত্যেক শিক্ষক, সুপারভাইজার, ম্যানেজারের বেতন বকেয়া। ভাড়া পাননি বাড়ির মালিকরা। কিন্তু কাগজপত্র জালিয়াতি করে দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ওইসব টাকা উত্তোলন করে নিয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের পোশাক ও ব্যাগ দিয়ে বরাদ্দের টাকা লুটপাট করেছে।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রাহিমা সুলতানা। *বণিক বার্তা*কে তিনি বলেন, 'জালিয়াতি বা অনিয়ম দুর্নীতির সব অভিযোগ মিথ্যা। যারা এ প্রকল্পে কাজ করতে পারেনি তারা এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে। প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব তাদের কাছে রয়েছে।'

প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, যশোরের ছয়টি উপজেলার প্রায় ৪০০ স্কুল কেন্দ্রের এক বছরের ভাড়া বকেয়া রয়েছে। দেড় হাজার টাকা হিসেবে ৪০০ স্কুলের এক বছরের ভাড়া ৭২ লাখ টাকা। আর যশোর পৌরসভার ৬০টি কেন্দ্রে আড়াই হাজার টাকা করে দেড় বছরের ভাড়া দেয়া হয়নি। যার পরিমাণ ৩০ লাখ টাকা। যদিও ভাড়া বাবদ বরাদ্দের টাকা দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃপক্ষ তুলে নিয়েছে। এছাড়া যশোর পৌরসভার ৬০টি স্কুল কেন্দ্রের ৬০ শিক্ষকের ১০ হাজার টাকা করে দুই মাসের বেতন বাবদ ১২ লাখ টাকা, ছয় উপজেলার ৪০০ শিক্ষকের ৫ হাজার টাকা করে দুই মাসে ৪০ লাখ, ৫০ জন সুপারভাইজারের ১৫ হাজার টাকা করে দুই মাসের বেতন ১৫ লাখ, পৌরসভার ছয়জন সুপারভাইজার ও উপজেলার আটজন ম্যানেজারের ২০ হাজার টাকা করে দুই মাসে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা দিশা সমাজ কল্যাণ সংস্থা তুলে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য মোসলেম বিশ্বাসের ঘর ভাড়া নেয়া হয়। অথচ একদিনের ভাড়াও পাননি তিনি। ওই কেন্দ্রের শিক্ষক মোসলেম বিশ্বাসের পুত্রবধূ মোছা. জুইনা খাতুন বলেন, 'কেন্দ্রে প্রথম যে শিক্ষক ছিলেন, বেতন না পেয়ে তিনি চার-পাঁচ মাস পর চলে যান। এরপর আমি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেছি। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও বেতন পায়নি।'

একই উপজেলার ধর্মগাতি কেন্দ্রটি ওই গ্রামের জহুরুল ইসলামের বাড়িতে। জহুরুল ইসলামের ছেলে মাজহারুল ইসলাম জানান, তারাও কেন্দ্রের কোনো ভাড়া পাননি। তার স্ত্রী ঝরনা খাতুন ওই কেন্দ্রের শিক্ষক। তিনিও কোনো বেতন-ভাতা পাননি। বাঘারপাড়া উপজেলার জহুরপুর ইউনিয়নের নরসিংহপুর গ্রামে শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক জেসমিন খাতুনের আট মাসের বেতন বকেয়া। কেন্দ্রের বাড়ির মালিক নাজিম মেম্বারও পাননি ভাড়া। একই উপজেলার জহুরপুর ইউনিয়নের বেতালপাড়া কেন্দ্রের বাড়ির মালিক মোক্তার হোসেনও ভাড়া পাননি।

ওই ইউনিয়নের সুপারভাইজার আব্দুর রহিম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'এ ইউনিয়নের কোনো কেন্দ্রের বাড়ির মালিক ভাড়া পাননি। কিন্তু দিশা সমাজকল্যাণ সংস্থা টাকা উত্তোলন করে নিয়েছে। আমার বেতন এবং সোশ্যাল বেনিফিটের টাকাও বকেয়া।'

সার্বিক বিষয়ে যশোর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক হিরামন কুমার বিশ্বাস বণিক বার্তাকে বলেন, 'অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তাকে চিঠি দিয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলেছে। চাহিদা অনুযায়ী আমি কাগজপত্র ও প্রতিবেদন পাঠিয়েছি।'

SATURDAY OCTOBER 28, 2023
KARTIK 12, 1430 BS
The Daily Star

TK 25,000 MINIMUM WAGE

RMG workers to continue demo till demand met

STAFF CORRESPONDENT

Workers involved in the country's ready-made garments sector will continue their movement unless a minimum wage of Tk 25,000 is not declared by November 1, said labour leaders yesterday.

The minimum wage of Tk 10,400 proposed by the factory owners is unacceptable, the leaders, under the banner of Garments Shramik Samhati, said at a demonstration held in front of Jatiya Press Club.

If the ongoing inflation is taken into account, the present minimum wage of Tk 8,000 stands at Tk 11,000, which is lower than the one proposed by factory owners, they said, adding that RMG workers in Gazipur and other areas will wage agitations if their demand for Tk 25,000 minimum wage is not met.

IndustriAll Bangladesh Council (IBC), which consists of 18 labour federations, in a statement said they are firm in their demands for the minimum wage to be at least Tk 23,000, with a 65 percent basic wage and an annual 10 percent increment, among others.

IBC also said while they do not support stoppage of work, or vandalism of any sort, workers are being harassed and intimidated by local goons hired by the factory owners.

DHAKA FRIDAY OCTOBER 27, 2023
KARTIK 11, 1430 BS
The Daily Star

The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Why are so many graduates jobless?

BBS survey again highlights the plight of unemployed youth

The picture of graduate unemployment that emerges from the latest survey of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) should not come as a surprise. According to the Labour Force Survey 2022 released on Wednesday, 12 percent of university graduates—or nearly 8 lakh—were unemployed last year, representing the highest percentage of unemployment among jobseekers from all levels of education. For context, the unemployment rate among people having higher secondary degrees was 8.87 percent, and it was 2.82 percent among those who completed secondary education. While the national average is also depressing, what troubles us more is why so many graduates, after having invested so much and gone through multiple layers of self-development, are still struggling to find employment.

Because of the difficulties of measuring unemployment as well as the general concerns over the reliability of government-produced figures, some experts believe the actual number of the unemployed will be much higher. One may recall that an Economist Intelligence Unit (EIU) report in 2014 claimed that 47 percent of university graduates were unemployed. Then, a 2017 estimate by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) went a step further, reporting a staggering 66 percent unemployment among graduates. Even if we stick with the measly BBS figure, it still drives home the urgency of creating more opportunities for educated jobseekers.

The year-on-year surge in unemployment is not limited to any specific field; even engineers and medical professionals, generally deemed to be in high demand, are facing similar challenges. It is essential to understand that the increased rate of graduate unemployment cannot be attributed solely to a lack of skills or qualifications, although having proper skills certainly helps. There are market realities that cannot be denied, including the protracted fallouts of Covid-19 and ongoing economic downturn as well as the declining investment in job creation. The uncertainties surrounding the upcoming general election may further shrink the fiscal space for employers. All this suggests that there will not be imminent relief for graduates.

Against this backdrop, it is vital that the authorities take the employment situation seriously. Graduates should be the backbone of a nation's workforce, driving its progress and innovation. When that doesn't happen, it risks falling behind. Lack of opportunities creates frustration and anger among the youth, which may have far-reaching sociopolitical consequences. Therefore, the authorities must urgently adopt a comprehensive strategy with a focus on providing marketable skills through training and internships, supporting entrepreneurship, reforming the education sector, and addressing the broader economic issues and providing incentives for investment and job creation.

NEW AGE
SUNDAY, OCTOBER 22, 2023

Digital tools can help workers access to justice: discussion

Staff Correspondent

LABOUR rights activists and trade unionists at a workshop on Saturday opined that the use of digital tools could ease workers' access to justice and reduce the huge case backblock discouraging them to justice as well.

Bangladesh Legal Aid and Services Trust, Dnet and the 'Rule of Law Collaborative programme of the University of South Carolina jointly organised the ever first event titled 'Hackathon' on workers' access to justice in a city hotel.

BLAST's honorary executive director Sara Hossain said that the workers in Bangladesh faced a range of obstacles including lack of awareness about their rights, challenges in securing legal assistance, and resource imbalances with employers and case backlog. All these prevented them from accessing justice.

'We can use digital tolls to remove the barriers and ensure justice for workers,' she said adding that when some people started to get justice it would inspire others as well.

Trade unionists said that a huge number of cases remained pending in labour court and poor workers had to wait years after years to get justice which was costly and sometime workers lost hope and left the case.

Tannery Workers Union president Abul Kalam Azad said that it was too challenging for workers to attend court from remote area of the country while cases take too long time to dispose up.

He said that online update and virtual hearing could speed up workers' cases.

Five different groups took challenges of workers on the way to get justice and came up with various solutions at the workshop.

Trade unionists, rights activists, researchers, academicians and students participated in the two-day long workshop.

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৬, ২০২৩ ■ কার্তিক

কর্মজীবী নারীর মতবিনিময় সভা

করোনার পর প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কমেছে নারী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

করোনার অভিঘাতের পর দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। বিপরীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। এছাড়া নারী শ্রমিকরা বর্তমানে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ একাধিক শ্রম খাতে যুক্ত আছেন। গতকাল রাজধানীর ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে এক ধারণাপত্র উপস্থাপনে এসব তথ্য জানান কর্মজীবী নারীর প্রকল্প সমন্বয়ক আমেনা। 'কভিড-১৯-পরবর্তী সময়ে নারী ও নারী শ্রমিকের অসহায়ত্ব: শোভন কাজ ও সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা' শীর্ষক এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে কর্মজীবী নারী।

কর্মজীবী নারীর ধারণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, ৬৯৫ জন নারী শ্রমিকের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। এদের মধ্যে কভিডের কারণে পেশার পরিবর্তন করেছেন ১০ দশমিক ২ শতাংশ। এসব নারী শ্রমিকের মধ্যে ২০০ জন করোনার আগে পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। পরবর্তী সময়ে ১৩৩ জন নারী শ্রমিক কারখানায় ফিরে যেতে পারেননি। করোনার আগে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫৮ জন যা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২৭। যার অর্থ করোনার পর প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেছে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বেড়ে গেছে। করোনার আগে এ ৬৯৫ জন নারীর গড় আয় ছিল ৮ হাজার ২০৮ টাকা এবং বর্তমানে গড় আয় ৪ হাজার ৪৪০ টাকা। দেশের ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ নারী জীবনযাপনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণ গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ সে ঋণের বোঝা এখনো বহন করছে।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, 'নারী শ্রমিকদের ঝুঁকি কমাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এক কোটি নারীর জন্য সরকারি সুরক্ষা স্কিম চালু করা, মূল্যস্ফীতির এ সময়ে সর্বজনীন রেশনের ব্যবস্থা, করোনা-পরবর্তী সময়ের দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবার জন্য একটি জাতীয় মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এছাড়া সব শ্রম আইন শ্রমিকের পক্ষে হতে হবে। এটি কভিড-১৯-পরবর্তী সময়ের দাবি।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য আরমা দত্ত বলেন, 'করোনা-পরবর্তী সময়ে নারী শ্রমিকরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা শনাক্ত করে সমাধানে কাজ করতে হবে।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশের ইআইআই প্রকল্পের জাতীয় সমন্বয়ক নওশিন শাফিনাজ শাহ বলেন, 'কভিড-পরবর্তী সময়ে কর্মহীন শ্রমিকদের ঝুঁকি নিরসনের জন্য ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেজও প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ বলেন, 'গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৮৬ শতাংশ নারী তার জীবনকে অর্থহীন মনে করেন, নারী শ্রমিকদের এ হতাশা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।'

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোস্তফা মাহমুদ সারোয়ার বলেন, 'বিভিন্ন ভাতা তুলতে গিয়ে ভাতা গ্রহীতাদের ঘুস দিতে হয়েছে, সিপিডির একটি প্রতিবেদনকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারিনি। পরে আমরা অভিযোগকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তারা বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় ইউপি মেম্বার, চেয়ারম্যানরা এ অর্থ নিয়েছেন অফিসের খরচ দেখিয়ে। আমরা তাদের ভাতাও দিয়েছি, 'খরচ হিসেবে' দেয়া অর্থও আমরা উদ্ধার করে দিয়েছি। প্রতিবন্ধী ভাতা শতভাগ হয়েছে, সামনে আরো বাড়বে।'

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৩।

পোশাক খাত নিয়ে আইবিসির উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে উদ্বেগ জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। একই সঙ্গে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণেরও দাবি জানায় সংগঠনটি।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর তোপখানা রোডে অবস্থিত জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সভা শেষে আইবিসি এসব কথা জানায়। এতে সভাপতিত্ব করেন আইবিসির সভাপতি আমিরুল হক। এ সময় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

গত রবিবার মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষ নিম্নতম ৩০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি অর্থাৎ নিম্নতম মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা করার প্রস্তাব দেয়। এর পরই পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সর্বনিম্ন মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে শ্রমিকরা রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা চার দিন গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার বিক্ষোভ মিছিল করেন।

আইবিসির সভা শেষে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং কারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

আইবিসি অবরোধ সমর্থন করে না উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে সহায়তা করবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিজ্ঞপ্তিতে মালিকদের ভাড়াটে মাস্তান বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১০ কার্তি
২৬ অক্টোবর ২০২৩

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার

শতাধিক জেলেকে জেল-জরিমানা

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ সংরক্ষণে ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ আহরণের নিষিদ্ধ সময় চলমান রয়েছে। আইন অমান্য করে কোনো জেলে মাছ শিকার করলে তার বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। এদিকে ঐ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চাঁদপুর ও সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় মা-ইলিশ শিকার করায় শতাধিক জেলেকে আটক করে জেল-জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চাঁদপুর : চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয়াশ্রম এলাকায় মা-ইলিশ ধরায় টাস্কফোর্স ও নৌ-পুলিশের পৃথক অভিযানে ৮৭ জেলে আটক হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩ জেলেকে আটক করেছে নৌ-পুলিশ এবং চার জেলেকে আটক করেছে সদর উপজেলা টাস্কফোর্স। বুধবার দুপুরে নৌ-পুলিশের অভিযানের তথ্য জানান ওসি মো. কামরুজ্জামান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় অভয়াশ্রম এলাকায় নৌ-পুলিশের অভিযানে ৮৩ জেলেকে আটক করা হয়। এর মধ্যে ২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা, চার জেলেকে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং ১৪ জেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ৩৮ জেলের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৫টি, কারেন্টজাল জব্দ হয়েছে ২০ লাখ মিটার, ইলিশ জব্দ হয়েছে ৪৫২ কেজি এবং মাছ ধরার নৌকা ২৭টি।

এদিকে সদর উপজেলা টাস্কফোর্সের জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মো. তানজিমুল ইসলাম বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুর সদর টাস্কফোর্সের অভিযানে চার জেলেকে আটক করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের ১৫ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেশমা খাতুন।

চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) : চৌহালীতে যমুনায় মা-ইলিশ শিকার করায় ১৫ জেলেকে আটকের পর ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার রাতভর চৌহালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে চৌহালী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ক্ষেত্র সহকারী শফিকুল ইসলাম, পুলিশ ও আনসার বাহিনী সদস্যরা অংশ নেন।

সমকাল বুধবার। ২৫ অক্টোবর ২০২৩

নিষেধাজ্ঞাকালে ইলিশ শিকার একজন আটক

■ দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দোহারে পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকার করায় একজনকে আটক করেছে দোহার থানা পুলিশ। মঙ্গলবার রাত পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার মেঘুলা পদ্মার পাড় থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মোহন মিয়া উপজেলার মধুরচর গ্রামের আব্দুল কাদের মিয়ার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোহনের বিরুদ্ধে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে দোহারের পদ্মা নদীতে অর্ধশতাধিক ফড়িয়া জেলে নিয়ে রাতে নদীতে ইলিশ শিকার, আহরণ ও মজুত করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি জেলেদের কাছ থেকে নৌ পুলিশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের নামে চাঁদা আদায় করে আসছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

দোহার থানার ওসি মোস্তফা কামাল বলেন, আটক মোহন প্রশাসনকে ম্যানেজ করার কথা বলে জনপ্রতি ১২শ টাকা চাঁদা আদায় করছেন– এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশ পাঠিয়ে মোহনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

শোভন কাজ

The Financial Express Friday | October 27, 2023

82 fishermen jailed for violating hilsa ban in two districts

A total f 68 fishermen were arrested for violating ban on hilsa fishing during the peak breeding period in Manikganj and Chandpur on Thursday, reports BSS.

In Manikganj, a total of 41 fishermen were jailed for catching hilsha defying ban on catching, selling and transporting to ensure safe spawning of the fish during its peak breeding period.

District Fisheries Officer (DFO) Md.Saifur Rahman said a total of 7, 37,000 metres of current net worth about Tk 1,40,14,000 were seized from the river Padma and Jamuna so far during the banning period.

A total of 77 cases were filed against the fishermen who violated the ban of hilsha fishing and 41 fishermen were jailed for the same, the DFO said.

Besides, 60 kilograms of hilsh fish were seized during the last 24 hours, he said adding that 35,000 metres of current net worth about Tk 7,00,000 were seized during this period.

As part of regular drive, Deputy Commissioner (DC) of Manikganj Rahana Akther also conducted a special drive on the Padma and the Jamuna rivers. Besides, Upazila Nirbahi Officer (UNO) and Assistant Commissioners (Land) of Daulatpur, Shibalaya and Harirampur upazilas have conducted separate drives regularly to save the mother Hilsha on the Padma and the Jamuna.

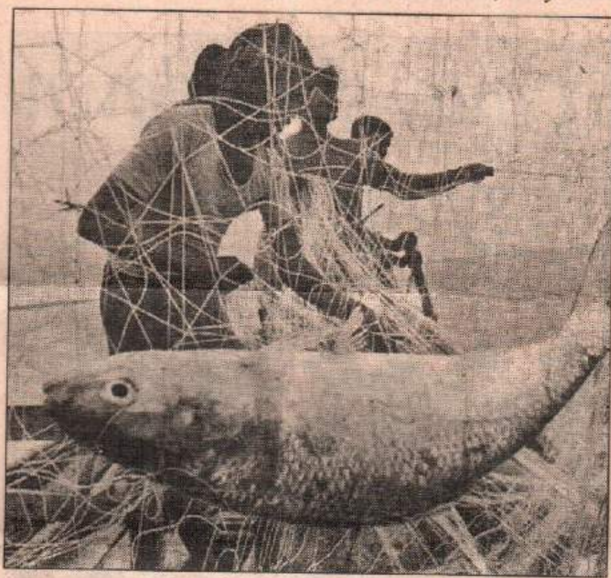

District Fishery Officer Md. Saifur Rahman said the seized hilsha fish has been distributed among the inmates of government Shishu Paribar and madrasa students.

The seized current nets were burnt. Some of it was also distributed among the ultra poor people who have no capacity to buy hilsha.

The locals said a group of people remain active to catch the hilsa when they get chance. The sources said they remain hiding in a safe place and when the patrol boat of the Fishery Department moves to distance locations, they start to catch hilsa.

Now the movement of hilsa has increased a lot as it is the peak season of breeding.

DFO Saifur Rahman said it is a vast area of Harirampur, Shibalaya and Daulatpur upazilas of the river Padma and Jamuna.

The illegal hilsa hunters may take chances to catch-fish but our team successfully prevented them promptly.

A total of 125 drives and 31 mobile courts were conducted here and would be continued until the last date of the ban.

In Chandpur, a total of 41 fishermen were arrested from the rivers of Padma and Meghna in separate drives along with current nets and mother hilsa in the last 24-hour in the district for defying the government's ongoing a 22-day ban on Hilsha fishing.

District Fisheries Office and Naval Police conducted the separate drives in the district.

Officer-in-Charge (OC) of Chandpur Naval thana Md. Kamruzzaman said, a total of 41 fishermen were arrested with 449-kg of mother hilsa, 18 fishing boats and 20.20 lakh meters of banned current nets during the separate drives in the river Padma and river Meghna in the district.

The mobile court sentenced 16 fishermen to different terms imprisonment.

Among them, four juvenile were released as they were minor and rests of the 21 fisherman were sent to jail with a case, he said.

The government has imposed a 22-day ban on catching, selling, storing and transporting Hilsha, to ensure safe spawning of the Mother hilsa, during its peak breeding period.

যুগান্তর

শুক্রবার ২৭ অক্টোবর ২০২৩

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক

—জিএম কাদের

যুগান্তর প্রতিবেদন

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৩ হাজার করার দাবিতে চলমান আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক। তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি মেনে নিতেও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জিএম কাদের বলেন, যে শ্রমিকরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তারাই সবচেয়ে বেশি মানবেতর জীবনযাপন করছে। দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা শ্রমিকদের সঙ্গে অমানবিক বৈষম্য চলছে। সভ্য সমাজে এমন বৈষম্য বেমানান। তিনি বলেন শুরু থেকেই তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের খুবই সামান্য বেতন দেওয়া হতো। তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করা হয় ৫ হাজার ৩শ' টাকা। অথচ ওই সময় শ্রমিকরা সর্বনিম্ন ১৬ হাজার টাকা বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছিল। ২০১৮ সালের প্রবল শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করা হয় ৮ হাজার টাকা। ২০১৯ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান বলেন, ২০১৮ সালের ৮ হাজার টাকা বেতন কাঠামোতে শ্রমিকদের জীবন চলে না। তিনি বলেন, দফায় দফায় নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ৮ হাজার টাকায় একটি পরিবারের খাবার খরচই অসম্ভব। এমন বাস্তবতায় তারা বাসা ভাড়া, চিকিৎসা, পোশাক ও শিশুদের লেখাপড়া চালাবে কীভাবে? গবেষণা সংস্থা সিপিডির সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৪ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক খাবার খরচ হচ্ছে ২২ হাজার ৪২১ টাকা। আন্দোলনরত তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন ২৩ হাজার টাকা বেতনের দাবি মানবিক কারণেই মেনে নিতে হবে। তাই, আন্দোলনরত তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে সদয় আচরণ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান।

বণিক বার্তা শনিবার, অক্টোবর ২৮, ২০২৩

হবিগঞ্জে অনুমতি ছাড়াই সিসা তৈরি পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বাসিন্দারা

শ্রমিকদের কাজের জন্য নেই নিরাপত্তা সরঞ্জাম। প্রতিষ্ঠানটির সাইনবোর্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কলকারখানা অধিদপ্তরের অনুমতি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরির নিরাপদ চুল্লিও নেই

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিলেট

হবিগঞ্জের মাধবপুরে পুরোনো ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরির কারখানাটি গড়ে উঠেছে। উপজেলার ছাতিয়াইন ইউনিয়নের ছাতিয়াইন-বাঘাসুরা রাস্তার পাশে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গড়ে তোলা কারখানায় কাজ করেন ১৫-২০ শ্রমিক-কর্মচারী। কারখানার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে পরিত্যক্ত ব্যাটারির বর্জ্য-প্লাস্টিক, কার্বন ও ক্ষতিকারক পদার্থ। শ্রমিকদের কাজের জন্য নেই নিরাপত্তা সরঞ্জাম। প্রতিষ্ঠানটির সাইনবোর্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কলকারখানা অধিদপ্তরের অনুমতি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরির নিরাপদ চুল্লিও নেই। কারখানার ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এমএএইচ ইশতাক মামুন বলেন, 'ব্যাটারি পোড়ানোর ধোঁয়া মানবদেহে প্রবেশ করলে মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে ক্যান্সার, মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিসহ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এমনকি মানসিক বিকৃতি ও রক্তশূন্যতাও হতে পারে। প্রভাব পড়তে পারে লিভার ও কিডনিতেও।'

জমির আলী নামে কারখানার এক শ্রমিক বলেন, 'এখানে অধিকাংশ শ্রমিকের বাড়ি উত্তরবঙ্গে। দিনের বেলায় ব্যাটারি ভাঙা হয়, রাতে পুড়িয়ে সিসা তৈরি করা হয়। ব্যাটারি পোড়ানোর কোনো চুল্লিও নেই। তাই উন্মুক্ত স্থানেই পোড়ানো হয়।'

ছাতিয়াইন ইউনিয়নের মেম্বার আবুল খায়ের বলেন, 'কারখানার মালিক জাবেদ মিয়ার বাড়ি পাশের ছাতিয়াইন গ্রামে। ব্যক্তিগতভাবে তাকে অনুরোধ করেছি এটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু তিনি বন্ধ করছেন না। প্রতিদিন রাত ১২টার দিকে ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করেন। ছয় মাস ধরে রাতে ব্যাটারি পোড়ানো হচ্ছে। সে সময় গন্ধে ঘরে থাকা যায় না। এছাড়া পোড়ানোর স্থানে কোনো ছাউনি না থাকায় বৃষ্টির পানির সঙ্গে বিষাক্ত বর্জ্য পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে।'

তবে কারখানার মালিক জাবেদ মিয়া বলেন, 'কারখানায় পুরোনো ব্যাটারি ভেঙে ভেতরের অংশগুলো আলাদা করে বিক্রি করি। এসব করতে কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না।' এজন্য তিনি কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুর আহসান বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে এর আগে কেউ অভিযোগ করেনি। খোঁজ নিয়ে কারখানাটি উচ্ছেদে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

সার্বিক বিষয়ে সিলেট পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক এমরান আহমেদ বলেন, 'প্রকাশ্যে ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করলে বায়ুদূষণ ও আশপাশে বসবাসরত প্রাণীর ক্ষতি হয়। যত দ্রুত সম্ভব কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

The Financial Express Friday | October 27, 2023

NBR, customs draw flak from RMG leaders

FE REPORT

Three-day 7th BIGTEX kicks off

Calling the National Board of Revenue (NBR) a threat to business, the country's apparel leaders on Thursday strongly criticised the revenue board and customs authorities for allegedly making the business difficult.

They alleged that the regulatory bodies and the bureaucracy were slowing down business in the country in the name of tax and vat laws.

The RMG leaders made the allegation at the inauguration of the three-day '7th BIGTEX-Bangladesh International Garment & Textile Industry Exposition, that kicked off at the International Convention City Bashundhara in Dhaka.

Engineer Mohammad Mozaffar Hossain MP, a renowned business leader, addressing the event as the chief guest said, "NBR has become a panic for us to do business."

Pointing to the NBR chairman, he added, "I cannot go further on him (NBR chairman) being a ruling party MP."

He admitted the crisis the country's business has been facing due to gas, electricity and reserve shortage.

He, however, attributed the crisis to the Covid-19 pandemic and world war situation that has pushed foreign reserve crisis and the government is trying to mitigate the crisis.

Mohammad Hatem, executive president of BKMEA, echoed the same on the role of NBR and customs.

"The problem is deepening day by day. The NBR and customs authorities have pushed the businesses in a hard-pressed situation. We are now forced back to the wall due to the trouble-making initiatives of NBR and customs," he alleged.

He also viewed that the newly-proposed wage for the RMG workers was not practical and they would have to suspend operation in factories amid such a pressure and sorry state of business.

The apparel sector is facing severe gas and electricity shortage, difficulties in getting bank loans while buyers are not making payments-all these have pushed the sector into dire straits, he said.

Hatem, however, believed that being the world's safest and with a bigger number of green factories, Bangladesh would be the next sourcing hub of the globe.

Meanwhile, businesses highlighted that Bangladesh needs to cut its dependency on cotton and increase the use of manmade fibre or synthetic to cope up with the competition in the global market.

nsrafsanju@gmail.com

সমকাল ২৮ অক্টোবর ২০২৩

জেলেদের চালে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি

■ নাসির লিটন, ভোলা

সমকাল অনুসন্ধান

সরকারি সহায়তা বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম

১৬০ কেজির বদলে মেলে **সর্বোচ্চ ৬০ কেজি**

তালিকায় জনপ্রতিনিধির স্বজনসহ **অন্য পেশার মানুষ**

উপজেলা প্রশাসন সুবিধাভোগীদের **নাম জানে না**

চাউল আইয়ে চেয়ারম্যান-মেম্বরগো লাইগ্যা। আমগোরে কিছু দিয়া দেহ্যায়। বাকিডা নিজেরা খাইয়া বড়লোক অয়

ক্ষতিগ্রস্ত জেলে

ভোলায় ইলিশ আহরণে নিষিদ্ধ সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের খাদ্য সহায়তা বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিতরণের দায়িত্বে থাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বরাদ্দের অর্ধেকও পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্ত জেলেরা। তালিকা প্রস্তুত থেকে শুরু করে চাল বণ্টন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই চলে দুর্নীতি। প্রত্যেক জেলের জন্য সরকার ১৬০ কেজি চাল বরাদ্দ দিলেও কেউই ৬০ কেজির বেশি পান না।

প্রকৃত জেলেদের বাদ রেখে তালিকাভুক্ত করা হয় জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয়স্বজন, চাকরিজীবী ও অন্য পেশার মানুষকে। দুর্নীতি ঢাকার জন্য সুবিধাভোগীদের তালিকাও সংরক্ষণ করা হয় না।

সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ইচ্ছা অনুযায়ী। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জেলা পর্যন্ত অনেকেই এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় নেই কোনো জবাবদিহি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জেলেদের পরিবর্তে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেন। ফলে সরকারি সহায়তায় জেলেদের উপকারের পরিবর্তে জনপ্রতিনিধি ও বিতরণের সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তারা হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন। জেলেদের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

মেঘনা, তেঁতুলিয়া আর বঙ্গোপসাগর ঘেরা দ্বীপজেলা ভোলায় দুই লক্ষাধিক মানুষ মাছ শিকারে জড়িত। রুপালি ইলিশ ধরাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। তবে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে প্রতিবছর তিন দফা নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্য বিভাগ। পুরো মার্চ ও এপ্রিল, ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন ও অক্টোবর মাসে ২২ দিন মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এতে প্রায় পাঁচ মাস কর্মহীন থাকতে হয় জেলেদের। এই দীর্ঘ সময় কর্মহীন থাকার কারণে দরিদ্র জেলে পরিবারকে চরম অভাব-অনটনে দিন কাটাতে হয়। এসব মানুষের অভাব লাঘব করতে খাদ্য সহায়তা দেয় সরকার।

সরকারি সহায়তা নিয়ে জেলার পাঁচ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ২৩৫ জেলের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। এ সময়ের জন্য প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে চার মাসের ১৬০ কেজি চাল সরকার বরাদ্দ দিলেও তা তাদের কেউই পাননি। তাদের মধ্যে দুই মাসের জন্য ৫৫ থেকে ৬০ কেজি করে পেয়েছেন ১২৩ জন, এক মাসের জন্য ৩০ কেজি করে পেয়েছেন ৮১ জন এবং মোটেও পাননি ৩১ জন। মাসে ৪০ কেজি করে বরাদ্দের বিষয়টি তাদের জানা থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদের নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পান না তারা। তাদের আশঙ্কা, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বিরোধিতা করলে চাল তো জুটবেই না, উল্টো নানা হয়রানির শিকার হতে হবে।

জেলেদের অভিযোগ

দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুরের মেঘনাপাড়ের বাঁধের বাসিন্দা মো. নাছির জীবিকা নির্বাহের জন্য ৭০ বছর বয়সেও ছেলে মো. হোসেনের সঙ্গে মেঘনায় মাছ ধরতে যান। সরকারি সহায়তার কথা বলতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। নাছির বললেন, 'চাউল আইয়ে চেয়ারম্যান-মেম্বরগো লাইগ্যা। আমগোরে কিছু দিয়া দেহ্যায়। বাকিডা নিজেরা খাইয়া বড়লোক আর দালানের মালিক হয়। কার লগে যুদ্ধ করমু? নামমাত্র যা দেয় তা নিয়াই খুশি থাকত হয়।' মো. নাছির জানান, তিনি কখনও সরকারের বরাদ্দ দেওয়া ১৬০ কেজি চাল পাননি। চলতি বছর দুই কিস্তিতে ৫০ কেজি চাল পেয়েছেন।

জেলে অধ্যুষিত ভবানীপুর ইউনিয়নের ৭৮ জেলের সঙ্গে কথা হয় খাদ্য সহায়তা নিয়ে। এর মধ্যে ৯ জন এক কিস্তি ও ৬৯ জন দুই কিস্তির চাল পেয়েছেন। ওজনেও কম ছিল। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জেলে জসিম উদ্দিন দুই কিস্তিতে ৫৫ কেজি চাল পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'মুখ চাইয়া চাইয়া নেতাকর্মীরা চাউল দেয়।' এক কিস্তিতে একই এলাকার মো. ফিরোজ পেয়েছেন ৩০ কেজি। চাল কম পাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এসব নিয়ে কথা কইলে মাইর খাইতে অইব। ঝামেলা বাড়ব।' ভবানীপুর মাছঘাটে বসে কথা হয় জেলে আবুল কাশেমের সঙ্গে। ১৬০ কেজির পরিবর্তে ৬০ কেজি চাল পেয়েছেন তিনি।

জেলে সহায়তার চাল বিতরণ নিয়ে তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ১ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৪৬ নিবন্ধিত জেলের সঙ্গে কথা হয়। এর মধ্যে এক কিস্তি চাল পেয়েছেন পাঁচজন। পাননি ১৩ জন। বাকি ২৮ জন চার কিস্তির পরিবর্তে পেয়েছেন দুই কিস্তি। চাঁদপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মহাজনকান্দির মো. ফারুক জানান, জেলে কার্ডের পরিবর্তে চেয়ারম্যান-মেম্বাররা 'টোকেন' এর মাধ্যমে চাল বিতরণ করেছেন। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাওলানাকান্দির মো. হানিফ, মো. সজীব, রফিজল, আব্বাস মাঝি, মিজান, হানিফ, আজগর ও শাহিন স্থানীয় মেম্বারের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সরকারি সহায়তা পাননি। হাওলাদারকান্দি গ্রামের বাবুল মাঝি বলেন, 'মেম্বারের বাসায় গেলে ধমক দেয়।'

সদর উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীপাড়ের ভেদুরিয়া ও ভেলুমিয়া ইউনিয়নের ৬১ জেলের সঙ্গে আলাপ হয়। এর মধ্যে ৫৯ জনই দুই মাসের জন্য ৬০ কেজি করে চাল পেয়েছেন। লালমোহন উপজেলার রমাগঞ্জ ইউনিয়নের ১১ জনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আটজন দুই মাসের ও তিনজন এক মাসের সহায়তা পেয়েছেন। এ উপজেলার বিচ্ছিন্ন চর কচুয়া গ্রামের ১৮ নিবন্ধিত জেলের কেউ চাল পাননি। চরফ্যাসন উপজেলার এওয়াজপুর, মাদরাজ ও হাজারিগঞ্জ ইউনিয়নের ২১ জেলের দেওয়া তথ্যমতে, তারা সবাই দুই মাসের চাল পেয়েছেন। সরকারিভাবে তাদের জন্য চার মাসের জন্য ১৬০ কেজি করে চাল বরাদ্দ হলেও তারা কেউ পূর্ণাঙ্গ বরাদ্দ পাননি। পুরো জেলায় কেউই ১৬০ কেজি চাল পাননি।

জেলেদের জন্য বরাদ্দ

জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চলতি বছর চার মাসের জন্য চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলায় ১ লাখ ৫৯ হাজার নিবন্ধিত জেলে থাকলেও ৮৯ হাজার ৪১০ পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৪ হাজার ৩০৫ টন চাল। প্রথমে মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ আসে জেলা প্রশাসকের কাছে। জেলা প্রশাসক বরাদ্দ দেন ইউএনওদের অনুকূলে। ইউএনওরা সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুকূলে বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। জেলা প্রশাসক গত ৯ জানুয়ারি এ চাল বরাদ্দ দেন।

বিতরণে অনিয়ম

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ি মঞ্জুরীকৃত ভিজিএফ চাল বিতরণকালে মৎস্য অফিসের প্রতিনিধি এবং ট্যাগ অফিসারদের উপস্থিত থেকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কথা। ইউনিয়ন পরিষদ সুবিধাভোগী প্রত্যেকের কাছ থেকে মাষ্টার রোলে টিপ বা স্বাক্ষর রাখবেন। প্রত্যেক সুবিধাভোগী মাষ্টার রোলের চারটি ঘরে স্বাক্ষর করে চার মাসের চাল বুঝে নেবেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা এসব নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো চাল বিতরণ করছেন। মৎস্য অফিসের প্রতিনিধি বা ট্যাগ অফিসাররা বিতরণকালে উপস্থিত থাকেন না। তাই চেয়ারম্যানরা সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নেন। ইউনিয়ন পরিষদ গড়িমসি করে নিষেধাজ্ঞার শেষ দিকে এসে তড়িঘড়ি করে দুই মাসের চাল বিতরণ করেন। আর বাকি দুই মাসের চাল কোথায় যায়, সেই হিসাব নেওয়ার কেউ থাকে না।

জমা হয়নি মাষ্টার রোল

চাল বিতরণের একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে 'মাষ্টার রোল'। এটা সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সরকারের এ সুবিধা কোন কোন ব্যক্তি নিয়েছেন তাঁর নাম, পরিচয়, কার্ড নম্বর এসব মাষ্টার রোলে উল্লেখ করা থাকে। চলতি বছরের চাল বিতরণ শেষ হয়েছে গত মে মাসে। চার মাস অতিক্রম হওয়ার পরও জেলার একটি ইউনিয়নও সংশ্লিষ্ট উপজেলায় মাষ্টার রোল জমা দেননি বলে কর্তৃপক্ষ জানান।

এ প্রতিবেদক ভোলা সদর, চরফ্যাসন, তজুমদ্দিন, দৌলতখান ও লালমোহন উপজেলায়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

জেলেদের চালে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি

মাস্টার রোলের জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন। তবে কেউই দিতে পারেননি। চরফ্যাসনের ইউএনও নওরিন হক ইউনিয়ন থেকে মাস্টার রোল সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য একজন অফিস সহকারীকে দায়িত্ব দিলেও এক মাসে তিনি তা সংগ্রহ করতে পারেননি। লালমোহন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হাসান মিনার জানান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা এখনও মাস্টার রোল অফিসে জমা দেননি।

তালিকা তৈরিতে অনিয়ম

জেলে তালিকায় অন্য পেশার লোকদের নাম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত জেলেদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। সদর উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জেলে তালিকা যাচাই করে দেখা যায়, তালিকাভুক্ত ৭০ জনের মধ্যে ৪৫ জনই অন্য পেশায় জড়িত। তালিকায় নাম রয়েছে বর্তমান মহিলা মেম্বারের স্বামী, সাবেক মেম্বারের খালাতো ও চাচাতো ভাই, কৃষক, অটোচালক, স'মিল শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, দোনকানদারসহ বিভিন্ন পেশাজীবী। শিবপুর ইউনিয়নের সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মেম্বার শিল্পী বেগমের স্বামী জসিম উদ্দিন ব্যবসা করেন। তাঁর নামেও জেলে কার্ড রয়েছে।

জেলে সমিতির বক্তব্য

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমিতি ভোলা সদর উপজেলার সভাপতি এরশাদ ফরাজি ও কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম মাঝি জানান, জেলেরা সরকারি সহায়তা কখনোই পুরোপুরি পান না। সুবিধাভোগী তালিকা করতে ইউনিয়ন টাস্কফোর্সে মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য রাখার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। এ সুযোগে অন্য পেশার লোকজনকে জেলে হিসাবে নিবন্ধন করছে।

জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের ভাষ্য

তজুমদ্দিনের চাঁদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল্যাহ কিরণ বলেন, তাঁর ইউনিয়নে নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ৭ হাজার ৩১০ জন। অনিবন্ধিতসহ জেলে প্রায় ১০ হাজার। খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন ৪ হাজার ৩১২ জন। তাদের সবাইকে তিনি চাল দিয়েছেন। এতে কোনো অনিয়ম হয়নি।

সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের দাবি, বরাদ্দ কম পাওয়ায় সবার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন।

তবে নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত জেলেরা পুরো চার মাসের সহায়তা পাবেন। সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টিও অনিয়ম।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোল্লা এমদাদুল্যাহ বলেন, চাল' বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি হলেও জেলেদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না। বরাদ্দটা সরাসরি চেয়ারম্যানদের অনুকূলে দেওয়া হয়। তারা তালিকা করে ইচ্ছামতো বিতরণ করেন। দেখার দায়িত্ব থাকে ইউএনওদের। এখানে মৎস্য বিভাগের তেমন কিছু করার নেই।

যুগান্তর | রোববার ২৯ অক্টোবর ২০২৩
১৩ কার্তিক ১৪৩০

১২৬ জেলের কারাদণ্ড জরিমানা ১১ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় ১২৬ জেলেকে কারাদণ্ড এবং ১১ জেলেকে জরিমানা করা হয়েছে। শুক্র ও শনিবার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড প্রদান করেন। এদিকে ভোলায় জেলেদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন জেলা প্রশাসক। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **বরিশালে** ৪৩ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দণ্ডপ্রাপ্তদের মোট ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শনিবার সকাল ৮টার আগের ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদীতে মৎস্য অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। শনিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরিশাল মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন। তথ্য মতে, ১২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে এক হাজার ৮৮৫টি অভিযান এবং ৭৩৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। **ঝালকাঠির নলছিটিতে** অভিযান চালিয়ে তিন জেলেকে এক বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম শনিবার এ দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—গৌরিপাশা গ্রামের মো. ছোবাহান আকনের ছেলে মো. ছোহরাব আকন, একই গ্রামের আ. আজিজ হাওলাদারের ছেলে মো. সুমন হাওলাদার এবং গোয়ালকাঠি গ্রামের আশ্রাফ আলী খন্দকারের ছেলে মো. শহিদ হোসেন খন্দকার। উপজেলা মৎস্য অফিসার রমনী কুমার মিস্ত্রি এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ওই জেলেরা শনিবার ভোরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুগন্ধা নদীতে ইলিশ শিকার করছিলেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১২০০ মিটার কারেন্ট জাল ও একটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করা হয়। **পটুয়াখালীর দুমকিতে** পায়রা নদীতে অবৈধভাবে ইলিশ শিকার করায় তিন জেলেকে আটক করেছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ। আটকরা হলেন—পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের আলগী গ্রামের মো. দেলোয়ার হাওলাদার, নলদোয়ানী গ্রামের মো. দেলোয়ার খান ও আলগী গ্রামের মো. মোতালেব মৃধা। শুক্রবার রাতে দুমকি উপজেলা মৎস্য বিভাগ থানা পুলিশের সহায়তায় তাদের আটক করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল ইমরান মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে তাদের তিনজনকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। **চাঁদপুরে** পদ্মা-মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় নৌ-পুলিশ ও টাস্কফোর্সের পৃথক অভিযানে ১৪৩ জেলেকে আটক করা হয়। শনিবার দুপুরে চাঁদপুর সদর নৌ থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান নৌ-পুলিশের অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নৌ-পুলিশের অভিযানে অভয়াশ্রম এলাকা থেকে ইলিশ ধরা অবস্থায় হাতেনাতে ১০৪ জেলে আটক হয়। জব্দ করা হয় ৭ লাখ ৫৯ হাজার মিটার কারেন্টজাল, ৫৭৪ কেজি ইলিশ এবং ৩৩টি মাছ ধরার নৌকা। এসব ঘটনায় ৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৪২ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড, ৮ জেলেকে ৩৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, ১৬ জেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ৩৮ জেলের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হয়। অপরদিকে চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলা টাস্কফোর্সের অভয়াশ্রম এলাকায় ২৪ ঘণ্টার অভিযানের তথ্য জানিয়েছেন সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মো. তানজিমুল ইসলাম। তিনি জানান, অভিযানে আটক ৩৯ জেলের মধ্যে ১০ জনকে এক মাস করে, ২৮ জনকে ৭ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিগার সুলতানা। একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। একই সময় জব্দ করা হয় ৩টি মাছ ধরার নৌকা। টাস্কফোর্সের এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম মো. মেহেদী হাসান, নৌ-পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা। অভিযানে নৌ পুলিশের একাধিক দল ও কোস্টগার্ড সদস্যরা সহযোগিতা করেন। **ভোলায়** মেঘনা নদীতে শনিবার অভিযান চালানোর পাশাপাশি জেলেদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান। এ সময় রামদাসপুর জেলে পল্লির শতাধিক জেলে অভিযোগ তুলে ধরেন যে, পাশের মেহেন্দীগঞ্জ এলাকার জেলেরা তাদের সীমানার মধ্যে এসে মা ইলিশ শিকার করে থাকেন। একই সঙ্গে তারা দাবি করেন, মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকা সময় তাদের মাত্র ২৫ কেজি চাল দেওয়া হয়। এতে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ভরণপোষণ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। জেলা প্রশাসক জানান, এবার তারা নিবন্ধিত জেলেদের নিষেধাজ্ঞার শুরুতে চাল পৌঁছে দিয়েছেন। সবাই চাল পেয়েছে কিনা তাও জানতে চান জেলা প্রশাসক। জেলে প্রশাসকের অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. মো. মোতালেব হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আছাদুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তামিম আল ইয়ামিন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তৌহিদুল ইসলাম, মৎস্য বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. নাজিম উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাফুজুর রহমান।

ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য

সংবাদ
রবিবার ১৩ কার্তিক ১৪৩০
Sunday 29 October 2023

মালিকপক্ষের ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান শ্রমিক নেতাদের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রমিকের মজুরি ইস্যুতে পোশাক খাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। তারা পোশাক শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটি বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানায়।

রাজধানীর তোপখানায় জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গত শুক্রবার সকালে আইবিসির জরুরি সভা শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। আইবিসির সভাপতি আমিরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে আইবিসির অধীনে ১৮টি রেজিস্টার্ড ফেডারেশন রয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি, ৬৫ শতাংশ মূল মজুরি, বছরে ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি এবং সাতটির পরিবর্তে পাঁচটি গ্রেড দাবি করেছে আইবিসি। একই সঙ্গে

> তারা পোশাক শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটি বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানায়

সংগঠনটি বলেছে, তারা কোনোভাবেই আইবিসি কারখানা ভাঙচুর, ইচ্ছামাফিক কাজ বন্ধ, যখন-তখন রাস্তা অবরোধ সমর্থন করে না।

আইবিসি বলেছে, অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে সহায়তা করবে না; বরং ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এছাড়া অনেক জায়গায় মালিকেরা তাদের ভাড়াটে মাস্তানবাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালানোরও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আইবিসি।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের গত রোববারের সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব করেন ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা। অন্যদিকে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা করার প্রস্তাব দেন।

প্রত্যাশার চেয়ে মালিকপক্ষ অনেক কম মজুরি প্রস্তাব করায় গত সোমবার থেকে তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা চার দিন গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকেরা সর্বনিম্ন ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল কর্মসূচি পালন করেছেন। আন্দোলনরত শ্রমিকেরা গত বৃহস্পতিবার গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। ভাঙচুর করেছেন অর্ধশত গাড়ি। পুলিশের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়েছেন পোশাকশিল্পের শ্রমিকেরা।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি গত শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে মালিকপক্ষের দেয়া ১০ হাজার ৪০০ টাকার মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকনেতারা। তারা বলেছেন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (বৃদ্ধি) ও মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করলে বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি এমনিতেই ১১ হাজার টাকা হওয়ার কথা।

সমাবেশে শ্রমিকনেতারা বলেন, ২৫ হাজার টাকা মজুরির প্রস্তাব বিবেচনায় এনে অতি দ্রুত নতুন মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করতে হবে। তা না হলে শুধু গাজীপুর না অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকেরাও বিক্ষুব্ধ হবেন।

সংগঠনটির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন এর সহ-সভাপ্রধান অঞ্জন রায়, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, গার্মেন্ট টিইউসির সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে শ্রমিকনেতারা বলেন, 'বর্তমান বাজার বিবেচনায় শ্রমিকেরা চলার মতো অবস্থায় নেই। পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকার ওপরে, আলু ৭০ টাকা। এভাবে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শ্রমিকের নাগালের বাইরে। এ সময়ে মালিকের সুবিধামতো মজুরি প্রস্তাব এবং নতুন মজুরি ঘোষণায় বিলম্ব শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বহীনতারই পরিচয়। তারা বলেন, জাতীয় রাজনীতির জটিল পরিবেশে ইচ্ছেমতো নামসাম মজুরি ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকেরা তা গ্রহণ করবেন না।'

সময়ের আলো শনিবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৩

জেল-জরিমানায়ও থেমে নেই ইলিশ শিকার

অভিযানে হামলা ছাড়াও টাকায় ম্যানেজ করা হচ্ছে নৌ-পুলিশ ও মৎস্য অফিসকে

ইলিশ প্রজনন মৌসুম ঘিরে মা ইলিশ রক্ষায় দেশে নদী ও সাগরে চলছে নিষেধাজ্ঞা। গত ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এ নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী ইলিশ পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ ও বিনিময় নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান এ প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত চলছে অভিযান; মামলা দিয়ে জেল-জরিমানাও করা হচ্ছে অনেককে। কিন্তু এরপরও নিষেধাজ্ঞার এ সময় কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না মা ও জাটকা ইলিশ নিধন। প্রভাবশালী দালাল চক্রের সহায়তায় দরিদ্র জেলেরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে ইলিশ শিকার। ক্রেতারাও ভালো দাম দিয়ে দেদার কিনে নিচ্ছে ডিমওয়ালা ইলিশ। এসবের সার্বিক চিত্র নিয়ে বিশেষ কাজ করেছেন সময়ের আলোর বরিশাল ব্যুরো এম. মোফাজ্জেল, গাইবান্ধা থেকে ফুলছড়ি সংবাদদাতা মো. হাবিবুর রহমান এবং গোয়ালন্দ প্রতিনিধি রেজাউল করিম।

বরিশাল : নিষেধাজ্ঞার এ সময়ে বহুমুখী সতর্কতা, জেল-জরিমানা আর সরকারি সহায়তার পরও বরিশালের বিভিন্ন নদ-নদীতে ইলিশ শিকার করছে জেলেরা। শুধু তাই নয়, প্রশাসনের অভিযানে হামলার ঘটনাও সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে এ বিভাগে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একটি মৌসুমি জেলে চক্র নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে সক্রিয় হয়ে এমন কাজ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরিশালের হিজলা ও পাশের মেহেন্দীগঞ্জের অন্তত পাঁচটি পয়েন্টে অবাধে চলছে ইলিশ নিধন। এর মধ্যে হিজলা-গৌরনদীর জানপুর হটস্পট। এ ছাড়াও মুলাদী, বাবুগঞ্জ ও বানারীপাড়া উপজেলার বেশ কয়েকটি নদী এবং জয়ন্তি, আড়িয়াল খাঁ, কালাবদর,

> বিগত সময়ে ৮০ কেজি করে চাল দেওয়া হলেও এখন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২৫ কেজি। এই সামান্য চালে ২২ দিন কীভাবে চলে? তার ওপর সেটাও পাচ্ছি না। সব সুবিধা পাচ্ছে ভ্যানচালক ও রিকশাচালকরা। সহযোগিতা না পেয়েই মাছ ধরছি

তেঁতুলিয়া নদীতে ইলিশ আহরণ করছে মৌসুমি জেলেরা। গত বছরের চেয়ে এবার দক্ষিণাঞ্চলে নিষেধাজ্ঞাকালীন অবৈধভাবে ইলিশ আহরণবিরোধী অভিযানসহ জেল ও জরিমানার সংখ্যা বেশি হলেও কতিপয় জেলে ও মৎস্যজীবীর আইন ভাঙার প্রবণতাও অধিক হারে লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতিনিয়তই বিভিন্ন কৌশলে ইলিশ শিকার করছে জেলেরা। অথচ ইলিশ শিকার থেকে বিরত থাকতে বরিশাল জেলার কার্ডধারী ৮৫ হাজার জেলের মধ্যে ১ হাজার ২৯২ টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়েছে।

বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান বুধবার বিকালে সময়ের আলোকে বলেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে গিয়ে বরিশালের বিভিন্ন উপজেলার নদ-নদীতে হামলার শিকার হতে হয়েছে। কয়েক দিন আগে বানারীপাড়া উপজেলায় অভিযান চলাকালে হামলা চালায় জেলেরা। এ ঘটনায় মামলাও হয়েছে। এ ছাড়াও হিজলায় দুটি হামলার ঘটনায় একটি মামলা ও মেহেন্দিগঞ্জে ৫টি হামলার ঘটনায় ৩টি মামলা হয়েছে। এত হামলার পরও প্রশাসনের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

এ ছাড়া বিভাগীয় মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের বিভিন্ন নদ-নদীতে মৎস্য অধিদফতর, নৌ-পুলিশ, কোস্ট গার্ডসহ বরিশালের ১০ উপজেলায় ৩৭টি টিম গঠন করে প্রতিনিয়তই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ১২ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে ১ হাজার ৩৭৫টি অভিযান চালানো হয়েছে এবং ৫২৩টি মোবাইল কোর্ট করা হয়েছে। যেখানে গত ১২ দিনে বরিশাল বিভাগের ১৫৬ বার বিভিন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ২ হাজার ৩১৮ বার বিভিন্ন মাছঘাট, ৩ হাজার ৯৪৮ বার বিভিন্ন আড়ত ও ২ হাজার ৩১৯ বার বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছে মৎস্য অধিদফতরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। আর গত ১২ দিনের অভিযানে ৯ হাজার ২৫৫ কেজি ইলিশসহ ৪ কোটি ৯ লাখ ৬৮ হাজার টাকা মূল্যের ১৯ লাখ ৬২ হাজার ২০০ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরছেন এক জেলে ● সময়ের আলো

এদিকে জেলেরা বলছেন, বর্তমান বাজারে দ্রব্যের যা দাম তাতে ২৫ কেজি চালে কিছুই হয় না। ভাত রান্না হলেও অন্য সবকিছু তো কিনেই খেতে হয়। এখন আর দোকানে বাকিও পান না তারা। তাই মাছ না ধরে উপায় থাকে না তাদের।

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) : অবাধে ইলিশ শিকার ও কেনাবেচার চিত্র দেখা গেছে পদ্মার আরেক পার রাজবাড়ীর গোয়ালন্দেও। বুধবার সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, পদ্মা পারের দৌলতদিয়ার কলাবাগান, দেবগ্রাম, অন্তরমোড়, সদরের বরাট, মহাদেবপুর, জৌকুড়া ও ধাওয়াপাড়া এলাকায় অবাধে ধরা হচ্ছে ইলিশ মাছ, বিক্রি হচ্ছে ঘাটেই। তবে নদীতে এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মৎস্য অফিসের কাউকে অভিযান চালাতে দেখা যায়নি। খোঁজ নিতে গিয়ে বেরিয়ে আসে আরেকটি তথ্য। পদ্মার এ পারে কার্ডধারী ১৪ হাজার ৯৩ জন জেলের বিপরীতে সরকারি সহযোগিতার চাল পেয়েছেন মাত্র ৪ হাজার ৩৯৩ জন জেলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন জেলে বলেন, বিগত সময়ে ৮০ কেজি করে চাল দেওয়া হলেও এখন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২৫ কেজি। এই সামান্য চালে ২২ দিন কীভাবে চলে? তার ওপর সেটাও পাচ্ছি না। সব সুবিধা পাচ্ছে ভ্যানচালক ও রিকশাচালকরা। সহযোগিতা না পেয়েই মাছ ধরছি।

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) : এদিকে ঢিলেঢালা অভিযানের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীতে মা ইলিশ মাছ অবাধে নিধন হচ্ছে বলে বেরিয়ে এসেছে আমাদের প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে। যার কারণে মা ইলিশ রক্ষায় সরকারি অভিযান তেমন কার্যকর হচ্ছে না। এখানকার মৎস্য কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, অভিযানের খবর আগেই পেয়ে যাওয়ায় আমরা কাউকে আটক করতে পারি না। তা ছাড়া জনবল সংকটের কারণে সব এলাকায় তদারকি সম্ভব হয় না।

সরেজমিন উপজেলার উড়িয়া, ফজলুপুর ও ফুলছড়ি ইউনিয়নের নদী এলাকা ঘুরে দেখা যায়, নদীতে অসংখ্য জেলে ইলিশ মাছ শিকারে ব্যস্ত রয়েছেন। তবে, এ সময় অভিযান সংশ্লিষ্ট কাউকে নদীতে দেখা যায়নি। ফজলুপুর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানান, প্রশাসনের ঢিলেঢালা অভিযানে সরকারি টাকা খরচ হলেও অভিযান তেমন কার্যকর হচ্ছে না। নামমাত্র অভিযানে কৌশল পাল্টে জেলেরা প্রতিনিয়ত ইলিশ শিকার করে যাচ্ছে। স্থানীয় একটি দালাল চক্র নৌ-পুলিশ ও মৎস্য অধিদফতরকে ম্যানেজ করার কথা বলে জেলেদের কাছ থেকে টাকা তুলছেন।

এ সময় কথা হয় মধ্য উড়িয়া গ্রামের রেজা মিয়া, আলমগীর হোসেন, কাবিলপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম, বেলাল হোসেনসহ কয়েকজন জেলের সঙ্গে। তারা বলেন, বছরে একবার নদীতে ইলিশ আসে। এ সময় সবাই ইলিশ ধরে। তাই আমরাও ধরছি। পেটের দায়ে মাছ ধরি। প্রশাসনের লোক আসলে দ্রুত নদীর কিনারে গিয়ে আত্মগোপন করি।

এদিকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অস্বীকার করে ফুলছড়ি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এমদাদুল হক বলেন, প্রতিনিয়ত ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীতে অভিযান চালানো হচ্ছে। জেলেরা অভিযানের খবর আগেই পেয়ে যাওয়ায় আমরা কাউকে আটক করতে পারি না। তা ছাড়া আমাদের জনবল সংকটের কারণেও সব এলাকায় তদারকি সম্ভব হয় না।

অভিযান পরিচালনায় জনবল ও অর্থিক সংকটের দোহাই দেয় নৌ-পুলিশও। ফুলছড়ি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ পরিদর্শক দেলোয়ার হোসেন খান বলেন, আমাদের নিজস্ব কোনো নৌকা নেই। নদীতে অভিযান পরিচালনা করতে গেলে পকেটের টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করে যেতে হয়। তারপরও নৌ-পুলিশ অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যে ৪ লাখ ৬০ হাজার ৯০০ মিটার জাল জব্দ করেছে। এ ছাড়া চারজনকে আসামি করে দুটি মামলা করা হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৯ অক্টোবর ২০২৩

বেতন বাড়ানোর দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বেতন বাড়ানোর দাবিতে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল শনিবার পঞ্চম দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে গাজীপুর নগরের কোনাবাড়ী এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এক পাশে অবস্থান নেন। পরে বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা সরে যান।

শ্রমিকেরা বলেন, ন্যূনতম বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কোনাবাড়ীর তুষকা নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক আমানা আক্তার বলেন, 'আমাদের এখন বেতন আট হাজার টাকা। এই টাকায় আমাদের সংসার চলে না। এ কারণে আমরা চাই, আমাদের বেতন যেন ২৩ হাজার টাকা করা হয়।'

আন্দোলনকারী শ্রমিক সফিকুল ইসলাম বলেন, বাজারে এখন সবকিছুর দাম বেশি। তাই বর্তমান বেতন দিয়ে চলতে পারেন না। গ্রামে স্বজনদের টাকা পাঠাতে হয়। সেই টাকাও এখন ঠিকমতো পাঠাতে পারেন না। সারা মাস ধারদেনা করে চলতে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে বেতন বাড়ানোর দাবিতে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।

গতকাল দেখা যায়, গাজীপুরের চন্দ্রা ত্রিমোড় থেকে কোনাবাড়ী ও চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় সব

বেতন বাড়ানোর দাবিতে শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা পঞ্চম দিনের মতো বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন। গতকাল সকালে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে। ছবি : প্রথম আলো

কারখানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। চন্দ্রা এলাকায় পুলিশের জলকামানও প্রস্তুত ছিল।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের কোনাবাড়ী জোনের সহকারী কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, গতকাল মহাসড়কে যানবাহন কম ছিল, তারপরও শ্রমিকদের মহাসড়কে অবস্থানের কারণে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত, ২৩ অক্টোবর থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী ও কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিচালা ও মৌচাক এলাকায় শ্রমিকেরা বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করে আসছেন। গত শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় শ্রমিকদের কোনো কর্মসূচি ছিল না।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ অক্টোবর ২০২৩

ইলিশ ধরায় শতাধিক জেলে আটক

বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড ও মামলা

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ সংরক্ষণে ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ আহরণের নিষিদ্ধ সময় চলমান রয়েছে। আইন অমান্য করে কোনো জেলে মাছ শিকার করলে তার বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। এদিকে ঐ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চাঁদপুর ও শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় শতাধিক জেলেকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চাঁদপুর : চাঁদপুরের মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় মা-ইলিশ ধরায় পৃথক অভিযানে ৮৮ জেলেকে আটক করেছে নৌ-পুলিশ, সদর ও হাইমচর উপজেলা টাস্কফোর্স। এর মধ্যে নৌ-পুলিশ ৭২ জন, সদর উপজেলা টাস্কফোর্স পাঁচ জন ও হাইমচর উপজেলা টাস্কফোর্স ১১ জনকে আটক করে। গতকাল শুক্রবার সকালে নৌপুলিশ চাঁদপুর সদর থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান নৌপুলিশের অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নৌপুলিশ মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৭২ জন জেলেকে আটক করে। এর মধ্যে ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা, ১০ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ৪৫ জেলের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়। এসব ঘটনায় দুটি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ১৪টি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

চাঁদপুর সদর উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা তানজিমুল ইসলাম জানান, আটক পাঁচ জেলের মধ্যে ৩ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে আট দিন করে কারাদণ্ড দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুন্নাহার এবং দুই জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে হাইমচর উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব রশীদ জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় হাইমচরে ১১ জেলেকে আটক করা হয়। এর মধ্যে পাঁচ জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চাই থোয়াইহলা চৌধুরী। বাকি ছয় জেলের বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে নিয়মিত মামলা করে কারাগারে পাঠানো হয়।

ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) : ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীতে মা-ইলিশ শিকারের অপরাধে ৬ জেলেকে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ৬ জেলেসহ ১৫ কেজি মা-ইলিশ ও দেড় লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দ ইলিশ উপজেলার বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ এবং অবৈধ কারেন্ট জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভেদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ১৪ কার্তিক

৩০ অক্টোবর ২০২৩

মা-ইলিশ ধরায় ১৬০ জেলে আটক

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা-ইলিশ ধরায় বিভিন্ন স্থানে ১৬০ জেলেকে আটক করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের খবর :

চাঁদপুর : চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীতে মা-ইলিশ সংরক্ষণের নিষেধাজ্ঞা মানছে না জেলেরা। আইন অমান্য করে অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ ধরায় টাস্কফোর্স ও নৌ-পুলিশের পৃথক অভিযানে আটক হয়েছে ১৩০ জেলে। এর মধ্যে ৯০ জেলেকে আটক করেছে নৌপুলিশ এবং ৪০ জেলে আটক হয় চাঁদপুর সদর টাস্কফোর্সের অভিযানে।

গতকাল রবিবার দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মো. তানজিমুল ইসলাম জানান, ভোর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত অভয়াশ্রম এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে ৪০ জেলেকে আটক করে। এর মধ্যে ৩১ জেলেকে সাত দিন করে কারাদণ্ড দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান মানিক। একই সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৯ জেলেকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে চাঁদপুর নৌ-থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নৌ-পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সবগুলো ইউনিট অভিযান পরিচালনা করে ৯০ জেলেকে আটক করে। এর মধ্যে ৩২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা, ছয় জনকে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং ১২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ৪০ জনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৩টি এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয় তিনটি। অভিযানের সময় জব্দকৃত ৯ লাখ মিটার কারেন্টজাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয় এবং ৯৫৯ কেজি ইলিশ স্থানীয় এতিমখানা ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া জব্দকৃত ৩৭টি নৌকা থানা হেফাজতে রয়েছে বলে জানান ওসি।

শরীয়তপুর : মা-ইলিশ রক্ষা অভিযানের ১৯তম দিনে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ভেদরগঞ্জের উত্তর তারাবুনিয়া, কাঁচিকাটাসংলগ্ন পদ্মা নদীতে অভিযান চালায় প্রশাসন। এ সময় ৯০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, তিনটি ট্রলার, ১০ কেজি মা-ইলিশসহ ২৪ জেলেকে আটক করা হয়। শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মা-ইলিশ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ১৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও পাঁচ জনকে ৫ হাজার করে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) : নাগেশ্বরীর দুধকুমার নদে অভিযান চালিয়ে অবৈধ উপায়ে মাছ শিকার ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় ছয় জেলেকে জেল-জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নাগেশ্বরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাউছার আহাম্মেদ।

জানা যায়, রাতে দুধকুমারে ব্যাটারি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ শিকার করায় তিন জনের প্রত্যেককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদিকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একই নদীতে জাল ফেলে ইলিশ মাছ শিকারের অপরাধে পর তিন জনকে ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

DHAKA MONDAY OCTOBER 30, 2023
KARTIK 14, 1430 BS
The Daily Star

MINIMUM WAGE FOR GARMENT WORKERS

Trade unions demand quick announcement

STAR BUSINESS REPORT

Trade union leaders of the garment sector yesterday urged the government to announce a "decent" minimum wage for workers as soon as possible to prevent workers from engaging in further agitations.

Workers of different garment factories in Ashulia, Gazipur and Savar areas have been agitating over the last few days demanding that the government announce an "acceptable" salary as soon as possible.

The leaders of the trade unions and federations of trade unions said the agitations were also in demand of salary arrears.

Nearly 100 leaders from different federations and trade unions of workers spoke about the latest situation at a meeting with Begum Monnujan Sufian, state minister for labour and employment, at the Srama Bhabon in Dhaka.

Workers are agitating as they cannot meet their monthly expenses because of high prices of basic commodities in the markets.

They believe that the salary has already been increased as the six-month tenure of the current wage board ended on September 9.

However, the tenure has been extended up to November 30.

The new wage will come into effect from December 1 and the workers will get the salary under new wage structure in January 2024.

Moreover, a section of workers was continuing agitations as they think that the minimum salary increase proposed from the owners' side from Tk 8,000 to Tk 10,400 was insufficient.

The union leaders also said some factories have sacked some workers for participating in the movements and shut down operations without any prior notice.

Workers of different garment factories in Ashulia, Gazipur and Savar areas have been agitating over the last few days demanding that the government announce an "acceptable" salary as soon as possible

Sometimes, the garment factory officials hurl abusive words at the workers, beat them and cut portions of their salaries for the slightest of offences during work, the union leaders also said.

Also, a section of people was disseminating rumours and instigating the workers to get involved in the agitations, the union leaders said.

They demanded that the government and garment factory owners reopen factories that have been closed as soon as possible and pay the workers' arrears soon.

"We are expecting the salary to be announced timely as the board is working on it," said Sirajul Islam Rony, workers' representative in the minimum wage board formed for the garment workers on April 9 this year.

Rony already proposed Tk 20,393 at the wage board as the minimum salary for the workers although the union leaders are demanding between Tk 23,000 and Tk 25,000.

Workers are disappointed and it is expected that the minimum board will announce the salary very soon to pacify the workers, said Montoo Ghosh, president of Garment Sramik Trade Union Kendra, a federation of garment workers.

The workers are agitating following the rules and it is also expected that they will be controlled carefully, he said.

Workers are also agitating because of instigation by "outsiders", said Morium Akhter, general secretary of the central committee of Bangladesh National Labour Federation.

Shajahan Khan, a member of the standing committee on the labour and employment ministry, suggested that the union leaders inform the workers that the board was working on it.

The salary has not been fixed yet as the time is until November 30, said Sufian.

She suggested that the union leaders convince the workers to stop their agitations as the board was working on the issue.

দেশ রূপান্তর
সোমবার
৩০ অক্টোবর ২০২৩, ১৪ কার্তিক ১৪৩০

সাংবাদিকদের ওপর হামলায় সম্পাদক পরিষদের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ। সাংবাদিকদের ওপর হামলা-নিরাপত্তাহীনতায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে সম্পাদক পরিষদ এই নিন্দা ও উদ্বেগ জানায়।

গত শনিবার পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৫ জন সাংবাদিক আহত বা হামলার শিকার হয়েছেন বলে সম্পাদক পরিষদ জানিয়েছে। এ ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছে তারা। সম্পাদক পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করেন। তারা তা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের সময় তাদের ওপর আক্রমণ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া খুবই উদ্বেগের।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত করা হয়, সেজন্য সব রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ।

সময়ের আলো
সোমবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৩।

শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধা বাড়ছে

সংসদ প্রতিবেদক

সংসদে বিল উত্থাপন

শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু সংশোধনী প্রস্তাব এনে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল-২০২৩' জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। রোববার শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ানের পক্ষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিলটি উত্থাপন করেন। পরে এটি অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

বিলে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রসূতি তার মালিকের কাছ থেকে তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন ২১ দিনসহ ১২০ দিনের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। তবে কোনো প্রসূতি এই ধরনের সুবিধা পাবেন না, যদি না তিনি তার মালিকের অধীন তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন ৬ মাস কাজ করে থাকেন। এ ছাড়া কোনো প্রসূতিকে এই ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে না, যদি তার সন্তান প্রসবের সময় তার ২ বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে। তবে, এই ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছুটি পাওয়ার অধিকারী হলে তা তিনি পাবেন। আরও বলা হয়েছে, কোনো প্রসূতি এই আইনের অধীন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হলে তিনি তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ এবং কখন তিনি ছুটিতে যেতে ইচ্ছুক তা উল্লেখপূর্বক যেকোনো দিন মালিককে লিখিত বা মৌখিকভাবে নোটিস প্রদান করবেন।

আগে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ২০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরযুক্ত বা তাদের সমর্থনসহ আবেদন প্রয়োজন হতো। সংসদে উত্থাপিত বিলে সেটিকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এখন শ্রমিকের সংখ্যা যদি ৩ হাজারের কম হয়, তাহলে ২০ শতাংশের সমর্থন লাগবে। আর তিন হাজারের বেশি হলে সেটি ১৫ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলে সেখানে তারা করতে পারবেন। এ ছাড়া গ্রুপ অব কোম্পানি হলে ২০ শতাংশ শ্রমিক চাইলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী) নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না বলেও বিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিলে বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের লে-অফ ঘোষণা করা সত্ত্বেও মালিককে তাদের জন্য রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে। স্বাভাবিক কর্মসময়ে লে-অফকৃত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কাজের জন্য হাজিরা দেবেন, তাদের নাম এতে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে লে-অফকালীন অন্য

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৫ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 31 October 2023

চাঁদপুরে মা ইলিশ ধরায় ১২০ জেলে আটক

সংবাদদাতা, চাঁদপুর

চাঁদপুরে পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ১২০ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। অভিযানে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৬০ মিটার কারেন্টজাল, ৩৭ টি মাছ ধরার নৌকা, ৮৫৮ কেজি মা ইলিশ জব্দ করা হয়। গতকাল সোমবার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর নৌ অঞ্চলের পুলিশ সুপার মো.কামরুজ্জামান। তিনি জানান, আটককৃত আসামীদের মধ্যে ৭৩ জন জেলেকে ৫ টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। বাকি আসামীদের ৮ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে। নৌ অঞ্চলের পুলিশ সুপার কামরুজ্জামান আরও জানান , রোববার ২৯ অক্টোবর সকাল থেকে ৩০ অক্টোবর ভোর পর্যন্ত আমরা অভিযান পরিচালনা করে অভয়াশ্রম এলাকা থেকে ১২০ জন অসাধু জেলেকে আটক করি। এসময় জব্দ করা জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। জব্দকৃত ৩৭ নৌকা মামলার আলামত হিসেবে আমাদের হেফাজতে রয়েছে। ইলিশ মাছগুলো গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়,ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশসহ সব ধরনের মাছ আহরণ, বেচা-কেনা, মজুদ ও পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ট্রেড

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোনোভাবে শ্রমিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বা অন্য কোনো শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। যদি কোনো শ্রমিককে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৪৫ দিনের অধিক সময়ের জন্য লে-অফ করা হয় এবং এ ৪৫ দিনের পর লে-অফের সময় যদি আরও ১৫ দিন বা এর বেশি বাড়ানো হয়, তা হলে ওই শ্রমিককে, শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকলে, পরবর্তী প্রত্যেক ১৫ বা তদূর্ধ্ব দিনগুলোর লে-অফের জন্য বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

বিলে বলা হয়েছে, কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যায়িত শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে শ্রমিককে চাকরি থেকে ডিসচার্জ করা যাবে। তবে কর্মকালীন দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগের কারণে কোনো শ্রমিক তার বর্তমান কাজে অক্ষম হলে, তার ডিসচার্জের পাওনা পরিশোধপূর্বক মালিক, শ্রমিকের সম্মতিক্রমে, তাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করতে পারবেন।

বণিক বার্তা
অক্টোবর ৩০, ২০২৩ ■ কার্তিক ১৪, ১৪৩০

নিষেধাজ্ঞা অমান্য চাঁদপুরে ১৩০ জেলে আটক

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ চাঁদপুর

চাঁদপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশ সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা মানছেন না জেলেরা। আইন অমান্য করে অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ ধরায় টাস্কফোর্স ও নৌ-পুলিশের অভিযানে ১৩০ জেলে আটক হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯০ জনকে আটক করেছে নৌ-পুলিশ এবং ৪০ জন আটক হয় চাঁদপুর সদর টাস্কফোর্সের অভিযানে।

গতকাল দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মো. তানজিমুল ইসলাম জানান, অভয়াশ্রম এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে ৪০ জেলেকে আটক করেছে। এর মধ্যে ৩১ জেলেকে সাতদিন করে কারাদণ্ড দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান মানিক। একই সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক নয় জেলেকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, অভিযানের সময় সাতটি মাছধরা নৌকা, ৩০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও পাঁচ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৩,

মালিকপক্ষের কম মজুরির প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা

তৈরি পোশাকশিল্প

নিম্নতম মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ১০ হাজার ৪০০ টাকার মজুরি প্রস্তাব দেওয়ার পরদিন থেকেই শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য সাড়ে ছয় মাস ধরে কাজ করছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। ২২ অক্টোবর বোর্ডের চতুর্থ সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবি করে প্রস্তাব দেন। তার বিপরীতে মালিকপক্ষ প্রায় অর্ধেক; অর্থাৎ ১০ হাজার ৪০০ টাকার মজুরি প্রস্তাব দেয়। তার পরদিন থেকেই মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সাত দিন ধরে চলা এই আন্দোলন ইতিমধ্যে সহিংস আকার ধারণ করেছে।

২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে গতকাল সোমবার আশুলিয়া-সাভার ও গাজীপুরে সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন শ্রমিকেরা। গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় আহত রাসেল হাওলাদার নামের এক শ্রমিক মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে একটি কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

গাজীপুরের কোনাবাড়ির একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক শরিফুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের বেতন দেওয়া হয় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এই টাকায় আমাদের সংসার চলছে না। ঘরভাড়া দেওয়ার পর যা থাকে, তা-ই দিয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছি। এখন আমাদের দাবি, ২৩ হাজার টাকা দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মজুরি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা এবং মালিকপক্ষের তুলনামূলক কম মজুরি প্রস্তাবই শ্রম অসন্তোষকে উসকে দিয়েছে বলে মনে করেন শ্রমিকনেতারা। অন্যদিকে মালিকপক্ষের দাবি, একটি পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা ও কারখানায় ছড়িয়ে পড়ায় পোশাকশিল্পের মালিকেরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা চলতি সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বাসায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন।

এদিকে গতকাল এক তথ্য বিবরণীতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান শ্রমিকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পোশাকশ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা হওয়ার আগে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য প্রথম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয় ১৯৯৪ সালে। তখন সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৯৩০ টাকা। এক যুগ পর ২০০৬ সালে দ্বিতীয় মজুরি বোর্ড পোশাকশ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করে ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। ২০১০ সালে গঠিত বোর্ড সেটি বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করে। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর সমালোচনার মুখে মজুরি বোর্ড গঠন করে সরকার। সেই বোর্ডে মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৫ হাজার ৩০০ টাকা। তারপর ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর পোশাকশ্রমিকের নিম্নতম মজুরি বেড়ে হয় ৮ হাজার টাকা।

> “ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে একটি পক্ষ নিজেদের ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করছে। তা না হলে অন্যান্য শিল্পকারখানায় কেন ভাঙচুর ও লুটপাট হচ্ছে।
>
> **সিদ্দিকুর রহমান**, সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ

> “ বর্তমান বাজারমূল্যে শ্রমিকেরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময়ে মালিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাব হাস্যকর।
>
> **তাসলিমা আখতার**
> সভাপ্রধান, গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতি

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) সভাপতি আমিরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, মালিকেরা কম মজুরির প্রস্তাব দেওয়ায় শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ২০১৮ সালে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৮ হাজার টাকা বা ৯৫ ডলার ৩৫ সেন্ট। তখন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৩ টাকা ৯০ পয়সা। আর এখন ডলারের দাম ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। তার মানে, ডলারের বিনিময় হার হিসাব করলেই আগের মজুরির বেড়ে এখন ১০ হাজার ৫৩৬ টাকা হয়। তার চেয়ে কম মজুরি প্রস্তাব করেছে মালিকপক্ষ। তারা (মালিকপক্ষ) ১১ হাজার টাকার বেশি প্রস্তাব করলেই শ্রমিকদের মধ্যে একধরনের সান্ত্বনা থাকত।

আমিরুল হক বলেন, কোনো ফেডারেশন শ্রমিকদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব না দিলেও অধিকাংশই শ্রমিক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মালিকপক্ষকে পুনরায় একটি মজুরি প্রস্তাব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০১৩ সালে মজুরি বোর্ডে শ্রমিকপক্ষ ৫ হাজার ১১৪ টাকা মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিপরীতে মালিকপক্ষ ৬০০ টাকা মজুরি প্রস্তাব দেয়। সেবারও মালিকপক্ষের কম মজুরি প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হন শ্রমিকেরা। পরে সেই আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় সরকারকে।

শ্রমিকেরা কেন সহিংস আন্দোলনে নামলেন, এ বিষয়ে জানতে চাইলে মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, উসকানি তো আছেই। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে একটি পক্ষ নিজেদের ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করছে। তা না হলে অন্যান্য শিল্পকারখানায় কেন ভাঙচুর ও লুটপাট হচ্ছে। বন্ধ কারখানায় কেন ভাঙচুর করছে। তিনি বলেন, প্রস্তাব দিলেই সেটি চূড়ান্ত হয় না। ২০১৮ সালে আমরা ৭০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মজুরি বেড়েছিল ২ হাজার ৭০০ টাকা।

অবশ্য ষড়যন্ত্র না খুঁজে রোগ সারানোর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমান বাজারমূল্যে শ্রমিকেরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময়ে মালিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাব হাস্যকর। তাঁদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি দিতে হবে। মালিকদের নতুন করে মজুরি প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শও দেন এই শ্রমিকনেত্রী।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন *প্রথম আলোর* গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানা]

বণিক বার্তা সোমবার, অক্টোবর ৩০, ২০২৩

মজুরি বাড়িয়েছে ৯৩ শতাংশ জাপানি কোম্পানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

শ্রম ঘাটতি নিরসন ও জনবল ধরে রাখাতে ৯৩ শতাংশ জাপানি কোম্পানি ২০২২ সালে কর্মীদের মজুরি বাড়িয়েছে। সম্প্রতি দেশটির ইনস্টিটিউট ফর লেবার পলিসি অ্যান্ড ট্রেনিং কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবর জাপান টাইমস।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সরকার ক্রমবর্ধমান মূল্যের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় একটি অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করছে, যা মজুরি বাড়াতে সাহায্য করেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ জানান, তারা কর্মীদের অনুপ্রেরণা বাড়াতে মজুরি বাড়িয়েছেন। একই সঙ্গে প্রায় ৪২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী অভিমত দেন, কর্মীদের ঘাটতি মেটাতে বেতন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ছিল। যেসব কোম্পানি মজুরি বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করেনি, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ব্যবসায়িক মন্দাবস্থাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ৩১, ২০২৩

শ্রম অসন্তোষ বাড়ছে পশ্চিমা দেশগুলোয়

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কর্মসংস্থান নিয়ে সৃষ্ট উদ্বেগ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাড়ছে ধর্মঘট। আর ক্রমবর্ধমান হারে কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার ঘটনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিতে। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গাড়ি নির্মাণ শিল্প পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে নানা সময়ে এসেছে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত। মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণে কর্মসংস্থানের ঝুঁকিকে উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশ্লেষকরা। খবর নিক্কেই এশিয়া।

যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করে। ঠিক সে সময়েই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ট্রেন চালক ইউনিয়ন। ফলে থমকে যায় স্থানীয় ট্রেন পরিষেবা। যানজটের কারণে বাস চলাচলে সময় লেগে যায় দ্বিগুণ। শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি ছিল, কর্মক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি মজুরি বৃদ্ধি। কেননা মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাপনের ব্যয় বেড়েছে।

অক্টোবরেই ধর্মঘটের ডাক দেয় ডাক্তার ও অন্য পেশাজীবীরা। তাদেরও প্রধান দাবি ছিল বেতন বাড়ানোর। স্বাভাবিকভাবেই এ ধর্মঘটে ব্যাহত হচ্ছে অর্থনীতির গতি। যুক্তরাজ্যে গত বছর মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্লেষকদের দাবি, মূল্যস্ফীতির জন্য বিভিন্ন খাতে কর্মীদের ব্যয় বেড়ে গেছে। ফলে মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে দেয়া হচ্ছে কর্মবিরতির ঘোষণা। কেবল ২০২২ সালেই কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘটনা ছিল যুক্তরাজ্যের ৩৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

গত বছরে কর্মবিরতির কারণে যুক্তরাজ্যে ২৫ লাখ ১০ হাজার কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে। এ বছরও এটা সমপর্যায়ে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে নষ্ট হয়েছে ৭৪ লাখ ১০ হাজার কর্মদিবস, যা ২০০০ সালের পর সর্বোচ্চ। জার্মানিতে আন্দোলনে গত মার্চে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে প্রায় স্থবির করে ফেলেছিল। তার প্রভাব কেবল জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

মহামারী-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং পরে সৃষ্ট ভূরাজনৈতিক টানাপড়েন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে ধর্মঘট নতুন সংকট তৈরি করেছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম অসন্তোষে নষ্ট হওয়া কর্মদিবস (মিলিয়ন)

যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করে। ঠিক সে সময়েই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ট্রেন চালক ইউনিয়ন। ফলে থমকে যায় স্থানীয় ট্রেন পরিষেবা। শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি ছিল, কর্মক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি মজুরি বৃদ্ধি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার থাবা থেকে কর্মসংস্থানের সুরক্ষায় গত মে-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলন করে রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ১ লাখ ৬০ হাজার সদস্যের স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড-আমেরিকান ফেডারেশন অব টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্ট। কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে কেবল আগস্টেই ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে।

গাড়ি নির্মাণ শিল্প বর্তমানে একটি পরিবর্তনকালীন সময় পার করছে। অধিকাংশ কোম্পানির মনোযোগ এখন বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি নির্মাণে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ডেট্রয়েটের তিন বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেয় ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স (ইউএডব্লিউ)। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেখানে সমর্থন জানালে তা নতুন গতি পায়। যেহেতু অটো শিল্প দেশটির মোট জিডিপিতে ৩ শতাংশ ভূমিকা রাখে, ফলে এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ছে দেশের প্রবৃদ্ধিতে। মার্কিন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকস জানিয়েছে, দেশটিতে আন্দোলন এক সপ্তাহ দীর্ঘ হওয়ার মানে বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি দশমিক শূন্য ৫ থেকে দশমিক ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়ে আনা।

বিশেষজ্ঞরা এ মুহূর্তে কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রভাব নিয়ে ভাবছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম গত মে মাসে জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিদ্যুচ্চালিত গাড়ির মাধ্যমে যত বেশি মানুষ চাকরি হারাবে, তার চেয়ে বেশি চাকরি পাবে। তবে এটাও সত্য, অনেক মানুষেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন মঙ্গলবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৩

পুড়ল শত কোটি টাকার কাপড়

ভয়াবহ আগুন দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেকেরচর বাবুরহাটে হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও পুড়ে গেছে ৯১ দোকান

সঞ্জিত সাহা, নরসিংদী

সরু রাস্তা আর অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা না থাকায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ল দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি কাপড়ের হাট নরসিংদীর শেকেরচর বাবুরহাট। এতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেছে ৫০ বছরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। রবিবার রাতের এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও পুড়ে গেছে ৯১টি দোকান। রাত ১১টায় লাগা এই আগুন ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রাতেই নরসিংদী জেলা প্রশাসক ড. বদিউল আলম, পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম তালেব হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসক জানান, দুর্ঘটনাস্থলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিত্রা শিকারীকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সমবেদনা জানিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন সহযোগিতার।

নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, কোথা থেকে আগুনের সূত্রপাত- এখনো শনাক্ত করা যায়নি। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তদন্তে প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। তিনি বলেন, বাবুরহাটে এর আগেও একাধিকবার বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। হাটের সরু গলিতে অবৈধভাবে চৌকি ফেলার কারণে এবং ওপরে ছাউনি দেওয়ার কারণে আগুন দ্রুত বিস্তার করে। একই সঙ্গে

P+D

পুড়ল শত কোটি টাকার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বাজারে কোনো পানি সংরক্ষণাগার না থাকায় শুধু পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। জানা যায়, প্রতি শুক্র থেকে রবিবার পাইকারি এই হাটের বেচাকেনা চলে। রবিবার রাত ১১টার দিকে সাটিং পট্টির গলিতে ফড়কতু থ্রি পিসের দোকানে প্রথমে আগুন দেখতে পান বাজারের লোকজন। মুহূর্তে অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। নরসিংদী ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রবিবার রাত ১১টা ১৭ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পান তারা। ৭ মিনিটের মধ্যে প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বাজারের ভিতরের সড়ক সরু থাকায় গাড়ি ভিতরে ঢুকতে পারেনি। এ ছাড়া নদী খননের পর ক্ষতিগ্রস্ত সেতু মেরামত না করায় বাজারে গাড়ি ঢোকানো সম্ভব হয়নি। ফলে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায়। পরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। পরবর্তীতে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরের ১০টি ইউনিট যোগ দেয়। ১০টি ইউনিট প্রায় ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরই মধ্যে পুড়ে যায় গলির ৯১টি ছোট বড় পাইকারি কাপড়ের দোকান। চোখের সামনে দোকান পুড়তে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেক ব্যবসায়ী। কাপড়ের মধ্যে আগুন থাকায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তা নিভাতে কাজ করেন। গতকাল দুপুর ১টায় আগুন নিভানো সম্পন্ন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। বাবুরহাট বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমাদের হিসাব মতে- ৯১টি দোকান পুড়ে গেছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অনেকেই ধারদেনা ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেন। সরকার সহযোগিতা না করলে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ৩১ অক্টোবর ২০২৩

শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

দেলওয়ার হোসেন ▷

বিএনপি-জামায়াতের অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ডলার ও রিজার্ভ সংকটের কারণে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমে যাওয়ায় এমনিতেই উৎপাদন কমতে ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ অবস্থায় গত কয়েক দিনে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতীয় কোর কমিটির বৈঠক ডাকেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এতে শিল্প পুলিশের প্রধানসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রধানরা অংশ নেন।

বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, বৈঠকে বিএনপি-জামায়াতের অবরোধে সহিংসতার আশঙ্কার কথা জানান অংশগ্রহণকারীরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসারসহ সব বাহিনীকে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল এলাকায় কিভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, এ জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে বলা হয়েছে।

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে গত কয়েক মাস ধরে অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচক নেতিবাচক প্রবণতায় আছে। কয়েকটি নিত্যপণ্যের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনীতিকে আরো চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দিচ্ছে। গতকাল সোমবার মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সাভার ও গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়াধাওয়ি হওয়ায় আহত হয়ে একজন শ্রমিক মারা গেছেন। এরপর একটি কারখানায় আগুনে পুড়ে মারা গেছেন আরেক পোশাক কারখানার কর্মী।

বৈঠকে উপস্থিত শিল্প পুলিশের প্রধান মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে শিল্পাঞ্চল পুলিশকে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। শিল্পাঞ্চলে যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে বলেছেন। শিল্প-কারখানার উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।'

মাহবুবুর রহমান বলেন, 'শিল্প-কারখানা নিয়ে আশঙ্কা অনেক আগে থেকেই ছিল। এখন যেটা ঘটছে বা ঘটবে সেটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। তবে শিল্পাঞ্চল পুলিশের জনবল কম হওয়ায় কিছু সমস্যা হচ্ছে।'

কোর কমিটির বৈঠকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ

বৈঠকে রাজনৈতিক কর্মসূচিকেন্দ্রিক নাশকতা নিয়েও আলোচনা হয়। পুলিশের একাধিক সূত্রে জানা যায়, নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির আকার বড় হওয়ায় সহজে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটিকে সহযোগিতা করবে কোর কমিটি। কোর কমিটি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক, র‍্যাবের মহাপরিচালক, বিজিবির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষ বাহিনীর মহাপরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) মহাপরিচালক, এসবির প্রধান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রধান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল আহসান কালের কণ্ঠকে বলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক সংকট এখনো অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে হরতাল ও অস্থিতিশীলতা চলতে থাকলে অর্থনৈতিক সমস্যা আরো প্রকট হবে। কারণ, সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কঠিন অবস্থায় আছে। এর মাঝে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।

গতকালের বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য এ বৈঠক করা হয়েছে। জাতীয় কোর কমিটির বিষয় আমরা প্রকাশ করি না। এই বৈঠকের কোনো রেজল্যুশনও করা হয় না। তাই এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

জেলা ও বিভাগীয় কোর কমিটি কর্যকর নয়

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভাগীয় পর্যায়ে কোর কমিটি গঠন করে। কমিটির সভাপতি করা হয় বিভাগীয় কমিশনারকে। মহানগর পুলিশ কমিশনার ছিলেন ওই কমিটির সদস্য। এ ছাড়া বিজিবির আঞ্চলিক কমান্ডার, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক, ডিজিএফআইয়ের বিভাগীয় অফিসপ্রধান, র‍্যাবের অধিনায়ক, কোস্ট গার্ডের জোনাল কমান্ডার, এনএসআইয়ের বিভাগীয় অফিসপ্রধান, আনসার ও ভিডিপির পরিচালক, হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে কমিটির সদস্য করা হয়েছিল।

এই কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছিল, কমিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন সূত্র থেকে আগাম তথ্য সংগ্রহ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেবে। জেলা কোর কমিটি জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দেবে। একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে।

২০১৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা কোর কমিটি গঠন করা হয়। জেলা পর্যায়ে সভাপতি করা হয় জেলা প্রশাসককে (ডিসি)। তবে এসব কমিটির বৈঠক ও কাজের খবর খুব বেশি জানা যায়নি।

সময়ের আলো সোমবার। ২ অক্টোবর ২০২৩

৪১ মাসে সর্বনিম্ন সেপ্টেম্বরে

পথ হারাল রেমিট্যান্স প্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলমান ডলার সংকটকে আরও উসকে দিচ্ছে রেমিট্যান্স প্রবাহের ধীরগতি। সংকট কাটাতে নেওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না। সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বর মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার। যা দেশীয় মুদ্রায় ১৪ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা। প্রতি ডলার ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা ধরে।

রেমিট্যান্সের এই গতি গেল ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে এসেছিল ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এরপর সেপ্টেম্বরের আগে আর কোনো মাসে এত কম রেমিট্যান্স আসেনি। অর্থাৎ বলাই যায় ডলার সংকটের মধ্যে পথ হারিয়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত সেপ্টেম্বরের হালনাগাদ রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪৯০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা।

আলোচ্য সময়ে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১১ কোটি ৮৬ লাখ ৬০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১১৮ কোটি ৪৮ লাখ ৪০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫০ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

তবে আলোচিত সময়ে সাত ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল), বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, সিটিজেন্স ব্যাংক, বিদেশি খাতের হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

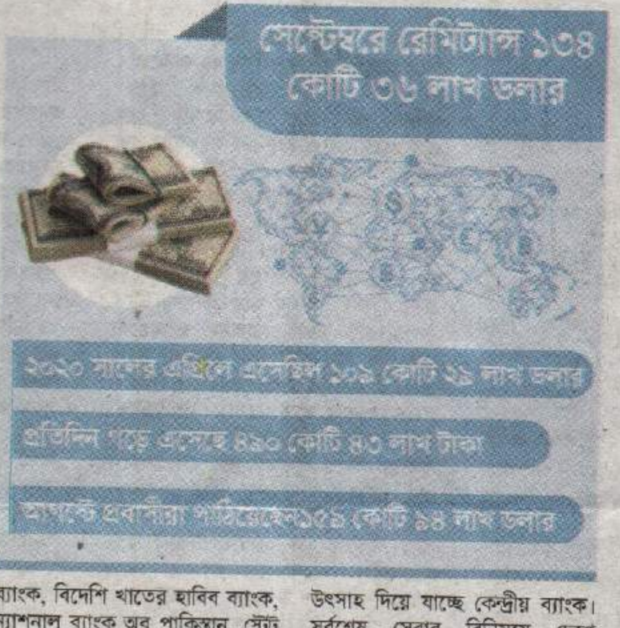

এর আগে আগস্ট মাসে প্রবাসীরা ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। জুলাই মাসে ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ ২১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকার বেশি। এটি আগের মাস জুনের তুলনায় প্রবাসী আয়ের পরিমাণ কমেছে ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। আগের মাস জুনে রেমিট্যান্সে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। গত জুন মাসে রেকর্ড পরিমাণ ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। একক মাস হিসেবে যেটি ছিল প্রায় তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসা প্রবাসী আয়। এর আগে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলারের রেকর্ড প্রবাসী আয় এসেছিল।

রেমিট্যান্স বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ সেবার বিনিময়ে দেশে রেমিট্যান্স আয় আনতে ফরম 'সি' পূরণ করার শর্ত শিথিল করেছে। পাশাপাশি সেবা খাতের উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকদের ঘোষণা ছাড়াই ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

রেমিট্যান্স বাড়াতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বৈধ উপায়ে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনা, রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের সিআইপি সম্মাননা দেওয়া, রেমিট্যান্স বিতরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ ও সহজ করার পাশাপাশি অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগ ও গৃহায়ন অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া, ফিনটেক পদ্ধতির আওতায় আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরকে বাংলাদেশের ব্যাংকের সঙ্গে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং রেমিট্যান্স পাঠাতে ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর চার্জ ফি মওকুফ করা হয়েছে।

বিদায়ি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। এটি এ যাবৎকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে করোনাকালীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে।

সদ্য বিদায়ি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম দুই মাসে ২ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। গত অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, আগস্টে ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। টানা ৫ মাস ২ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে আর যেতে পারেনি। অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে আসে ১৫৪ কোটি ডলার, অক্টোবরে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার, ডিসেম্বরে ১৬৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলার, জানুয়ারিতে এসেছিল ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ১৫৬ কোটি ডলার আসে। মার্চ এসেছিল ২০২ কোটি ২৪ লাখ ডলার, এপ্রিলে ১৬৮ কোটি ৪৯ লাখ এবং মে মাসে ১৬৯ কোটি ডলার আসে। সবশেষ ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে জুন মাসে আসে ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

প্রকৃত রিজার্ভ ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলার

সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে (৫ সেপ্টেম্বর) রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৩১৮ কোটি ডলার। এরপর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই ও আগস্ট মাসের আমদানি বিল ১৩১ কোটি ডলার পরিশোধ করে বাংলাদেশ। এর ফলে রিজার্ভ প্রবাহও কমতে থাকে।

আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী ওই মাসের শেষের দিকে (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলারে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এখনও রিজার্ভের পরিমাণ ২ হাজার ৭০৫ কোটি ৭৪ লাখ ডলার।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১৯ আশ্বিন ১৪
৪ অক্টোবর ২০২৩

আট শতাধিক অভিবাসী কর্মীকে চাকরিচ্যুত করল কুয়েত

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিজ দেশের নাগরিকদের কর্মসংস্থানের জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার

আট শতাধিক অভিবাসী কর্মীকে চাকরিচ্যুত করেছে কুয়েত। মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ এই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ জারি করেছে। —গালফ নিউজ

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনা-পাওনাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্তদের এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে।

চাকরিচ্যুত হওয়া এই অভিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের। ঠিক কী কারণে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হলো, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি বিজ্ঞপ্তিতে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, কুয়েতের নাগরিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তারা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করতেন।

মাত্র ১৭ হাজার ৮১৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ কুয়েতের জনসংখ্যা ৪২ লাখ ৯৪ হাজার ৯২১। এই জনসমষ্টির অর্ধেকেরও বেশি অভিবাসী। একসময় জনসংখ্যা ও দক্ষ জনশক্তির অভাবে তেলসমৃদ্ধ কুয়েতকে সরকারি-বেসরকারি নানা খাতের চাকরির জন্য অভিবাসীদের ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু এখন নাগরিকদের মধ্যে দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হতে থাকায় এই নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দেশটি।

DHAKA TUESDAY OCTOBER 3, 2023
ASHWIN 18, 1430 BS
The Daily Star

LEATHER FOOTWEAR exports fall to five-year low

JAGARAN CHAKMA

Bangladesh's leather footwear industry saw its export earnings fall to a five-year low of $141.83 million in the first quarter of the current fiscal year due to a decline in export orders from the Eurozone in the face of the ongoing economic crisis.

According to data from the Export Promotion Bureau, there was a 32.77 percent decline in year-on-year export earnings.

The leather footwear industry shipped goods worth $210.96 million in the corresponding period of the last fiscal year. Even during the Covid-19-affected period between July and September of FY 2020-21, $148.36 million worth of shipments were made.

"The new fiscal year started with negative growth of leather footwear as export orders are declining," said Dilip Kajuri, chief financial officer of Apex Footwear Limited.

According to Kajuri, Apex's exports fell by 58 percent in September and 37 percent in August compared to the same months last year.

"We do not know how much it will decline in October," he noted.

He added that there was usually a rush of shipments around this time, especially in the pre-pandemic period, but the scenario was quite different now since there were no export orders in hand for the next three months.

Regarding the continuous decline of export orders, Kajuri blamed economic conditions in the Eurozone, which is vulnerable due to the impact of the Russia-Ukraine war.

For the continuous decline of export orders, sector people blamed economic conditions in the Eurozone, which is vulnerable due to the impact of the Russia-Ukraine war

"We are worried about how the factory will run if the situation does not improve," he said, adding that they had already shuttered their non-leather shoe manufacturing unit due to a lack of export orders.

According to Kajuri, around 5,500 workers are employed at their export-oriented factory.

"We do not know what is going to be the fate of the workers," he lamented.

Against this backdrop, the government's imposition of a pre-profit source tax of around 77 percent on export-oriented products is an added burden.

Kajuri said that companies were willing to pay taxes, but the government should think about how to keep such businesses alive.

Abdus Samad, assistant general manager of Akij Footwear Ltd, said their orders were stable despite growth being slightly slow.

"As a medium-scale company, we are managing exports at any cost. But big companies are facing trouble due to export orders declining," he noted.

Mohammed Nazmul Hassan Sohail, senior vice-president of the Leathergoods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh, said exports declined as people in the Eurozone were reluctant to purchase luxury items such as leather shoes.

He added that global brands did not accept local leather as the non-functional Central Effluent Treatment Plant (CETP) in the Savar Tannery Industrial Complex does not have a Leather Working Group (LWG) certificate.

He also alleged that unnecessary harassment and anti-export policies of the National Board of Revenue (NBR) created a hurdle to shipping leather footwear, which deterred new investors.

He further noted that high interest rates on bank loans led to an increase in overhead costs, which is also hampering exports.

"If these challenges can be dealt with, the leather footwear sector will be able to export goods worth at least $5 billion by 2026, creating at least one lakh employment opportunities," Sohail stressed.

Md Akter Hossain, vice-president of Tannery Worker Trade Union, Dhaka division, alleged that tannery owners focused solely on profits and did not pay heed to workers' welfare.

He also alleged that the government had failed to address major problems despite frequently committing to resolving them.

বণিকবার্তা ■ সোমবার, অক্টোবর ২, ২০২৩ ■

ডলার সংকট আরো বাড়ল

সেপ্টেম্বরে এল ৪১ মাসের সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ডলারের বিনিময় হার নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের জোরালো তৎপরতার মধ্যেই দুঃসংবাদ হয়ে এল রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিলে কভিডসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গতকাল রেমিট্যান্সের এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

গত আড়াই বছরে ২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮ বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। এত বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বিদেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়ায় দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ার কথা। কিন্তু চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস থেকেই রেমিট্যান্সে নিম্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৯১ কোটি ৬২ লাখ ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে ৫৬৭ কোটি ২৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কমেছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহে এ ধারাবাহিক বিপর্যয় এমন সময়ে হচ্ছে, যখন দেশে ডলারের তীব্র সংকট চলছে। আমদানি ১৫ শতাংশের বেশি কমিয়ে আনা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ব্যাংক যথাসময়ে ঋণপত্রের (এলসি) দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জ্বালানি তেল, সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার সহায়তা দিতে হচ্ছে। এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষয় হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'রেমিট্যান্স পতনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরে আছে। কেন এত পরিমাণ রেমিট্যান্স কমছে, সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বলা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময়ই বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করছে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার শুরুটা গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে। ওই সময় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের সর্বোচ্চ বিনিময় হার বেঁধে দেয়া হয়। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালায় বাংলাদেশ ব্যাংক। বেশি দামে ডলার বেচাকেনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দেশী-বিদেশী ছয়টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে অপসারণও করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব তৎপরতার মুখেই গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক ধাক্কায় রেমিট্যান্স ৫০ কোটি ডলার কমে যায়। ২০২২ সালের আগস্টে ২০৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এলেও সেপ্টেম্বরে তা ১৫৩ কোটি ডলারে নেমে আসে। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখনই ডলারের বিনিময় হার নিয়ে কঠোর হয়েছে, তখনই বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয় দেখা গেছে।

বর্তমানেও বেশি দামে ডলার বেচাকেনা ঠেকাতে দেশের ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরই মধ্যে ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলমান বিশেষ অভিযানের মধ্যেই রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

দেশের একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী *বণিক বার্তাকে* বলেছেন, ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভুল নীতিতে চলছে। বাস্তবতা না বুঝেই বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যাংকগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ব্যাংক নির্বাহীরা নির্ভয়ে কোনো পরামর্শও দিতে পারছে না। এ কারণে রেমিট্যান্সের বাজার এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশে হুন্ডির বাজার এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণকারীরাও অনেক প্রভাবশালী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো প্রভাবশালী হুন্ডি কারবারিদের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। তারা ভাসমান বিদেশী মুদ্রা বিক্রেতা ও কিছু মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়ে হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এ ধরনের লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না।'

ব্যাংক খাতে গতকাল প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। যদিও খুচরা বাজারে (কার্ব মার্কেট) প্রতি ডলার ১১৭-১১৮ টাকায় লেনদেন হয়েছে। ব্যাংকের তুলনায় খুচরা বাজারে বেশি দাম পাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা হুন্ডির মাধ্যমে বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহের বিপর্যয় থামানো যাবে না বলে জানান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। আবার ধীরে ধীরে ডলারের বিনিময় হারও বাড়ানো হচ্ছে। ব্যাংকে ডলারের দাম বাড়লে কার্ব মার্কেটেও বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে ডলারের বাজার স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে না। বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে প্রভাবশালী হুন্ডি কারবারিদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হলে তবেই হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

আমদানি দায় মেটানোর পাশাপাশি বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপে রয়েছে বাংলাদেশ। ডলারের সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) দেশের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ হাজার ১১৫ কোটি বা ২১ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। সে হিসাবে গত দুই বছরের ব্যবধানে রিজার্ভের পরিমাণ অর্ধেকেরও অনেক নিচে নেমে এসেছে।

দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আসত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে। সেপ্টেম্বরে ব্যাংকটির মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৩৪ কোটি ডলার। যদিও দুই বছর আগে ব্যাংকটির মাধ্যমে মাসে ৬০ কোটি ডলারও রেমিট্যান্স এসেছিল।

জানতে চাইলে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বণিক বার্তাকে বলেন, 'সারা বিশ্বেই এখন হুন্ডির বাজার বেশ শক্তিশালী। এ কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। জাতীয়ভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার প্রভাব ইসলামী ব্যাংকের ওপরও পড়েছে। আমরা রেমিট্যান্স বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২ হাজার ৪৭৭ কোটি বা ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স কমে ২ হাজার ১৩০ কোটি ডলারে নেমে আসে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। গত অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। গত দুই অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে স্থবিরতা চললেও এ সময় বিদেশগামী অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, শুধু চলতি ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৬ লাখ ১৭ হাজার ৫৭৬ জন বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন। এর আগে ২০২১ সালেও ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। সব মিলিয়ে গত আড়াই বছরে বিদেশের শ্রমবাজারে নতুন করে ২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮ জন বাংলাদেশী যুক্ত হয়েছেন। এত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী বিদেশ গেলেও রেমিট্যান্স প্রবাহে সেটির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

সমকাল
মঙ্গলবার । ৩ অক্টোবর ২০২৩ ।

প্রবাসীদের এমআরপি রি-ইস্যু ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) রি-ইস্যু কার্যক্রম ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের এমআরপি রি-ইস্যু কার্যক্রমের মেয়াদ বৃদ্ধি-সংক্রান্ত এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে এ চিঠি পাঠানো হয়।

এতে বলা হয়, বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সুবিধার্থে যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব বৈদেশিক মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু রয়েছে, সেসব মিশনে ই-পাসপোর্টের পাশাপাশি এমআরপি রি-ইস্যু কার্যক্রম ২০২৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে চিঠিতে।

হাতে লেখা পাসপোর্ট বাতিল করে এমআরপির পাসপোর্ট ২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বর চালু করে সরকার। ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি অত্যাধুনিক ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। এর কয়েক মাসের মধ্যে এমআরপি ইস্যু ও রি-ইস্যু কার্যক্রম বন্ধ হয়। ই-পাসপোর্টের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বাধ্যতামূলক বলে প্রবাসীরা বিপাকে পড়েন। কারণ বিদেশে থাকায় তাদের অনেকেরই এনআইডি নেই। তাই চলতি বছর এমআরপি রি-ইস্যু শুরু হয়।

এর মধ্যে গত ১৬ আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাস এমআরপি রি-ইস্যু কার্যক্রমের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য চিঠি দেয়। এর প্রেক্ষিতে এমআরপি রি-ইস্যু কার্যক্রমের মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বণিকবার্তা ■ বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৫, ২০২৩ ■

মার্কিন শ্রমবাজারে নতুন চাকরির সুযোগ দুই বছরের সর্বোচ্চে

নতুন চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম অনুঘটক ছিল ছোট ব্যবসার সম্প্রসারণ। পাশাপাশি মাঝারি মানের ব্যবসাও বেড়েছে। তবে বড় করপোরেশনের কার্যক্রম আগের মাসগুলোর তুলনায় খুব একটা বাড়েনি। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জব ওপেনিংয়ের ১০ শতাংশের অবদান ব্যবসায়িক পরিষেবা খাতের। খাতটিতে আগস্টে জব ওপেনিং ছিল ৫ লাখ ৯ হাজার

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

যুক্তরাষ্ট্রে আগস্টে বিপুল পরিমাণে নতুন চাকরির সুযোগ (জব ওপেনিং) তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন খাতের কোম্পানিগুলোয় কর্মতৎপরতা গতিশীল হওয়ায় কর্মী চাহিদা বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। এমন বাস্তবতায় ওই মাসে দেশটিতে নতুন চাকরির সুযোগ ছিল দুই বছরের সর্বোচ্চে। মার্কিন শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত জব ওপেনিং অ্যান্ড লেবার টার্নওভারের (জেওএলটিএস) প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টে জব ওপেনিং ছিল ৯৬ লাখ ১০ হাজার। জুলাইয়ের তুলনায় সুযোগ বেড়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার। এর মধ্যে পেশাগত ও ব্যবসায় পরিষেবা খাতে ৫ লাখ ৯ হাজার, ফাইন্যান্স ও ইন্সুরেন্স খাতে ৯৬ হাজার, সরকারি শিক্ষা খাতে ৭৬ হাজার ও ফেডারেল সরকারে ৩১ হাজার বেড়েছে জব ওপেনিং। তবে আগস্টের জন্য রয়টার্সের ঘোষিত পূর্বাভাস ছিল ৮৮ লাখ।

আগস্টে গড়ে একজন বেকারের বিপরীতে ১ দশমিক ৫১টি নতুন চাকরির সুযোগ ছিল। এ হার জুলাইয়ের তুলনায় সামান্য কম। সে মাসে গড়ে একজন বেকারের বিপরীতে চাকরির সুযোগ ছিল ১ দশমিক ৫৩টি। তবে আগস্টে বেকারত্বের হারও বেড়েছে।

সার্বিকভাবে চলতি বছরের আগস্টে নিয়োগ ছিল ৫৯ লাখ। বিপরীতে পদ শূন্য হওয়ার পরিমাণ ছিল ৫৭ লাখ। পদ শূন্য হওয়া বলতে প্রতিষ্ঠানের করা ছাঁটাই ও কর্মীর কর্মসংস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত উভয়কেই বিবেচনা করা হয়েছে। মাসজুড়ে খাদ্য ও আবাসন খাতে পদ শূন্য হওয়ার পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫ হাজার। তবে তথ্য খাতে পদ শূন্য হওয়ার পরিমাণ কমেছে। আগস্টে ৩৬ লাখ মানুষ চাকরি ত্যাগ করেছে। খাদ্য ও আবাসন খাতে ত্যাগের পরিমাণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

নতুন চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম অনুঘটক ছিল ছোট ব্যবসার সম্প্রসারণ। পাশাপাশি মাঝারি মানের ব্যবসাও বেড়েছে। তবে বড় করপোরেশনের কার্যক্রম আগের মাসগুলোর তুলনায় খুব একটা বাড়েনি। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জব ওপেনিংয়ের ১০ শতাংশের অবদান ব্যবসায়িক পরিষেবা খাতের। খাতটিতে আগস্টে জব ওপেনিং ছিল ৫ লাখ ৯ হাজার।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে জব ওপেনিং ছিল তুলনামূলক কম। বিপরীতে উত্তর ও পশ্চিম দিকের অঙ্গরাজ্যে বেশি। আগস্টে নতুন চাকরির সুযোগ ছিল তার আগের মাসের চেয়েও বেশি। জুলাইয়ে নতুন চাকরির সুযোগ বাড়ার হার ছিল ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, আগস্টে তা বেড়ে ৫ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জেওএলটিএসের প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টে ছাঁটাইয়ের পরিমাণ কমেছে ১ দশমিক ১ শতাংশ। শিক্ষা বাদে অন্যান্য খাতে ছাঁটাইয়ের হার কমলেও শিক্ষা খাতে আগের তুলনায় বেড়েছে ছাঁটাই। সার্বিকভাবে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা এক হাজার কমেছে। যেহেতু শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উর্ধ্বমুখী গতি মূল্যস্ফীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সুদহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ফেডের পরবর্তী অধিবেশন ৩১ অক্টোবর-১ নভেম্বর। শ্রমবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পরবর্তী সভায় সুদহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। সেপ্টেম্বরের সভায় ফেড সুদহার স্থির রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও বছরের শেষ দিকে আরেক দফা বাড়ানো ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর ৮ অক্টোবর ২০২৩.

পশ্চিম থেকে কমছে প্রবাসী আয়

এ জেড ভূঁইয়া আনাস

দেশের প্রবাসী আয় সংগ্রহের প্রধান হাব ধরা হয় মধ্যপ্রাচ্যকে। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে পশ্চিমা কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়তে থাকে। এমনকি গত অর্থবছরের বেশিরভাগ সময় প্রবাসী আয়ে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। যদিও বছর শেষে শীর্ষ অবস্থানে ফিরেছে সৌদি আরব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় কমেছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। একই সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৬ দশমিক ৫৮, ইতালি থেকে ৭ দশমিক ৭৩ এবং জার্মানি থেকে কমেছে ৭ শতাংশ। এ ছাড়া মাসিক হার বিবেচনায় গেলে যুক্তরাজ্য থেকেও প্রবাসী আয় কমেছে ৩২ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

ব্যাংকাররা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে প্রবাসী আয় কমছে। এমনকি হুন্ডির প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকেও প্রবাসী আয় কমতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থ পাচার রোধ ও দেশে বাণিজ্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে দেশে ৪৯১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। অথচ গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৫৬৭ কোটি ২৮ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে ১৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। দেশের রেমিট্যান্স সংগ্রহের প্রধান হাব মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে প্রবাসী আয় কমেছে ১২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ব্যতিক্রমী ওমানে প্রথম মাসে প্রবাসী আয় বাড়লেও পরের দুই মাস ধারাবাহিক কমেছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ব্যাংকিং চ্যানেল ও খোলাবাজারে ডলারের দরে বড় ব্যবধান থাকায় মানুষ ব্যাংকিং চ্যানেলে আস্থা হারিয়েছেন। অতি মুনাফার আসায় হুন্ডিতে ঝুঁকছেন বেশির ভাগ প্রবাসী। পাশাপাশি নির্বাচনী বছর হওয়ায় অর্থ পাচারও বেড়েছে। এতে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন দেশ রূপান্তরকে বলেন, নির্বাচনী বছর হওয়ায় দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে। এটিকে সহায়তা করছে হুন্ডি। বাংলাদেশ ব্যাংকের কড়াকড়ির কারণে ব্যাংকগুলো বাফেদার নির্ধারিত রেটের বেশিতে ডলার কিনছে না। এজন্য মানুষ হুন্ডি এজেন্টদের কাছে ডলার বিক্রি করছে। তাই ডলারের দর বাজারভিত্তিক হওয়ার দরকার।

তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিল প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। অথচ, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশটি থেকে রেমিট্যান্সপ্রবাহ কমেছে ৪৮ দশমিক ৮১ শতাংশ।

আর অস্ট্রেলিয়া থেকে গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স কমেছে ৪৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

একইভাবে রেমিট্যান্স কমেছে ইতালি থেকেও। দেশটি থেকে গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩ হাজার ৭৭৪ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। অর্থাৎ রেমিট্যান্স কমেছে ৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ। আর জার্মানি থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৬০ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি অর্থবছরের একই সময়ে এসেছে ২২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ রেমিট্যান্স কমেছে ৭ শতাংশ।

এদিকে, যুক্তরাজ্য থেকে রেমিট্যান্সপ্রবাহ গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় বেড়েছে। যদিও আগস্ট মাস বিবেচনা করলে সেপ্টেম্বর মাসে এই দেশটি থেকেও রেমিট্যান্স কমেছে ৩২ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। মঙ্গলবার। ৩ অক্টোবর ২০২৩। ১

জুলাই-সেপ্টেম্বর দুই মাসের রপ্তানিতে ভালো করেছে পোশাক খাত। ছবি : কালের কণ্ঠ

নতুন বাজারের কল্যাণে উচ্চ প্রবৃদ্ধি পোশাক রপ্তানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের তৈরি পোশাক খাতের বড় বাজার ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি কমলেও পোশাক খাত তার উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) সেপ্টেম্বরে একক মাসে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪৬ শতাংশ। এ সময় রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলার। আগের বছর একই সময়ে রপ্তানি ছিল ৩১৬ কোটি ডলার।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ, প্রযুক্তি আপগ্রেডেশন, উদ্ভাবনসহ প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগগুলো অন্বেষণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের সুফল হিসেবেই পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়া দেশের ও পোশাকশিল্পের জন্য উদ্বেগের বলেও মত উদ্যোক্তাদের।

এদিকে গত রবিবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য বাংলাদেশের রপ্তানির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। ইপিবির তথ্য অনুসারে, প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় এক হাজার ১৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এই সময়ের মধ্যে সামগ্রিক পোশাক রপ্তানি ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.০৭ শতাংশ বেশি। নিটওয়্যার খাত থেকে রপ্তানি হয়েছিল ৬৭৬ কোটি ডলার, যেখানে ওভেন পোশাক থেকে রপ্তানি আয় ৪৮৫ কোটি ডলার। নিট এবং ওভেন উভয় খাত থেকে রপ্তানি যথাক্রমে ১৯.৭০ শতাংশ ও ৪.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'প্রচলিত বাজারে আমাদের উদ্বেগ বাড়লেও নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। আর এসব বাজারে রপ্তানি বাড়ার কারণ হচ্ছে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবনসহ প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগগুলো অন্বেষণ করা।'

- সেপ্টেম্বরে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪৬ শতাংশ
- রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলার
- আগের বছরে একই সময়ে রপ্তানি ছিল ৩১৬ কোটি ডলারের

এদিকে ইপিবি সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের শুধু সেপ্টেম্বর মাসে পোশাক রপ্তানির মধ্যে ওভেন পোশাকে আয় হয়েছে ১৪৪ কোটি ডলার, প্রবৃদ্ধি ০.৭৪ শতাংশ। নিট পোশাকে আয় ২১৮ কোটি ডলার, প্রবৃদ্ধি ২৫.৭৬ শতাংশ। এই তিন মাসে পোশাক রপ্তানিতে মোট আয় হয়েছে ৩৬২ কোটি ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪৬ শতাংশ।

প্রথম আলো • শনিবার, ৭ অক্টোবর ২০২৩,

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় আসা অর্ধেকে নেমেছে

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স আসে এমন ১০টি উৎস দেশের মধ্যে ৭টি থেকেই আয় কমেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের উৎস যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় আসা প্রায় অর্ধেকে নেমেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রবাসী আয় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দেশে দেড় বছর ধরে ডলার-সংকট চলছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ পড়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আসা কমে যাওয়ায় সেই চাপ আরও বাড়ছে। চলতি অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ৪৯১ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কম। এর মধ্যে সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, যা প্রায় সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে দেশে প্রবাসী আয়ের শীর্ষ ১০ উৎস হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, কাতার ও বাহরাইন। এই ১০টি দেশ থেকে ৮৬ শতাংশ প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে ইউএই, যুক্তরাজ্য, ওমান থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। বাকি সাতটি দেশ থেকে কমেছে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে কয়েক মাস ধরেই উচ্চমূল্যস্ফীতি চলছে। এ জন্য প্রবাসীরা দেশে থাকা আত্মীয়স্বজনের কাছে অর্থ পাঠাবেন, এটাই স্বাভাবিক। সেখানে প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

সেলিম রায়হান মনে করেন, প্রবাসী আয় আসছে ঠিকই, তবে ব্যাংকিং মাধ্যমে কম আসছে। আসলে হুন্ডির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে। সাধারণত অর্থ পাচার বেড়ে গেলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এদিকে ব্যাংকিং মাধ্যমে প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার কারণে রিজার্ভের ওপরও চাপ বেড়েছে। তাই হুন্ডির দুষ্ট চক্র থেকে বের হতে অর্থ পাচার রোধ করতেই হবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে দেশের মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৫৪ শতাংশই হয়েছে সৌদি আরবে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ ওমানে। তৃতীয় স্থানে থাকা ইউএইতে রপ্তানি হয় ৯ শতাংশ জনশক্তি।

গত অর্থবছরের হিসাবে প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দুই দেশ ছিল সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র। এবার সেখানে প্রবাসী আয়ে শীর্ষে ইউএই। গত তিন মাসে দেশটি থেকে ৮৩ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা গত অর্থবছরের এই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি। প্রবাসী আয়ের উৎস দেশের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সৌদি আরব (৮১ দশমিক ৭২ কোটি ডলার) ও যুক্তরাজ্য (৫৮ দশমিক ৮৮ কোটি ডলার)।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো যুক্তরাষ্ট্রে জনশক্তি রপ্তানি না হলেও সেখানে স্থায়ীভাবে কয়েক লাখ বাংলাদেশি থাকেন। প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী দেশটিতে যান। মূলত তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় পাঠিয়ে থাকেন।

২০১৯-২০ অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৪০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে। পরের বছর সেটি ৩৪৬ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। তখন থেকেই প্রবাসী আয়ের দ্বিতীয় শীর্ষ উৎস দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যা গত দুই বছরও বজায় ছিল।

সংবাদ
রবিবার ২৩ আশ্বিন ১৪৩০
Sunday 8 October 2023

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হতে হবে : স্পিকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং তিনি এসএমই শিল্পের উন্নয়নেও নিরলস কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই সবাইকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হতে হবে।

গতকাল ঢাকায় ওয়েস্টিন হোটেলে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ইমপ্রুভিং এক্সপোর্ট ক্যাপাবিলিটিস অফ এসএমই'স : সাকসিডিং গ্লোবালি আপন এলডিসি গ্রাজুয়েশন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকলস এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের অ্যাম্বাসাডর ইসা ইউসুফ আলদুহাইলান, বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মো. ফাইজুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং শিল্পায়নের সুবিধার্থে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, ডিসিসিআই এর উদ্যোগে এসএমইর সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনার খুবই সময়োপযোগী, এই সেমিনারের মাধ্যমে এসএমই সেক্টরের আরও অনেক সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জিডিপিতে এমএমই সেক্টরের অবদান প্রায় ত্রিশ ভাগ, যা প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, এই সেক্টরের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক ও কার্যকর নীতি গ্রহণের পাশাপাশি অর্থায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্পিকার বলেন, এসএমই সেক্টরের সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিরসনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পথ সুগম করতে হবে। এসময় তিনি ডিসিসিআইর সফলতা কামনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে গতিশীলতা আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সমীর সাত্তারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনোমিক মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান। বক্তব্য রাখেন তরঙ্গর সিইও কোহিনুর ইয়াসমিন, পিপলস লেদার ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপন পরিচালক রেজবিন বেগম, বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিমিটেডের সিইও এ এফ এম আস্কি? বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. কবির আহমেদ, এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৮ আশ্বিন
৩ অক্টোবর ২০২৩

ফ্রিল্যান্সারদের রেমিট্যান্সে উৎসে কর না কাটার নির্দেশ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

ফ্রিল্যান্সারদের বিদেশি আয় বা রেমিট্যান্সের বিপরীতে কোনো ধরনের উৎসে কর না কাটার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে নিয়োজিত সব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে এ বিষয় নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগের এক নির্দেশনা, ২০২৩-এর ১২৪ ধারা অনুযায়ী সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ পাওয়া রেমিট্যান্সের ওপর উৎসে কর আদায় করতে বলা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। অনেকে ধারণা করেন যে, ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ উৎসে কর কাটা হবে। এ নিয়ে চলে নানা আলোচনা-সমালোচনা। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করতে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ১২৪ ধারা অনুযায়ী, আইটি ফ্রিল্যান্সিং খাত থেকে কোনো উৎসে কর কাটা যাবে না।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ৯ অক্টোবর ২০২৩।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ২১.৭৭%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ২১.৭৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের প্রথম আট মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৫.১৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ বাংলাদেশ। ওটেক্সার তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পোশাক আমদানি ২২.৭৭ শতাংশ কমে ৫৩.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ৬৯.২১ বিলিয়ন ডলার।

ওটেক্সার তথ্য

বিশ্ব থেকে সামগ্রিক পোশাক আমদানি কমেছে ২২.৭৭ শতাংশ

চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়াসহ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় পোশাক আমদানির উৎসগুলো মূল্য ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

সবচেয়ে বড় পোশাক আমদানির উৎস চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি কমেছে ২৯.৪৭ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ভিয়েতনাম থেকে আমদানি কমেছে ২৪.৫৭ শতাংশ।

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, হন্ডুরাস, পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি কমেছে যথাক্রমে ২১.৫৯ শতাংশ, ২৬.০৯ শতাংশ, ২৭.২৮ শতাংশ, ৮.৮৭ শতাংশ, ২২.২৬ শতাংশ, ২৯.২৪ শতাংশ ও ১১.৭৪ শতাংশ।

NEW AGE SUNDAY, OCTOBER 8, 2023,

Apparel exports to US fall by 33.71pc in Aug

Moinul Haque

A file photo shows workers sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's readymade garment exports to the United States in August 2023 witnessed a 33.71-per cent fall after increasing slightly in July. — New Age photo

BANGLADESH'S readymade garment exports to the United States in August 2023 witnessed a 33.71-per cent fall after increasing slightly in July.

Exporters said that the US economy was yet to rebound and consumption of apparel products was going slow due to inflation.

They said that the increased interest rate by the US central bank affected consumers heavily and the overall apparel imports by the US continued to declining.

Bangladesh's apparel exports to the US in August 2023 fell by 33.71 per cent to $615.53 million year-on-year compared with $928.53 million in the same month of 2022, according to the US Department of Commerce's Office of Textiles and Apparel data released on October 5.

Readymade garment imports by the US from Bangladesh in January-August of 2023 also declined by 21.77 per cent to $5.18 billion from $6.63 billion in the same period of 2022, the data showed.

Of the eight months of 2023, Bangladesh's RMG exports to the US registered negative growth in six months except January and July.

In July, Bangladesh's apparel exports to the US grew by 7.80 per cent to $748.03 million compared with $693.92 million in the same month of 2022.

The data showed that the total US imports of readymade garments from different countries in eight months of 2023 declined by 22.77 per cent to $53.45 billion compared with those of $69.21 billion in the same period of 2022.

'Bangladesh's apparel exports to the US decreased due to high inflation and high interest rate in the US,' Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan told New Age on Saturday.

He said that the overall import of the US had been declining as inflation affected consumers badly.

Faruque said that some US brands and retailers had started placing orders in increased quantities for the past two months and hopefully apparel exports to the market would increase in the coming months.

The US data showed that Bangladesh's position remained unchanged as the third-largest apparel exporter in the US market with 9.85 per cent share in January-August of 2023 while China and Vietnam occupied the first and the second highest positions with 20.4 per cent and 17.95 per cent share respectively.

The import of apparel by the US from China in January-August of 2023 fell by 29.47 per cent to $10.98 billion compared with that of $15.6 billion in the same period of 2022.

RMG imports by the US from Vietnam in the first eight months of 2023 decreased by 24.57 per cent to $9.65 billion compared with those of $12.80 billion in same period of the past year.

The OTEXA data showed that India's RMG exports to the US market in January-August of 2023 fell by 21.59 per cent to $3.26 4billion compared with those of $4.16 billion in the same period of the previous year.

RMG imports by the US from Indonesia in the first eight months of 2023 decreased by 26.09 per cent to $2.89 billion while the imports from Cambodia fell by 27.28 per cent to $2.20 billion in the period, the data showed.

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023,

Leather sector exports fall by 18.44pc in Q1

Staff Correspondent

BANGLADESH'S export earnings from leather and leather goods in the first quarter (July-September) of the financial year 2023-24 declined by 18.44 per cent to $267.49 million compared with those of $327.97 million in the same period of FY23 due to decreased shipments of leather footwear.

The country's export earnings from leather and leather goods in July-September of FY24 fell 12.18 per cent short of the government-set target of $304.58 million, according to Export Promotion Bureau data.

Exporters said that the demand for leather products, including footwear, decreased on the global market due to geopolitical and some other local reasons.

According to the sector people, many global buyers declined to source leather products from Bangladesh due to lack of environmental compliance.

They said that few renowned manufacturers in the country had gained the certification of Leather Working Group and doing business with the global brands.

Many global buyers stopped procuring leather goods made with local raw hides due to nonfunctional Central Effluent Treatment Plant in Savar tannery estate, sector people said.

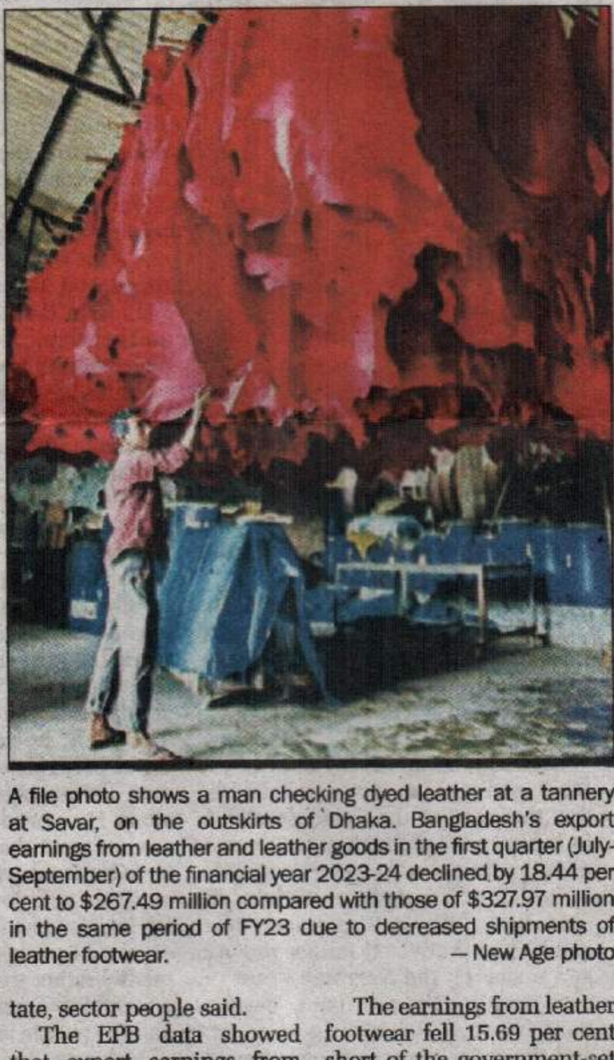

A file photo shows a man checking dyed leather at a tannery at Savar, on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's export earnings from leather and leather goods in the first quarter (July-September) of the financial year 2023-24 declined by 18.44 per cent to $267.49 million compared with those of $327.97 million in the same period of FY23 due to decreased shipments of leather footwear. — New Age photo

The EPB data showed that export earnings from leather footwear in the first quarter of FY24 fell by 32.77 per cent to $141.83 million compared with those pf $210.96 in the same period of FY23.

The earnings from leather footwear fell 15.69 per cent short of the government-set target of $168.76 million in July-September period of FY24.

Leathergoods And Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh president Syed Nasim Manzur on Monday said that although the demand for leather footwear decreased on the global market due to the economic slowdown and geopolitical reasons, Bangladesh's exports would grow in the coming days.

'If we can speed up the market and improve the ease of doing business situation, Bangladesh's leather and leather goods exports would definitely increase,' he said.

Regarding social compliance and non-functional CETP in Savar tannery estate, Nasim said that initiatives had been taken from the government high ups and hopefully the problem would be resolved shortly.

According to the EPB data, export earnings from leather products apart from leather footwear in the first quarter of FY24, however, increased by 11.30 per cent to $91.82 million compared with $82.50 million in the same period of FY23.

Former LFMEAB president Md Saiful Islam said that Bangladesh's lather footwear was exported to diversified markets and the earnings of the sector grew by 51 per cent from Japan and 38 per cent from India in FY23.

He hoped that Bangladesh's export earnings from leather and leather products would be $3 billion in 2024.

NEW AGE
WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023,

South Korea cos to keep investing in Bangladesh RMG sector: envoy

Staff Correspondent

AMBASSADOR of the Republic of Korea to Bangladesh Park Young-sik on Tuesday said that Korean companies would continue to invest in the readymade garment sector in Bangladesh and look forward to more corporate social responsibility activities here.

'Building on the achievements of the past 50 years, both Korea and Bangladesh are committed to forging a brighter and more prosperous future for our nations,' he said in a seminar at a hotel in the capital Dhaka.

The embassy of the Republic of Korea in Dhaka in partnership with the Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) Dhaka office jointly organised the K-CSR Seminar 2023: 'Korean Investors CSRs Activities and Investment Outlooks' to mark the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Korea and Bangladesh.

Park Young-sik said, 'As we celebrate this significant milestone in our diplomatic relations, we must acknowledge the vital role that corporate social responsibility plays in this journey.'

He said that CSR was not just a buzzword.

'It is rather a commitment to giving back to the communities in which we operate. Korean investors in Bangladesh have exemplified this commitment, making a positive impact on society through various CSR initiatives. From sharing advanced technologies to promoting education, environmental sustainability, healthcare, and more, Korean companies have been instrumental in Bangladesh's social development,' the envoy observed.

Speaking as chief guest, Bangladesh Investment Development Authority executive chairman Lokman Hossain Miah called on the Korean companies to invest in skills development, healthcare and medical equipment manufacturing, saying these had huge potential for foreign direct investments here.

He said, 'Limit on the FDI is unlimited in Bangladesh. BIDA is doing its best to facilitate foreign investors.'

All services from BIDA would go online from this December, the BIDA executive chairman added.

Jahangir Saadat, president of the KEPZ, Shahamin S Zaman, chief executive officer of the CSR Centre, M Jashim Uddin Khan, a director at BIDA, and Shahab Uddin Khan, president of the KBCCI, among others, spoke at the event.

Representatives from Youngone, Korea Expressway Corporation, LG, Samsung R&D, Dohwa Engineering, Samsung Electronics, Woori Bank, Samsung C&T Corporation, Korean RMG Contributor and Save the Children presented their respective CSR activities at the seminar.

The bilateral trade between the two nations reached a record high, surpassing $3 billion for the first time in 2022 with Korea currently being the fifth largest FDI provider in Bangladesh, according to the ambassador.

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
১২ অক্টোবর ২০২৩, ২৭ আশ্বিন ১৪৩০

বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তা করবেন অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নে সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের (এবিবিএফ) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। গতকাল বেজা কার্যালয়ে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়, যার উদ্দেশ হলো সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সব অর্থনৈতিক অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া ও সেখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ আনয়ন ও আকর্ষণে কাজ করা।

'এবিবিএফ' অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত প্রবাসী ব্যবসায়ী বাংলাদেশিদের একটি ফোরাম, যার অধীনে প্রায় ৬০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বৈদেশিক বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। এই স্মারকের অংশ হিসেবে উভয় দেশে একাধিক রোড শো ছাড়াও সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে সব অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিকল্পিত শিল্পায়নের সুযোগসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকর্ষণ ত্বরান্বিত হবে।

সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল হলো দেশের অন্যতম এবং উত্তরাঞ্চলের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা যমুনা নদীর তীরে ১ হাজার ৩৬ একর জমির ওপর অবস্থিত। ২০১৮ সালে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে এটি লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৮টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জমি বরাদ্দে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১০ অক্টোবর ২০২৩

অর্থনীতিতে নোবেল ২০২৩

শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা নিয়ে নতুন ধারণার স্বীকৃতি

রূপান্তর ডেস্ক

অধ্যাপক ক্লডিয়া গোল্ডিন

অর্থনীতিতে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লডিয়া গোল্ডিন। শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন ধারণা এনে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে এ বছরের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনীত করে নোবেল কমিটি।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে ৪টায় পর স্টকহোম থেকে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী হিসেবে ক্লডিয়ার নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস।

নোবেল কমিটি বলছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর উপার্জন এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রথমবারের মতো বিস্তৃত গবেষণা করেছেন অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ক্লডিয়া গোল্ডিন। তার গবেষণা এ ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রধান কারণগুলো উন্মোচন করে।

বৈশ্বিক শ্রমবাজারে এখন পর্যন্ত নারীদের অবদানের তথ্য সেভাবে উঠে আসে না। পুরুষদের চেয়ে কর্মক্ষেত্রে মজুরিও কম পান তারা।

৭৭ বছর বয়সী গোল্ডিন এ বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করেছেন; দেখিয়েছেন লিঙ্গ পার্থক্য কীভাবে আয় ও কাজের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। এর কারণও তুলে ধরেছেন তিনি।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ সাল থেকে। নারী হিসেবে গোল্ডিনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের এলিনর অসট্রম ২০০৯ সালে এবং ফ্রান্সের এস্তের দুফ্লো ২০১৯ অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছিলেন।

এ বছর গত ২ অক্টোবর চিকিৎসাবিজ্ঞানে, ৩ অক্টোবর পদার্থে, ৪ অক্টোবর রসায়নে, ৫ অক্টোবর সাহিত্যে এবং ৬ অক্টোবর শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। দুদিন বিরতি দিয়ে আজ ঘোষণা করা হলো অর্থনীতিতে নোবেলজয়ীর নাম।

THURSDAY OCTOBER 12, 2023
ASHWIN 27, 1430 BS
The Daily Star

Labour market expanding beyond Gulf, Southeast Asia

JAMIL MAHMUD

There has been a noticeable increase in the migration of Bangladeshi workers to smaller overseas labour markets through regular channels in recent years, signaling a promising path for the sector's expansion.

While Bangladesh has traditionally dispatched the majority of its workforce to the Middle East, particularly Gulf states, and Southeast Asia, there is now a steady annual flow of workers to other regions around the world.

One such destination is South Korea, where Bangladeshi workers are employed under the Employment Permit System.

Introduced in 2004, this system was designed to efficiently manage foreign labour and address manpower shortages in small and medium-sized Korean companies, according to Human Resources Development Service of Korea.

The country recruited 9,170 Bangladeshi workers from January 2022 to June 2023. This shows a significant rise compared to the 3,934 workers recruited in 2018 and 2019, as per the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) data.

The year 2020 and 2021 saw a decline in recruitment, with only 316 workers hired due to the challenges posed by the pandemic.

BMET data shows Bangladesh has sent nearly 1.54 crore workers abroad since 1976 till June 2023.

Of them, 91.13 percent headed to only eight countries Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Oman, and Bahrain in the Gulf, and Malaysia and Singapore in Southeast Asia.

According to the expatriates' welfare ministry's annual report, Bangladeshis migrated to at least 62 countries for employment in the 2021-2022 fiscal year.

Between January 2021 and June this year, about 23.7 lakh workers have gone abroad.

In October 2020, Italy lifted an eight-year embargo to hire workers from Bangladesh in "seasonal" and "non-seasonal" categories.

Bangladeshis migrated to at least 62 countries for employment in the 2021-2022 fiscal year.

The rise in workers' outflow to smaller markets is positive for the sector. However, workers are heading to smaller markets mainly through government arrangements. Private recruiting agencies should be involved in the process to increase outflow.

SYED SAIFUL HAQUE
Chairman of Warbe Development Foundation

The following year, 653 workers made their way to Italy. This number was 13,251 in the subsequent 18 months, according to BMET data.

Furthermore, Bangladesh and Japan entered into separate memorandums of cooperation in 2018 and 2019, focusing on the recruitment of Bangladeshi individuals through Japan's "technical intern training" and "specified skilled worker" programmes.

From January 2022 to June of the current year, Japan hired 885 Bangladeshi workers, compared to 537 workers hired in the previous four years, including a period of decline during the pandemic.

Meanwhile, Seychelles took 782 Bangladeshi workers during the 2021-2022 fiscal year, marking a significant rise from the 79 workers who went there in the preceding fiscal year.

Seychelles and Bangladesh inked an agreement on labour cooperation back in 2019.

Additionally, there's an emerging trend of small-scale worker migration through regular channels to various European countries, including Serbia, Yugoslavia, Albania, and Poland.

This is highlighted in the Expatriates' Welfare Ministry's "Labour Migration Report 2021-2022," published in April this year.

Labour market

ROM PAGE 3

In a broader context, Bangladesh is actively working to expand its overseas labour market in Europe, aiming to reduce its reliance on the main labour markets in the Middle East, says the report.

Syed Saiful Haque, chairman of Warbe Development Foundation, said the rise in workers' outflow to smaller markets is positive for the sector.

However, workers are heading to smaller markets mainly through government arrangements, he said, adding, private recruiting agencies should be involved in the process to increase outflow.

Globally, there is demand for workers and even countries with weaker economies can be destinations for Bangladeshi workers if they get expected wage and benefit, Saiful said.

"However, the Bangladesh government must ensure migrant workers' protection in destination countries," he added.

সময়ের আলো রোববার। ১৫ অক্টোবর ২০২৩।

কেমন চলছে হালকা প্রকৌশল শিল্প

● শাহনেওয়াজ

আলপিন থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক পণ্য সবই হচ্ছে প্রকৌশল শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। আর এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা। এসব উদ্যোক্তা এখন স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। তৈরি করছেন অত্যাধুনিক সব যন্ত্র। আর এর সঙ্গে যন্ত্রপাতি। এই যন্ত্রপাতি দেশের বাইরে রফতানি হচ্ছে। কী পরিমাণ রফতানি হচ্ছে তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও, সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শতকোটি ডলার তো হবেই।

এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের তৈরি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আগে যে পরিমাণ বিদেশে রফতানি হয় তা এখন অনেকটা কমে এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে। কেন কমে গেল, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মূলত নীতিগত সহায়তা, ডলার সংকট ও দক্ষ জনবলের অভাবে এই অবস্থা হয়েছে। ডলার সংকটের কারণে কাঁচা মালামাল আমদানি অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। এর প্রভাব পড়েছে রফতানি খাতে।

জানা গেছে, হালকা প্রকৌশল শিল্পের বৈশ্বিক বাজার এখন প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজারের মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা রয়েছে। এই খাতকে ঘিরে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

এর আগে অর্থাৎ ২০২০ সালে হালকা প্রকৌশল পণ্যকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজেই এই পণ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। এরপরও গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে হালকা প্রকৌশল শিল্পে ছিল নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। আর আগামীতে যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তা হলে চলতি অর্থবছরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয় হয়েছে ১২ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ১৩ শতাংশ কম। চলতি অর্থবছরে এই খাত থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৩ কোটি ডলার। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাত থেকে আয় এসেছে ৫৮ কোটি ডলার। অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৬ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম আয় হয়েছে।

কেন আয় কমল? এই প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তারা জানান, মূলত করোনা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যে ডলার সংকট সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমদানি ব্যাহত হয়েছে। আর আমদানি ব্যাহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন উৎপাদন কমেছে, অন্যদিকে রফতানি কমেছে।

শতকোটি ডলার রফতানি হচ্ছে

বৈশ্বিক বাজার ৭ ট্রিলিয়ন ডলার

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের তৈরি যন্ত্রাংশ রফতানি কমেছে

দেশের প্রায় ৪০ হাজারের মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা রয়েছে

প্রায় ৮০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মো. আবদুর রাজ্জাক জানান, দেশের শিল্প-কারখানার জন্য ১ হাজার ২০ কোটি ডলারের মোল্ড আমদানি করা হয়। যার পুরোটাই দেশে তৈরি করা সম্ভব। আর এই শিল্পের জন্য যে কাঁচামালের ওপর শুল্ক ও করের চাপ রয়েছে তা দ্রুত কমানো প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, কাঁচামাল আমদানিতে অনেক শুল্ক। অথচ সম্পূর্ণ তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক কম। এই ধরনের বৈষম্য থেকে সরে আসতে হবে। শুধু কর অবকাশ নয়, এই খাতের জন্য যা বেশি প্রয়োজন তা হলো নীতিগত সহায়তা। ধোলাইখাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই জায়গাটা নতুন করে উন্নয়ন করতে হবে। এখানকার তৈরি পণ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। তিনি এই ধোলাইখালকে পুতুলের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এদের এখন ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়ে বিয়ে দিতে হবে। গ্লোবাল মার্কেটের জন্য ধোলাইখাল এখন আর উপযুক্ত নয়। আর এখানকার তৈরি পণ্য দিয়ে রফতানি বেশি আশা করাও ঠিক নয়।

তিনি বলেন, এই হালকা শিল্প নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। যে নীতিমালার ভিত্তিতে এই হালকা শিল্প এগিয়ে যাবে। এই শিল্পের জন্য ইতিমধ্যে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, রফতানি বাড়াতে হলে একটি নির্দিষ্ট শিল্পপার্ক প্রয়োজন। এই পার্ক নির্মাণের কাজ অনেক দিন ধরে চলছে। এই পার্ক দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন। বর্তমান হালকা প্রকৌশল পণ্য রফতানিতে ১৫ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তবে এলসি ছাড়া নগদে রফতানিমূল্য পরিশোধ করা হলে ওই সহায়তা নিতে পারছে না উদ্যোক্তারা।

এদিকে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, রফতানি পণ্য হিসেবে বাইসাইকেল অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে পণ্যটি এখন রফতানি হচ্ছে বিদেশে। এ ছাড়াও লৌহজাত ঢালাই, ইলেকট্রনিক পণ্য, প্রকৌশল যন্ত্রসহ আরও পণ্য বিদেশে যাচ্ছে।

জানা গেছে, বর্তমানে পাঁচটি জেলায় হালকা প্রকৌশল শিল্পপার্ক হচ্ছে। এসব শিল্পপার্ক যত দ্রুত নির্মাণ সম্পন্ন হবে ততই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। কোনো কোনো উদ্যোক্তা মনে করেন, এই খাতের জন্য ১০ বছর মেয়াদে সুদবিহীন ঋণ দেওয়া প্রয়োজন। ঋণ দিলে এই খাতের অনেক পরিবর্তন আসবে। দেশ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি উপকৃত হবে শিল্প উদ্যোক্তারা।

বণিক বার্তা শনিবার, অক্টোবর ১৪, ২০২৩

চামড়া শিল্প নিয়ে আলোচনা

কাঁচামাল আমদানি টেকসই শিল্পের অন্তরায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কাঁচামাল আমদানি করে শিল্প গড়ে তুললে সেটি কখনো টেকসই হয় না। কোনো শিল্পকে টেকসই করে গড়ে তুলে অনেক দূর এগিয়ে নিতে হলে নিজস্ব কাঁচামাল কাজে লাগাতে হবে। কারণ কাঁচামাল আমদানি করে উৎপাদিত শিল্প দেশের অর্থনীতিতে খুব বেশি অবদান রাখে না। একই সঙ্গে নিজস্ব কাঁচামাল থেকে শিল্প পণ্য উৎপাদন না করে সেটি রফতানি করাও একটি দেশের অর্থনীতির জন্য খারাপ উদাহরণ।

গতকাল বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে লেদার : দ্য ট্রুলি সাসটেইনেবল ম্যাটেরিয়াল শীর্ষ আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। চতুর্থ বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০২৩ উপলক্ষে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন সাসটেইনেবল লেদার ফাউন্ডেশনের (এসএলএফ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবরা টেইলর, টেক্সটাইল ক্লাস্টারের সমন্বয়ক ওয়ার্নার লেনজ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং গ্রুপের সিনিয়র ডিরেক্টর (অপারেশন স্ট্র্যাটেজিস) কারল ফ্ল্যাচ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন অক্টান লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইবনুল ওয়ারা।

দেবরা টেইলর বলেন, 'নিজস্ব কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদন করতে পারাটা শিল্পের জন্য খুবই ইতিবাচক। এটি শিল্পকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। যখন কোনো শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করা হয় তখন দেখা যায় বড় একটি অংক বিদেশে চলে যায়। আবার পণ্যটি উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন বা যন্ত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি করতে হয়। প্রযুক্তিসহ আরো বেশকিছু বিষয় এখানে থাকে। শুধু নিজেদের শ্রমিক দিয়ে বাকি সব আমদানি করে কোনো শিল্প বেশি দূর এগোতে পারে না। বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন এবং চামড়া শিল্পে নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহারের কারণে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।'

ওয়ার্নার লেনজ বলেন, 'ইটিপি (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। শতভাগ ইটিপি বাস্তবায়ন করার মতো অবস্থায় বাংলাদেশ এখনো পৌঁছায়নি। অন্যদিকে এখানে সরকারেরও নানা বিষয় রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের উচিত যে সনদগুলো বা কার্যক্রমগুলো কোনো কারণে থেমে আছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য সনদ বা কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করে নেয়া।'

কারল ফ্ল্যাচ বলেন, 'চামড়া নিজেই রি-সাইকেল হয়ে আসা পণ্য। তার থেকে নানাভাবে নানা পণ্য উৎপাদন সম্ভব। শুধু চামড়া ব্যবহার করার পর বাকিটুকু বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেয়া চলবে না। চামড়াজাত পণ্য তৈরির পর যে অংশ ফেলে দেয়া হয় সেখান থেকেও নানা পণ্য তৈরি করা সম্ভব।'

উল্লেখ্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী (১২ থেকে ১৪ অক্টোবর) এ শোয়ের আয়োজন করা হয়।

শেয়ার বাজার
শনিবার, ২৮ আশ্বিন ১৪৩০ ■ ১৪ অক্টোবর ২০২৩

অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক

তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে

● অর্থনীতি রিপোর্ট

তৈরি পোশাকের রপ্তানিতে গতি বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে নতুন বাজারের মধ্যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। তবে ভারতে রপ্তানি কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ব্রাজিলসহ অন্যান্য দেশেও তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং যুক্তরাজ্যের বাজারেও বাংলাদেশি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। বড় বাজারে রপ্তানির গতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বরে ১ হাজার ১৬২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ইইউতে বাংলাদেশের ৫৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ দশমিক ৪৭ শতাংশ বেশি। এই বাজারে গত অর্থবছরে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বিজিএমইএ সূত্রে জানা যায়, দুই মাস ধরে ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে ক্রয়াদেশ কিছুটা বেড়েছে। মূলত যে সব ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের পণ্যের মজুত কমছে, তারাই ক্রয়াদেশ দিচ্ছে।

ইইউর বাজারে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় জার্মানি, স্পেন ও ফ্রান্সে। গত অর্থবছর বাংলাদেশি পোশাকের দ্বিতীয় শীর্ষ গন্তব্য জার্মানিতে ৬৬৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। ঐ সময় রপ্তানি কমেছিল ৬ দশমিক ৮১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ১৪৫ কোটি ডলারের পোশাক। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ কম।

এছাড়া গত অর্থবছরে ফ্রান্সে ৩৫৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সাড়ে ১৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সেই দেশে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৬৩ কোটি ডলারের পোশাক। অন্যদিকে স্পেনে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি একই রকম আছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ১০৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশি পোশাকের সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৮৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রবৃদ্ধি কমেছিল ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাজারটিতে রপ্তানি হয়েছে ২০৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশি পোশাকের তৃতীয় শীর্ষ গন্তব্য যুক্তরাজ্যে গত অর্থবছরে ৫০৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। তখন প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বরে) রপ্তানি বেড়েছে ২১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ১৪৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

প্রচলিত বাজারের মধ্যে কানাডায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ৩৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি। যদিও গত ২০২২-২৩ অর্থবছর এই বাজারে রপ্তানি হয়েছিল ১৫৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। ঐ সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

বিজিএমইএ সূত্র জানায়, বড় বাজারের পাশাপাশি নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি খুবই ইতিবাচক। দুই মাস ধরে ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে ক্রয়াদেশ কিছুটা বেড়েছে। মূলত যে সব ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের পণ্যের মজুত কমছে, তারাই ক্রয়াদেশ দিচ্ছে।

SUNDAY OCTOBER 15, 2023
ASHWIN 30, 1430 BS
The Daily Star

Apparel export to non-traditional markets growing

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment entrepreneurs' push for diversifying export markets and cut high reliance on Europe and the US is paying off.

Apparel exports to markets other than European and North American destinations, termed as non-traditional markets by exporters, is growing and so is its share in overall garment shipments.

During the July-September period of the current fiscal year of 2023-24, non-traditional markets accounted for 19.3 percent of the $11.6 billion earned through garment exports, according to data compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

During the same period a year ago, it was 17.4 percent.

From another perspective, garment exports to these non-traditional markets, which include Japan, India, Australia and South Korea, grew 25 percent year-on-year.

In contrast, the growth in Europe, the biggest market for Bangladesh's exporters, was 11.4 percent.

And in the US, the second largest destination from Bangladesh's apparel, it was far lower, around 3 per cent.

One major reason is the increased efforts of exporters as the scope for growth in Europe is shrinking, said Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions Lt.

Besides, buyers of non-traditional markets are reducing their dependence on China, said Hoque, a former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

Three years ago, traditional markets, namely Europe, the US, UK and Canada, had generated around 84 percent of the total apparel export receipts.

At the end of fiscal year 2022-23, it was just over 82 percent.

Of the amount earned from non-traditional markets in the past three months, half came from Japan, Australia, India and South Korea.

Bangladesh's garment makers fetched over $2.2 billion from exports to non-traditional markets in the last July-September period, up from $1.7 billion in the same period of fiscal year 2022-23, according to the BGMEA

Among them, Australia registered the highest year-on year growth of 54 percent to reach $344 million.

In Japan it was 39 percent, reaching nearly half a billion US dollars.

South Korea, another emerging export market for Bangladesh, was closely trailing at 37 percent, reaching $180 million.

"However, our apparel export earnings from India declined by 7.69 percent," said Mohiuddin Rubel, a director of the BGMEA,a platform representing the garment industry which generates some $47 billion in annual export earnings.

Clothing exports to the neighbouring country fetched $282 million in the first quarter of fiscal year 2023-24.

During the same period a year ago, it was $306 million.

Products from Bangladesh get duty free access to Japan, Australia, South Korea and India since it is a least developed country, said Mostafa Abid Khan, a former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission.

It appears that exporters are now focusing more on these markets, he said.

১৪ বছরে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
পেছনের পৃষ্ঠা
ঢাকা ■ ৩ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ■ ১৯ অক্টোবর ২০২৩

বাড়ছে বিদেশযাত্রা, কমছে রেমিট্যান্স

৯ মাসে গেছে প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক ■ ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স সেপ্টেম্বরে

শাহেদ আলী ইরশাদ

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে প্রায় ১০ লাখ মানুষ কাজ নিয়ে বিদেশে গেলেও গত ৪১ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছে গতমাস সেপ্টেম্বরে। জনশক্তি রপ্তানি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর হিসাব বলছে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে কাজ নিয়ে মানুষের বিদেশ যাওয়া শুরু হয়েছে ১৯৭৬ সালে। আর চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করতে বিদেশে গেছেন। বিএমইটির তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৫ জন শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২২ সালের একই সময়ে বিদেশে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৭৩৯ জন। প্রবাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনা। ২০২২ সাল থেকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর রেকর্ড করলেও প্রবাসী আয় কমছে। আবার দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদও দুর্বল হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, গত ৪১ মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন ১৩৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এর আগে সবচেয় কম ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। তথ্য বলছে, আগের মাস আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স কমেছে ১৬ শতাংশ। আগস্টে প্রবাসীরা ১৬০ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ শতাংশ। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৪ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে রেমিট্যান্স কমছে। নির্দিষ্ট করে বললে, ভালো মুনাফার কারণে শ্রমিকরা হুন্ডিতে অর্থ পাঠাচ্ছেন। বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স বৈধ চ্যানেলে না আসার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে কোনো

বাড়ছে বিদেশযাত্রা

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ধরনের সাহায্য করতে পারছে না। যদিও বিশেষজ্ঞরা অর্থ পাচারকে আরও একটি বড় কারণ বলে দায়ী করছেন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান মনে করেন, ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই বাংলাদেশে ডলার সংকটের একমাত্র সমাধান নয়। বরং যেসব অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে বাংলাদেশে ডলার বিশেষ করে রেমিট্যান্স আসছে সেগুলো বন্ধ করা না গেলে ডলার সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ডলার আসার ওপর একটা চাপ অবশ্যই আছে। আর সেটা হচ্ছে হুন্ডি। হুন্ডির কারণেই বিদেশে ডলারে চাহিদা অনেক বেশি বেড়েছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, 'এ জন্য একটা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাকশন নেওয়া যায় কি না এই জিনিসটাকে পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি দু-চারজনকে না ধরতে পারেন তাহলে তো এটা চলতেই থাকবে।' তবে একই সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার যদি বাজার দরের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা খারাপ হয় না- বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, ডলারের দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে ডলার সংকট সমাধানে সেটি সহায়ক হতে পারে। তবে একই সঙ্গে হুন্ডির ব্যবহারও কমিয়ে আনতে হবে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশের ডলার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গত ১১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ অবস্থান নির্দেশিকা (বিপিএম৬) অনুযায়ী, রির্জাভ ২১ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার। তবে দক্ষকর্মী প্রেরণ, ন্যায্য মজুরি ও কাজের সুযোগ থাকা দেশগুলোতে শ্রমিকদের যথাযথ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে বলেছেন খাত বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী যাওয়া বেড়েছে, যদিও এদের ৮০ শতাংশই অদক্ষ ও অল্প দক্ষ। বিএমইটির তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে বিদেশে গেছে ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ শ্রমিক, ২০১৯ সালে গেছে ৭ লাখ ১৫৯ জন, ২০২০ সালে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন, ২০২১ সালে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন ও ২০২২ সালে কাজ নিয়ে বিদেশে গেছে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন শ্রমিক। অধিকাংশ শ্রমিক গেছে প্রচলিত চাকরি বাজার সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীরা ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার।

Monday, October 16, 2023
www.thefinancialexpress.com.bd

BGMEA urges IMF to support growth of RMG industry

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Faruque Hassan has urged the International Monetary Fund (IMF) to support the growth and development of Bangladesh's RMG industry, highlighting its pivotal role in the country's economic development and global trade.

Faruque made the call when a delegation from the IMF, led by IMF Mission Chief for Bangladesh Rahul Anand met him at the BGMEA Complex in the capital on Sunday, reports BSS.

Other members of the IMF delegation include IMF Resident Representative to Bangladesh and Bhutan Jayendu De, Division Chief Chris Papageorgiou, Deputy Division Chief Piyaporn Sodsriwiboon, Senior Economist Estelle Xue Liu, Senior Economist Seok Hyun Yoon, Senior Economist Suphachol Suphachalasai and economist Richard Varghese, said a press release.

BGMEA Directors Asif Ashraf, Neela Hosna Ara, Chair of the BGMEA Standing Committee on Labour and ILO Affairs ANM Saifuddin and Chair of the BGMEA Standing Committee on Foreign Mission Cell Shams Mahmud were also present at the meeting.

বণিকবার্তা সোমবার, অক্টোবর ১৬, ২০২৩

চলতি বছর ১০ কোটি ২০ লাখ কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

দেশে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রেকর্ড চা উৎপাদন

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতে দেশে চা উৎপাদন নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। দুই বছর ধরে বিরূপ আবহাওয়ায় চা উৎপাদনে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে চলতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক থাকায় ফলন বেড়েছে জনপ্রিয় এ পানীয় পণ্যটির।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য বলছে, জুলাইয়ের চেয়ে আগস্টে ৮ লাখ ৩৫ হাজার কেজি বেশি চা উৎপাদন হয়েছে। মাসটিতে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮৯ হাজার কেজিতে। ২০২২ সালের আগস্টে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৬২ হাজার কেজি। এক বছরের ব্যবধানে মাসটিতে উৎপাদন বেড়েছে ৩৭ লাখ ২৭ হাজার কেজি।

বোর্ড সেপ্টেম্বরের উৎপাদন তথ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। তবে নিলামের তথ্য থেকে জানা গেছে গত মাসেও উৎপাদনে উল্লম্ফন এসেছে। ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১৯তম চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক নিলামে উঠেছিল ৩৩ লাখ ৫২ হাজার ৯৩১ কেজি চা। ২০২২ সালের একই নিলামের চেয়ে এ বছর ৯ লাখ ৯ হাজার ৫৭৭ কেজি বেশি চা বিক্রির জন্য উঠানো হয়েছে। আর ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মোট ছয়টি নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব করা হয় ২ কোটি ৪৫ লাখ ২৬ হাজার ৪৯৮ কেজি চা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় নিলামে বেশি উঠেছে ৭১ লাখ ৩৪ হাজার ২০১ কেজি।

জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে ২৫তম নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন এ নিলামে গত বছরের চেয়ে অন্তত ছয় লাখ কেজি বেশি চা প্রস্তাব করবে ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। এ হিসেবে দেখা যায়, দেশের ১৬৮টি চা বাগান থেকে সেপ্টেম্বরেও রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদন করেছেন চাষীরা।

চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন বা বাংলাদেশীয় চা সংসদের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ বছরের শুরুতে খরা থাকলেও গত দুই মাস পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। এ কারণে বাগানগুলোয় আগের বছরের চেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয়েছে। যদিও ফলন বেশি হওয়ায় নিলামে বাগান মালিকরা ভালো দাম পায়নি। তবে গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনকারী বাগানগুলো ন্যায্য দাম পেয়েছে। উৎপাদনের এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের চা খাত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।'

এদিকে চলতি বছর ১০ কোটি ২০ লাখ কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। বোর্ডের তথ্যমতে, জানুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত প্রথম আট মাসে পণ্যটির উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৪৫ লাখ ৮৫ হাজার কেজি। গত বছরের একই সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯০ লাখ ৯৩ হাজার কেজি। গত বছরের চেয়ে ৫৫ লাখ কেজি বেশি চা উৎপাদন হওয়ায় চলতি বছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে আশাবাদী খাতসংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেও ভালো ফলনের ব্যাপারে আশাবাদী বাগান মালিক ও ব্যবস্থাপকরা। গত বছরের শেষ চার মাসের ন্যায় ৪ কোটি ৪৭ লাখ ৩৬ হাজার কেজি চা উৎপাদন হলেও চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে মনে করছেন তারা।

২০২১ সালে দেশে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ৭ কোটি ৭৭ লাখ ৮০ হাজার কেজি। এর বিপরীতে চা উৎপাদন হয়েছিল ৯ কোটি ৬৫ লাখ ৫ হাজার কেজি। পরের বছর চা বোর্ড উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি কেজি নির্ধারণ করলেও তা পূরণ হয়নি। ২০২২ সালে উৎপাদন নেমে যায় ৯ কোটি ৩৮ লাখ ২৯ হাজার কেজিতে। মূলত খরার প্রভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয় বাগানগুলোয়।

চট্টগ্রামের বারোমাসিয়া, রাঙাপানি ও এলাহীনূর চা বাগানের কো-অর্ডিনেটর জসিম উদ্দিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'বছরের শুরুতে তীব্র খরা ও বিরূপ আবহাওয়ায় এবারো উৎপাদন আশানুরূপ ছিল না। তবে গত দুই মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যাশার চেয়েও বেশি উৎপাদন হয়েছে।' চলতি বছরের বাড়তি চা উৎপাদনের এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে চা রফতানির সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করেন তিনি।

জুলাইয়ের চেয়ে আগস্টে ৮ লাখ ৩৫ হাজার কেজি বেশি চা উৎপাদন হয়েছে। মাসটিতে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮৯ হাজার কেজিতে। ২০২২ সালের আগস্টে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৬২ হাজার কেজি। এক বছরের ব্যবধানে মাসটিতে উৎপাদন বেড়েছে ৩৭ লাখ ২৭ হাজার কেজি

MONDAY OCTOBER 16, 2023
ASHWIN 31, 1430 BS
The Daily Star

IMF inquires about discrepancy in RMG exports and proceeds

STAR BUSINESS REPORT

A visiting International Monetary Fund (IMF) delegation yesterday sought to know from garment manufacturers why some exports from Bangladesh over the past 10 to 15 years did not see the subsequent return of proceeds.

The mismatch is of $3 billion, informed the delegation in recent meetings with different ministries and Bangladesh Bank.

However, no particular figure was mentioned by the delegation in yesterday's meeting with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) at its Dhaka office, BGMEA President Faruque Hassan told The Daily Star afterwards.

The gap has led different quarters to raise questions over whether money laundering was taking place, he quoted the delegation as saying.

The delegation also wanted to know of problems faced when making exports.

They inquired whether opening of letters of credit was being restricted for the gradual depletion of the country's foreign currency reserves, specifically of US dollars, partially for the repayment of foreign loans by the government.

There was $21.07 billion in the reserves as of October 11, states Bangladesh Bank. The highest on record was $48 billion in August 2021.

They also wanted to know whether the devaluation of the local currency, taka, against the US dollar is leading to a competitive edge globally, BGMEA President Faruque Hassan told The Daily Star after the meeting.

The taka has been devalued by 28 percent over the last one year because of domestic and international economic volatility stemming from the pandemic's fallouts and the Russia-Ukraine war.

The IMF delegation, led by Rahul Anand, mission chief for Bangladesh, arrived in Dhaka on October 4 to discuss the terms of a $4.5 billion loan.

The team is scheduled to leave Bangladesh on October 19 after a series of meetings on the release of a second tranche of the loan which is expected to be released next month.

There are many instances of export proceeds arriving late for delayed payments by international retailers and brands, Hassan said to have responded to the delegation.

Sometimes deferral payments of 120 days or even more were sought, including during the pandemic when the global supply chain experienced a very volatile situation, he said.

Sometimes, companies go bankrupt or shareholders engage in legal tussles and sometimes they demand discounts or cancel orders for reasons such as delayed shipments, lack of quality and non-compliance, he said.

Such scenarios can also lead to payments against exports not being made at all, he said, highlighting that payment delays bar exporters from repaying bank loan instalments.

Regarding opening LCs, Hassan said to have informed that there were facing no issues as the exports were bringing in US dollars which were replenishing the reserves.

The devaluation of the taka was favouring businesses, he added.

However, there are delays in getting customs clearances, including over bonded warehouse facilities, he said.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৬ অক্টোবর ২০২৩

১৩ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৭৮ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক

অক্টোবরের প্রথম ১৩ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ৭৮ কোটি ১২ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় আট হাজার ৫৫৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা (১ ডলার সমান ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা হিসাবে)। গতকাল প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্যমতে, অক্টোবরের প্রথম ১৩ দিনে প্রতিদিন প্রবাসীরা বৈধ পথে ছয় কোটি ৯৪ হাজার ৬১৫ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। আগের মাসের একই সময়ে প্রতিদিনে পাঠিয়েছিলেন চার কোটি ৪৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬০ মার্কিন ডলার। সে হিসাবে গত মাসের চেয়ে চলতি মাসে প্রবাসী আয় বেড়েছে। জুলাই আগস্ট ইতিবাচক ধারায় থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে যায় প্রবাসী আয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩১ আশ্বিন
১৬ অক্টোবর ২০২৩

সিকৃবি গবেষকদের তথ্য

চায়ের উৎপাদন আরো ১ কোটি কেজি বাড়ানো সম্ভব

■ সিলেট অফিস

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বলেছেন, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন আরো কমপক্ষে ১ কোটি কেজি বৃদ্ধি করা সম্ভব। তারা বলেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮৫-৯৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর চা ব্যবহার হয়ে থাকে ৯০-৯৫ মিলিয়ন কেজি। বর্তমানে চা-বাগানের অব্যবহৃত জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি ২০ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে ছায়াবৃক্ষ লাগালে সর্বোচ্চ চা উৎপাদন করা সম্ভব।

গতকাল রবিবার সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) কৃষি অনুষদের ভার্চুয়াল সম্মেলনকক্ষে 'চা উৎপাদনে উপকারী আর্থোপোড সংরক্ষণে ছায়াবৃক্ষের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে গবেষকবৃন্দ এসব তথ্য জানান। তারা বলেন, অনেক স্থানে 'সিক বাগান' পড়ে আছে। আবার অনেক স্থানে চা চাষ করার উপযোগী জায়গা ফেলে রাখা হয়েছে। এগুলো চাষের আওতায় না আনলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের (সাউরেস) পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ ভূঁইয়া সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মালেক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডা. মো. জামাল উদ্দিন ভূঞা বলেন, 'নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পণ্য রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে হবে।'

এদিকে এবার অনুকূল আবহাওয়া দেশে চা উৎপাদন আশাব্যঞ্জক। যদিও এবার মৌসুমের প্রথম দিকে তীব্র খরা, অতিবৃষ্টি নিয়ে বাগানগুলো মন্দা সময় অতিক্রম করে। কিন্তু গত কয়েক মাসের বৃষ্টিতে চা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আশাবাদী বাগান-সংশ্লিষ্টরা। এবার ১০২ মিলিয়ন কেজি চা-পাতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাগানে বাগানে ব্যস্ত সময় পার করছেন চা-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্টরা।

সময়ের আলো | সোমবার। ২৩ অক্টোবর ২০২৩

ধীরে বাড়ছে রেমিট্যান্স

● নিজস্ব প্রতিবেদক

চলমান ডলার সংকট কাটানোর অন্যতম হাতিয়ার হতে পারত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। তবে হুন্ডির কারণে সেটা হয়ে উঠেনি। ফলে গেল সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স প্রবাহ কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসে। তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে চলতি অক্টোবরে সেই অবস্থা থেকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। অক্টোবরের প্রথম ২০ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৫ কোটি ৭০ হাজার ডলার। এতে দৈনিক রেমিট্যান্স আসছে ৬ কোটি ২৫ লাখ মার্কিন ডলার। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংকগুলোতে এখন রেমিট্যান্স ও রফতানিআয়ে ডলারের মূল্য ১১০ টাকা। আমদানিকারকদের কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় ডলারের মূল্যও ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু খোলা মুদ্রাবাজারে ডলারের দর ১১৮ টাকা। যার কারণে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন প্রবাসীরা। ফলে আনুষ্ঠানিক বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক রেমিট্যান্স। কেননা এই সূচকের বাড়া-কমার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে রিজার্ভের উত্থান-পতন।

বিষয়টি বিবেচনা করে এখন রেমিট্যান্সের ডলার বাড়তি আড়াই শতাংশ বেশি দামে কিনতে পারবে ব্যাংকগুলো। অর্থাৎ রেমিট্যান্স আনতে সরকারের আড়াই শতাংশ প্রণোদনার সঙ্গে এবার ব্যাংকগুলো চাইলে ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতে পারবে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১০ কোটি ১৫ লাখ ২০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪ কোটি ১৫ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১১০ কোটি ৩১ লাখ ১০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩৯ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে গত সাড়ে ৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স এসেছিল। ওই মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।

বিদায়ি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ মার্কিন ডলার। তার আগে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ হয়েছিল। এর পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার।

এর আগে আগস্ট মাসে প্রবাসীরা ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। জুলাই মাসে ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ ২১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকার বেশি। এটি আগের মাস জুনের তুলনায় প্রবাসী আয়ের পরিমাণ কমেছে ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তখন রেমিট্যান্সে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

গত জুন মাসে রেকর্ড পরিমাণ ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। একক মাস হিসেবে যেটি ছিল প্রায় তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসা প্রবাসী আয়। এর আগে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলারের রেকর্ড প্রবাসী আয় এসেছিল। রেমিট্যান্স বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ সেবার বিনিময়ে দেশে রেমিট্যান্স আয় আনতে ফরম 'সি' পূরণ করার শর্ত শিথিল করেছে। পাশাপাশি সেবা খাতের উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকদের ঘোষণা ছাড়াই ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিদায়ি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। এটি এ যাবৎকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে করোনাকালে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। সদ্য বিদায়ি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম দুই মাসে দুই বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। গত অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, আগস্টে ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। টানা পাঁচ মাস দুই বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে আর যেতে পারেনি। অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে আসে ১৫৪ কোটি ডলার, অক্টোবরে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার, ডিসেম্বরে ১৬৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলার, জানুয়ারিতে এসেছিল ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ১৫৬ কোটি ডলার আসে। মার্চ এসেছিল ২০২ কোটি ২৪ লাখ ডলার, এপ্রিলে ১৬৮ কোটি ৪৯ লাখ এবং মে মাসে ১৬৯ কোটি ডলার আসে। সবশেষ ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে জুন মাসে আসে ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

দৈনিক ইত্তেফাক | শনিবার, ৫ কার্তিক | ২১ অক্টোবর ২০২৩

আদমদীঘিতে কম্বল-চাদর তৈরিতে ব্যস্ত তাঁতিরা

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই। শীতের বাজার ধরতে সবাই ব্যস্ত। তাঁতের খটখট শব্দে মুখর গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি। প্রায় প্রতিটি ঘরেই বোনা হচ্ছে কম্বল, চাদর, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে আদমদীঘি উপজেলার শাওইল গ্রামসহ আরো ২৫টি গ্রামে চলছে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। এই কাজে জড়িত প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। চার দশক আগে শাওইল বাজারকে ঘিরে ঝুট কাপড় থেকে সুতা আর সেই সুতা দিয়ে সোয়েটার, মাফলার, চাদর, তোশকের কভার ইত্যাদি তৈরির ব্যবসা শুরু হয়েছিল।

দেখা যায়, সব বাড়িতেই রয়েছে এক থেকে ১০টি তাঁত। কোনোটা চাকাওয়ালা আবার কোনোটা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে হাতে তৈরি। সেই তাঁতে বোনা শুরু হয় কম্বল ও বড় চাদর। অবিরাম ঘুরতে থাকা চরকাগুলোতে হয় উলের সুতা। এ ছাড়া বিছানার চাদর থেকে শুরু করে লুঙ্গি, গামছা, তোয়ালেসহ নানা বস্ত্র ও পোশাকও তৈরি করেন অনেকে। শুধু শাওইল গ্রাম নয়, দত্তবাড়িয়া, মঙ্গলপুর, দেলিঞ্জা, পুশিন্দা, দেওড়া, দত্তবাড়ীয়া, বিনাহালী, কেশরতাসহ আশপাশের প্রায় ২৫ গ্রামের চিত্র একই।

শীতে এসব গ্রামে তৈরি হওয়া বস্ত্র বিক্রির জন্য এখানে গড়ে উঠেছে ভিন্নধর্মী এক হাট। সেই হাট শুরু হয় ভোর ৪টা থেকে। চলে সকাল ১০টা পর্যন্ত। দূরদূরান্ত থেকে আসা পাইকারি ব্যবসায়ীদের পদচারণে এ সময় মুখরিত থাকে হাট ও গ্রামগুলোর পথঘাট। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে আসা ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলে চাদর, কম্বল আর সুতা কেনার প্রতিযোগিতা।

সম্প্রতি আদমদীঘির শাঁওইল বাজারে গিয়ে দেখা যায়, ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমে মোকামটি বেশ সরগরম। কোথাও কোথাও রং অনুযায়ী ঝুট কাপড় আলাদা করে রাখার কাজে ব্যস্ত নারীরা। আবার কেউ ওয়েন্ডিং, কেউ-বা ববিংয়ের কাজ করে চলেছেন। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে গিয়েও ঘরে ঘরে একই অবস্থা লক্ষ করা গেছে। সুতা তৈরি ছাড়াও বাড়িগুলোয় অনবরত হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতকলের খটখট শব্দ শোনা যায়। শ্রমিকদের বেশির ভাগই নারী।

শাঁওইল বাজারের সুতা ব্যবসায়ী জহরুল ইসলাম বলেন, তাঁতের কাপড় বোনা তার চার পুরুষের পেশা। বাবা চুন্নু মিয়াও তাঁতে কম্বল বুনতেন। পৈতৃক পেশার টানেই তিনিও সুতার ব্যবসায় জড়িয়েছেন। নারী শ্রমিক সাফিয়া বেগম বলেন, পোশাক কারখানার ঝুট সুতা আর তাঁত শুধু ব্যবসায়ী ও তাঁতিদের ভাগ্যই খুলে দেয়নি। হাজারো অসহায় নারী শ্রমিকেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

শাওইল বাজারের সুতা ব্যবসায়ী মোফাজ্জল হোসেন বলেন, এখানে বছরে দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়। তারপরও এ বাজারে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখা নেই।

শাওইল হাট ও বাজার কমিটির সভাপতি আতোয়ার রহমান জানান, শাওইল হাটে শুরুতে পাঁচটি দোকান থাকলেও এখন রয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে দেড় থেকে ২ হাজার দোকান। তিনি বলেন, বিভিন্ন গার্মেন্টসের সোয়েটারের সুতা প্রক্রিয়া করে তা তাঁতে বুনিয়ে তৈরি হয় এসব কম্বল ও চাদর। এখানকার চাদর খুব উন্নতমানের হওয়ায় চাহিদা রয়েছে দেশ জুড়ে। এছাড়া এসব চাদর পৃথিবীর নানা দেশেও রপ্তানি হয়।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৮ অক্টোবর ২০২৩।

হুন্ডিতে খাচ্ছে রেমিট্যান্স

■ এসএম আলমগীর

প্রতি মাসেই প্রায় সোয়া ১ লাখ শ্রমজীবী বাংলাদেশি যাচ্ছেন বিদেশে। এর মধ্যে গত আগস্টেই গেছে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৫ জন, যা একক মাস হিসেবে সর্বোচ্চ। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে পুরো বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যান ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন বাংলাদেশি। আর চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর-এ ৯ মাসেই বিদেশে গেছে প্রায় ১০ লাখ। এ পরিসংখ্যান দেশের জন্য বড়ই স্বস্তির। তবে যে হারে বাংলাদেশিরা বিদেশে যাচ্ছেন, সে হারে রেমিট্যান্স আসছে না দেশে।

যেখানে রেমিট্যান্স বাড়ার কথা, সেখানে উল্টো প্রতি মাসেই কমে যাচ্ছে। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রবাসীরা বৈধপথে রেমিট্যান্স না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন বেশি। কারণ ব্যাংকে ডলারের যে রেট পাচ্ছে, খোলাবাজারে তার চেয়ে বেশি। তাই হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে লাভ বেশি মিলছে। সুতরাং এ হুন্ডিতেই খেয়ে ফেলছে রেমিট্যান্স।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর সময়ের আলোকে বলেন, 'রেমিট্যান্স কমার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের পলিসিগত দুর্বলতা দায়ী। কারণ দেশে এখন ডলারের বিভিন্ন রেট। বিশেষ করে ব্যাংকিং চ্যানেলের ডলার রেট এবং খোলাবাজারের ডলার রেটের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠালে পাচ্ছেন ১১০ টাকা। অথচ খোলাবাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ১২০ টাকাতেও। স্বাভাবিকভাবেই প্রাবসীরা চাইবেন তাদের কষ্টার্জিত অর্থে দেশে থাকা পরিবার-পরিজন বেশি টাকা পাক। এ জন্য তারা বৈধ পথে রেমিট্যান্স কম পাঠাচ্ছেন, বেশি পাঠাচ্ছেন হুন্ডির মাধ্যমে। রেমিট্যান্স কমার প্রধান কারণই হচ্ছে এটি।'

■ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে মিলছে ১১০ টাকা খোলাবাজারে ১১৮-১২০ টাকা

> রেমিট্যান্স কমার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের পলিসিগত দুর্বলতা দায়ী
> **ড. আহসান এইচ মনসুর**

এদিকে রেমিট্যান্সে সরকার যে প্রণোদনা দিচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয় বলেও মত অর্থনীতিবিদদের। বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে ডলারের বাজার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রেমিট্যান্সে প্রণোদনাও বাড়ানোর পরামর্শ তাদের।

প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা বাড়িয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করেছে সরকার। গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ রেট কার্যকর। এর আগ পর্যন্ত রেমিট্যান্সে প্রণোদনা মিলত ২ শতাংশ। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে আনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে।

২০১৯ সালের ১ জুলাই সরকার প্রথম প্রবাসী আয়ের বিপরীতে ২ শতাংশ প্রণোদনা বা নগদ সহায়তার ঘোষণা দেয়।

এ অবস্থায় দেশে ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রণোদনা আরও বাড়ানোর মত দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব আলী সময়ের আলোকে বলেন, 'এখন সময় এসেছে রেমিট্যান্সে প্রণোদনার হার বাড়িয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশের বদলে ৩ শতাংশ করা। এটি করলে প্রবাসীরা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাবেন বেশি। সুতরাং তাদের বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারকে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা-না হলে অবৈধ পথে বা হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানো ঠেকানো যাবে না।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধারাবাহিকভাবেই কমছে রেমিট্যান্স। গত মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স এসেছিল।

হুন্ডিতে খাচ্ছে রেমিট্যান্স

শেষ পৃষ্ঠার পর

একই ধারা অব্যাহত রয়েছে চলতি অক্টোবর মাসেও। এ মাসের দুই সপ্তাহের রেমিট্যান্স আহরণের যে তথ্য গত রোববার দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তাতে দেখা যাচ্ছে, এ মাসেও রেমিট্যান্স আসছে অনেক কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় (এক ডলার সমান ১০৯.৫০ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ১৪ হাজার ৭১২ কোটি টাকা। এটি গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখন ব্যাংকগুলোতে রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ে ডলারের মূল্য ১১০ টাকা। আমদানিকারকদের কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় ডলারের মূল্যও ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু খোলাবাজারে ডলারের দর ১১৮ টাকা। যার কারণে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন প্রবাসীরা। ফলে আনুষ্ঠানিক বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, চলতি মাসের ১৩ দিনে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে এসেছে এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৭ কোটি ৬০ লাখ ৩০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ২ কোটি ৭৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৬৭ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩০ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। এক মাসের ব্যবধানে রেমিট্যান্স কমেছে ৩৭ কোটি ৩৭ লাখ মার্কিন ডলার। আর সবশেষ সেপ্টেম্বরে আসে ১৩৪ কোটি ডলার, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল।

এভাবে বিগত কয়েক মাসে টানা রেমিট্যান্স কমার কারণে প্রশ্ন উঠেছে, দেশের বাইরের প্রবাসীরা কি তা হলে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিচ্ছেন। তবে কার্ব মার্কেটে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আগের তুলনায় খোলাবাজারে ডলারের প্রবাহ কয়েকগুণ বেড়েছে। প্রবাসীরা মূলত ব্যাংক এবং মানি এক্সচেঞ্জের বদলে হুন্ডির দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। মানি এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রবাসীরা ব্যাংক বা বৈধ চ্যানেলে ডলার পাঠালে দাম পাচ্ছেন ১১০ টাকা। কিন্তু খোলাবাজারে এ দাম ১১৮ থেকে ১২০ টাকা পাচ্ছে। খোলাবাজারে ডলার পাঠালে তাদের এজেন্ট বাসায় গিয়ে টাকা পৌঁছে দিয়ে আসে। একদিকে নেই কাগজপত্রের ঝামেলা, অন্যদিকে ডলারপ্রতি দাম ১০ টাকা বা তারও বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এসব কারণে বৈধ চ্যানেলে ডলার না পাঠিয়ে স্বাভাবিকভাবে কার্ব মার্কেটকে বেছে নিচ্ছেন প্রবাসীরা। মূলত এ কারণেই দেশ থেকে বিদেশে কর্মী যাওয়া বাড়লেও রেমিট্যান্স না বেড়ে উল্টো কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৭ অক্টোবর ২০২৩

আট মাসে বন্ধ ৩২০ পোশাক কারখানা

শাহেদ আলী ইরশাদ

চলতি বছরের প্রথম আট মাসে তিন শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশ কমেছে ২০ ভাগ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী পোশাকের চাহিদা কমেছে। আর ব্যাংকিং জটিলতার কারণে বন্ধ হয়েছে ছোট-বড় এসব পোশাক কারখানা। তবে একই সময়ে ১১৪টি নতুন পোশাক কারখানা চালু হয়েছে। এসব কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ শ্রমিকের।

রপ্তানিকারকরা বলেছেন, টাকার অবমূল্যায়ন এবং বৈশ্বিক চাহিদা কমার পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যায় বিদেশি বাজারের জন্য পোশাক উৎপাদনকারী এসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় মূল্যস্ফীতি রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে সেখানকার ক্রেতারা ভোগ্যপণ্যে ব্যয় কমিয়ে দিয়েছেন। এতে কমেছে তৈরি পোশাকের চাহিদা। এ কারণে রপ্তানি আদেশ কমিয়ে দিয়েছে ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। চিঠিতে সার্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে পোশাকের ক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী কেনার শর্ত শিথিল করার অনুরোধ করেছেন তিনি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত শিল্প পুলিশ-এলাকার ৩২০টি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আট মাসে বন্ধ

পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ পোশাক কারখানাগুলোর মধ্যে ৬০টি বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সদস্য, ১৬টি বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সদস্য, ৯টি বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমইএ) সদস্য এবং পাঁচটি বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সদস্য। বাকি ২২৩টির বেশির ভাগই কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান (নন-আরএমজি)। বন্ধ পোশাক কারখানাগুলোতে প্রায় ৪৫ হাজার কর্মী কাজ করতেন। বিজিএমইএর সদস্য ৬০টি কারখানায় কাজ করতেন ১৬ হাজার ৯৪৩ জন কর্মী। নন-আরএমজি কারখানাগুলোতে নিযুক্ত ছিলেন ১৬ হাজার ১৭৩ জন কর্মী। তবে সুখবর হলো– এই সময়ে ১১৪টি নতুন কারখানা চালু হয়েছে। সেখানে নতুন করে কর্মসংস্থান হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ জন শ্রমিকের। কারখানা চালু করার জন্য ৬০টি কারখানায় প্রায় ১০ হাজার কর্মী পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৮টি তৈরি পোশাক খাতের এবং ২২টি টেক্সটাইল খাতের। একই সময়ে ১১৪টি নতুন পোশাক কারখানা চালু হয়েছে। এসব কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ শ্রমিকের। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ক্রয়াদেশ ২০ শতাংশ কমেছে। খুবই কঠিন, সব দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এই ৩টা মাস রপ্তানি আয় ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ নয়; বরং খুবই কঠিন। তিনি আরও বলেন, ১টা ২টা করে কারখানা বন্ধ হতে থাকে। তবে সব কারখানাই সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম কাজ করছে। এই মুহূর্তে অর্ডার আছে, একেবারে যে নেই তা নয়।

বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, টাকা ও ডলারের বিনিময় হারের আকাশ-পাতাল ব্যবধানের ক্ষতির কারণে অনেক ছোট ছোট কারখানা টিকে থাকতে পারেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, পোশাক কারখানার ১৪ শতাংশের বেশি ব্যাংক খেলাপি ছিল। তিনি আরও বলেন, চলতি বছর বিকেএমইএর প্রায় ১০০ সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেননি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৮০০'র মতো। তারা এখন ব্যবসা করছেন না। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় আগামী ছয় মাস দেশের পোশাকশিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা। এদিকে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ২১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের প্রথম আট মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৫ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ বাংলাদেশ। ওটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পোশাক আমদানি ২২ দশমিক ৭৭ শতাংশ কমে ৫৩ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ৬৯ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের শীর্ষ পোশাক রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯০১ কোটি ডলার থেকে ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ কমে ৮৫১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮৫ শতাংশ পোশাক রপ্তানি করা হয়।

কালের কণ্ঠ
২০ অক্টোবর ২০২৩ |
৪ রবিউস সানি ১৪৪৫

৯ মাসে আয় বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ

পোশাক রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৩৫.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের বছর ঠিক একই সময়ে পোশাক রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ৩২.৯৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে এবার ৯ মাসে পোশাকে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৭.৯৬ শতাংশ।

বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তৈরি পোশাক রপ্তানি গন্তব্য হওয়ায় এই সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সার্বিকভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে ভালো করছেন।' তিনি আরো বলেন, 'বেশির ভাগ দেশের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হলেও বাংলাদেশ ভালো করছে। মূলত আমরা বিশ্ববাজারে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, উদ্ভাবন, নতুন বাজার, উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানি বাড়ার ফলে পরিমাণ এবং কার্যাদেশ কম পেলেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হচ্ছে। তবে সামনে সংকট মোকাবেলায় সরকারের নীতি সহায়তা দরকার। বিশেষ করে কাঁচামাল আমদানিতে ডলার সংকট এবং জ্বালানি নিয়ে উদ্যোক্তারা হিমশিম খাচ্ছেন।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) গত ৯ মাসের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইউরোপে বাংলাদেশের রপ্তানি ৬.৪০ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১৬.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তথ্য বলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান বাজার জার্মানিতে কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত কমেছে। ২০২৩ সালের প্রথম ৯ মাসে জার্মানিতে রপ্তানি ২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫৮ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ ৫.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমেছে।

বাংলাদেশের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমেছে ৭.১৮ শতাংশ এবং ২০২২ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে ৬.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৩ সালের একই সময়ে ৬.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। ৯ মাসে যুক্তরাজ্যে ১৪.৯২ শতাংশ ও কানাডায় ৬.২৭ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এই সময়ে যুক্তরাজ্য ও কানাডায় পোশাক রপ্তানি যথাক্রমে ৪.০৭ ও ১.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

গতানুগতিক বাজারের পাশাপাশি অপ্রচলিত বাজারেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরে ৫.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২৮.৬৩ শতাংশ বেড়ে ৬.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে জাপানে তৈরি পোশাক রপ্তানি ১.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা বছরে ৪৫.২৩ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ৫৪.৬৯ শতাংশ, ভারতে ১৩.৮৭ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০.৯৩ শতাংশ, চীন ও তুরস্কের বাজারে রপ্তানি যথাক্রমে ৪৬.৩২ শতাংশ, ৩৫.১১ শতাংশ বেড়েছে।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক আরশাদ জামাল দিপু কালের কণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক খাতে গত ৯ মাসে প্রায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও শঙ্কাও আছে। মূল্যস্ফীতি, কাঁচামাল আমদানিতে ডলার সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর নতুন করে ইসরায়েল-ফিলিস্তান যুদ্ধ এই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া ছয় সপ্তাহ ধরে কার্যাদেশ কমতে শুরু করেছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২১ অক্টোবর ২০২৩,

বন্ধ কারখানা বেসরকারি উদ্যোগে চালু হচ্ছে

খুলনার দৌলতপুর পাটকল

পাটকলটি ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে ফরচুন গ্রুপের সহযোগী এক প্রতিষ্ঠানকে। নতুন করে উৎপাদন শুরুর প্রক্রিয়া চলছে।

উত্তম মণ্ডল, *খুলনা*

সাড়ে তিন বছর বন্ধ থাকার পর খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল দৌলতপুর জুট মিলটি ফরচুন গ্রুপের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে। এখন বেসরকারি খাতের ফরচুন গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনি ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার টেকনোলজি সেখানে নতুন করে উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই মধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী। কেনা হয়েছে পাটও। পাটপণ্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ওই পাটকলে জুতাও তৈরি করবে।

এদিকে বন্ধ সব রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সরকারি মালিকানায় চালু ও শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের দাবিতে নাগরিক ও শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

গত রোববার দৌলতপুর পাটকল সরেজমিনে দেখা যায়, মিলের প্রধান ফটকে বড় করে লেখা—'দৌলতপুর জুট মিলস লিমিটেড, পরিচালনায় ইউনিওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার টেকনোলজি'। কারখানার ভেতরে শ্রমিকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন। পাটকলের পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কৃষকের কাছ থেকে কেনা পাটের মান যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) সূত্রে জানা গেছে, ১৯৫৩ সালে স্থাপিত দৌলতপুর জুট মিলটি ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০১২-১৩ অর্থবছরে মিলটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। কিন্তু লোকসানের কারণে ২০২০ সালের জুলাইয়ে আবারও বন্ধ হয়ে যায় পাটকলটি। গত ৪ সেপ্টেম্বর মূল কারখানাসহ পাটকলের প্রায় ১৪ একর জায়গা ইজারা দেওয়া হয় ফরচুন গ্রুপকে। মাসিক সাড়ে ৯ লাখ টাকায় ৩০ বছরের জন্য এই ইজারা দেওয়া হয়েছে। প্রতি ৫ বছর পরপর ১০ শতাংশ করে ভাড়া বাড়ানো হবে। এরই মধ্যে তিন বছরের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করেছে ফরচুন গ্রুপ।

ফরচুন গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. ইসহাক আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নতুন করে মিলটি আমরা আবার চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, আগামী মাসে উৎপাদনে যেতে পারব। এ মিলে উৎপাদিত পাটপণ্য ভারত, তুরস্ক, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হবে।'

মো. ইসহাক আলী আরও বলেন, 'জুতার ব্যবসা থেকে পাটের ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছি। জুতা তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি লাগবে। এ জন্য নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র বা এলসি খোলা হয়েছে। জুতার কারখানার জন্য আমাদের অন্য কারখানা থেকে ১০০ কর্মীকে প্রাথমিকভাবে খুলনায় বদলি করে আনা হয়েছে। জুতার কারখানার জন্য প্রায় ১ হাজার ২০০ শ্রমিক লাগবে। চলতি বছরের শেষে জুতা উৎপাদন শুরু করার আশা করছি।'

আমির হোসেন হাওলাদার ২০২০ সালে পাটকল বন্ধের সময় তিনি দৌলতপুর জুট মিলে লাইন সরদার ছিলেন। তিনি বলেন, এখন বেতন

বন্ধ হওয়া দৌলতপুর জুট মিলস এবার চালু হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানায়। এখন চলছে পাটকলটির অকেজো ও জং ধরা যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ। ছবি : প্রথম আলো

কম। তারপরও কাজের সংস্থান হওয়ায় খুশি।

নতুন করে চালু হতে যাওয়া এ কারখানার ব্যবস্থাপক ফরচুন গ্রুপের মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কারখানাটিতে প্রায় ২৫০ তাঁত আছে। এর মধ্যে ১৫০ তাঁত ঠিক করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন পাটকলে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৭০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মিল চালুর আগে সব মিলিয়ে ৫০০ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে।

বিজেএমসি সূত্রে জানা গেছে, খুলনা অঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি পাটকলের মধ্যে যশোরের জেজেআইকে আকিজ গ্রুপের কাছে, খুলনার দৌলতপুর জুট মিল ফরচুন গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইজারাগ্রহীতারা এসব মিলে পাটপণ্যই উৎপাদন করবেন। এ ছাড়া খুলনার ক্রিসেন্ট, খালিশপুর, ইস্টার্ন এবং যশোরের কার্পেটিং জুট মিলেরও ইজারার বিষয়ে অনুমোদন মিলছে। খালিশপুর জুট মিল রেডিয়্যান্ট গ্রুপ, যশোরের কার্পেটিং ও ইস্টার্ন জুট মিলকে ভারতের একটি কোম্পানি নিতে চাচ্ছে। আর খুলনার স্টার ও প্লাটিনাম জুট মিল ইজারা দেওয়ার জন্য আবারও দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে।

বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সমন্বয়কারী গোলাম রব্বানী বলেন, ইজারা দেওয়ার উদ্যোগটা খুব ভালো। আবার এ অঞ্চলে শ্রমিকদের কর্মচঞ্চলতা ফিরবে। আর পুরো মিল ইজারা দেওয়া হচ্ছে না, আবার দীর্ঘ মেয়াদেও দেওয়া হচ্ছে না। ইজারার বাইরে যে অংশ, সেটি বিজেএমসির ব্যবস্থাপনায় থাকছে।

পাটকল রক্ষায় গঠিত সম্মিলিত নাগরিক পরিষদের আহ্বায়ক কুদরত ই খুদা বলেন, অতীতে দেখা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত থেকে বেসরকারি খাতে দেওয়া কোনো পাটকলই ভালোভাবে চলেনি। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে লুটপাট করার জন্য এসব মিল ইজারা নেয়। মিলগুলো শ্রমিকের কারণে লোকসান হয়নি, লোকসান হয়েছে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি ও দুর্নীতির কারণে। তাই ইজারার মাধ্যমে নয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় মিলগুলো চালু করা দরকার।

SATURDAY OCTOBER 21, 2023
KARTIK 5, 1430 BS
The Daily Star

BANGLADESH MISSIONS

Govt launches remittance campaign

JAMIL MAHMUD

Labour welfare wings at Bangladesh missions abroad have been working on different initiatives to encourage more migrant workers to send remittance home using formal channels.

The initiatives include promoting remittance-related app-based services, giving priority to remitters using banking channels, and raising awareness among migrant workers.

At present, there are 30 labour welfare wings under the expatriates' welfare ministry at Bangladesh missions in 27 countries.

A dozen of these wings are in nine countries from where Bangladesh received 64.13 percent of the total US $21.6 billion in remittance in FY 2022-2023.

Labour officials at a number of missions said they have been holding formal programmes and interacting during services to inform migrant workers about the initiatives, alongside online publicity.

In the last fiscal year, the country saw a 2.75 percent year-on-year remittance growth, according to Bangladesh Bank.

There are 30 labour welfare wings under the expatriates' welfare ministry at Bangladesh missions in 27 countries. A dozen of these wings are in nine countries from where Bangladesh received 64.13 percent of the total US $21.6 billion in remittance earning in FY 2022-2023.

However, inward remittance month-on-month declined by 10.27 percent, 18.93, and 16 percent in July, August and September respectively in the current fiscal.

There is concern that many Bangladeshis in different countries use unauthorised channels like hundi to send money home, depriving the country of valuable foreign currency.

Nazmus Sadat Salim, minister (labour) at the Bangladesh mission in Kuala Lumpur, said three Bangladeshi banks have remittance services there and two of them introduced app-based services last year, while the third bank is working to launch its own app.

"Our focus is to popularise the apps. If migrant workers learn to use the apps successfully, they can save time and money," he added.

He noted that since many new workers have migrated to Malaysia in recent months, their contributions will be crucial towards remittance growth.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Govt launches remittance

FROM PAGE 3

The Bangladesh embassy in Oman's Muscat issued a circular in August last year, saying it will provide passport and other services on priority-basis among migrant workers who can show slips of remitting money through formal channels for the previous three months.

Asadul Haque, second secretary (labour) at the Bangladesh mission in Muscat, said they are raising awareness among migrant workers regarding remittance at different programmes, featuring community members.

Hazra Sabbir Hossain, counsellor (labour) at the Bangladesh embassy in Abu Dhabi, UAE, echoed the same. An official at the Bangladesh embassy in Abu Dhabi, UAE said many migrant workers in the Gulf country tend to send money through unauthorised channels due to absence of banking services at their doorsteps.

It is possible to generate more remittance from the UAE by taking effective steps, he added.

Currently, an estimated 11 lakh Bangladeshis, including undocumented ones, live in the UAE. They sent home US$ 3.03 billion in the last fiscal, making it the third most remittance-generating country after Saudi Arabia and the US.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৬ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Sunday 22 October 2023

রেমিট্যান্সে আরও ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা

রমজান আলী

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আনতে সরকারের ২.৫ শতাংশ প্রণোদনার পাশাপাশি এবার ব্যাংকগুলো ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা দিবে। অর্থাৎ এখন থেকে আনুষ্ঠানিক পথে দেশে বৈদেশিক আয় পাঠালে মোট ৫ শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যাবে।

বর্তমানে প্রবাসীদের আয়ে ব্যাংকে এক মার্কিন ডলারের দাম একশ' ১০ টাকা ৫০ পয়সা। এর ওপর সরকার ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা দেয়। তাতে এক ডলারে পাওয়া যেতো একশ' ১৩ টাকা ২৬ পয়সার কিছু বেশি।

এখন এর সঙ্গে ব্যাংকগুলো দিবে আরও ২.৫ শতাংশ। ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা এক ডলারে পাবেন একশ' ১৬ টাকার কিছু বেশি।

আজ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানান বাফেদা চেয়ারম্যান ও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আফজাল করিম। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেইঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) গত শুক্রবার রাতে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রেমিট্যান্স হাউসগুলো থেকে বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনতে হচ্ছে। নির্ধারিত দামে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ডলার সংকট কাটাতে এমন সিদ্ধান্ত। তাদের ধারণা নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রবাসীরা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে 'আগ্রহী হবে'।

- আজ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে
- ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে এই প্রণোদনা দিবে; আমদানিকারকদের থেকে নিতে পারবে না
- ডলার সংকটে অনেক ব্যাংকই প্রয়োজন অনুযায়ী এলসি খুলতে পারছে না
- কিছুদিন ধরে ব্যাংকগুলো বেঁধে দেয়া দরের চেয়ে বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে

তবে তারা বলছেন, এটা আরো বাড়াতে হবে। তা না হলে 'হুন্ডিওয়ালাদের' সঙ্গে পারাটা মুশকিল হয়ে যাবে। তাদের মত বাজারের ওপর ডলারের দাম ছেড়ে দেয়াটাই হবে 'যৌক্তিক সিদ্ধান্ত'।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আরিফ কাদরী বলেন, 'বর্তমানে অনেক ব্যাংকই ডলার সংকটে রয়েছে। অনেকেই এলসি খুলতে পারছে না। প্রবাসীদের আয় বাড়ানোর জন্য এবিবি ও বাফেদার পদক্ষেপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রবাসীদের আয় বাড়বে। ডলার সংকট অনেকটাই কেটে যাবে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই ডলার-সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো বাফেদা ও এবিবির বেঁধে দেয়া দরের চেয়ে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে। ফলে প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১৫-১১৬ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক পরামর্শেই ব্যাংকগুলো ডলারের এই দাম দিচ্ছে।

এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ১৩ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ৭৮ কোটি ১২ লাখ ডলার। গত বছরের অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনে প্রবাসী আয় এসেছিল ৬১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। চলতি মাসে প্রবাসী আয় আসার যে ধারা, তা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে তা ১৮০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

গত ৪১ মাসের মধ্যে বৈধ পথে সর্বনিম্ন প্রবাসী আয় দেশে এসেছে গত মাসে। সেপ্টেম্বরে বৈধ পথে দেশে প্রবাসী আয় আসে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিলে এত কম প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। ওই মাসে প্রবাসী

রেমিট্যান্সে আরও

আয় এসেছিল ১০৯ কোটি ডলার।

এক বছরেরও বেশি সময় ডলারের বাজারে অস্থিরতা চলছে। তাতে ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম ৮৫ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে কিছু ক্ষেত্রে একশ' ১১ টাকা পেরিয়েছে। আর খোলা বাজারে তা ছাড়িয়েছিল একশ' কুড়ি টাকা। প্রয়োজনের সময় দলের কিনতে হিমশিম খেতে হয়।

আর ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। এমন পরিস্থিতিতে ডলারের বাজারে করণীয় নির্ধারণে শুক্রবার রাতে এবিবি ও বাফেদা ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনায় বসে।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুদ প্রতিনিয়ত কমছে। এবারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে রিজার্ভ কমেছে প্রায় ১১ কোটি ডলার। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভের পরিমাণ কমে ২১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের নিচে নেমে গেছে।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আফজাল করিম বলেন, বৈঠকে ডলার বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা দিবে। এটা আবার আমদানিকারকদের থেকে নিতে পারবে না।

'দেখা গেছে, লেনদেনে ভারসাম্য অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান কমে আসতে শুরু করেছে। এবিবি ও বাফেদা ডলার বাজার পর্যবেক্ষণ করে দু-একদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাবে। ডলারের বাজার দর দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

এবিবি চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, 'বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন ঘাটতি কমিয়ে আনতেই সরকারের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোও প্রবাসীদের প্রণোদনা দিবে। এছাড়া আমরা বাজার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি। জনমানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে আনার লক্ষ্যেই এই প্রণোদনা।'

২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৮.২০ বিলিয়ন বা এক হাজার আটশ' ২০ কোটি মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৩

বাংলাদেশী নারী শ্রমিকের অভিবাসন ও মৃত্যু

সাল	নারী অভিবাসী	মৃত্যু
২০১৮	১,০১,৬৯৫	১৮
২০১৯	১,০৪,৭৮৬	৯৪
২০২০	২১,৯৩৪	৯৪
২০২১	৮০,১৪৩	১৪৬
২০২২	১,০৫,৪৬৬	১৬৯
মোট	৪,১৪,০২৪	৫২১

সূত্র : বিএমইটি ও ওয়াকবো

মোট মরদেহ ৫২১

২০১৮-২০২২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিদেশে ৫২১ নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫১ জনের মরদেহ বিদেশেই দাফন হয়েছে। দেশে আনা হয়েছে ২৭০ নারীর মরদেহ

বিদেশে মৃত্যুবরণকারী নারী শ্রমিক

দেশে আসে না প্রায় অর্ধেকের মরদেহ

আরফিন শরিয়ত ■

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর পাড়ি জমাচ্ছেন বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করছেন সেখানেই। যদিও বিদেশে মৃত এ নারী শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকেরই মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশেই সমাহিত করতে হচ্ছে তাদের। সরকারের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিদেশে মৃত্যু হয়েছে ৫২১ প্রবাসী নারী শ্রমিকের। তাদের মধ্যে ২৭০ জনের মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয়েছে। বাকি ২৫১ জনকে সমাহিত করা হয়েছে বিদেশে।

দেশে আসা রেমিট্যান্সে বড় অবদান রয়েছে প্রবাসী নারী শ্রমিকদের। বিদেশে নতুন পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাদের অনেকেই। দুর্ঘটনারও শিকার হচ্ছেন কেউ কেউ। তাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যুও ঘটছে। আবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় নারী শ্রমিকদের অনেকেই নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে মারা গেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। ঘটেছে আত্মহত্যার ঘটনাও। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে বিদেশেই সমাহিত করতে হচ্ছে।

অভিবাসন-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা ও খরচের কারণে মরদেহ দেশে ফেরাতে চান না পরিবারের সদস্যরাই। আবার নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যয় ও ঝামেলা এড়াতে মৃত শ্রমিকের মরদেহ দেশে পাঠানোর দায়িত্ব নিতে চায় না। এছাড়া নথিপত্রের সমস্যা সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের অসহযোগিতার কারণেও অনেক সময় মরদেহ আনা সম্ভব হয় না।

২০২২ সালের মার্চে কাজের সন্ধানে সৌদি আরব পাড়ি জমান সাভারের সাবিনা। অভিযোগ আছে, সেখানে যাওয়ার পর ব্যাপক মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তাকে। চলতি বছরের জুলাইয়ে মৃত্যু হয় সাবিনার। তার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা যায়নি। সৌদি আরবেই দাফন করা হয়েছে সাবিনাকে।

বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএমএসএ) পক্ষ থেকে সাবিনার মরদেহ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তার পরিবারও এ নিয়ে কিছুদিন চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু একপর্যায়ে ভোগান্তি ও জটিলতার মুখে সাবিনার মরদেহ দেশে ফেরানোর প্রয়াস বন্ধ করে দেন পরিবারের সদস্যরা।

বিওএমএসএর কর্মকর্তাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক জটিলতা, নথিগত সংকট, সংশ্লিষ্ট দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশী দূতাবাসের অসহযোগিতাসহ নানা কারণেই বিদেশে মৃত নারী শ্রমিকদের বড় একটি অংশের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে প্রশাসনিক নানা জটিলতার কারণে মৃতের পরিবার বা স্বজনরা মরদেহ ফিরিয়ে আনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের উপপরিচালক প্রবীর কুমার বিশ্বাস বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশে মৃত্যুবরণকারী নারী শ্রমিকদের অন্তত অর্ধেকের মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয় না। অনেকের পরিবার প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে মরদেহ বিদেশেই দাফন করে ফেলতে বলে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নথিগত সংকটের কারণেও অনেকের মরদেহ আনা যায় না। যেমন সৌদি আরবে অভিবাসী নারী শ্রমিকরা দুই বছরের জন্য আকামা পান। দুই বছর পর তাদের মেয়াদ না থাকলেও আর্থিক সংকটের কারণে তারা সেখানে থেকে যান। তখন নথিবিহীন হওয়ায় তাদের মরদেহ দেশে পাঠানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে মরদেহ আনার খরচ বহন করতে চায় না। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বাঙালিরা এক হয়ে মরদেহের খরচ বহন করেন। অনেক ক্ষেত্রে তাও সম্ভব হয় না। মূলত এসব কারণেই মৃত নারী শ্রমিকদের অর্ধেক মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয় না।'

তিনি বলেন, 'যেসব মরদেহ দেশে আসে সেগুলো দেখলেই মৃত্যুর কারণ কিছুটা বোঝা যায়। আমরা সরকারকে বলেছি, মরদেহগুলো দেশে এনে সেগুলোর পুনঃময়নাতদন্ত করার জন্য। কিন্তু সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।'

দেশের অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় গন্তব্যস্থল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যান সৌদি আরবে। মোট নারী অভিবাসীর ৪৪ দশমিক ১৮ শতাংশের গন্তব্য হলো দেশটি। ১১ দশমিক ৭৬ শতাংশ যান সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। এছাড়া ওমানে যাচ্ছেন ১০ দশমিক ২২ শতাংশ, জর্ডানে ১৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ ও

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশে আসে না প্রায়

কাতারে যাচ্ছেন ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ। এর বাইরেও বাহরাইন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মরিশাস ও হংকংয়ে যাচ্ছেন কিছুসংখ্যক নারী শ্রমিক। এসব দেশে মৃত নারী শ্রমিকদের মরদেহ যাতে দ্রুততার সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) নির্বাহী পরিচালক সিআর আবরার। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'নারী শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকের মরদেহ দেশে না আসার বিষয়টি অনেক বড় ঘটনা। মৃত মানুষের সৎকারের বিষয়টি আমাদের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে এটা তাদের শেষ অধ্যায়। তাদের পরিবার-পরিজন যদি প্রিয়জনকে শেষবারের মতো না দেখতে পারে তাহলে তা সারা জীবনের জন্য ট্রমা হয়ে থেকে যায়। এ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সরকারের। খুব দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।'

বিদেশে মৃত নারী শ্রমিকদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশের প্রাণহানির কারণ আত্মহত্যা। গত পাঁচ বছরে মৃত ৫২১ জনের মধ্যে ১১০ জন আত্মহত্যা করেছিলেন। সে হিসেবে বিদেশে মৃত নারী শ্রমিকদের ২১ শতাংশেরই মৃত্যুর কারণ ছিল আত্মহত্যা। এর মধ্যে ২০১৮ সালে আত্মহত্যা করেছিলেন একজন। পরের বছর এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২২-এ। এরপর ২০২০ সালে ২৪ জন, ২০২১ সালে ২৬ ও ২০২২ সালে ৩৭ জন আত্মহত্যা করেন। বাকিদের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা অন্যান্য কারণে।

প্রবাসে মৃত নারী শ্রমিকদের মরদেহ ফিরিয়ে আনায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কথাটি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তারা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রবাসে শ্রমিকদের কেউ মারা যাওয়ার পর বেশকিছু জটিলতা তৈরি হয়। কর্মস্থলে শ্রমিক মারা গেলে মালিককে তার দায়ভার নিতে হয়। সঠিক নথির অভাব, আকামার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক সময় মরদেহ আনতে জটিলতা তৈরি হয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকলে হাসপাতালের খরচ বাড়তে থাকে। মালিক সে খরচ বহন করতে চায় না। এ কারণে অনেক মরদেহ স্থানীয়ভাবে দাফন করে ফেলতে হয়। আবার অনেক পরিবার প্রশাসনিক সমস্যার মধ্যে আসতে চায় না। এ কারণে তারা সেখানেই মরদেহ দাফন করে ফেলতে চায়।'

এছাড়া মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসের জনবলের সংকটও এখানে বড় একটি ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অনেক সময় চাইলেও অনেক কাজ করা যায় না। দূতাবাসগুলোয় জনবল কম। এত কম জনবল দিয়ে এত বেশি পরিমাণ মানুষের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো দুরূহ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ না দিলে এসব সমস্যার সমাধান করা কঠিন হবে।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বলেন, 'বিষয়টাকে জেনারালাইজ করে বলা যাবে না। একেক দেশের একেক ধরনের প্রেক্ষিত থাকে। আমাদের এখানকার মানুষেরও নানা বাস্তবতা থাকে। এসব কিছু মিলিয়ে মরদেহ ফিরিয়ে আনা হয় না। অনেক সময় স্বজনরা আনতে চান না। অর্থনৈতিক সংকট থাকে। স্থানীয় কিছু বিষয় থাকে। বিদেশ যাওয়ার পর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না। এগুলোসহ নানা কারণে মৃত্যুর পর তারা মৃত শ্রমিকের মরদেহ ফিরিয়ে আনতে চান না। বিষয়গুলো ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দেখে। এ বিষয়ে জটিলতা কমানোর জন্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।'

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৩

লিবিয়ায় শ্রমবাজার চালু হচ্ছে, কাল সমঝোতা সই

বিদেশে কর্মসংস্থান

- আট বছর বন্ধ থাকার পর এই শ্রমবাজার উন্মুক্ত করা হচ্ছে
- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল আজ লিবিয়ায় যাবে

তৌফিক হাসান ▷

উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে আগামীকাল ২৫ অক্টোবর। এতে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে লিবিয়ায় কর্মী যাওয়া কমে যাবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

দীর্ঘ আট বছর বন্ধ থাকার পর এই শ্রমবাজারটি ফের বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। লিবিয়ায় ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়া শুরু হয়। তবে দেশটিতে নানা অস্থিরতা শুরু হলে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিতে ২০১৫ সালে কর্মী পাঠানো বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ সরকার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আগামীকাল ২৫ অক্টোবর লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে দেশটির শ্রমমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এ লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার সকালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল লিবিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। প্রতিনিধিদলে ইমরান আহমদ ছাড়াও রয়েছেন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মোজাফফর, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মীর খায়রুল আলম ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) যুগ্ম সচিব আহমদ কবির।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লিবিয়ার সরকারকে জানানো হবে যে সেখান থেকে ইউরোপে যাওয়ার জন্য যে মানবপাচারের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে, সেটি যেন তারা কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়। কারণ মানবপাচারের এই ঘটনাগুলোতে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। সূত্র জানায়, এই সমঝোতা চুক্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশে লিবিয়াকে যাতে ব্যবহার না করা হয়, সে বিষয়ে দুই দেশ একমত পোষণ করবে। ভিজিট ভিসার নামে অবৈধভাবে ইউরোপে গমনের নেশায় কেউ যাতে লিবিয়ায় প্রবেশ না করে, সে ব্যাপারেও দুই দেশ একমত হতে যাচ্ছে। এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর লিবিয়ায় বৈধ পথে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

লিবিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ থাকার পরও বৈধ পথে লিবিয়ায় অল্পসংখ্যক কর্মী পাঠিয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সি আজুর বেঙ্গল লিমিটেড। লিবিয়ার শ্রমবাজারের বর্তমান চিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে এজেন্সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লিবিয়ার শ্রমবাজারে এখনো বিরাট চাহিদা গড়ে ওঠেনি। এর কারণ এখনো সেখানকার

লিবিয়ায় শ্রমবাজার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তাব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত হয়নি।' তিনি বলেন, 'ওদের ওখানে কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভাগে ওদের কর্মী প্রয়োজন। আমরা এরই মধ্যে ডাক্তার-নার্স পাঠিয়েছি। এটার খুব চাহিদা আছে।'

এই সমঝোতা চুক্তির বিষয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

লিবিয়ার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লিবিয়ায় মানুষ ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করতে যায়। সেখানে স্থায়ী হয়ে কাজ করার ব্যাপারটা নেই। ৭০-৮০ দশকে পেশাজীবীরা যেত। যুদ্ধ ও সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে আর কেউ কাজ করতে যায় না। কারণ সেখানে এখনো স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।'

আসিফ মুনির বলেন, 'যেহেতু সরকার লিবিয়ার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করছে, তাই এখন সরকারকে নিরাপত্তার জায়গাটা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ওই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।'

DHAKA TUESDAY OCTOBER 24, 2023
KARTIK 8, 1430 BS
The Daily Star

Small garment units in a tight spot

They face rising production cost, falling work orders

REFAYET ULLAH MIRDHA

Small and medium-sized garment factories in Bangladesh are finding it increasingly difficult to keep their heads above water amid the rising cost of production and a fall in work orders from international clothing retailers and brands.

A key cog of the apparel supply chain, SMEs are particularly vulnerable under the current volatile situation since their financial position is not that strong like their larger peers and the persistently low level of orders may force them out of business.

The crisis for them is not new but what is worrisome is that it is worsening day by day since the external and internal factors responsible for their lingering peril are not going away.

Following the outbreak of the Russia-Ukraine war, the inflow of work orders to Bangladesh started declining as the global economy, which was still facing the impacts of the coronavirus pandemic, has been witnessing one of the toughest times in recent memories because of record inflation in the western world and higher global commodity prices.

The twin crises have hit the consumers in the US and the European Union, the two main export destinations for the second-largest apparel supplier in the globe.

SME suppliers have also been the worst victim of the low prices being offered by global buyers since they will not survive if they accept the reduced rates.

Larger units can afford to agree to cater the demand on the back of their strong financial health even when the rates are lower than the production cost.

Md Ehterab Hossain, managing director of Base Fashion, says his factory usually remains flooded with orders between October and December.

SMEs are particularly vulnerable under the current volatile situation since their financial position is not strong like their larger peers.

"The order equals to about 70 percent of capacity this year."

The factory exports T-shirts, polo shirts and running clothes mainly to Germany and Spain and employs 1,200 workers.

Currently, the factory is booked up to December whereas it sat on piles of orders up to March and April in the past.

Hossain's plight did not end there: his buyers are also delaying placing fresh orders because of the volatile economic situation globally and the drop in retail sales.

In Bangladesh, the cost of production has increased nearly 20 percent over the last one year mainly because of a 100 percent hike in gas and petroleum prices in the domestic markets since the prices of yarn and transport costs have gone up, manufacturers say.

However, international buyers have not increased the prices of the garment items they source from the country, which shipped nearly $47 billion worth of products in the financial year that ended on June 30.

Ahmed F Rahman, chairman of Kappa Fashion Wears Ltd, says the capacity of the factory can't be utilised fully owing to the decline in export orders.

He added although the cost of doing business has increased for him by nearly 15 percent over the last one year, the prices of the garment items did not increase.

"It is very difficult time for us. The business had picked up after the impacts of Covid-19 eased, but the situation has turned worse again."

M Shahadat Hossain Sohel, managing director of Towel Tex Limited, which has employed 500 workers, says after the deduction of the cost of production, much is not left in terms of profits.

"It is better to leave the business. However, we can't do so now since a lot of money has been invested."

AK Azad, chairman and chief executive officer of Ha-Meem Group, one of the largest garment units in Bangladesh, says all SMEs are in big trouble as the inflow of work orders declined due to the volatile economic situation.

The order is relying on the prospective sales linked to Christmas, Thanksgiving Day and New Year in the US and the EU, he said. The three festivals account for a major portion of the sales of garment items manufactured in Bangladesh.

The former president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry also said the spike in gas and power prices is affecting the cost of production at a time when orders have fallen.

"Nearly 320 small and medium garment-sized factories have closed owing to poor inflow of orders since the beginning of Covid-19," said Md Shahidullah Azim, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, a platform of apparel makers.

He particularly mentioned the case of Dird Group's lay-off recently.

"Dird Group is a good factory and it had been running very well for the last many years. But recently it laid off workers because of the lower orders."

Like Dird Group, many other factories are suffering from the reduced work orders, an ominous sign for an industry that has created jobs for millions of workers, mainly poor.

Azim also blamed the bankruptcy of many retailers and brands in the US and the EU for the trouble at home.

For instance, UK's Debenhams had been a good sourcing company for Bangladesh. It went bankrupt in 2020 and many local suppliers are yet to receive the payments, he said.

The utility price hike is another major cause of concern for garment exporters and many of them are not even capable of opening letters of credit owing to a lack of US dollars at banks.

"As a result, apparel shipments to the US and the EU have declined in recent months," Azim said.

সময়ের আলো বুধবার। ২৫ অক্টোবর ২০২৩

দীর্ঘ তিন বছর পর বেসরকারি উদ্যোগে চালু হতে যাচ্ছে দৌলতপুর পাটকল। আগামী মাসেই উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা ● সময়ের আলো

উৎপাদনে ফিরছে খুলনার বন্ধ পাটকল

● শেখ শান্ত খুলনা

আবারও উৎপাদনে ফিরছে লোকসানের মুখে বন্ধ হয়ে থাকা দৌলতপুর পাটকল। খুলনার অন্যতম বৃহৎ এ পাটকলটি ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হচ্ছে ফরচুন গ্রুপের সহযোগী এক প্রতিষ্ঠানকে। ইতিমধ্যে উৎপাদনে যেতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে নতুন করে। মঙ্গলবার সকালে গিয়ে শ্রমিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে দেখা গেছে। শুধু এ পাটকলই নয়, পর্যায়ক্রমে বিভাগের ৯টি পাটকলই চালুর ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে বিজেএমসি।

বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সমন্বয়কারী গোলাম রব্বানী এ ব্যাপারে বলেন, খুলনা অঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি পাটকলের মধ্যে যশোরের জেজেআইকে আকিজ গ্রুপের কাছে ও খুলনার দৌলতপুর জুট মিল ফরচুন গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইজারা গ্রহীতারা এসব মিলে পাটপণ্যই উৎপাদন করবেন। এ ছাড়া খুলনার ক্রিসেন্ট, খালিশপুর, ইস্টার্ন এবং যশোরের কার্পেটিং জুট মিলেরও ইজারার বিষয়ে অনুমোদন মিলছে। খালিশপুর জুট মিল রেডিয়্যান্ট গ্রুপ, যশোরের কার্পেটিং ও ইস্টার্ন জুট মিলকে ভারতের একটি কোম্পানি নিতে চাচ্ছে। আর খুলনার স্টার ও প্লাটিনাম জুট মিল ইজারা দেওয়ার জন্য আবারও দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে দৌলতপুর পাটকলে পাটপণ্যের পাশাপাশি জুতাও তৈরি হবে জানিয়ে বিজেএমসির কর্মকর্তারা বলেন, সাড়ে তিন বছর বন্ধ থাকার পর এখন বেসরকারি খাতের ফরচুন গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনি ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার টেকনোলজি সেখানে নতুন করে উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছে। এরই মধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী। কেনা হয়েছে পাট। পাটপণ্যের পাশাপাশি জুতাও তৈরি করবে প্রতিষ্ঠানটি।

ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম দুলাল বলেন, কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন। পাটকলের পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কৃষকের কাছ থেকে কেনা পাটের মান যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান। সব মিলিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মিল চালু হবে বলে আশা করছি।

> এখানে উৎপাদিত পাটপণ্য ভারত, তুরস্ক, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হবে

দৌলতপুর জুট মিলের মিস্ত্রি মো. ওসমান আলী বলেন, প্রায় সাড়ে তিন বছর আমি বেকার ছিলাম। মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খুব কষ্টে দিনযাপন করেছি। বন্ধ হওয়া দৌলতপুর জুট মিল এবার চালু হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানায়। এখন চলছে পাটকলটির অকেজো ও জং ধরা যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ। মিল চালু হওয়ায় কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। এতেই আমরা খুশি।

দৌলতপুর জুট মিল নতুন করে চালু হতে যাওয়ার বিষয়ে ফরচুন গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. ইসহাক আলী বলেন, কারখানাটিতে প্রায় ২৫০টি তাঁত আছে। এর মধ্যে ১৫০টি তাঁত ঠিক করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন পাটকলে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৭০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মিল চালুর আগে সব মিলিয়ে ৫০০ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, জুতার ব্যবসা থেকে পাটের ব্যবসায় যুক্ত হয়েছি। জুতা তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি লাগবে। এ জন্য নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র বা এলসি খোলা হয়েছে। জুতার কারখানার জন্য আমাদের অন্য কারখানা থেকে ১০০ কর্মীকে প্রাথমিকভাবে খুলনায় বদলি করে আনা হয়েছে। জুতার কারখানার জন্য প্রায় ১ হাজার ২০০ শ্রমিক লাগবে। চলতি বছরের শেষে জুতা উৎপাদন শুরু করার আশা করছি। নতুন করে মিলটি আমরা আবার চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, আগামী মাসে উৎপাদনে যেতে পারব। এ মিলে উৎপাদিত পাটপণ্য ভারত, তুরস্ক, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হবে।

বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সমন্বয়কারী গোলাম রব্বানী বলেন, ইজারা দেওয়ার উদ্যোগটা খুব ভালো। আবার এ অঞ্চলে শ্রমিকদের কর্মচাঞ্চল্য ফিরবে। তবে পুরো মিল ইজারা দেওয়া হচ্ছে না, আবার দীর্ঘ মেয়াদেও দেওয়া হচ্ছে না। ইজারার বাইরে যে অংশ, সেটি বিজেএমসির ব্যবস্থাপনায় থাকছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) সূত্রে আরও জানা যায়, ১৯৫৩ সালে স্থাপিত দৌলতপুর জুট মিলটি ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০১২-১৩ অর্থবছরে মিলটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। কিন্তু লোকসানের কারণে ২০২০ সালের জুলাইয়ে আবারও বন্ধ হয়ে যায় পাটকলটি। গত ৪ সেপ্টেম্বর মূল কারখানাসহ পাটকলের প্রায় ১৪ একর জায়গা ইজারা দেওয়া হয় ফরচুন গ্রুপকে। মাসিক সাড়ে ৯ লাখ টাকায় ৩০ বছরের জন্য এই ইজারা দেওয়া হয়েছে। প্রতি ৫ বছর পরপর ১০ শতাংশ করে ভাড়া বাড়ানো হবে। এ ছাড়া তিন বছরের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করেছে ফরচুন গ্রুপ।

শ্রম বাজার

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023

WTO decision on market access facility after graduation to help Bangladesh: experts

Moinul Haque

A file photo shows workers sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. The World Trade Organisation's decision to extend duty-free market access facility to the graduating least developed countries, including Bangladesh, for a certain period would bring positive results for Bangladesh, experts said. —New Age photo

THE World Trade Organisation's decision to extend duty-free market access facility to the graduating least developed countries, including Bangladesh, for a certain period would bring positive results for Bangladesh, experts said.

The WTO on Monday made the decision to support a smooth and sustainable graduation of the LDCs.

The decision was taken at the meeting of the general council of the WTO aimed at making preparations for the 13th WTO Ministerial Conference, scheduled for February 2024 in Abu Dhabi of the United Arab Emirates.

With the decision Bangladesh would enjoy duty-free market access in the WTO member countries for a certain period of time even after the country's (Bangladesh) graduation from the LDC in 2026.

Experts said that the WTO decision would be positive for Bangladesh as the country would get a transition period after graduation to address its competitiveness-related challenges.

As the most vulnerable members of the international community, LDCs are accorded special treatment at the WTO, such as enhanced market access opportunities and flexibilities in adopting WTO rules.

When an LDC meets certain United Nations development criteria, it is no longer defined as an LDC and the WTO members remove the country from their duty-free and quota-free preference programmes upon graduation from the LDC list.

Over the past three years, the LDC group has been pursuing a smooth transition mechanism in the WTO to extend LDC-specific preferences and provisions in WTO agreements up to six years after graduation.

'The decision for the extension of support measures for graduating countries is positive and Bangladesh would be benefited from the resolution,' former commerce ministry's WTO cell director general Md Hafizur Rahman told New Age on Tuesday.

He, however, said that the general council of the WTO decided to provide a smooth and sustainable transition period for the withdrawal of trade preferences after graduation and the decision did not specify any time frame.

Moreover, as per the decision, extending duty-free market access to LDCs after graduation is not mandatory for the WTO members, Hafizur observed.

He also said the developed countries, in which Bangladesh was getting duty-free, market access as an LDC, would extend the facility after the graduation and the WTO decision would encourage other developed country, who did not provided any support, to provide support.

Hafizur said that the WTO had made decision on only market access issues after graduation, but decision on two other major issues for the graduating LDCs —Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) and subsidy — were yet to come.

'Most probably we have to wait till the next WTO Ministerial Conference for the decision on TRIPS and subsidy. And hopefully the decision made on post-graduation referential market access would influence the decision to be made on TRIPS and subsidy,' he said.

The WTO in a statement issued on Monday said that the decision would encourage WTO members that remove countries from their duty-free and quota-free preference programmes upon graduation from the UN LDC list to provide a smooth and sustainable transition period for the withdrawal of these preferences after graduation.

It marks an important contribution to the implementation of the Doha Programme of Action for LDCs for the period 2022-2031, it said.

Centre for Policy Dialogue research director Khandaker Golam Moazzem said that

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

WTO decision

the decision would bring positive result for graduating LDCs, including Bangladesh.

It was not clear how long the transition period would be, but Bangladesh was made a submission to the WTO seeking duty-free market access for additional six years after its graduation from the LDC in 2026, he said.

Moazzem said that if the WTO allows a six-year transition period, Bangladesh would get 10 years from now to address its competitiveness-related challenges.

'Bangladesh should come out from the thinking of market access-based competitiveness, rather we should go for free trade agreements, enhancing productivity and diversification of products, markets and investments to ensure smooth transition,' he said.

Moazzem also said that with the WTO decision, Bangladesh's duty-free market access would remain intact for a certain period in the countries in which the facility was prevailing like Canada and Australia.

The major markets, who suspended Bangladesh's facility, would take decision on their own whether they would provide transition period to Bangladesh, he added.

Welcoming the decision of the general council, the director general of the WTO Ngozi Okonjo-Iweala said WTO members reaffirmed their commitment to helping smooth this process for graduating LDCs to prevent any loss of the economic growth and development momentum that had propelled them to graduation.

'This decision is a significant step towards addressing the particular challenges graduating LDCs face, and will help people from these countries tap into the opportunities that international trade brings,' she said.

There are currently 46 LDCs, of which 16 are at different stages of the graduation process.

Of these, 10 – Angola, Bangladesh, Cambodia, Djibouti, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nepal, Senegal, Solomon Islands and Zambia – are WTO members and four – Bhutan, Comoros, Sao Tomé and Principe, and Timor-Leste– are negotiating their terms of entry into the WTO.

The other two LDCs on the graduation path are Kiribati and Tuvalu.

কালের কণ্ঠ
২৭ অক্টোবর ২০২৩। :
১১ রবিউস সানি ১৪৪৫

শহরের দ্বিগুণের বেশি বেকার গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮২ হাজার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকার গ্রামে। সংখ্যায় তা ১৮ লাখ ১৩ হাজার। শহরে বেকারের সংখ্যা সাত লাখ ৬৯ হাজার। অর্থাৎ শহরের তুলনায় গ্রামে বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। সংখ্যায় গ্রামে বেকারত্ব বেশি হলেও বেকারত্বের হারের দিক দিয়ে শহরের স্থান ওপরে। শহরে বেকারত্বের হার ৪.১৯ শতাংশ আর গ্রামে ৩.৩২ শতাংশ। দেশের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ১২ শতাংশ।

গত বুধবার প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বাস্তবে বেকারের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। আমাদের বর্তমান যে শিক্ষাব্যবস্থা, এর চাহিদা বাজারে নেই বলে শিক্ষিত বেকার বেশি।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের হার এখন ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। সংখ্যার বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বেকার বসে আছেন প্রায় আট লাখ নারী-পুরুষ।

দেশে গ্রামীণ ও শিক্ষিত বেকার বাড়ার কারণ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসলে এখানে বেকারের সংখ্যায় কিছু ঝামেলা রয়েছে। তাই হয়তো গ্রামে বেকারের সংখ্যা বেশি দেখাচ্ছে। তবে দেশে প্রতিনিয়ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তা ঠিক। কারণ প্রতিবছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছে, কিন্তু তারা চাকরি পাচ্ছে না। এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ তারা যে শিক্ষাটা নিয়ে বের হচ্ছে, এর চাহিদা চাকরির বাজারে নেই।'

আইএলওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, গত ৩০ দিনের মধ্যে কাজপ্রত্যাশী একজন মানুষ যদি সর্বশেষ সাত দিনে মজুরির বিনিময়ে এক ঘণ্টাও কাজ করার সুযোগ না পান, তাহলে তাঁকে বেকার ধরা হবে।

বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে বেকার ১ শতাংশের একটু বেশি। সংখ্যার দিক থেকে এমন বেকার এক লাখ ৫৩ হাজার। এ ছাড়া প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোদের মধ্যে ১.৬৯ শতাংশ বা তিন লাখ ২২ হাজার বেকার রয়েছে। পড়াশোনা করেনি বা স্বল্পশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব কম হওয়ার কারণ এই শ্রেণির মানুষ যা কাজ পায়, তা-ই করে।

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, মাধ্যমিক পাস করেছে, এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২.৮২ শতাংশ বা সাত লাখ ৩৯ হাজার বেকার। উচ্চ মাধ্যমিক পাস বেকার ৪.৯৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে ২০২২ সালে দেশে ২৫ লাখ ৮২ হাজার বেকার রয়েছে। বেকারত্বের হার ৩.৫৩ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, শ্রমশক্তিতে দুই কোটি ৬৮ লাখ ২৪ হাজার যুবক-যুবতী রয়েছে, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। তাদের মধ্যে দুই কোটি ৪৬ লাখ ৭৫ হাজার কাজের মধ্যে আছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে ২১ লাখ ৪৮ হাজার বেকার, যা দেশের মোট বেকার গোষ্ঠীর ৮৩ শতাংশ।

পরিসংখ্যান বলছে, বাসাবাড়িতে নারীরা সংসারের নানা কাজ করে, কিন্তু মজুরি পায় না। এমন অবৈতনিক পারিবারিক শ্রম কমে আসছে। ২০১০ সালে ৯১ লাখ নারী এমন মজুরিবিহীন পারিবারিক কাজ করত।

শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, এই সংখ্যা ৩১ লাখে নেমে এসেছে। এক যুগের ব্যবধানে এই সংখ্যা ৬০ লাখ কমেছে, যা শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ২০১০ সালে এক কোটি ৭২ লাখ নারী শ্রমশক্তিতে ছিল। এখন তা বেড়ে দুই কোটি ৫৮ লাখ হয়েছে।

শ্রমশক্তি জরিপে উঠে এসেছে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চিত্রও। দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হয় মাত্র ১৫.১ শতাংশ। বাকি প্রায় ৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হয়। যেখানে কোনো চাকরির নিশ্চয়তা নেই।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৩,

বাড়তি দাম দিয়েও গ্যাস পাচ্ছে না শিল্প

গ্যাস-সংকট

সরবরাহ বাড়ানোর কথা বলে গ্যাসের দাম জানুয়ারিতে বাড়ানো হয়েছিল রেকর্ড হারে। এখন শুরু হয়েছে গ্যাস-সংকট।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বাড়তি দাম দিয়ে হলেও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চেয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। সরকারও বাড়তি গ্যাস কেনার টাকা জোগাড় করতে শিল্পে দাম বাড়িয়েছিল ১৭৯ শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, গ্যাসের অভাবে কারখানা পুরোদমে চালানো যাচ্ছে না।

বাড়তি দাম দিয়েও প্রয়োজনীয় গ্যাস না পেয়ে হতাশ ব্যবসায়ীরা। যেমন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের দুটি সংগঠনের একটি বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যবসায়ীরা তিতাসকে অতিরিক্ত দাম দিয়েও এখন গ্যাস পাচ্ছেন না। এভাবে চলতে থাকলে দেশে উৎপাদন না করে বিদেশ থেকে কাপড় আমদানি করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এতে আমদানিনির্ভরতা বাড়বে, ডলার-সংকট আরও বেড়ে যাবে।

গ্যাসের নতুন সংকট শুরু হয়েছে সপ্তাহখানেক ধরে। গ্যাস সরবরাহকারী সরকারি সংস্থাগুলো বলছে, এই সংকট তিন কারণে—১. দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাদন কমেছে। ২. শিল্প খাতে কমিয়ে সরকারি সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে। ৩. হঠাৎ কমেছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ।

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। কয়েক দিন ধরে গড়ে সরবরাহ করা হচ্ছে ২৬৫ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে এলএনজি থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে দিনে ৬০ কোটি ঘনফুট। যদিও দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে দৈনিক ৮৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের কথা।

মার্কিন ডলার সাশ্রয়ের জন্য গত বছর জুলাই থেকে গত জানুয়ারি পর্যন্ত খোলাবাজার থেকে এলএনজি কেনা বন্ধ রেখেছিল সরকার। তখন গ্যাস-সংকট বেড়ে যায়। এতে ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করার দাবি জানান। প্রয়োজনে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সম্মতি দেন।

সরকার গত জানুয়ারিতে গ্যাসের দাম গড়ে ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়, যা ছিল দেশের ইতিহাসে একসঙ্গে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা। তখন শিল্পে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছিল ১৭৯ শতাংশ পর্যন্ত। দাম বাড়ানোর পর ফেব্রুয়ারি থেকে খোলাবাজারের এলএনজি কেনা শুরু করে সরকার। তাই সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। এখন আবার সংকট বাড়ল।

এলএনজি সরবরাহ আরও কমার শঙ্কা

২০১৮ সাল থেকে দেশে গ্যাস আমদানি শুরু হয়, যা এলএনজি নামে পরিচিতি। বাংলাদেশে দুইভাবে এলএনজি কেনে—ওমান ও কাতারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় এবং খোলাবাজার থেকে। খোলাবাজারে দাম কার্যত বেশি থাকে।

দেশে এলএনজি আমদানি করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)। তারা সাধারণত শীত সামনে রেখে নভেম্বর থেকে খোলাবাজারের এলএনজি আনা কমিয়ে দেয়। কারণ, এ সময় বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে বলে ওই খাতে গ্যাসও কম লাগে। এবার নভেম্বর ও ডিসেম্বরে খোলাবাজারের এলএনজি আমদানির কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

আরপিজিসিএল সূত্র বলছে, সংকট দেখা দেওয়ায় আগামী দুই মাসে তিন থেকে চারটি এলএনজিবাহী কার্গো আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমস্যা হলো দুটি এলএনজি টার্মিনালের একটির রক্ষণাবেক্ষণের সময় এসে গেছে। সেটি বন্ধ রাখা হলে সংকট বাড়বে।

দুটি টার্মিনালের একটি সামিট গ্রুপ, অন্যটি মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জি পরিচালনা করে। প্রতি পাঁচ বছরে একবার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টার্মিনাল বন্ধ রাখতে হয়। গত এপ্রিলে এক্সিলারেটের টার্মিনালটি রক্ষণাবেক্ষণের কথা ছিল। ওই সময় গ্যাসের চাহিদা বেশি থাকায় রক্ষণাবেক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয়। এখন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ নভেম্বর থেকে টার্মিনালটি পুরোপুরি বন্ধ করার কথা। এতে সরবরাহ আরও কমবে।

পেট্রোবাংলা সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গ্যাস-সংকট নিয়ে চাপ তৈরি হতে পারে। তাই টার্মিনাল এখন বন্ধ হোক, তা চায় না সরকার। পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিচালন) কামরুজ্জামান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, এলএনজি টার্মিনাল এখনই বন্ধ না করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পিছিয়ে আগামী বছরে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও সূত্র বলছে, রক্ষণাবেক্ষণ পেছানোর বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করেনি এক্সিলারেট। রক্ষণাবেক্ষণ না করলে হঠাৎ যদি টার্মিনাল বিকল হয়ে যায়, তাহলে আরও বাজে পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা থাকে।

উৎপাদন কমেছে দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রে

দেশে বর্তমানে ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে সাধারণত দিনে ২২০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা এখন ১৫ কোটি ঘনফুটের মতো কমেছে। গতকাল বুধবার দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ২০৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস।

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন করার জন্য বিশেষজ্ঞরা জ্বালানি বিভাগের অবহেলা ও অদক্ষতাকে দায়ী করেন। তাঁরা বলছেন, কারিগরি পরিকল্পনা ও দক্ষ প্রযুক্তির অভাবে মজুত থাকার পরও উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছে না। পেট্রোবাংলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন কমেছে। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস বেশি দিতে হচ্ছে। সার কারখানায় সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। তাই শিল্প এখন বেশি ভুগছে।

শিল্প ও বাসাবাড়িতে সংকট

শিল্পকারখানায় নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র (ক্যাপটিভ) ও বয়লার চালাতে গ্যাস দরকার হয়। গ্যাস না পেলে তাদের উচ্চমূল্যের ডিজেল ব্যবহার করতে হয়। শিল্পকারখানাগুলোর মালিকেরা বলছেন, গ্যাস-সংকটের কারণে তাঁরা বিপাকে পড়েছেন।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মঈন উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্যাসের চাপ অনেক কম, এ দিয়ে কারখানা চালানো যাচ্ছে না।

কালিয়াকৈরে উপজেলার সাদমা ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি নাছির উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্যাস-সংকটের কারণে কারখানার উৎপাদন অনেক কমে এসেছে। গাজীপুরের বেশির ভাগ কারখানায় একই অবস্থা।

তিতাস বলছে, গতকাল জয়দেবপুরের আওতায় চন্দ্রা, টঙ্গী, জয়দেবপুরসহ আশপাশের ৬০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা ছিল। সরবরাহ করা হয়েছে ৩৫ থেকে ৩৬ কোটি ঘনফুট। তিতাসের গাজীপুর শাখার উপমহাব্যবস্থাপক শাহজাদা ফরাজী বলেন, প্রতিদিনই শিল্পকারখানার মালিকদের অভিযোগ আসছে।

নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে গ্যাসের চাপ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিতাস গ্যাস নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়কে ২৩ অক্টোবর চিঠি দিয়েছেন ডাইং ও পোশাক কারখানার মালিকেরা।

বাসাবাড়িতে গ্যাস-সংকটের কথা জানাতে তিতাসে গ্রাহকের ফোন বেড়েছে। বেশি ফোন আসছে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পাইকপাড়া, রামপুরা, যাত্রাবাড়ী, পুরান ঢাকা ও কল্যাণপুর থেকে।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এম শামসুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার ইচ্ছেমতো দাম বাড়াল, কিন্তু কথামতো সরবরাহ না করে গ্যাস-সংকটে রাখা হচ্ছে। সরকারের এই আচরণ অসাধু ব্যবসায়ীদের মতো।

[প্রতিবেদনে সহায়তা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *গাজীপুর* ও **প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*]

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১০ কার্তিক
২৬ অক্টোবর ২০২৩

রেমিট্যান্সে শীর্ষে আরব আমিরাত

ইত্তেফাক রিপোর্ট

গত দুই অর্থবছর দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। সেই সৌদিকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে আরব আমিরাত। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশটিতে বসবাসকারী প্রবাসীরা ৮৩ কোটি ২৬ লাখ ডলার বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। আর সৌদি আরব থেকে এসেছে ৮১ কোটি ৭২ লাখ ডলার। এই তিন মাসের দুই মাসেই সৌদির চেয়ে আরব আমিরাত থেকে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। সবশেষ সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবধান সবচেয়ে বেশি। এ মাসে সৌদি আরব থেকে এসেছে ২১ কোটি ৮৩ লাখ ডলার। আর আরব আমিরাত থেকে এসেছে ২৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সৌদি আরবের চেয়ে আরব আমিরাত থেকে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৩০ হাজার ডলার বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, আরব আমিরাত থেকে প্রবাসীরা দেশে যে রেমিট্যান্স পাঠান, তার অধিকাংশ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠান। ঐ দেশ থেকে অবৈধ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানোর সুযোগ অনেক কম। অথচ বরাবরই সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। ব্যাংকের চেয়ে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম অনেক বেশি হওয়ায় সম্প্রতি তা আরো বেড়ে গেছে। সে কারণেই সৌদি থেকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স কমছে আর আরব আমিরাত থেকে বাড়ছে।

ব্যাংকগুলোতে এখন রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে ডলারের মূল্য ১১০ টাকা। আমদানিকারকদের কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় ডলারের মূল্যও ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু খোলা মুদ্রাবাজারে ডলারের দর ১১৮ টাকা থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত। যার কারণে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন প্রবাসীরা। ফলে আনুষ্ঠানিক বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক রেমিট্যান্স। বিষয়টি বিবেচনা করে এখন রেমিট্যান্সের ডলার বাড়তি আড়াই শতাংশ বেশি দামে কিনতে পারবে ব্যাংকগুলো। অর্থাৎ রেমিট্যান্স আনতে সরকারের আড়াই শতাংশ প্রণোদনার সঙ্গে এবার ব্যাংকগুলো চাইলে ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতে পারবে।

এদিকে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। এক মাসের ব্যবধানে রেমিট্যান্স কমেছে ৩৭ কোটি ৩৭ লাখ মার্কিন ডলার। আর সবশেষ সেপ্টেম্বরে আসে ১৩৪ কোটি ডলার যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এছাড়া সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ ডলার। আগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ হয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার।

SUNDAY OCTOBER 29, 2023
KARTIK 13, 1430 BS
The Daily Star

Bangladesh, Canada to work for higher bilateral trade

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladesh and Canada have agreed to devise a mechanism to explore ways and means to diversify and expand bilateral trade, which now stands at only about $2.5 billion.

At the fifth Bangladesh-Canada Foreign Office Consultations (FOC) at the Global Affairs Canada in Ottawa on October 27, the two countries also discussed various global and regional issues, including climate change, peace and security, and transnational crime.

Foreign Secretary Masud Bin Momen led the Bangladesh side at the FOC, while the Canadian delegation was led by Weldon Epp, assistant deputy minister for Asia Pacific at the Global Affairs Canada.

They discussed a number of global and regional issues, including political relations, economic cooperation, trade and investment, technical assistance, movement of people and response to the Rohingya crisis.

The two countries agreed to work on elevating the relations to the next level, according to a statement of the foreign ministry.

Foreign Secretary Masud Bin Momen emphasised increasing collaboration in the capacity building of Bangladesh's service sectors, including skills development, trade facilitation, clean tech and energy and agri-food processing sectors.

Foreign Secretary Masud Bin Momen emphasised increasing collaboration in capacity building of Bangladesh's service sectors

The Bangladesh side reiterated its request for the early deportation of Nur Chowdhury, the self-confessed and convicted killer of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The two sides also discussed various global and regional issues, including climate change, peace and security, and transnational crime over a lunch hosted by David Morrison, deputy minister of foreign affairs of Canada.

Bangladesh High Commissioner to Canada Khalilur Rahman, Canadian High Commissioner to Bangladesh Lilly Nichols and other officials from the two countries were present.

FRIDAY OCTOBER 27, 2023
KARTIK 11, 1430 BS
The Daily Star

Bangladesh to send more workers to Libya

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh has signed a memorandum of understanding with Libya, aiming to expand labour market for Bangladesh, send more workers through regular channels, and ensure their safety.

The MoU will play a pivotal role in preventing irregular migration of Bangladeshis to Libya, the Expatriates' Welfare Ministry said in a press release yesterday.

The MoU on "joint cooperation in the field of recruitment of workers" was signed between the ministry and Libyan labour and rehabilitation ministry on Wednesday in Tripoli.

Expatriates' Welfare Minister Imran Ahmad signed the MoU.

The minister requested the Libyan authority to implement a "zero migration cost" policy for Bangladeshi workers and ensure their social protection there.

He also urged Libya to acknowledge the workers' prior learning certifications granted by Bangladesh authorities, ease the process of sending remittances through banking channels, and regularise undocumented Bangladeshis without complications.

Bangladesh has sent about 1.22 lakh migrant workers to Libya for employment since 1976 till June this year, says Bureau of Manpower, Employment and Training data.

Following the civil war in Libya in 2011, about 36,000 Bangladeshis were repatriated from the North African country.

Later in 2012 and 2015, the government banned migration of workers to Libya over security reasons. It lifted the embargo in February last year.

Shariful Hasan, associate director of Brac Migration Programme, told The Daily Star that while the MoU is a positive sign, it should be questioned whether Libya's instability and workers' vulnerabilities, along with other issues that prompted Bangladesh to impose the embargo, were considered before inking it.

Currently, an estimated 20,000-25,000 Bangladeshis, including the undocumented ones, are believed to be residing in Libya, according to an official of the Bangladesh embassy in Tripoli.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১১ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Friday 27 October 2023

জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে লিবিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের এমওইউ স্বাক্ষর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

লিবিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লিবিয়ায় বৈধভাবে বাংলাদেশিদের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হবে। এটি লিবিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা করবে এবং প্রবাসিদের রেমিট্যান্স পাঠানো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এছাড়াও সমঝোতা স্মারকটি লিবিয়ায় অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এটি বাংলাদেশ ও লিবিয়ার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নত করবে এবং দুইদেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বুধবার লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং লিবিয়ার শ্রম ও পুনর্বাসনমন্ত্রী প্রকৌশলী আলী আবেদ রেজা এই স্মারক স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের ডেলিগেশনের সদস্যরা ও লিবিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশার এবং লিবিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতার আওতায় লিবিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে বেতন-ভাতা, কর্মকাল, আবাসন, খাদ্য, ছুটি ও সার্ভিস বেনিফিট ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক নিয়োগকর্তার সঙ্গে একটি প্রাথমিক চুক্তি বাংলাদেশে স্বাক্ষরিত হবে। যার মাধ্যমে লিবিয়াগামী কর্মীরা দেশে থাকতেই তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। এছাড়াও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সর্বোত্তম তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হবে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের লিবিয়া আসা ও মেয়াদ শেষে দেশে ফেরার খরচ নিয়োগকর্তা বা কোম্পানি বহন করবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পূর্বে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী লিবিয়ার শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। বৈঠকে লিবিয়ার শ্রমমন্ত্রী বলেন, এতোদিন বাংলাদেশ থেকে লিবিয়ায় কর্মী নিয়োগের কোন সমঝোতা স্মারক কার্যকর না থাকায় বিভিন্ন মহল সুযোগ গ্রহণ করে আসছিল।

ফলে বাংলাদেশি কর্মীরা বিভিন্ন প্রতারণার শিকার এবং জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছিল। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে একটি আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে লিবিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা সোশ্যাল সিকিউরিটি ও মেডিক্যাল ইন্সুরেন্সের আওতায় আসবে বলে মন্ত্রী জানান।

এছাড়াও তিনি জানান, লিবিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশি কর্মীদের নিয়মিতকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী লিবিয়ার শ্রমমন্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানান। তিনি লিবিয়ায় আগত কর্মীদের ভিসা সংগ্রহ থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যয় নিয়োগকর্তা বা কোম্পানির বহন করার মাধ্যমে অভিবাসন খরচ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য লিবিয়ার শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

একইসঙ্গে তিনি কর্মীদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ এবং মেডিক্যাল ইন্সুরেন্সের ব্যয় নিয়োগকর্তাকে পরিশোধেরও অনুরোধ করেন। মন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার সনদ লিবিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ জানান।

এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী লিবিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণের জটিলতা নিরসনে শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এপ্রেক্ষিতে লিবিয়ায় আনডকুমেন্টেট হয়ে আগত বাংলাদেশিসহ অন্য বিদেশি কর্মীদের বৈধকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে পর্যায়ক্রমে অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে বলে শ্রমমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন। একই সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণের জটিলতা নিরসনে এই কমিটি কাজ করবে বলেও তিনি অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে লিবিয়ার স্বাক্ষরিত সর্বশেষ সমঝোতার মেয়াদ ইতোপূর্বে শেষ হয়ে যায়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দূতাবাসের পক্ষ থেকে দীর্ঘ ধারাবাহিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর সমঝোতা স্মারকটি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৪ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Monday 30 October 2023

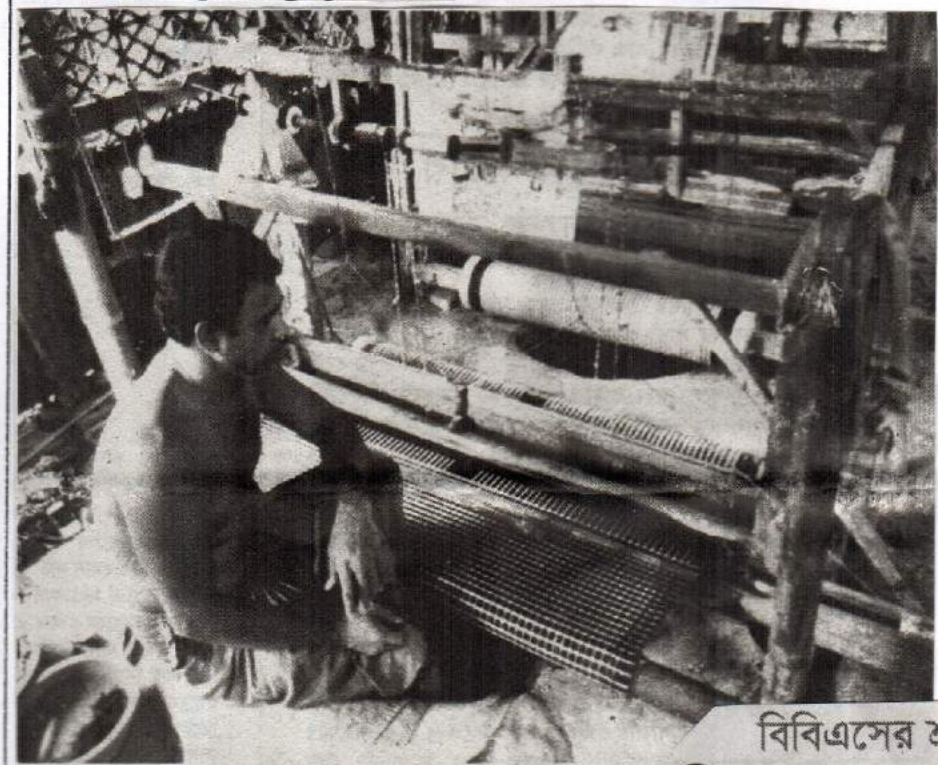

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : তাঁতশিল্পে কর্মরত এক শ্রমিক

বিলুপ্তির পথে বাঞ্ছারামপুরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প

প্রতিনিধি, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর-বাঞ্ছারামপুরে সুতাসহ সব উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁতশিল্প বিলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছে। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নবীনগরে তাঁতশিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। এ শিল্পের উৎপাদিত শাড়ি, লুঙ্গি, গামছাসহ নানা পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। তবে এ শিল্পে সুতাসহ উপকরণের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য বাজারে লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে তাঁত মালিকদের। এ কারণে অধিকাংশ তাঁতশিল্প বন্ধের দ্বারপ্রান্তে। অনেক তাঁত মালিক এ শিল্পকে বন্ধ করে বিকল্প কোন ব্যবসা বেছে নিচ্ছেন। তাঁত শ্রমিকেরা জানিয়েছেন, অন্য কোন কাজ না জানার কারণে তাঁত কারখানায় কাজ করি। এখন তাতের কাপড়ের বাজারের যে অবস্থা তাতে মহাজনরা লোকসান দিয়ে বেচাকেনা করে আমাদের মজুরি দেয়। এ ভাবে কতদিন লোকসান দিবে মহাজনরা? ঠিকমতো বেচা-কেনা না থাকলে আমাদের মজুরি দিতে পারবে না। আর মজুরি না পাইলে আমাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে। এ শিল্প বন্ধ হলে আমরা কি করে জীবিকা নির্বাহ করব? তাঁত মালিকরা জানান, সুতাসহ উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করে এবং স্বল্প সুদে ঋণ দিলে এ শিল্প সচল করা সম্ভব হবে।

বণিকবার্তা
সোমবার, অক্টোবর ৩০, ২০২৩

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ

তিন মাসে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৭০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান কিছুটা বেড়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সংস্থাটির ত্রৈমাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৭০ হাজার।

গতকাল সর্বশেষ ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এর জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিএস। এ প্রতিবেদনে দেখা যায়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে বেকার কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখ ৩০ হাজারে। এর আগের প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) দেশের বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখে। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে বেকার কমেছে ৭০ হাজার। সেপ্টেম্বর শেষে বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষ সবচেয়ে বেশি। দেশে এখন বেকারদের মধ্যে ১৬ লাখ পুরুষ, আর ৮ লাখ ৩০ হাজার নারী রয়েছে।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে বেকার কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখ ৩০ হাজারে। এর আগের প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) দেশের বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখে

বিবিএস বলছে, বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তারা, যারা গত সাতদিনে কমপক্ষে ১ ঘণ্টাও কোনো কাজ করেনি, কিন্তু কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং গত ৩০ দিনে বেতন বা মজুরি বা মুনাফার বিনিময়ে কোনো না কোনো কাজ খুঁজেছে। সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর শেষে দেশে বেকারত্বের হার কমে ৩ দশমিক ৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর আগে জুন প্রান্তিকে বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ।

বেকার কমায় দেশের শ্রমশক্তি বেড়েছে গত তিন মাসে। বর্তমানে দেশে শ্রমশক্তিতে যুক্ত রয়েছেন ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৪০ হাজার। জুন শেষে এ সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৩২ লাখ ১০ হাজার। শ্রমশক্তি বলতে বোঝায়, ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী ও বেকার জনগোষ্ঠীর মোট সমষ্টিকে।

কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী বলতে বোঝায়, গত সাতদিনে যারা কমপক্ষে ১ ঘণ্টা কাজ করেছেন বা কমপক্ষে একটি মুরগি পালন করেছেন। সে হিসেবে দেশে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীও বেড়েছে। ২০২৩ সালের নয় মাস শেষে দেশে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ১০ লাখ ১০ হাজার। এর আগে জুন শেষে এ হার ছিল ৭ কোটি ৭ লাখ ১০ হাজার।

তবে একই সময়ে দেশে শ্রমশক্তির বাইরে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়েছে। শ্রমশক্তির বাইরে জনগোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যারা কর্মে নিয়োজিত নন আবার বেকার হিসেবেও বিবেচিত নন। বিশেষ করে ছাত্র, অসুস্থ, বয়স্ক, কাজ করতে অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও গৃহিণীরা এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। বিবিএস বলছে, গত তিন মাসে এমন জনগোষ্ঠী বেড়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার। সেপ্টেম্বর শেষে শ্রমশক্তির বাইরে জনগোষ্ঠী ৪ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার। জুন শেষে এ হার ছিল ৪ কোটি ৭৩ লাখ ২০ হাজার। এছাড়া শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর হারও কমে যাচ্ছে। দেশে এখন শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬০ দশমিক ৬৫ শতাংশ। জুন শেষে এ হার ছিল ৬০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। অথচ ২০২২ সাল শেষে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৬১ দশমিক ২০ শতাংশ।

প্রথম আলো • রোববার, ১ অক্টোবর ২০২৩,

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন সৌদিপ্রবাসী যুবক নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক

সৌদিপ্রবাসী মুহাম্মদ শাহ আলম (৩০) এক মাস আগে দেশে আসেন। গত শুক্রবার ছিল তাঁর প্রথম বিবাহবার্ষিকী। আর এদিন সন্ধ্যায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হন তিনি। চট্টগ্রামের রাউজানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও গাজীপুর সিটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুজন নিহত হন। প্রথম আলোর **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

রাউজানের নোয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজের কাছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত শাহ আলম উপজেলার পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের ইসলামাবাদ গ্রামের মৃত সিরাজুল হকের ছেলে। স্বজনেরা জানান, শাহ আলম তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর অন্য দুই ভাইও সৌদিপ্রবাসী। বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মেজবান আয়োজন করতে এক মাস আগে তিন ভাই দেশে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শাহ আলম চট্টগ্রাম শহর থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেলের আরোহীরা আহত হন। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক শাহ আলমকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মিনিট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোহাম্মদ জোনাইদ নামের পাঁচ বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। সে এওচিয়ার ছনখোলার মগনামাপাড়া এলাকার তাজুল ইসলামের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, জোনাইদ সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় দ্রুতগতির মিনিট্রাকটির ধাক্কায় পড়ে গিয়ে ওই ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয় শিশুটি। এতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় মিনিট্রাকের চালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাসন থানাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের তেলিপাড়ায় থেমে থাকা বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালের এ দুর্ঘটনায় নিহত মো. রাব্বি (২৫) গাজীপুর সিটির খরতৈল এলাকার দিদারুল দেওয়ানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, বোর্ডবাজার এলাকায় গ্লাস ও থাই অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবসা করতেন রাব্বি। সকালে তিনি সালনা থেকে দোকানে যাচ্ছিলেন। তেলিপাড়া এলাকায় মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিকল বাসের পেছনে তাঁর মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে।

যুগান্তর
রোববার ১ অক্টোবর ২০২৩
১৬ আশ্বিন ১৪৩০

ছাগলনাইয়ায় সেপটিক ট্যাঙ্কে ২ শ্রমিকের লাশ

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর ছাগলনাইয়ায় নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিম ছাগলনাইয়া থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। থানার ওসি সুদ্বীপ রায় জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতরা হলেন বাগেরহাটের কচুয়ার বাদাল গ্রামের সাংদিয়ার রবিন্দ্র চন্দ্র দাসের ছেলে বিকাশ চন্দ্র দাস ও খাগড়াছড়ির রামগড় করৈয়া বাজারের ছেরাজুল হকের ছেলে মহিউদ্দিন মঈন। বিকাশের শ্বশুর দীপক চন্দ্র দাস ও মঈনের ভায়রা ভাই সাইফুল জানান, নিহতরা কুয়েত প্রবাসী সহিদ উল্যার ভবনে রাজমিস্ত্রির প্রধান কামাল উদ্দিনের অধীনে কাজ করছিলেন। শুক্রবার কাজে গেলে বিকাশকে ট্যাঙ্কের ছাদ ঢালাই দেওয়া সেন্টারিংয়ের কাঠ বাঁশ খুলে মঈনের মাধ্যমে ওপরে তুলতে বলেন কামাল। দীর্ঘদিন ট্যাঙ্কের মুখ বন্ধে গ্যাস জমায় ভেঙে নিচে নামতেই অজ্ঞান হয়ে যায় বিকাশ। মঈন তাকে উদ্ধার করতে নামলে তারও একই অবস্থা হয়। বিদ্যুতের শকের অনুমান করে কাউকে কিছু না জানিয়ে কামাল তার অন্য সহযোগীদের নিয়ে গা-ঢাকা দেন। রাতে বিকাশ ও মঈন বাসায় না ফিরলে তাদের স্বজনরা কামালের বাড়িতে খোঁজ করতে গেলে তিনি জানান, কাজে পাঠানোর পর সেও জানে না তাদের খোঁজ। পরে কামালের আরেক সহযোগী নিহতের স্বজনদের জানান, ট্যাঙ্কিতে ঢুকলে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে তারা মারা গেছেন।

ছাগলনাইয়ার সার্কেল সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ওয়ালী উল্লাহ জানান, ঘটনাতদন্তে পুলিশের তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২০ ত
৫ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তাসহ চার জন নিহত হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতারা জানান :

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাসের সংঘর্ষে পিকআপচালক নজরুল ইসলাম (৩৫) নিহত হয়েছেন। আহত হন আরো তিন জন। বুধবার সকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার আমতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম শরিয়তপুর সদর উপজেলা কেয়ারপুর গ্রামের সিরাজুল হক খানের ছেলে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, কালীগঞ্জ থেকে যাত্রীবাহী বাস যশোর যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। তাকে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মঞ্জুরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৬ আশ্বিন
১ অক্টোবর ২০২৩

এবার ফতুল্লায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২

■ **স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ**

ফতুল্লার পাগলা তালতলা মাদ্রাসা রোডে একটি ওয়ার্কশপে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দুই জন দগ্ধ হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার রাতে এ বিস্ফোরণ ঘটে। দগ্ধ দুই জন হলেন— ওয়ার্কশপের মালিক মো. জনি (৪০) এবং পথচারী মো. সুমন (৩০)। জনি ফতুল্লার রসুলপুরের দেলোয়ার সরদারের ছেলে। তিনি ঐ ওয়ার্কশপের মালিক। দগ্ধ সুমন পাগলা বাজার পপুলার হাসপাতাল এলাকার মৃত মোতালেব বয়াতির ছেলে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আগুনে জনির শরীরের ৪০ শতাংশ ও সুমনের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে রাখা হয়েছে। ঐ ভবনের মালিক মো. হাফেজ বলেন, গত শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় ওয়ার্কশপ সারা দিন বন্ধ ছিল। রাতে জনি ওয়ার্কশপের সাটার খুলে বিদ্যুতের সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হয়ে আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি নিচে নেমে দেখি জনি এবং এক জন পথচারী দগ্ধ অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে আছে। তখন দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাদের দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভবনের মালিক হাফেজ আরো বলেন, আমাদের এলাকায় এর আগেও কয়েক বার রাস্তার লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েক জন দগ্ধ হয়েছে।

অনেক পুরোনো গ্যাস পাইপলাইন মাটির নিচ দিয়ে যাওয়ায় তা মরিচা পড়ে জায়গায় জায়গায় লিকেজ হয়ে গেছে। অনেক সময় সিগারেট খেয়ে তা রাস্তার ওপর ফেললেও আগুন ধরে যায়। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করার পরেও তারা কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না।

যুগান্তর
রোববার ১ অক্টোবর ২০২৩

মোহাম্মদপুরে ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন লালমাটিয়া এলাকায় একটি ভবনের ৭ তলা থেকে পড়ে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মো. বায়েজিদ (২২)। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মী রায়হান জানান, তারা মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ায় 'কে' ব্লকে একটি ৭ তলা ভবনে এসির কাজ করছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতাবশত বায়েজিদ নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বায়েজিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার মাদারকুল গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২ অক্টোবর ২০২৩

পোশাক কারখানায় আগুন

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে আগানগর গুদারাঘাট এলাকায় খাজা সুপার মার্কেট-৪ এর দ্বিতীয় তলায় এইচ এম টি ওয়াল্ড নামের পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার সন্ধ্যায় মার্কেটের দোকান বন্ধ করে ব্যবসায়ীরা চলে যাওয়ার পর রাতে ভিতর থেকে ধোঁয়া দেখতে পান তারা। বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকে আগুনের উৎস বলে ধারনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, অক্টোবর ৩ , ২০২৩

শ্রমিকের মৃত্যু

মাদারীপুরের শিবচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আশিকুর রহমান (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়নের ছোট কুতুবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **বণিক বার্তা প্রতিনিধি**, মাদারীপুর

সমকাল
বুধবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৩

মিরপুরে বিদ্যুৎস্পর্শে দুই শ্রমিকের মৃত্যু আরও ৩ শ্রমিক দগ্ধ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানী মিরপুরের শাহ আলীতে বিদ্যুৎস্পর্শে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন রুবেল দাস (২৩) ও হৃদয় দাস (২৬)। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বেড়িবাঁধ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আরও তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের দারুস সালাম জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার জামিনুর রহমান খান সমকালকে বলেন, বেড়িবাঁধ-সংলগ্ন রয়্যাল সিটি এলাকায় ট্রাক থেকে লোহার পাইপ নামাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। এ সময় দীর্ঘ পাইপগুলোর একটি রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাওয়া হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তার স্পর্শ করে। এতে ঘটনাস্থলেই দু'জন প্রাণ হারান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য তাদের লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, মৃত রুবেল দাসের বাবা সুভাষ দাস ও মা সুচিত্রা রানী। তাদের বাড়ি দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার সাদেল্লাপুর গ্রামে। ঢাকার সাভারের হেমায়েতপুরের তেঁতুলঝোড়া মোড় এলাকায় তারা থাকতেন। আর হৃদয় দাসের বাবা শচী বাবু ও মা চায়না। দিনাজপুরের কাহারোলের মহেশপুরে তাদের বাড়ি। সাভারের হেমায়েতপুরে থাকতেন।

আহতদের মধ্যে দু'জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন লিটন দাস ও জামাল বাদশা। তাদের শরীরের কিছু অংশ দগ্ধ হয়েছে। তারা আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ৩, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় সাতজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো সাতজন। গত রোববার রাতে এবং গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

ময়মনসিংহ : ভালুকায় গত রোববার রাত ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা থানা এলাকায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক মারা যান। একই দিন দুপুরে মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় বাসচাপায় শামীম হাসান (২৬) নামের এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়। শামীম হাসান উপজেলার চাপড়বাড়ী এলাকার হযরত আলীর ছেলে।

বণিক বার্তা
সোমবার, অক্টোবর ৯, ২০২৩

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেল ও রিকশার ধাক্কায় দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া রাজধানীর মোহাম্মদপুর, জামালপুর, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

লালমনিরহাট : কালীগঞ্জে কুকুরকে ধাক্কা দিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার গোড়ল ইউনিয়নের চাকলারহাট হলমোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোরিকশাচালক বলরাম পার্শ্ববর্তী আদিতমারী উপজেলার কমলাড়ী ইউনিয়নের চন্দনপাট হরিবালা এলাকার বাসিন্দা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সরাইলে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষে জাকির হোসেন (৩২) নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পিকআপে থাকা তৌহিদ নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাড়িউড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাকির ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামের মো. ফজলু মিয়ার ছেলে।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকুল চন্দ্র বিশ্বাস জানান, ভোরে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটি বাড়িউড়া এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে পিকআপচালক নিহত হন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৩

গ্যাস বিস্ফোরণে মৃত্যু ওয়ার্কশপ মিস্ত্রির

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাস বিস্ফোরণে সুমন (২৮) নামে এক ওয়ার্কশপ মিস্ত্রি মারা গেছেন। শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল তার মৃত্যু হয়। সুমন ফতুল্লার পাগলা পপুলার হাসপাতাল ভবনে ভাড়া থাকতেন। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নুরে আজম জানান, সুমন ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে তালতলায় ওয়ার্কশপে সাটার খুলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপতেই বিস্ফোরণ হয়। -নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

দেশ রূপান্তর
শনিবার
৭ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে প্রাণ গেল রাজমিস্ত্রির

নীলফামারী প্রতিনিধি

প্রথমে ভটভটি নসিমনের ধাক্কা, পরে পেছন থেকে আসা মাইক্রোবাসের চাপা। এভাবেই সড়কে প্রাণ হারালেন প্রশান্ত রায় (২৬) নামে এক রাজমিস্ত্রি। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে নীলফামারী জেলা সদরের পলাশবাড়ী ইউনিয়নের হর্তকিতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত প্রশান্ত জেলা সদরের টুপামারী ইউনিয়নের নিত্যানন্দী গ্রামের মৃত চন্দন রায়ের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রশান্ত ও মোশাররফ মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন। পথে হর্তকিতলা এলাকায় একটি ভটভটি (নসিমন) গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তারা মোটরসাইকেলসহ সড়কে ছিটকে পড়েন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৪ আশ্বি
৯ অক্টোবর ২০২৩

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর:

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি এলাকায় বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে রবিবার সকালে প্রাইভেট কারের চাপায় মুনসের আলী (৪০) নামে এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। হাসাড়া হাইওয়ে থানার এসআই আছিফ উজ জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের বাড়ি টাঙ্গাইলে। লাশটি হাসাড়া হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। ঘাতক কারটি জব্দ করার চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৬ অক্টোবর ২০২৩,

নড়াইলে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নড়াইলে বজ্রপাতে আকরাম ফকির (৫০) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। গতকাল সকালে কালিয়ার পাটেশ্বরী বিলে ঘাস কাটার সময় বজ্রপাতের শিকার হন তিনি। তাঁর বাড়ি একই উপজেলার ফুলদাহ গ্রামে। কালিয়া থানা-পুলিশ আকরামের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। প্রতিনিধি, যশোর

যুগান্তর • শুক্রবার ৬ অক্টোবর ২০২৩

ডেমরায় সড়কে প্রাণ গেল দুজনের

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর ডেমরায় বুধবার রাতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক শাওন ও শাহ আলম নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ঘাটাইল ও ধনবাড়ী এবং ফেনীর সোনাগাজীতে মাদ্রাসাছাত্রসহ প্রাণ গেছে আরও তিনজনের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ডেমরা (ঢাকা) : রামপুরা থেকে অটোরিকশায় ডেমরার বাসায় ফিরছিলেন শাহ আলম। এ সময় ডিএসসিসির ৭০নং ওয়ার্ডের মেন্দিপুরে বাস অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ডেমরা থানার অপারেশন অফিসার (ইন্সপেক্টর) সুব্রত কুমার পোদ্দার বলেন, খবর পেয়ে বুধবার রাতেই লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ডেমরা থানায় মামলাও হয়েছে।

ঘাটাইল ও মধুপুর (টাঙ্গাইল) : ঘাটাইল-সাগরদিঘী সড়কের শুকনি ইলিরচালা এলাকায় বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী কাজী সোহেল রানা নিহত হয়েছেন। তিনি কালিহাতী উপজেলার পাছচারান গ্রামের কাজী আব্দুস সালামের ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে সোহেল তার পরিবার নিয়ে ঘাটাইল পৌরসভার ঝড়কা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মধুপুর (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইল-জামালপুর সড়কের ধনবাড়ী উপজেলার বকলবাড়ী এলাকার ফকিরবাড়ী মোড়ে বৃহস্পতিবার সকালে পিকআপ ভ্যানের চাপায় অটোরিকশাচালক লিটন আকন্দ নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার চরভাতকুড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী আকন্দের ছেলে। একই ঘটনায় অটোরিকশার এক নারী যাত্রী আহত হয়েছেন।

সোনাগাজী (ফেনী) : সোনাগাজী-ফেনী সড়কের মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের দক্ষিণ মীর্জাপুরের ডাকবাংলা বাজারের পাশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আবদুল কাইয়ুম নিহত হয়েছেন। তিনি চরদরবেশ ইউনিয়নের দক্ষিণ চরসাহাভিকারী গ্রামের মো. হোসেনের ছেলে ও ছাগলনাইয়ায় একটি মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন।

সমকাল
মঙ্গলবার।১০ অক্টোবর ২০২৩

ট্রলারের ধাক্কায় নৌকাডুবিতে জেলের মৃত্যু

■ কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

কমলনগরে ট্রলারের ধাক্কায় নৌকা ডুবে বেল্লাল হোসেন নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নৌকার মাঝি আবদুর রহমান আহত হন। গত রোববার রাতে মতিরহাট মাছঘাটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত বেল্লাল চরকালকিনি ইউনিয়নের চরশামছুদ্দিন এলাকার খোরশেদ আলমের ছেলে।

নৌকার মাঝি আবদুর রহমান জানান, রোববার রাতে তারা মেঘনা নদীতে নৌকা নোঙর করে জাল ফেলে মাছের অপেক্ষায় ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে আক্তার মাঝির মাছ ধরার ট্রলার দ্রুতগতিতে তাদের নৌকার দিকে ধেয়ে আসছিল। তিনি বারবার সংকেত দিলেও ট্রলারটি তাদের নৌকায় ধাক্কা দেয়। এতে তাদের নৌকাটি ডুবে যায়। তিনি সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও বেল্লাল নিখোঁজ হন।

মজু চৌধুরীর হাট নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবু তাহের মিয়া বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ৬, ২০২৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শরীয়তপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শরীয়তপুর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বিরাসার-লালপুর আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আল-আমীন (৩৮) নামে এক কাতার প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে বিকাল ৪টার দিকে বটতলী বাজারের নাটাই কবরস্থানের দেয়ালের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগায় তিনি গুরুতর আহত হন। নিহত আল-আমীন নাটাই উত্তর ইউনিয়নের নাটাই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার বদলের বাড়ির সরুজ মিয়ার ছেলে। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হোসাইন আল-আমীনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে শরীয়তপুরে রিকশাভ্যান উল্টে সাদিয়াতুস হালিমা নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার সুবচনী বাজারসংলগ্ন নাগেরপাড়া সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাদিয়া গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া ইউনিয়নের বালিকুড়ি গ্রামের রায়হান শিকদারের স্ত্রী। তিনি একই ইউনিয়নের মাছুয়াখালী গ্রামের আবুল হোসেন বেপারীর মেয়ে।

ভ্যানচালক ও সাদিয়ার পরিবার সূত্রে জানা যায়, ছয় মাস বয়সী ছেলে সাদ রাইয়ানের চিকিৎসার জন্য তার মা সাদিয়া ও বাবা রায়হান ভ্যানগাড়িতে করে সুবচনী বাজারে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন। পথে সড়কের ওপর দিয়ে হঠাৎ একটি গুইসাপ ভ্যানগাড়িটির নিচে এসে পড়লে গাড়িটি উল্টে যায়। এ সময় সাদিয়া ভ্যানগাড়ির নিচে পড়ে যান। গাড়িতে থাকা তার স্বামী রায়হান ও ভ্যানচালক আহত হলেও শিশু রাইয়ানের কোনো ক্ষতি হয়নি। পথচারীরা দ্রুত সাদিয়াকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে শিশুসহ আটজন নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক শিশুসহ আটজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **চট্টগ্রাম :** চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারীতে মোটরসাইকেল, রিকশা ও বাসের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- মৃদুল নাথ (৫৮) ও আবদুল্লাহ (৩৪)। **কুড়িগ্রাম :** উলিপুরে অটোরিকশা চাপায় ফাহিমা বেগম (৬) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ফাহিমা একই এলাকার ফুল মিয়ার মেয়ে। **চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রমজান আলী (৩০) নামে এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়কের সদর উপজেলার মহারাজপুর ঘোড়ারস্টান্ড মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমজান সদর উপজেলার ভাগ্যবানপুর লাহাপাড়ার আবদুল লতিফের ছেলে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** সরাইলে ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে জাকির হোসেন (৩২) নামে এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। জাকির জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামের ফজলু মিয়ার ছেলে। **লালমনিরহাট :** কালীগঞ্জের চাকলারহাটে অটোরিকশা উল্টে বলোরাম (৫৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় এক যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহত বলোর উপজেলার কমলাবাড়ী ইউনিয়নের বাসিন্দা। **জামালপুর :** জামালপুরে বালুবাহী ড্রামট্রাক চাপায় হাফিজুর রহমান নামে এক মেডিকেল অফিসারের মৃত্যু হয়েছে। সকালে জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শরিফপুরের জয়রামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **কালিয়াকৈর (গাজীপুর) :** ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈরের পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় বাসচাপায় ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। ঘাতক বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ। নিহত শামীম মিয়া (৩০) কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর মিনহাজ মিয়ার ছেলে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ময়মনসিংহের ত্রিশালে পিকআপচাপায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। ঠাকুরগাঁও এবং গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৭ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

ময়মনসিংহ: গতকাল সকাল ৮টার দিকে সুমি আক্তার ও আম্বিয়া খাতুন ত্রিশালের বৈলর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী একটি পিকআপ তাদের চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তারা দুজন মারা যান। নিহত সুমি আক্তার (২০) ত্রিশাল উপজেলার উজান বৈলর গ্রামের রাসেল মিয়ার স্ত্রী এবং আম্বিয়া বেগম (৩৫) একই গ্রামের আজিজুল মিয়ার স্ত্রী।

ত্রিশাল থানার এসআই বিল্লাল হোসেন জানান, পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছেন। নিহতদের স্বজনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও: সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের ফাড়াবাড়ী এলাকায় সবজিবাহী ট্রাক উল্টে সুহিবর (৪২) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন ১৭ জন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সহিবর সদর উপজেলার কহরপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ কবির বলেন, 'আহতদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তবে গুরুতর আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছেন ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা।'

গাইবান্ধা: গোবিন্দগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় আব্দুল মান্নান মিয়া (৪৫) নামে এক এনজিও কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার রাজাবিরাট নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল মান্নান মিয়া বগুড়ার নন্দীগ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি একটি এনজিওর রিজিয়নাল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আব্দুল মান্নান মিয়া গোবিন্দগঞ্জে তার কর্মস্থলে ফিরছিলেন। এ সময় একটি বালিবাহী ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আলম শাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর মঙ্গলবার ১০ অক্টোবর ২০২৩ ২৫ আশ্বিন ১৪৩০

ময়মনসিংহে সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

তিন জেলায় নিহত আরও ৩

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুই নারী গার্মেন্টকর্মী ও তারাকান্দায় কাভার্ডভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া গাইবান্দার গোবিন্দগঞ্জ, বগুড়ার শেরপুর ও মুন্সীগঞ্জের শেরপুরে প্রাণ গেছে আরও তিনজনের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ত্রিশাল ও ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ত্রিশাল উপজেলার বইলর ইউনিয়নের উজান বইলর গ্রামের আম্বিয়া খাতুন ও সুমি আক্তার সোমবার সকালে গার্মেন্টে যাওয়ার জন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কানহর মডেল স্কুলের সামনে পিকআপভ্যান চাপা দিলে আম্বিয়া খাতুন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত সুমি আক্তারকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট সড়কের তারাকান্দা উপজেলার মধুপুরে সোমবার দুপুরে বাস ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে কাভার্ডভ্যানচালক আবু নাঈম নিহত হন। তিনি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার হরিপুর দেউলি গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় এনজিওকর্মী মোটরসাইকেল আরোহী আব্দুল মান্নান নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল যাত্রী অংশুমান। গোবিন্দগঞ্জের শহরগাছি-রাজাবিরাট সড়কে সোমাবর সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শেরপুর (বগুড়া) : ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে রোববার রাত ৯টায় সড়ক পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় দোলন বর্মন নামের একজন নিহত হয়েছে। তিনি শেরপুর পৌরসভার উত্তর সাহাপাড়ার সুনীল বর্মনের ছেলে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের ভবেরচরে রোববার রাত ৩টার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপভ্যান একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে পিকাপভ্যানচালক মিরাজ নিহত হন। তিনি পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার রাজপয়সা গ্রামের আফজাল খানের ছেলে।

কালের কণ্ঠ ১১ অক্টোবর ২০২৩। ২৫ রবিউল আউয়াল

রাস্তা খুঁড়তে গিয়ে তিতাসের লাইনে বিস্ফোরণ, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুর্ঘটনা

- পাঁচজনই শ্রমিক, চারজনের ১-৮% দগ্ধ
- না জানিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির অভিযোগ তিতাসের

রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার মানিকদী নামাপাড়া এলাকায় ওয়াসার খোঁড়াখুঁড়ির সময় তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের বিস্ফোরণে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ শ্রমিকরা হলেন মেহেদী হাসান (২৩), মো. সিয়াম (২০), মো. জুয়েল (২১), আব্দুল মমিন (২২) ও দেলোয়ার হোসেন (২৪)। এর মধ্যে আগুনে চারজনের শরীর ১ থেকে ৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। একজন সামান্য আহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন পাঁচ শ্রমিক শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. তরিকুল ইসলাম।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের ৬ নম্বর শয্যায় চিকিৎসাধীন জুয়েল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মাটি কাটার জন্য কোপ দিছি। লগে লগেই ফায়ার (আগুন জ্বলে যায়) করছে। আমরা পাঁচজন পুইড়া গেছি। আমি একটু বেশি পুড়ছি।' তবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে, ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ না করেই ওই সময় শ্রমিকরা সেখানে গ্যাস লাইটার জ্বালান। এরপর দ্রুতই গ্যাসের লাইনে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে শ্রমিকরা দগ্ধ হন। দগ্ধদের উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

জুয়েলের শরীরের ৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। মাথার একটি অংশ আগুনে ঝলসে যাওয়ায় জুয়েলকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানান ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের হেড নার্স আশিকুল ইসলাম।

আহত আব্দুল মমিনের ভাই সাব্বির হোসেন (২৫) জানান, ঘটনাস্থলে যে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন তাঁদের সবার বাড়ি বগুড়ার শাজাহানপুরে। সবাই কয়েক সপ্তাহ ধরে মানিকদী নামাপাড়া এলাকায় মাটি কাটার কাজ করছিলেন। ঘটনার সময় সাব্বির ও অন্যরা মাটি ফেলার কাজে একটু দূরে ছিলেন।

ঘটনাটির তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট থানার পুলিশ বলছে, বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরপরই তারা ঘটনাস্থলে যায়। আগুনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত ৬ মে রাজধানীর গেণ্ডারিয়ায় গ্যাসলাইন মেরামতের সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে মেহেদী হাসান শাওন নামের এক শিক্ষার্থী মারা যান।

গত মার্চে ঢাকায় গ্যাস লিকেজের কারণে দুটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ৭ মার্চ সিদ্দিকবাজারের ভয়াবহ বিস্ফোরণে ২১ জন মারা যায়। পরে হাসপাতালে আরো পাঁচজন মারা যায়। এর দুই দিন আগে সায়েন্স ল্যাবে একটি ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়।

গ্যাসলাইনে বিস্ফোরণের বিষয়ে তিতাসের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সিটি করপোরেশন, ওয়াসাকে জানিয়ে রেখেছি, তিতাসের পাইপলাইনের আশপাশে খোঁড়াখুঁড়ি করলে আমাদের যেন আগেই জানিয়ে রাখা হয়। তাহলে আমরা জরুরি বিভাগের একটি টিম সার্বক্ষণিক ওই স্থানে তাদের সঙ্গে রাখতে পারব। কিন্তু আমাদের না জানিয়েই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হয়।'

ক্যান্টনমেন্ট থানার এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলে, 'ওয়াসার মাটি কাটার শ্রমিকরা তিতাসের লাইনের লিকেজে লাইটার ধরলে বিস্ফোরণ ঘটে বলে আমরা জেনেছি। এখানে ওয়াসার কেউ তদারকিতে থাকলে ভালো হতো। এ বিষয়ে তারাই ব্যবস্থা নেবে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১১ অক্টোবর ২০২৩ ॥

সৈকতে নেমে নিখোঁজ ফটোগ্রাফার

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সিগাল পয়েন্টে গোসলে নেমে এক ফটোগ্রাফার নিখোঁজ হয়েছেন। মোহাম্মদ সাগর (১৭) নামের ওই ফটোগ্রাফারের বাড়ি উখিয়ার কাস্টমস এলাকায়। বন্ধু ইয়াছিন আরাফাতের সঙ্গে পয়েন্টে নেমে সাঁতরে সিগাল পয়েন্টে এলে হঠাৎ ঢেউ দুজনকে নিয়ে যায়। ওয়াটার বাইক (জেট স্কি) চালক ইউনুস ইয়াছিন আরাফাতকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও নিখোঁজ হন সাগর। তার সন্ধানে সি সেইফ লাইফগার্ডের কয়েকটি টিম সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে কাজ করছে বলে জানান সিনিয়র লাইফগার্ড জয়নাল আবেদীন ভুট্টো। নিখোঁজ সাগরের চাচা মোহাম্মদ আলম বলেন, আমরা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাই ভাইপোকে খুঁজে পেতে।

—কক্সবাজার প্রতিনিধি

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১২ অক্টোবর ২০২৩
২৭ আশ্বিন ১৪৩০

ধুনটে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকের মৃত্যু

বগুড়া ব্যুরো

ধুনটে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এটিএন বাংলার স্টাফ রিপোর্টার ইকবাল মোর্শেদ রিপন বুধবার ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতাপালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে সাংবাদিকদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রিপন বগুড়া প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়ন সিনিয়র সদস্য এবং গাবতলীর নেপালতলী গ্রামের মৃত মোজাম্মেল হকের ছেলে। জানা যায়, ২৬ সেপ্টেম্বর পেশাগত দায়িত্ব পালনে মোটরসাইকেল যোগে ধুনট থেকে ফেরার পথে এক বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে রিপন ও তার ভাগ্নে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পড়ে যান। এতে রিপনের মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে স্পাইনাল কর্ডের বেশির ভাগ অংশ ছিঁড়ে যায়। তাকে শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে ৩০ সেপ্টেম্বর তাকে ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতাপালে স্থানান্তর করা হয়। ৮ অক্টোবর তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। বুধবার সকালে দিকে রিপন মারা যান।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১২, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় ১৪ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাসচাপায় পাঁচ গার্মেন্ট কর্মীসহ ছয়জন এবং মানিকগঞ্জে বাসের ধাক্কায় লেগুনা খাদে পড়ে চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুর, মুন্সিগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরো চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৭ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

মুন্সিগঞ্জ : গজারিয়ার ভাটেরচর এলাকায় লরির নিচে চাপা পড়ে মোহাম্মদ মানিক (২৭) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি মহাসড়কে উল্টে গেলে নিচে চাপা পড়ে তিনি আহত হন। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা অচেতন অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন গজারিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আলী আজগর।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজনের মৃত্যু হয়।

মানিকগঞ্জ : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ভাটবাউর এলাকায় বাসের ধাক্কায় লেগুনা খাদে পড়ে চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ছয়জন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন লেগুনার চালক জাহিদ (৩২)। তিনি সদর উপজেলার ভাট বাউর গ্রামের মোতালেব মিয়ার ছেলে। এছাড়া যাত্রীদের মধ্যে পাথরাইল গ্রামের মহাদেব মোদক (৫২), বাগজান গ্রামের হোসনেয়ারা বেগম (৪০)। অন্য এক ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঘিওরের বানিয়াজুরী থেকে ছেড়ে আসা একটি লেগুনা ভাটবাউর এলাকায় থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে একটি বাস লেগুনাটিকে ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে যায়। কচুরিপানার মধ্যে লেগুনাটি তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লেগুনার ভেতর আটকে থাকা দুই পুরুষ ও দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে। অন্য দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৭ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Thursday 12 October 2023

কাপাসিয়ায় কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, কাপাসিয়া (গাজীপুর)

গাজীপুরের কাপাসিয়ার বারিষাব ইউনিয়নের ভিকারটেক গ্রামের মো. মিয়াজউদ্দিন নামে এক কৃষক নিখোঁজ হওয়ার ১৮ ঘন্টার পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মৃত মো. পাচু মিয়ার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কৃষক মিয়াজউদ্দিন তার বাড়ির নিকটবর্তী একটি আমন ধানক্ষেতে গেলে গত মঙ্গলবার ভোরে আবারো তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। কাপাসিয়া থানার ওসি মো. আবু বকর মিয়া জানান, মরদেহের সুরতহাল করতে গিয়ে দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে বার্ধক্যজনিত কোনো কারণে পানিতে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ১১ অক্টোবর ২০২৩
২৬ আশ্বিন ১৪৩০

কেরানীগঞ্জে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ২

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। জিনজিরা ইউনিয়নের বাদাম গাছতলা এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রনি আহমেদ (২৪) ও আহতরা হলেন শহিদুল ইসলাম (২০) ও আশিকুর রহমান (২৫)। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ বলেন, বাদাম গাছতলা এলাকায় নামবিহীন একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন রয়েছে। সম্ভবত গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১২ অক্টোবর ২০২৩

সুন্দরবনে বাঘের পেটে ১ জেলেসহ ২ মহিষ

● শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা উপজেলা সংলগ্ন ধানসাগর স্টেশন এলাকার বনে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে হিংস্র বাঘ এক জেলেসহ দুটি মহিষ খেয়ে ফেলেছে। বন বিভাগের উদাসীনতার কারণে বনের মধ্যে অবাধে মানুষজনের অনুপ্রবেশ এবং গবাদিপশু বিচরণ করায় বাঘের এই আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনায় সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামে বাঘ আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতে অনেকেই ঘর থেকে বের হন না বলে খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার দুপুরে ধানসাগর স্টেশনের মূর্তির খাল এলাকায় বাঘের আক্রমণে একটি মহিষ মারা যায়। মহিষটির মালিক শরণখোলা উপজেলার বনসংলগ্ন পশ্চিম রাজাপুর গ্রামের শামছু হাওলাদার বলে জানা গেছে। ঘাস খাওয়ার জন্য মহিষটি সুন্দরবনে গেলে বাঘ মহিষটিকে আক্রমণ করে অর্ধেক অংশ খেয়ে ফেলে।

এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে ধানসাগর স্টেশনের তুলাতলা খালে অবৈধভাবে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান পশ্চিম রাজাপুর গ্রামের জেলে মো. শিপার হাওলাদার (২২)। বাঘ শিপারকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলায় তার মাথা বন থেকে উদ্ধার করা হয়। এর ২০ দিন আগে একই গ্রামের সোবাহান পহলানের একটি মহিষ বনে ঘাস খাওয়ার সময় বাঘের আক্রমণে মারা যায় বলে গ্রামবাসীরা জানান।

১ নং ধানসাগর ইউপি সদস্য ও পশ্চিম রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. কামাল হোসেন তালুকদার বলেন, বনসংলগ্ন গ্রামে বসবাসকারী সামছু হাওলাদারের ৮টি, জাহাঙ্গীর তালুকদারের ৪টি, মুসা হাওলাদারের ৬টি এবং সোবাহান পহলানের ১০টি মহিষ রয়েছে।

এরা প্রতিদিন তাদের মহিষ বনে ঘাস খাওয়াতে পাঠান। তাদের নিষেধ করলেও শোনেন না। তা ছাড়া বন বিভাগের উদাসীনতার কারণে বছরের পর বছর ধরে এই অবৈধ কাজ করছেন তারা।

পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের ধানসাগর স্টেশন কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম বলেন, বাঘের আক্রমণে নিহত জেলের মৃত্যুর ঘটনার পরে অবৈধভাবে বনে অনুপ্রবেশ ও গবাদিপশু বনে না পাঠানোর জন্য বনসংলগ্ন বাড়িগুলোকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।

কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ১৩, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় নরসিংদীতে তিন, নড়াইলে দুই, সুনামগঞ্জে দুই এবং চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে একজন করে মোট ছয় জেলায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নরসিংদী : জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের চালক ও সহকারী এবং মোটরসাইকেল আরোহীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ও শিবপুরের সৃষ্টিগড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোরে প্রাণ-আরএফএল কোম্পানির একটি পিকআপ ভ্যান বেলাব উপজেলার নারায়ণপুরে সামনের ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালক সুমন মিয়া ও তার সহকারী কামরুল ইসলামের মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে একই দিন ভোরে সিলেটের সুনামগঞ্জ ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে শিবপুর উপজেলার সৃষ্টিগড়ে পৌঁছলে পেছন থেকে এনা পরিবহনের বাসের ধাক্কায় খাদেমুল ইসলাম (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। নিহত খাদেমুল ইসলাম ঢাকার পল্লবী থানার কালসী এলাকার বাসিন্দা।

নড়াইল : জেলা সদরের কাগজীপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন লোহাগড়া উপজেলার মিঠাপুর গ্রামের নবীর মোল্যার ছেলে বাদশা মোল্যা (৪৫) ও একই গ্রামের সবুর শেখের ছেলে কাফিল শেখ (২৪)। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নড়াইল থেকে মিঠাপুরগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

সুনামগঞ্জ : জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে স্কুলছাত্রীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। গতকাল সকালে উপজেলার পাথারিয়া ইউনিয়নের পাথারিয়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা হোসেনপুর গ্রামের অটোরিকশাচালক ইমরান হোসেন (৪২) ও শান্তিগঞ্জ পাথারিয়া সুরমা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী দিরাই উপজেলার শরিফপুর গ্রামের সবুজ মিয়ার মেয়ে তাওসিয়া বেগম (১৩)। শান্তিগঞ্জ থানার ওসি খালেদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৩ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের খবর– **সুনামগঞ্জ :** শান্তিগঞ্জে বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক স্কুলছাত্রী ও সিএনজিচালক নিহত হয়েছে। এতে আরও চারজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে মদনপুর-দিরাই সড়কের শরীফপুরে এ ঘটনা ঘটে। **নরসিংদী :** জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নারায়ণপুর বাসস্টান্ড ও শিবপুরের সৃষ্টিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজন খাদেমুল। তিনি ঢাকার মিরপুরের কালসির মটোর গ্যারেজের মালিক। অন্য দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। **নড়াইল :** সদর উপজেলার কাগজীপাড়ায় ট্রলি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক বাদশা (৪৫) ও আরোহী মাদরাসাছাত্র কাফিল শেখ (২৪) নিহত হয়েছেন। বাদশা লোহাগড়ার মিঠাপুর গ্রামের নবীর মোল্যার ও কাফিল একই গ্রামের ছবুরের ছেলে। **হবিগঞ্জ :** ট্রাক-সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষে আলাউদ্দিন (২২) নামে এক সিএনজিচালক নিহত হয়েছেন। আলাউদ্দিন বানিয়াচং উপজেলার গোয়াখালী গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। শহরতলীর বাইপাস সড়কে গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। **চুয়াডাঙ্গা :** ইজিবাইকের ধাক্কায় জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মঞ্জুর হোসেন (৫৮) মারা গেছেন। চুয়াডাঙ্গার দৌলায়তদিয়াড় গ্রামে গতকাল ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। **গাজীপুর :** সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ তেতুঁলতলায় ট্রাকচাপায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। নিহত নুরজাহান বেগম (৬৫) আমবাগ এলাকার আকছুদ আলীর স্ত্রী।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩০ আশ্বিন ১
১৫ অক্টোবর ২০২৩

নারায়ণগঞ্জ : বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্যাসের লাইন —ইত্তেফাক

স্টিলমিলে গ্যাসের লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৫

সিদ্ধিরগঞ্জে দুর্ঘটনা

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জে স্টিলমিলে গ্যাসের লাইন বিস্ফোরণে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাদের সবাইকে ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় শারমিন স্টিলমিল লিমিটেড নামের এক প্রতিষ্ঠানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে ভর্তি দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন—জাকারিয়া, মোজাম্মেল, ইকবাল, সাইফুল ও শরিফুল।

দগ্ধ ব্যক্তিদের সহকর্মী রফিকুল ইসলাম জানান, রাতে তারা কারখানাটির ভেতর একটি রুমে ঘুমিয়েছিলেন। রাত পৌনে ৪টার দিকে ঐ রুমের পাশে গ্যাসের লাইন বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে ঐ পাঁচ জনের শরীরে আগুন ধরে যায়। তাদের শরীরের আগুন নিভিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, ভর্তি হওয়া পাঁচ জনের মধ্যে ইকবালের ৩৩, সাইফুলের ৬০, জাকারিয়ার ৩৫, মোজাম্মেলের ১০০ ও শরিফুলের ৫৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবার অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

মেসার্স শারমিন স্টিল লিমিটেড নামের ঐ প্রতিষ্ঠানের ইনচার্জ সৈয়দ হারুন অর রশিদ আজাদ বলেন, অধিকাংশ ছুটির দিনে গ্যাসের প্রেসার বা চাপ বেড়ে যায়। শুক্রবারও চাপ বেড়ে ওভার ফ্লো হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের ধারণা।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসা তিতাসের নারায়ণগঞ্জ জোনের কর্মকর্তা প্রকৌশলী গিয়াস উদ্দিন বলেন, গ্যাসের কন্ট্রোল রুমে পাইপলাইনে কোনো লিকেজ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাসের চাপ বেড়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি গোলাম মোস্তফা বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক ফখর উদ্দিন বলেন, আগুনের খবর পেয়ে ভোররাতেই তাদের দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টি তারাও খতিয়ে দেখছে বলে জানান তিনি।

সময়ের আলো
শনিবার। ১৪ অক্টোবর ২০২৩।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কদমতলীর রায়েরবাগ এলাকায় বাড়ির পাইলিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবু সাইদ (২৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রায়েরবাগের রইচনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৬টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত সাইদ জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার দুই নম্বর চড় গ্রামের ফকির আলীর ছেলে। সে রায়েরবাগ রইচনগর এলাকাতেই থাকত।

মৃতের ভাই মো. ওয়াসিম বলেন, তারা একসঙ্গেই পাইলিংয়ের কাজ করে। গত এক সপ্তাহ ধরে রইচনগরে ব্যক্তিমালিকানা ভবনের পাইলিংয়ের কাজ করছিলাম। গতকাল বিকালে কাজ করার সময় সাইদের হাতে থাকা লোহার রড বাইরের তারের সঙ্গে স্পর্শ লেগে অচেতন হয়ে পরে। পরে দ্রুত তাকে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে মারা যায়। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Saturday 14 October 2023

দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

নরসিংদীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। অপরদিকে ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাস-অটোরিক্সা সংঘর্ষে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

নরসিংদী (রায়পুরা) : নরসিংদীতে পৃথক দুই সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ডভ্যান চালক ও তার সহকারী এবং এক মোটরসাইকেল আরোহীসহ মোট তিনজন নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ছয়টায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর বাসস্ট্যান্ড এবং শিবপুরের সৃষ্টিগড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাভার্ডভ্যান চালক সুমন মিয়া ও তার এক সহযোগী। এ সময় অপর এক দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহি বাসের ধাক্কায় খাদেমুল ইসলাম নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত খাদেমুল ইসলাম ঢাকার পল্লবী থানার কালসী এলাকার বাসিন্দা।

এ বিষয়ে ভৈরব হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক সফর উদ্দিন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুজনর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। মিনি কাভার্ডভ্যানটি দ্রুত গতিতে গিয়ে সামনের একটি ট্রাককে ধাক্কা দিলে এই দুর্টনা ঘটে। দুর্ঘটনা কবলিত কাভার্ডভ্যানিটি উদ্ধার করা হলেও ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কবীর হোসেন বলেন, সিলেট থেকে মোটরসাইকেলে করে খাদিমুল ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে আসা এনা পরিবহন বাস তাকে চাপা দেয়। ঘাতক বাসটির চালক পালিয়ে গেলেও, বাসটিকে জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চরবেতাগৈর ইউনিন পরিষদের সামনে শালবন সুপার বাস অটোরিক্সার সঙ্গে মুখামুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই চরভেলামারি গ্রামের সুমি আক্তার নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজন ৭ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নান্দাইল হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন। গত বৃহস্পতিবার কানারামপুর-ত্রিশাল সড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে চরলক্ষীদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেবিন নামে একজন শিক্ষিকা রয়েছেন। এ সময় শালবন সুপার বাস অটোরিক্সাকে চাপা দিয়ে পালানোর সময় উত্তেজিত জনতা বাসটিকে আটক করে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে নান্দাইল ফায়ার সার্ভিসের লোকজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ২ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হন। নান্দাইল মডেল থানার ওসি রাশেদুজ্জামান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

প্রথম আলো • রোববার, ১৫ অক্টোবর ২০২৩,

বউভাতের দিন প্রাণ গেল বরের

সড়ক দুর্ঘটনা

কেরানীগঞ্জে মাহিন্দ্রার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী ওই বর নিহত হন।

প্রথম আলো ডেস্ক

তাঁদের বিয়ে হয়েছে গত শুক্রবার। গতকাল শনিবার ছিল বউভাত। বাড়িজুড়ে উৎসবের আবহ। বর তাঁর স্যুট আনতে গিয়েছিলেন রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে। অনুষ্ঠানের মঞ্চে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নববধূ। হঠাৎ বরের বাবার মুঠোফোনে খবর আসে, তাঁর ছেলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির আনন্দ রূপ নেয় বিষাদে।

গতকাল বেলা দুইটার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাঘাসুর এলাকায় আবদুল্লাহপুর-রামেরকান্দা সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে শুক্রবার গভীর রাত থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন।

কেরানীগঞ্জে নিহত যুবক হলেন স্থপতি অর্ক হোসেন (২৩)। তাঁর বাড়ি কেরানীগঞ্জ মডেল থানার রোহিতপুর কাঁচা এলাকায়। একই এলাকার প্রবাসী আরিফ হোসেনের মেয়ে আফরিন আক্তারের (১৯) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

অর্কের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, নববধূ আফরিন ও স্বজনেরা আহাজারি করছেন।

অর্কের ফুফাতো ভাই রকিব হোসেন বলেন, অর্ক তাঁর পোশাক নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মাহিন্দ্রার সঙ্গে সংঘর্ষে সড়কে ছিটকে পড়ে তিনি মাথা ও বুকে আঘাত পান। তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তাঁকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

অর্কের বাবা নাসিম হোসেন বলেন, 'অর্ক আমার ছেলে ছিল না। সে ছিল আমার পরম বন্ধু। এই শুভ দিনে সে চলে গেল। আমার আর কেউ রইল না।'

এদিকে শুক্রবার দিবাগত রাত একটার দিকে রাজধানীর মাতুয়াইলে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন

স্বামী অর্ক হোসেনের মৃত্যুসংবাদে আহাজারি নববধূ আফরিন আক্তারের। গতকাল বিকেলে কেরানীগঞ্জে। ছবি : প্রথম আলো

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ফিরোজ মিয়া (৫৪)। এ ঘটনায় আহত হন অটোরিকশার দুই যাত্রী। যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুজ্জামান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নিহত ফিরোজের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে। তিনি পরিবার নিয়ে মাতুয়াইলে বসবাস করতেন।

বরিশালের গৌরনদীতে বিপরীতমুখী মাহিন্দ্রার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। এতে চালকের সহকারী আলামিন হাওলাদার (৩০) নিহত ও অন্তত ১৫ যাত্রী আহত হন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কটকস্থল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক মো. রুহুল আমিন বলেন, পুকুর সেচে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে।

মাদারীপুরের কালকিনি পৌরসভার কুন্ডুবাড়ি এলাকায় গতকাল ভোরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আহত হন মোটরসাইকেল আরোহী আবদুল কাদের মাতুব্বর (৫৮)। পরে দুপুরের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। আবদুল কাদের আগে গ্রাম পুলিশের সদস্য ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি স্থানীয় একটি মসজিদে আজান দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি ওই মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৯ অক্টোবর ২০২৩
৩ কার্তিক ১৪৩০

মিঠাপুকুরে সড়কে প্রাণ গেল ব্যাংক কর্মকর্তাসহ দুজনের

চার জেলায় আরও পাঁচজনের প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুরের মিঠাপুকুরে কাভার্ডভ্যান-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে প্রাণ গেছে গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তা ও অ্যাম্বুলেন্স চালকের। এছাড়া রাজবাড়ীর পাংশা ও কালুখালী, কুমিল্লার মুরাদনগর, গাজীপুরের কালিয়াকৈর এবং সাতক্ষীরার দেবহাটায় প্রাণহানি হয়েছে আরও পাঁচজনের। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় বুধবার সকালে বাসচাপায় সাজেদা বেগম নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি পাবনা জেলার আতাইকুলার কাসারপুরের শামীমের স্ত্রী।

সাতক্ষীরা : দেবহাটার পারুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে চলন্ত ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিয়ে শিমুল গাজী নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদরের ধলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল গফফারের ছেলে।

কালের কণ্ঠ | বৃহস্পতিবার। ১২ অক্টোবর ২০২৩

বেপরোয়া বাসে পিষ্ট ৬ পোশাককর্মী

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ময়মনসিংহের ত্রিশালে গতকাল বুধবার যাত্রী তুলতে বেপরোয়া বাসের চাপায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন। একই দিন মানিকগঞ্জে বাসের ধাক্কায় লেগুনা খালে পড়ে চারজন নিহত হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশালের চেলেরঘাটে সকাল ৮টার দিকে শেরপুর থেকে ঢাকাগামী এসএস ট্রাভেলসের একটি বাসের চাকা ফেটে যায়। এরপর গাড়ি থেকে নেমে কিছু গার্মেন্টসকর্মী অন্য বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এক পর্যায়ে ঢাকাগামী ইসলাম পরিবহনের একটি বাস সেখানে থামে। যাত্রীরা বাসে উঠছিলেন। ঠিক এ সময় রাসেল স্পিনিং মিলের রাব্বী-সেতু পরিবহনের একটি বাস বেপরোয়া গতিতে এসে যাত্রীদের ওপর উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত এবং ১৩ জন আহত হন। পরে উপজেলা হাসপাতালে একজন ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল

সড়ক দুর্ঘটনা

- মানিকগঞ্জে লেগুনায় বাসের ধাক্কা, নিহত ৪
- মুন্সীগঞ্জে লরির চাপায় হেলপার নিহত

কলেজ হাসপাতালে আরো দুজনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

নিহতরা হলেন উপজেলার তেঁতুলিয়াপাড়া গ্রামের আতিকুল ইসলামের মেয়ে জেসমিন আক্তার (৩০), গওখোলা গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে বখতিয়ার হোসেন সোহেল (৩৫), সতেরোপাড়া গ্রামের রিপা (২৫), ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাটি ঘাগড়া ব্যাপারিবাড়ী গ্রামের মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের ছেলে শিমুল আহমেদ জয় (২০), চুরখাই জামতলী গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে খালেকুজ্জামান লিটন (২৮) ও ঈশ্বরগঞ্জের মারুয়াখালী গ্রামের মেহেকম মুন্সির ছেলে আলতাব হোসেন (৬০)। তাঁরা সবাই গার্মেন্টসকর্মী।

ত্রিশাল থানার ওসি মাঈন উদ্দিন জানান, বাসটি জব্দ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় চালক ওবায়দুলকে (১৯) আটক করা হয়। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

লেগুনায় বাসের ধাক্কা, নিহত ৪

সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ভাটবাউর এলাকায় থেমে থাকা লেগুনায় বাসের ধাক্কায় চারজন নিহত হন। আহত হয় দুজন।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি আব্দুর রউফ সরকার জানান, নিহত চারজন হলেন লেগুনার চালক ভাটবাউর গ্রামের আব্দুল মোতালেবের ছেলে জাহিদ হোসেন (৩৪), আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশনের কর্মী বাগজান গ্রামের আব্দুস সালামের স্ত্রী হেনা আক্তার (৫০), একই গ্রামের মনসুর আলীর স্ত্রী মালেকা বেগম (৫৫) ও

▶▶ শেষ পৃষ্ঠায়

মা ডাক শোনার আগেই থেমে গেলেন জেসমিন

মোস্তাফিজ নোমান
ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) ▷

আড়াই বছর আগে বিয়ে করেন জেসমিন আক্তার ও মাহমুদুল হাসান। সাত মাস আগে তাঁদের কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান। আদর করে মা-বাবা নাম রাখেন রওজামণি। দিনমজুর স্বামীর আয়ে সংসার ঠিকমতো চলছিল না। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিন মাস আগে জেসমিনও গার্মেন্টসে কাজ নেন। সেই সন্তানের মা ডাক শোনার আগেই বেপরোয়া বাস কেড়ে নিল জেসমিনের প্রাণ।

গতকাল দুপুরে ময়মনসিংহ ত্রিশালের হদ্দেরভিটা গ্রামের মাহমুদুলের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় স্বজনরা আহাজারি করছে। রওজার

মা ডাক শোনার আগেই থেমে

দাদি হালিমা খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'প্রতিদিন ভোরে শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে কর্মস্থলে ছুটে যেত জেসমিন। বিকেলে ফিরেই নিজে না খেয়ে প্রথমে শিশুকে দুধ খাওয়াত। এর মাঝখানে আমি শিশুর যত্ন নিতাম। এখন শিমুকে বুকের দুধ খাওয়াবে কে?'

এক পর্যায়ে মাহমুদুল বলেন, 'ফজরের আজানের সময় জেসমিন আমারে ঘুম থেকে তুলে দেয়। আমি তাকে বলেছিলাম আজকে গার্মেন্টিসে যাওয়ার দরকার নেই। জেসমিন বলল, আজকে বেতনের দিন। না গেলে বেতন তুলতে দেরি হয়ে যাবে। আমি আজ দ্রুতই ফিরে আসব। এই বলে সে মেয়েকে বুকের দুধ খাইয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে। সে যে লাশ হয়ে হয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরবে ভাবতেই পারিনি। আমি এই লাশ কেমনে মেয়েকে দেখাব। মেয়ে তো বুঝবে না তার মা আর কোনো দিন ফিরবে না। আমার মেয়ের মুখে এখনো কথা ফোটেনি। কোনো দিনই আর মা ডাকা হবে না তার।'

মেয়ের মৃত্যুর খবরে ত্রিশাল থানা চত্বরে পাগলের মতো ছুটে আসেন বাবা আতিকুল ইসলাম। লাশ দেখে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। ছোট্ট নাতনির নাম নিয়ে বলছিলেন, 'আমার কলিজার টুকরা নাতনিটা আর কোনো দিন মা ডাকতে পারবে না। আল্লাহ তুমি এত বড় শাস্তি কেন দিলা।'

জেসমিন আক্তারের লাশ বাড়িতে পৌছলে গ্রামবাসী ছুটে আসে। মায়ের লাশ আর শিশুসন্তানকে দেখে অনেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। আসরের নামাজের পর জেসমিনের লাশ দাফন করা হয়।

লরির চাপায় হেলপার নিহত

সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার ভাটেচর এলাকায় কনটেইনারবাহী লরি উল্টে হেলপার নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মো. মানিক (২৮)। এ ঘটনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে ঘণ্টাখানেক যান চলাচল ব্যাহত হয়।

ভবেরচর হাইওয়ে থানার পুলিশের পরিদর্শক এস এম রাশেদুল ইসলাম জানান, লরি উল্টে ভেতরে চাপা পড়েন মানিক। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বেপরোয়া বাসে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মানিকগঞ্জ সদরের মৃত পরশ চন্দ্রের ছেলে মহাদেব (৫২)। আহতদের মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) নেওয়া হয়েছে। অন্যজনকে মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গোলড়া হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সুখেন্দু বসু জানান, যাত্রী নামানোর জন্য সড়কের পাশে দাঁড়ানো লেগুনাটিকে আকিজ টেক্সটাইলের একটি স্টাফ বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। লেগুনাটি সড়কের পাশের খালে পড়ে যায়। এতে চারজন মারা যান। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো | শুক্রবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৩।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

● জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সৌরভ হোসেন (২০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বিনাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ক্ষেতলাল থানার ওসি আনোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। নিহত সৌরভ হোসেন ক্ষেতলাল উপজেলার আটিদাশড়া গ্রামে শহিদুল ইসলামের ছেলে।

ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, সৌরভ উপজেলার বিনাই গ্রামে মোহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন ভবনে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত নির্মাণাধীন ভবনের পাশে গরুর সেডে বৈদ্যুতিক সংযোগকৃত ছেঁড়া তারের সঙ্গে জড়িয়ে গুরুতর আহত হন সৌরভ। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | বৃহস্পতিবার ॥ ১৯ অক্টোবর ২০২৩

স্কুলের বিম ধসে শ্রমিকের মৃত্যু

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় স্কুলের বিম ধসে আল-আমিন হাওলাদার (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের অঞ্জুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত আল-আমিন ইউনিয়নের মৃত আলমগীর হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে আল-আমিনসহ তিন শ্রমিক ওই বিদ্যালয়ের পুরাতন একটি ভবন অপসারণের কাজ শুরু করেন। বেলা ১১টার দিকে ওই ভবনের একটি বিম আল-আমিনের মাথায় পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

কলাপাড়া থানার ওঁসি আলী আহম্মেদ জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ১৪ অক্টোবর ২০২৩ | ২৯ আশ্বিন ১৪৩০

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরা হলো না দুলাভাই-শ্যালকের

যুগান্তর ডেস্ক

মৌলভীবাজারে বিয়েতে গিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না শাহিন মিয়া ও তাজউদ্দীন নামে দুই যুবকের। মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল সড়কের আকবরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সামনে শুক্রবার অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তারা নিহত হয়েছেন। তারা সম্পর্কে শ্যালক ও দুলাভাই। এ ছাড়া ৭ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে নওগাঁর মহাদেবপুরে ভটভটি চালক ও আরোহী, রাজধানীতে পথশিশুসহ দুজন, নোয়াখালীর সেনবাগে ব্যবসায়ী, শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে যুবক, পাবনার ঈশ্বরদীতে শিশু, চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় কলেজছাত্রী এবং গাজীপুরের শ্রীপুরে মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মৌলভীবাজার ও কমলগঞ্জ : শাহিন মিয়া কমলগঞ্জের শ্রীনাথপুর গ্রামের জমশেদ মিয়ার ছেলে ও তাজউদ্দিন ইসলামপুর ইউনিয়নের সুরুজ মিয়ার ছেলে। কমলগঞ্জের পৌর এলাকার শ্রীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা সাগরের বিয়ের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলযোগে মৌলভীবাজারে তারা যাচ্ছিলেন। আকবরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সামনে পৌঁছলে একটি দ্রুতগামী অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাজউদ্দিন নিহত হন। এ সময় আহত শাহিন মিয়াকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভটভটি চালকসহ প্রাণ গেছে দুজনের। শুক্রবার সন্ধ্যায় শিবগঞ্জ বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার সফাপুর গ্রামের মৃত মেহের আলীর ছেলে ভটভটির আরোহী জিল্লুর রহমান ও একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ভটভটি চালক সুলতান।

ঢাকা : রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পথশিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। কামরাঙ্গীরচর থানার এসআই নুসরাত নূপুর জানান, শুক্রবার কামরাঙ্গীরচর থানাধীন মাদবর বাজার লোহার ব্রিজ এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি কাভার্ডভ্যান অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে খিলক্ষেত লা-মেরিডিয়ান হোটেলের সামনের সড়ক দুর্ঘটনায় আহত পথশিশু প্রিয়া শুক্রবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

সেনবাগ (নোয়াখালী) : নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় দ্রুতগতির ট্রাকের চাপায় আবদুর রহমান রহমান কোম্পানি নামে একজন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের সেনবাগ উপজেলার রাস্তার মাথা করিম খানের বাড়ির সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শরীয়তপুর : শরীয়পুরের গোসাইরহাটে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. শাহ আলম মুন্সি নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার আলাওলপুর ইউনিয়নের লাল মিয়া বেপারী কান্দি মোরে মেইন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহ আলম ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরের ইসলাপুর গ্রামের ইউনুস মুন্সির ছেলে।

ঈশ্বরদী (পাবনা) : পাবনার ঈশ্বরদীতে মা-বাবার সঙ্গে মোটরসাইকেলে আত্মীয়র বাড়িতে যাচ্ছিল আট বছরের শিশু রাফাত হোসেন। পথে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় রাফাতকে চিরবিদায় নিতে হলো। শুক্রবার বিকালে উপজেলার নতুনহাট গ্রিন সিটি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাফাত পাকশী ইউনিয়নের উত্তর বাঘইল গ্রামের বাচ্চু প্রামাণিকের ছেলে। এ ঘটনায় তার মা-বাবা আহত হয়েছেন।

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ায় রাস্তা পারাপারের সময় বাসের চাপায় সুমাইয়া আক্তার তোফা নামের এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের পেঠান শাহ মাজার সংলগ্ন পালকী ক্লাবের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তোফা উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড এসআই চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা খোরশেদ আলমের মেয়ে।

শ্রীপুর (গাজীপুর) : গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের মিদুল হাসান মমিন নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ৩ কার্তিক | ১৯ অক্টোবর ২০২৩

নিউ ইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

॥ বিশেষ প্রতিনিধি, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের বেল্ট পার্কওয়েতে স্থানীয় সময় গত সোমবার রাতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি উবার চালক রাকিবুল হাসান (২৪) মারা গেছেন। চার বছর আগে মা-বাবা-ভাইয়ের সঙ্গে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা রাকিবুলের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলায়।

জানা গেছে, চাচা মোহাম্মদ হানিফের টয়োটা প্রিয়াস গাড়ি চালাতেন রাকিবুল। শিফট শেষে বেল্টপার্কওয়ে ধরে বাসায় ফেরার সময় ফ্লাটবুশ অ্যাভিনিউর কাছে পামবিচ এলাকা অতিক্রমকালে দ্রুতগামী একটি গাড়ি তার গাড়িকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করে। প্রায় একই সময় অন্য পথ দিয়ে আসা সিআরভি হোন্ডাও রাকিবুলের গাড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায় এবং রাকিবুলের গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মারাত্মক আহত অবস্থায় রাকিবুলকে ব্রুকলিনের এনওয়াইইউ ল্যাংগন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাকিবুল আমেরিকার স্বপ্ন পূরণের জন্য হাইস্কুল ডিপ্লোমার জন্য জিইডি প্রোগামে ভর্তি হয়েছিলেন। নিজের এবং পরিবারের খরচ সংগ্রহের জন্য একই সঙ্গে উবার চালাতেন বলে তার চাচা পুলিশকে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৮ অক্টোবর ২০২৩

ফ্রিজের কম্প্রেসার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি দোকানে ফ্রিজের কম্প্রেসার বিস্ফোরণে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। জেলা শহরের পাওয়ার হাউস রোডে জয় রেফ্রিজারেশন নামের একটি দোকানে গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দগ্ধদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে ভর্তি করেছেন। দগ্ধরা হলেন- মোফাসসিল (২২), ইসরাফিল (১৭) ও মোহাম্মদ আরমান (১৮)। তারা ওই দোকানের কর্মচারী। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম হোসেন জানান, দোকানে ঝালাইয়ের কাজ করার সময় ফ্রিজের কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে তিনজন কর্মচারী দগ্ধ হন। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বণিক বার্তা | সোমবার, অক্টোবর ১৬, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জেলায় নিহত ২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কিশোরগঞ্জ ও নীলফামারী

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মো. ইয়াসিন মিয়া (২১) এবং নীলফামারীতে আইয়ুব আলী নামে এক শ্রমিক নেতা নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত ও গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকালে মোটরসাইকেল নিয়ে পণ্য পরিবহনকাজে ভৈরব উপজেলার গজারিয়া এলাকায় যাচ্ছিলেন ইয়াসিন। পথে শিবপুর ইউনিয়নের গাজিরটেকে একটি পিকআপ ভ্যান তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই ইয়াসিনের মৃত্যু হয়। তিনি একই উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের গজারিয়া নামাপাড়ার মৃত তোতা মিয়ার ছেলে। কুরিয়ার সার্ভিসের পণ্য পরিবহনকাজ করতেন ইয়াসিন। ভৈরব হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সফর উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে শনিবার রাতে অফিসের কাজশেষে চৌরঙ্গী মোড় থেকে রিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন আইয়ুব আলী। নীলফামারী জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় পৌঁছলে পেছন থেকে দ্রুতগতির পিকআপ রিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে চালকসহ আইয়ুব আলী আহত হন। স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইয়ুব আলী মারা যান।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৩।

নারায়ণগঞ্জ

মিলে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সৈয়দপাড়ায় শারমিন রি-রোলিং মিলে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচজন দগ্ধের ঘটনায় আরও একজন মারা গেছেন। তার নাম জাকারিয়া (২০)। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চারজনে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম সময়ের আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, বুধবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জাকারিয়া। তার শরীরে ৩৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল।

এর আগে গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল সৈয়দপাড়া এলাকার শারমিন রি-রোলিং মিলে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মোহাম্মদ মোজাম্মেল (২৮), মো. সাইফুল ইসলাম (২৭), মো. শরিফুল ইসলাম (২৭), মো. জাকারিয়া (২০) ও মো. ইকবাল হোসেনসহ (২৬) পাঁচজন দগ্ধ হয়। তাদের সবাইকে দ্রুত রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ঘটনার তিন দিন পর গত সোমবার সন্ধ্যায় মো. মোজাম্মেল মারা যান। তার শরীরের ১০০ শতাংশই দগ্ধ ছিল। এরপর গতকাল মঙ্গলবার মারা যান সাইফুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম। তাদের দুজনের শরীরের ৬০ শতাংশের মতো দগ্ধ ছিলেন বলে জানান চিকিৎসক। জাকারিয়ার মৃত্যুর পর দগ্ধদের মধ্যে শুধু বেঁচে আছেন ইকবাল হোসেন নামে এক যুবক। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলেছেন হাসপাতালের চিকিৎসক। বর্তমান ইকবাল ৩০ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৭ অক্টোবর ২০২৩।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা শহরের হাসপাতাল সড়কের একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিহতদের নাম মহসীন আলী (৪০) ও আজিম হোসেন (২৭) বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলা শহরের বেনেপাড়া এলাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ী সাইফুল্লাহ বাবলুর নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন নির্মাণ শ্রমিক মহসীন ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আজিম। সে সময় ভবনের একটি রড বিদ্যুতের সার্ভিস লাইনের সঙ্গে লেগে গেলে দুজনই বিদ্যুতায়িত হন। বিদ্যুতায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন তলা ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান মহসীন ও আজিম। সেখান থেকে স্থানীয় কয়েকজন তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আজিমকে মৃত ঘোষণা করেন। আর মহসীনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান মহসীনও। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৩

যুগান্তর
বুধবার ১৮ অক্টোবর ২০২৩
২ কার্তিক ১৪৩০

সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলে শারমিন স্টিল মিলে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ৩টায় রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাদের মৃত্যু হয়। এরা হলেন সাইফুল ইসলাম (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (৩২)। সাইফুলের শরীর ৬০ শতাংশ ও শরিফুলের ৫৭ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি গোলাম মোস্তফা বলেন, এ নিয়ে একই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হলো। আরও দুজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ১৪ অক্টোবর ভোরে সৈয়দপাড়া এলাকায় শারমিন স্টিল মিলে গ্যাসের বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হন।

বার্ন ইউনিটে ছেলের লাশ, বাড়িতে মায়ের আহাজারি

নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণ

প্রতিনিধি, *নালিতাবাড়ী, শেরপুর*

'মাত্র ১৫ দিন আগে আমার বাপধন কামের লাইগা নারায়ণগঞ্জের স্টিল মিলে গেছিল। আমার কলিজার টুকরারে তুমি আগুনে পুড়াইয়া মারলা আল্লাহ। অহন আমি কী লইয়া বাঁচমু! তিন মাস আগে স্বামী মইরা গেছে, আইজ পুলাও মরল। তুমি আমারেও তুইল্যা লও আল্লাহ। আমার বাপের মুখটাও আর দেখবার পামু না গো।'

গত শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জের স্টিল মিলে গ্যাস পাইপ বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়া শ্রমিক মোজাম্মেলের (২৫) মৃত্যুর খবর পেয়ে গতকাল সোমবার বিকেলে এভাবেই বিলাপ করে কাঁদছিলেন মা আনোয়ারা বেগম (৬৫)। মোজাম্মেল শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বিশগিরীপাড়া গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলের শারমিন স্টিল লিমিটেড নামের কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়া পাঁচ শ্রমিকের চারজনের বাড়িই নালিতাবাড়ী উপজেলায়। অন্য তিনজন হলেন উপজেলার বরুজানী গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে সাইফুল (৩৪), খাইরুল ইসলামের ছেলে ইকবাল হোসেন (২৭) ও বিশগিরীপাড়া গ্রামের আবদুল হাইয়ের ছেলে জাকারিয়া (২২)।

মোজাম্মেলের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দেড় বছর আগে পার্শ্ববর্তী সোহাগপুর গ্রামে বিয়ে করেন মোজাম্মেল। তাঁর স্ত্রী নাজমুন নাহার চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। প্রায় তিন মাস আগে বাবা নূর হোসেনের মৃত্যুর পর জীবিকার তাগিদে ১৫ দিন আগে নারায়ণগঞ্জের একটি স্টিল কোম্পানিতে চাকরিতে যান মোজাম্মেল। পরে শুক্রবার রাতে স্টিল পাইপ বিস্ফোরণে মোজাম্মেলের শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে যায়। পরে গতকাল বিকেল সাড়ে চারটায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গতকাল বিকেলে মোজাম্মেলের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ছেলে মোজাম্মেলের মৃত্যুর খবর শুনে বিলাপ করে কাঁদছেন মা আনোয়ারা বেগম। পাশেই এক প্রতিবেশীকে জড়িয়ে কাঁদছেন বড় বোন জেসমিন খাতুন। তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এলাকাবাসী ও স্বজনেরা। এদিকে রাজধানীতে থাকা স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন মোজাম্মেলের চাচা আবদুল হাকিম।

কাকরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়ামুল কাউসার বলেন, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩
১ কার্তিক ১৪৩০

তিতাসে সড়কে প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীসহ দুজনের

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার তিতাসে সড়কে প্রাণ গেছে স্কুল শিক্ষার্থীসহ দুজনের। এ ছাড়া ময়মনসিংহের ভালুকায় আওয়ামী লীগ নেতাসহ দিনাজপুরের বিরামপুর, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা, রাজশাহীর বাঘা ও লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘা-লালপুর মহাসড়কের বাঘা উপজেলার বানিয়া মসজিদের পাশে রোববার রাত সাড়ে ৩টায় ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশা চালক তুহিন আহম্মেদ মনা নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলা বাজুবাঘা ইউনিয়নের আহমোদপুরের চমক আহম্মেদের ছেলে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় সাতজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দিনাজপুরের বিরামপুরে এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় সাফিন (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন আরো ছয়জন। রোববার রাত ও গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২২ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

ফেনী : জেলার রামপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় শরিফ হাওলাদার (৪০) নামে এক রিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টার দিকে ফেনী শহরের তাকিয়া রোডের সৈয়দ বাড়ী রাস্তার মাথায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরিফ হাওলাদার লক্ষীপুর সদর উপজেলার চর রমণী গ্রামের ছেওরা হাওলাদারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ফেনীর শাহিন একাডেমিতে একটি ভাড়া বাসায় থেকে রিকশা চালাতেন।

রাজশাহী : বাঘায় ট্রাকের ধাক্কায় তুহিন আহম্মেদ মনা (২৭) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার বানিয়া জামে মসজিদের পাশে বাঘা-লালপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন আহম্মেদ মনা উপজেলার বাজুবাঘা ইউনিয়নের আমোদপুর গ্রামের চমক আহম্মেদের ছেলে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে স্টিল রি-রোলিং মিলের তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের কন্ট্রোলরুমে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ মোট তিনজনের মৃত্যু হলো। দগ্ধ অপর দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শরিফুল (২৬) ও মো. সাইফুল (৩০)। শরিফুল রংপুর কোতোয়ালি থানার আফসাদপুর এলাকার সমশেদ মিয়ার ছেলে এবং সাইফুল শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নূর ইসলামের ছেলে। এর আগে গত সোমবার বিকেলে মারা যান মো. মোজাম্মেল (৩০)। তিনি শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বিশগিরীপাড়া গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আগুনে শরিফুলের শরীরের ৫৭ শতাংশ ও সাইফুলের ৬২ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। চিকিৎসাধীন অপর দুজনের মধ্যে ইকবালের ৩০ শতাংশ ও জাকারিয়ার ৩৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাঁরা আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা প্রথম আলোকে বলেন, বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি।

থানায় অভিযোগ না দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে নিহত শরিফুলের বাবা সমশেদ আলী প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে শরিফুল ওই কারখানায় রড তৈরির কাজ করতেন। ভাগ্যে ছিল, ওইভাবে ওর মৃত্যু হয়েছে। কারখানার মালিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাঁদেরকে দুই লাখ টাকা দিয়েছেন। নিহত সাইফুলের দূর সম্পর্কের চাচা জাহাঙ্গীর বলেন, গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে। কেউ তো ইচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটায়নি। এ কারণে তাঁরা কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩
১ কার্তিক ১৪৩০

নারায়ণগঞ্জে মিলে বিস্ফোরণে দগ্ধ একজনের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে স্টিল মিলে গ্যাস লাইন থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ একজন মারা গেছেন। তার নাম মোজাম্মেল (৩০)। ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় তিনি মারা যান। তিনি শেরপুরের নালিতা বাড়ির মো. নুর হোসাইনের ছেলে এবং শারমিন রি-রোলিং মিলে কাজ করতেন। সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় শারমিন স্টিল লিমিটেড নামে ওই প্রতিষ্ঠানে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় জাকারিয়া, ইকবাল, সাইফুল ও শরিফুল নামে আরও চারজন দগ্ধ হন। তাদের সহকর্মী রফিকুল ইসলাম জানান, রাতে তারা পাঁচজন কারখানার ভেতর একটি রুমে ঘুমিয়ে ছিলেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩
১ কার্তিক ১৪৩০

ঠিকাদারের গাফিলতি

টঙ্গীবাড়ীতে ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

টঙ্গীবাড়ীতে মাদ্রাসার নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে ইমন নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ধীপুর ইসলামীয়া কাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রোহনপুর গ্রামের টি আলমের ছেলে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান জানান, মাদ্রাসার ৩য় তলার ছাদ নির্মাণের জন্য ছাদে কাঠ দিয়ে সেন্টারিং কাজ করছিল ইমন। ছাদের চারপাশে কোনো সেফটি ব্রাকেট না থাকায় কাজ করার সময় পা পিছলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুত্বর আহত হয়। পরে তাকে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান ঠিকাদার যদি তার শ্রমিকদের সেফটি বেইল্ট ব্যবহার করাতো তাহলে এই দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু নাও হতে পারত। এ বিষয়ে ভবন নির্মাণের দায়ত্বে থাকা ঠিকাদার রাজু জানান, আমরা শ্রমিক দিয়ে কাজ করি। সেফটি ব্রাকেট ব্যবহারের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ দেওয়া আছে কিনা তা আমার জানানেই। এ বিষয়ে টঙ্গীবাড়ী থানার ওসি রাজিব খান জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ২০, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় দাদা-নাতিসহ তিন জেলায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে দাদা-নাতিসহ চারজন, কুমিল্লার দাউদকান্দিতে তিন নারী ও বগুড়ার শেরপুরে শিশুসহ আটজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কিশোরগঞ্জ : জেলার হোসেনপুরে ট্রাকচাপায় দাদা ও নাতিসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে হোসেনপুর-কিশোরগঞ্জ সড়কের আদু মাস্টার বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন জেলার পাকুন্দিয়ার জাঙ্গালিয়ার আবদুল মোতালেব (৭০), তার নাতি মাদ্রাসাছাত্র তানিম (১৩), হোসেনপুরের হাজীপুর গ্রামের মিজান মিয়া (২৬) ও সদর উপজেলার কামালিয়ারচর গ্রামের অটোরিকশাচালক আলম মিয়া (৫০)।

পুলিশ জানায়, দুপুর দেড়টার দিকে হোসেনপুর-কিশোরগঞ্জ সড়কের আদু মাস্টার বাজারসংলগ্ন এলাকায় একটি অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্প ট্রাক চাপা দেয়। এতে অটোরিকশায়

থাকা ছয় যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক চারজনকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে আরো দুজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

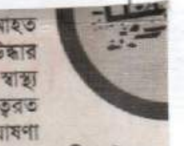

হোসেনপুর থানার ওসি আসাদুজ্জামান টিটু ট্রাকচাপায় চারজনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৭ কার্তিক ১৪
২৩ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনি ও রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ত্রিশালে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশালের রায়মনি ও উকিলবাড়ী মোড় এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহতরা হলেন—নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার মতি মিয়ার ছেলে রয়েল কাজী (৩৫), চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে আশিক (৩০) ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বৈলর পারধানীখোলা গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে হেলু মুন্সি (৪৫)। ত্রিশাল থানার ওসি (তদন্ত) আবু বকর সিদ্দিক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় একটি মোটরসাইকেলে দুই আরোহীসহ ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছিল। পথে ত্রিশালের রায়মনি এলাকায় মোটরসাইকেলটি ইউটার্ন নেয়। এ সময় ঢাকাগামী একটি মিকচার মেশিন মোটরসাইকেলটি চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই দুই জনের মৃত্যু হয়। তাদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

এদিকে ত্রিশাল থানার এসআই মতিউর রহমান জানান, ত্রিশাল উপজেলার পারধানীখোলা গ্রামের ভ্যানচালক হেলু মুন্সি উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের উকিলবাড়ী মোড়ে ইউটার্ন নিচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী সৌখিন পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে সড়ক বিভাজনের ওপরে ওঠে যায়। এতে ভ্যানচালক হেলু মুন্সি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : বালিয়াকান্দিতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম শুভ মণ্ডল (১৯)। রবিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শুভ মণ্ডল বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রামের ভরত মণ্ডলের ছেলে। এর আগে শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় জামালপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন শুভ মণ্ডল ও তার ভাই কাজল মণ্ডল।

নিহতের আরেক ভাই সনৎ কুমার মণ্ডল বলেন, 'শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় আমার দুই ভাই শুভ মণ্ডল ও কাজল মণ্ডল পূজার ছুটিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মোটরসাইকেলের গতি বেশি থাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। শুভ গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার শুভ মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কাজল মণ্ডল।

মিঠাপুকুর (রংপুর) : মিঠাপুকুরে বাস চাপায় এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মিজানুর রহমান (৫৫)। শনিবার রাত ১১টার দিকে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের মিঠাপুকুর আল্পনা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর রহমান কুড়িগ্রামের রাজারহাট থানার দক্ষিণ গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। বড়দরগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলাইমান শেখ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহতের পরিবার মামলা না করায় জিডিমূলে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৩

কয়েল কারখানায় আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কুনিয়া তারগাছ এলাকায় গতকাল একটি মশার কয়েল কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। টঙ্গী ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র অফিসার আবু মোহাম্মদ সাজেদুল কবির জানান, কারখানার কয়েল শুকানোর ড্রায়ার মেশিন থেকে আগুনের উৎস।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৪ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Friday 20 October 2023

রামপুরায় বাসের ধাক্কায় মিস্ত্রি নিহত

পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর রামপুরায় আকাশ পরিবহনের ধাক্কায় মো. রোকন (৪৮) নামে এক সেনেটারি মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসটির চালক জনিকে (২৪) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে বাসটি জব্দ করা হয়। গত বুধবার রাতে রামপুরা থানার আবুল হোটেলের সামনে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। ওই দিন রাতে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। গতকাল দুপুরে তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

রামপুরা থানা এসআই মো. আল আমিন খালাসী বলেন, গত বুধবার রাতে আবুল হোটেলের সামনে আকাশ পরিবহনের ধাক্কায় রোকন নামে এক ব্যক্তি আহত হন। পরে গুরুতর অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে আলাউদ্দিন নামে এক পথচারী মুগদা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোকন নামে ওই ব্যক্তি মারা যান। তিনি পেশায় একজন সেনেটারি মিস্ত্রি ছিলেন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আকাশ পরিবহনের চালক জনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবার রামপুরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। নিহত রোকন রাজধানীর ভাটারা থানার খিলবাড়িতে পানির পাম্প এলাকায় থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানা এলাকায়। মরদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এদিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার কাজলা এলাকায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বেলায়েত হোসেন রানা (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় চালক পালিয়ে গেলেও পিকআপটিকে আটক করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত সাড়ে ১২টায় মৃত ঘোষণা করেন।

যাত্রাবাড়ী থানার এসআই মো. রফিক বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে মোটরসাইকেল চালককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। আনার পরের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় উৎসুক জনতা পিকআপ ভ্যানটি আটক করে পুলিশে দিতে পারলেও চালক পালিয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, উপস্থিত জনতা জানায় মোটরসাইকেল করে যাওয়ার সময় দ্রুতগতির পিকআপটি সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ওই ব্যক্তি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান তিনি। পরে বিষয়টি তার পরিবারকে জানানো হয়েছে। তার পরিবার ঢাকা মেডিকেলে এসেছে।

যুগান্তর
সোমবার ২৩ অক্টোবর ২০২৩
৭ কার্তিক ১৪৩০

মোহাম্মদপুরে গাছ থেকে পড়ে প্রহরীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীতে নারকেল গাছ থেকে পড়ে ফকির নাঈম উদ্দিন নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মোহাম্মদপুরের হুমায়ুন রোডের একটি বাড়িতে রোববার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের সহকর্মী আরিফুল ইসলাম জানান, তারা দুজনই ওই বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী। ৩/৪ মাস ধরে সেখানে কাজ করছিলেন নাঈম। বাড়ির বাউন্ডারির ভেতরের গাছে উঠলে হঠাৎই নাঈম পড়ে যায়। উদ্ধার করে দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে মারা যান।

নিহতের ফুপা দেলোয়ার হোসেন জানান, বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার চাকসি গ্রামের বাদশা ফকিরের ছেলে নাঈম।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৪ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Friday 20 October 2023

কলাপাড়ার স্কুলের পিলার ভেঙে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের অঞ্জুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন ভাঙার সময় পিলার চাপা পড়ে আল আমিন হাওলাদার নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে কলাপাড়া থানার ওসি আলী আহমেদ জানান, তারা মরদেহ থানায় নিয়ে এসেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মর্গে প্রেরণ করা হবে। পরিবারের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বণিকবার্তা রোববার, অক্টোবর ২২, ২০২৩

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও নান্দাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন আরো পাঁচজন। গত শুক্রবার রাতে ও গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নরসিংদী : শিবপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনিসুজ্জামান খোকন (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খোকন নরসিংদীর রায়পুরা থানার শাওরাতলী গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

বণিকবার্তা শনিবার, অক্টোবর ২১, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় নিহত ৩

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়ায় বাসচাপায় ফাইয়াদ আলম (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁয় আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নিহত ফাইয়াদ বগুড়ার গাবতলী উপজেলার লস্করীপাড়ার জহুরুল আলমের ছেলে। তিনি বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সাবেক শিক্ষার্থী। গতকাল একাডেমিক সনদপত্র ওঠাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেলা পৌনে ১টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় বাঘোপাড়া খোলারঘর এলাকায় গাইবান্ধা থেকে বগুড়াগামী যাত্রীবাহী একটি বাস পেছন থেকে ফাইয়াদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে ফাইয়াদ সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার পর পুণ্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীরা ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

এদিকে সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা মো. রণজু ফকির (১২) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অটোরিকশাচালক। গতকাল সন্ধ্যায় তাড়াশ-রানীরহাট আঞ্চলিক সড়কের পশ্চিম ওয়াবদা বাঁধ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রণজু ফকির উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের বিনসাড়া গ্রামের আরমান ফকিরের ছেলে এবং বিনসাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বারুহাস ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মো. ফিরোজুল ইসলাম।

এছাড়া নওগাঁর রানীনগরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রাজু আহম্মেদ (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে আবাদপুকুর-মনোহরপুর সড়কের যাত্রাপুর বটতলার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু উপজেলার নারায়ণপাড়া গ্রামের আফতাব আলীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাজু আহম্মেদ মোটরসাইকেল নিয়ে নাগরকান্দি যাচ্ছিলেন। তিনি বটতলায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে রাজুসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাণীনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম রেজা জানান, এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ পাননি তারা। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৬ কার্তিক
২২ অক্টোবর ২০২৩

ধামইরহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই কৃষকের মৃত্যু

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর ধামইরহাটে অগভীর নলকূপে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টার দিকে ধামইরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড জয়জয়পুর গ্রামের পূর্ব মাঠ চুনপুকুরা নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, জয়জয়পুর গ্রামের মোতাব্বের হোসেন মনা (৩১) এবং একই গ্রামের কৃষি শ্রমিক সামছুল মুরমু (৫৫)। এ সময় আরো দুই জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ধামইরহাট জোনের উপমহাব্যবস্থাপক এস এম মোস্তাফিজুর রহমান জানান, দুলাল হোসেনের নলকূপে বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়। নলকূপ ঘরের টিনের ছাউনির কাজ শেষ হলে সংযোগ দেওয়ার জন্য সকলে অপেক্ষা করছিলেন। হটাৎ বিদ্যুৎ পোলের নিকট বিকট শব্দে নলকূপে বিদ্যুৎ লাইনে সংযোগ চলে আসে। এতে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য পল্লী বিদ্যুতের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ধামইরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাহাউদ্দিন ফারুকী বলেন, পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়ারি করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা জানার পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৬ কার্তিক ১৪
২২ অক্টোবর ২০২৩

খুলনায় জুট মিলে অগ্নিকাণ্ড

■ খুলনা অফিস

খুলনায় একটি জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে জেলার রূপসা উপজেলার আলাইপুর বাজারের কাছে এশিয়া জুট মিলের গোডাউনে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এশিয়া জুট মিলের পূর্ব-উত্তর কোনার বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তে আগুন জুট মিলের গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে বৃহত্তর খুলনা জেলা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফারুক হোসেন সিকদার বলেন, শনিবার দুপুরে এশিয়া জুট মিলে আগুন লাগে। খবর পেয়ে আমাদের ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুনের ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তদন্তের পর এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৩ অক্টোবর ২০২৩

সড়কে চারজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

টাঙ্গাইলে গতকাল দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর– **টাঙ্গাইল :** বিকালে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দেউলাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– দেউলাবাড়ির রনি মিয়া (১৮) ও কদমতলীর শহিদুর রহমান (৩৫)। **গাজীপুর :** দুপুরে কোনাবাড়ী নতুনবাজারে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে কভার্ড ভ্যান চাপায় মারা যান ত্রিশাল উপজেলার আবদুল বারেকের স্ত্রী আবেদা বেগম (৬০)। এছাড়া কালিয়াকৈরে কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের ডিভাইডারে ধাক্কায় চালক বিল্লাল হোসেনের (৩৮) মৃত্যু হয়েছে।

FRIDAY OCTOBER 20, 2023
KARTIK 4, 1430 BS
The Daily Star

4 killed in Kishoreganj road accident

OUR CORRESPONDENT, *Mymensingh*

Four people were killed when a truck hit an auto-rickshaw on the Hossainpur-Kishoreganj road in Hossainpur upazila of Kishoreganj yesterday.

The victims were identified as Alam Mia, 40, the auto-rickshaw driver; and passengers of the vehicle – Tamim Hossain, 12; Mizanur Rahman, 26, and Abdul Motalab, 70.

Quoting locals, Asaduzzaman Titu, officer-in-charge of Hossainpur Police Station, said the four sustained critical injuries when a truck crashed into them in Adu Master Bazar area in Hossainpur around 1:30pm.

They were taken to Hossainpur upazila health complex, where two of them died. The two others were referred to Shaheed Syed Nazrul Islam Medical College and Hospital in Kishoreganj, where they died in the afternoon.

Police seized the truck and arrested its driver. A case was filed.

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর ২০২৩
৮ কার্তিক ১৪৩০

সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসক ইউপি সদস্যসহ নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক (সার্জারি) ডা. তপন কুমার মন্ডল। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রাণ গেছে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্যের। এ ছাড়া কুমিল্লার চান্দিনায় অটোরিকশার দুই যাত্রীসহ, নাটোরের বড়াইগ্রাম, মাদারীপুরের টেকেরহাট, পটুয়াখালীর বাউফল, নরসিংদীর রায়পুর ও গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রাণহানি হয়েছে আরও সাতজনের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বাউফল (পটুয়াখালী) : বাউফলে বাস ও টমটমের সংঘর্ষে টমটম চালক জহিরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যায় সদর ইউনিয়নের গোসিংগা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৭ অক্টোবর ২০২৩
১১ কার্তিক ১৪৩০

নোয়াখালীতে সড়কে প্রাণ গেল দুজনের

যুগান্তর ডেস্ক

নোয়াখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দুই যুবকের। এছাড়া চট্টগ্রামের মীরসরাই, কুড়িগ্রাম, জামালপুরের সরিষাবাড়ী, ঢাকার ডেমরা, ময়মনসিংহের ত্রিশাল, সাতক্ষীরার তালা ও বরিশালের বাকেরগঞ্জে নিহত হয়েছে আরও সাতজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ডেমরা (ঢাকা) : ডেমরায় কাভার্ডভ্যানের পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে নৈশপ্রহরী মো. রফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। বুধবার রাত ৩টার দিকে কোনাপাড়া ধার্মিকপাড়ায় জারা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রফিক কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার নারিকেলবাড়ী গ্রামের বাসের উদ্দিনের ছেলে।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল রায়মনি হাসমতের মোড়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সিয়াম মোল্লা নিহত হয়েছেন। তিনি ফুলবাড়িয়া উপজেলার কান্দানিয়া লাঙ্গল শিমুল এলাকার মোফাজ্জল মোল্লার ছেলে। তিনি ত্রিশাল আকিজ পার্টিক্যাল কারখানায় চাকরি করতেন।

সাতক্ষীরা : খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের তালা উপজেলার সুভাষণী বাজারে বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক মেহেদী রেজা নিহত হয়েছেন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার পারুলিয়া গ্রামের শেখ মুত্তাক আলী

যুগান্তর
বুধবার ২৫ অক্টোবর ২০২৩
৯ কার্তিক ১৪৩০

সিলেট ও গোপালগঞ্জে সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সিলেট ও গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে চারজনের। এছাড়া খাগড়াছড়ি, নীলফামারীর জলঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়ার দুপচাঁচিয়া ও বরিশালের মুলাদীতে নিহত হয়েছে আরও পাঁচজন। ফেনীর সোনাগাজীতে আহত হয়েছে চারজন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিলেট : সিলেট-তামাবিল সড়কের জৈন্তাপুর উপজেলার কাটাগাঙ এলাকায় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় পিকআপ ভ্যান উলটে দুজন নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। নিহতরা হলেন—ঢাকার কেরানীগঞ্জের আব্দুর রহিমের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন ও সাভার হেমায়েতপুরের তুলাতলী এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে মোহাইমিন। এছাড়া সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের দক্ষিণ সুরমার লালবাজারে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বাস ও কাভার্ডভ?্যানের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন।

গোপালগঞ্জ : ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর শরীফপাড়ায় মঙ্গলবার ভোররাতে পিকআপ ভ্যান ও বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং পাঁচ যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন— জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিরামকান্দি গ্রামের ফজল আলীর ছেলে পিকআপ ভ্যানচালক শফিক ও পিকআপ ভ্যানে থাকা মাছ ব্যবসায়ী মোসলেম শেখের ছেলে লায়েক শেখ।

খাগড়াছড়ি : মাটিরাঙ্গার সাপমারা এলাকায় বাসের সঙ্গে জিপের সংঘর্ষে জিপের চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন।

নীলফামারী : পূজা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভ্যান খাদে পড়ে সুধা রানী নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। সোমবার রাত ৮টার দিকে জলঢাকা উপজেলার কৈমারী ইউনিয়নের খামাদ সিংড়িয়া সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুধা রানী উপজেলার শৌলমারী সিংড়িয়া চাকলা এলাকার সুভাস চন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

চট্টগ্রাম : নগরীর আকবরশাহ থানার বায়েজিদ লিংক রোডের ফৌজদারহাট অংশের সুপারি বাগান এলাকায় মঙ্গলবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রাইভেটকারচালক মো. সোহেল নিহত হয়েছেন। তিনি সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের জোড়ামতল এলাকার মো. তৌহিদুল ইসলামের ছেলে।

বগুড়া : দুপচাঁচিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের সড়কে মঙ্গলবার বিকালে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে রায়হানুল ইসলাম রানা নামে এ মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। তিনি দুপচাঁচিয়া পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের আদর্শ এলাকার তুফানের ছেলে।

মুলাদী (বরিশাল) : মুলাদী উপজেলার মীরগঞ্জ ফেরিঘাটে পুলিশ বক্সের সামনে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে অটোরিকশার ধাক্কায় মুজাম্মেল রাঢ়ি নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। তিনি বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের আব্দুল মজিদ রাঢ়ির ছেলে।

সোনাগাজী (ফেনী) : সোনাগাজীর মতিগঞ্জ সাদেরটেক তালতলি এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে কাভার্ডভ্যান ও বাসের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বাসটির চালক ও দুই নারীসহ চারজন আহত হয়েছেন।

যুগান্তর
শনিবার ২১ অক্টোবর ২০২৩
৫

বাঁশখালীতে হাতির আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর পুঁইছড়ি ইউনিয়নের জঙ্গল নাপোড়া পাহাড়ি এলাকায় বন্যহাতির আক্রমণে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জীবন কৃষ্ণপদ দাশ (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দাসপাড়ার হরিপদ দাশের ছেলে।

নাপোড়া রেঞ্জের ফরেস্ট গার্ড মিজানুর রহমান জানান, জীবনকৃষ্ণ সন্ধ্যায় খেতের কাজ করতে গেলে বন্যহাতির আক্রমণের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। খবর পেয়ে নিহতের স্বজনরাসহ আমরা লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসি। রাতেই পারিবারিকভাবে লাশ দাহ করা হয়েছে।

বাঁশখালী অভয়ারণ্য রেঞ্জ কর্মকর্তা আনিসুজ্জামান শেখ জানান, বন্যহাতির বিচরণ কেন্দ্রের পাশে স্থানীয় কিছু লোক বসতি গড়ে খেতখামার স্থাপন করায় দিন দিন আক্রমণের শিকার বাড়ছে। জীবন কৃষ্ণপদ দাশের মৃত্যুতে পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

যুগান্তর
রোববার ২৯ অক্টোবর ২০২৩
১৩ কার্তিক ১৪৩০

রূপগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বালুবাহী ড্রেজারের পাইপ মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়ী থানাধীন রাধাকানাইয়া এলাকার সায়েদ আলীর ছেলে বকুল মিয়া ও ভোলার দক্ষিণ আইচা থানাধীন পাঁচ কপাট এলাকার বাবন আলীর ছেলে সোহাগ। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। শনিবার সকালে কাঞ্চন পৌরসভার নলপাথর এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সকালে সানরাইজ ড্রেজারের পাইপলাইন মেরামতের কাজ করছিলেন পাঁচ শ্রমিক। ওয়েল্ডিং করার মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন চারজন। তাদের স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বকুল ও সোহাগকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত খোরশেদ ও সহিদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রূপগঞ্জ থানার ওসি এএফএম সায়েদ বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো
শনিবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৩।

ইটভাঁটায় মাটিচাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

● চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে একটি ইটভাঁটায় কাজ করার সময় মাটিচাপা পড়ে স্বপন (৪২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের চাঁদপুর গ্রামে এফ.বি.এম ব্রিক ফিল্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত স্বপন নোয়াখালী শহরের মাইজদী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্বপন ওই ব্রিক ফিল্ডে ইট তৈরির কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার কাজ করার সময় হঠাৎ মাটির স্তূপ ধসে তার নিচে চাপা পড়েন তিনি। পরে অন্য শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন স্বপনকে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে চাঁদপুর সদর মডেল থানা পুলিশের ওসি মো. শেখ মুহসীন আলম জানান, শুনেছি ব্রিক ফিল্ডের মাটি চাপায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
রোববার ২৯ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar@

কলমাকান্দায় ...ৎস্পৃষ্টে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ইজিবাইকের চার্জারের সংযোগ খুলতে গিয়ে অপু মিয়া নামের এক চালক মারা গেছেন। শনিবার সকালে কলমাকান্দা সদর ইউনিয়নের চত্রংপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত অপু মিয়া ওই গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বসতবাড়িতে চার্জের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রাখে অপু। শনিবার সকালে অসাবধানতাবসত অটো ইজিবাইকের চার্জারের সংযোগ খোলার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় অপু। পরিবারের লোকজন তাৎক্ষণিক বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে অপুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। কলমাকান্দা থানার ওসি আবুল কালাম (পিপিএম) সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

SUNDAY OCTOBER 1, 2023
ASHWIN 16, 1430 BS
The Daily Star

Couple, son found dead in Savar flat

OUR CORRESPONDENT, *Savar*

Police yesterday recovered the bodies of a couple and their 12-year-old son from their flat in Savar's Ashulia.

The deceased were identified as Moktar Hossain, 50, his wife Shahida Begum, 40, and their son Mehedi Hasan Joy, 12, reports our Savar correspondent.

The couple, who were garment workers, hailed from Thakurgaon's Pirganj upazila.

Police suspect that the trio might have been killed two to three days ago.

The bodies were recovered from the flat on the fourth floor of a six-storey building in Jamgara Fakirbari Mor area around 10:30pm, Zohab Ali, sub-inspector of Ashulia Police Station, told The Daily Star.

The SI said noticing foul smell, locals knocked on the door yesterday evening and found it open. They entered the flat and found the bodies.

The three were found with their throats slit, said the SI.

দেশ রূপান্তর
সোমবার
২ অক্টোবর ২০২৩

স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের হত্যার ঘটনায় মামলা

সাভার প্রতিনিধি

সাভারের আশুলিয়ায় বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে নিহত মোক্তার হোসেন বাবুলের ভাই আয়নাল হক বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় এই মামলা করেন। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

গত শনিবার রাতে আশুলিয়ার জামগড়া ফকিরবাড়ী মোড় এলাকার মেহেদী হাসানের মালিকানাধীন বহুতল ভবনের চতুর্থতলার ফ্ল্যাট থেকে তিনজনের গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহতরা হলেন ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ থানার লোহাগড়া গ্রামের মোক্তার হোসেন বাবুল (৫০), তার স্ত্রী শাহিদা বেগম (৪০) ও তাদের ছেলে মেহেদী হাসান জয় (১২)। শাহিদার গ্রামের বাড়ি রাজশাহী জেলায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আশুলিয়ায় আলাদা পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জোহাব আলী বলেন, গতকাল রবিবার দুপুরে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। এতে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া মরদেহগুলো রাতেই উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আশুলিয়া থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান বলেন, একই পরিবারের তিন সদস্যকে নির্মমভাবে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

যুগান্তর
সোমবার ২ অক্টোবর ২০২৩
১৭ আশ্বিন ১৪৩০

রূপগঞ্জে চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে স্বপন সরদার (৫০) নামে এক চালককে কুপিয়ে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বলাইখা নামক স্থানের অনিক কম্পোজিটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। স্বপন সরদার মাদারীপুর জেলার কালকীনি থানার হযরত কয়রিয়া ইউনিয়নের ঈদগাহ এলাকার রাজ্জাক সরদারের ছেলে। স্বপনের বড় ছেলে নাজমুল ইসলাম জানান, শনিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে একজন ব্যক্তি তার বাবাকে ফোন করে ভাড়ায় ডেকে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে না এলে তারা পরিবারের লোকজন রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার বাবার সন্ধান পাননি। পরে রোববার ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বলাইখা নামক স্থানে তার বাবার লাশ পড়ে আছে এমন খবর পান তারা।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২ অক্টোবর ২০২৩

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক চালককে কুপিয়ে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রবিবার সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বলাইখা এলাকায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। নিহত স্বপন সরদার (৫০) মাদারীপুরের কালকিনি থানার রাজ্জাক সরদারের ছেলে। তিনি গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের নাগেরবাগ বউবাজার এলাকায় বসবাস করতেন। নিহতের বড় ছেলে নাজমুল ইসলাম জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এক ব্যক্তি তাঁর বাবার ফোনে কল করে ভাড়ায় ডেকে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে না ফিরলে পরিবারের লোকজন রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাবার সন্ধান পাননি। পরে রবিবার সকালে খবর পান ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বলাইখা নামক স্থানে তাঁর বাবার লাশ পড়ে আছে। ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, রবিবার সকালে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শনিবার রাতের যেকোনো সময় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্য তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

প্রথম আলো • সোমবার, ২ অক্টোবর ২০২৩,

গাজীপুর

গলা কেটে দুই ব্যক্তিকে হত্যা

গাজীপুরে গলা কেটে দুই ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন বাঘিয়া এলাকায় গত শনিবার দিবাগত রাত সোয়া দুইটার দিকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালককে গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত আমিনুল ইসলামের (৩০) বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার জোড়বাড়িয়া এলাকায়। তিনি কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন। কোনাবাড়ী থানার ওসি কে এম আশরাফ উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাচালকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা ও অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলেই ছিল। কী কারণে, কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিকে কালিয়াকৈর উপজেলার কলাবাধা এলাকায় নিজ ঘরে এক যুবককে মুখ বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকালে পুলিশ নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবক হলেন আমির হামজা কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক দক্ষিণ কলাবাধা এলাকার সোহরাব বয়াতির ছেলে। পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতা অথবা মাদক সেবন নিয়ে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। কালিয়াকৈর থানার মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

সময়ের আলো
সোমবার। ২ অক্টোবর ২০২৩

নারী হোটেল শ্রমিক খুন পরকীয়া প্রেমিক আটক

● নিজস্ব প্রতিবেদক দিনাজপুর

দিনাজপুর শহরে জয়া বর্মন নামে এক নারী হোটেল শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তার পরকীয়া প্রেমিককে আটক করেছে পুলিশ। তার নাম তরিকুল ইসলাম বলে জানা গেছে। রোববার ভোরে খানসামা উপজেলা থেকে তাকে আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল জিন্নাহ আল মামুন জানান, একই হোটেলে কর্মসূত্রে পরিচয় ছিল জয়া ও তরিকুলের মধ্যে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে মতের অমিল হওয়ায় দীর্ঘদিনের সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় গেল বুধবার রাতে দোকান থেকে দা কিনে এনে প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যা করে তরিকুল। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন নিহত জয়ার স্বামী।

প্রসঙ্গত গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দিনাজপুর শহরের কালুর মোড় এলাকায় জয়া বর্মন নামে ওই নারী হোটেল শ্রমিককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায় তরিকুল ইসলাম। এ সময় ওই নারীর ডান হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো • সোমবার, ৯ অক্টোবর ২০২৩,

ঢাকা

চালককে হত্যার পর রিকশা ছিনতাই

ঢাকার অদূরে সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নে রমজান আলী (৪৮) নামের এক রিকশাচালকের গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যার পর রিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ১১টার পর ভাকুর্তার কাইসার চর তালবাগের পাশে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার দুপুরে সাভার মডেল থানার ভাকুর্তা ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আসওয়াদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত রমজান আলী সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নের শ্যামলাসি ভারালিয়া পাড়া এলাকার মৃত দিল মোহাম্মদের ছেলে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২ অক্টোবর ২০২৩

সাভারে তিন খুন

পুলিশের ধারণা অতিথি সেজে খুনিরা এসেছিল

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

ঢাকার আশুলিয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার পোশাক শ্রমিক দম্পতি ও তাঁদের শিশুর মরদেহ গতকাল সকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল সকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েকজনকে হেফাজতে নিয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

এ ঘটনায় নিহত বাবুলের ভাই আইনুল হক বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানায়, এমন ভয়ংকর ঘটনার কিছুই টের পায়নি প্রতিবেশীরা। তাদের হয়তো চেতনানাশক কোনো কিছু খাওয়ানোর পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর ২০২৩,

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত অটোরিকশাচালক

টাঙ্গাইলের কালিহাতীর হাতিয়ায় গতকাল দুপুরে ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক আজমত মিয়া নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার ওসি মো. আলমগীর আশরাফ বলেন, ঘটনার সময় অটোরিকশা চালিয়ে আজমত রেলক্রসিং পার হচ্ছিলেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, টাঙ্গাইল

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৮ আশ্বিন
৩ অক্টোবর ২০২৩

দুই চালককে হত্যা অটোরিকশা ছিনতাই

মুন্সীগঞ্জে একই দিনে দুই লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং ও সিরাজদিখানে দুই চালককে হত্যা শেষে তাদের অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল পৃথক জায়গা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও সংবাদাতাদের।

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, লৌহজংয়ে পুকুর থেকে মোস্তফা নামে এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভাসমান মরদেহটির গলায় রশি প্যাঁচানো অবস্থায় লৌহজং থানা পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকালে লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ হলদিয়ার তিন দোকান এলাকার একটি পুকুরে মরদেহটি এলাকাবাসী দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে।

নিহত মোস্তফা মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া এলাকার আব্দুল মাদবরের ছেলে। চার ভাই এক বোনের মধ্যে মোস্তফা সবার ছোট। তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন। প্রতিদিনের মতো রবিবার অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফিরেননি। পুলিশের ধারণা—মোস্তফাকে হত্যা করে তার ব্যবহৃত অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

এ বিষয়ে ওসি মো. খোন্দকার ইমাম হোসেন জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হয়েছে বলে তিনি জানান।

সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদাতা জানান, সিরাজদিখানে নিখোঁজের এক দিন পর নেকবর হোসেন নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার সকালে সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসকান্দি এলাকার একটি ইটভাটার পাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত নেকবর উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরগুলগুলিয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ সাজা মিয়ার ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বালুচর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ওয়াসিম আহমেদ জানান, রবিবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয় নেকবর। স্বজনরা রাতে বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায়নি। অবশেষে ইটভাটার কাছে লাশ পাওয়া যায়। ওসি মো. মুজাহিদুল ইসলাম জানান, ধারণা করা হচ্ছে—হত্যা করে অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

যুগান্তর
রোববার ১ অক্টোবর ২০২৩
১৬ আশ্বিন ১৪৩০

দোকান কর্মচারী আরিফের হত্যাকারীর ফাঁসি চান স্বজনরা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর জুরাইন রেলগেট এলাকার দোকান কর্মচারী আরিফ হত্যায় অভিযুক্ত নাজমুলের ফাঁসি দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্বজনরা। শনিবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আরিফের মা পারভিন বেগম জানান, নাজমুলের সঙ্গে তার ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। মাস খানেক আগে জুরাইন এলাকার একটি বাসা থেকে নাজমুল তার চুরি করে। আরিফ তাকে ধরিয়ে দেয়। এর জেরে ২৭ সেপ্টেম্বর নাজমুল আরিফকে কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে তার মা-বাবার সামনেই উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে আরিফকে হত্যা করে। এ ঘটনায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। নাজমুলকে আটক করেছে পুলিশ। নাজমুল জেলে যাওয়ার আগে আরিফের স্বজনদের হত্যার হুমকি দিয়ে যায়। এজন্য তারা নাজমুলের ফাঁসি দাবি করেন।

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ৩ অক্টোবর ২০২৩।

চুরির চার দিন পর ডোবায় ভাসছিল শিশুর লাশ

দুই জেলায় চার লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ ও ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের মিরকাদিমের গোপালনগর এলাকার ডোবায় সকাল ৯টার দিকে দুই মাসের শিশু আজানের লাশ পাওয়া যায়। গত বৃহস্পতিবার ভোরে মুন্সীগঞ্জে নানার বাড়ি থেকে চুরি হয়েছিল সে। শিশুটি নারায়ণগঞ্জের আলিগঞ্জ এলাকার ট্রাকচালক শরীফের ছেলে।

মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় রমিজা বেগম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একই দিন জেলার পৃথক জায়গা থেকে দুজন অটোরিকশাচালকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত দুই চালক হচ্ছেন লৌহজংয়ের মেদিনীমণ্ডল গ্রামের মোস্তাক মাদবর (১৮) এবং সিরাজদিখানের চরগুলগুলিয়া গ্রামের নেকবর হোসেন (২২)।

ঢাকার ধামরাইয়ে ওষুধ কারখানার শ্রমিক আলামিন হোসেনের (২০) মরদেহ গতকাল সকালে নিমেরটেক এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আলামিন ধামরাই ইউনিয়নের বড় ইকুরিয়া গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। পুলিশ ও নিহতের স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, রবিবার অফিস থেকে রাত ১০টায় বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। ধামরাই থানার এসআই সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'লাশের গায়ে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। তবে বিষয়টি রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর ২০২৩,

মুন্সিগঞ্জ

দুই লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান ও লৌহজং উপজেলা থেকে দুই অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে সিরাজদিখানের বালুচর ইউনিয়নের খাসকান্দি এলাকায় ইটভাটার কাছে অটোরিকশাচালকের এবং সকাল নয়টার দিকে লৌহজংয়ের হলদিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ হলদিয়া গ্রাম থেকে গলায় রশি প্যাঁচানো এক তরুণের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, অটোরিকশা ছিনতাই করতে গিয়ে ওই দুজনকে হত্যা করা হতে পারে।

সিরাজদিখানের নিহত অটোরিকশাচালকের নাম মো. নেকবর হোসেন (২২)। তিনি উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরগুলগুলিয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ সাজা মিয়ার ছেলে। তাঁর লাশ বালুচর ইউনিয়নের খাসকান্দি এলাকার এনআরবি নামে একটি ইটভাটার পাশে পড়ে ছিল। লৌহজংয়ে নিহত তরুণের নাম মো. মোস্তফা (১৮)। তিনি উপজেলার দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডল গ্রামের মাওয়া মিস্ত্রিপাড়া এলাকার আবদুল হক মাতবরের ছেলে। মোস্তফাও পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন।

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar(

কর্মচারীকে ছুরি দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ

মিরপুর (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর মিরপুরে শাকিল আহমেদ নামে এক কর্মচারীকে ছুরি দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলা টিস্যুর (নিশুা কুকি টিস্যু পেপারস কো. লি.) এমডি, ডিরেক্টর ও জিএমের বিরুদ্ধে। ২৬ সেপ্টেম্বর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে অফিসের মধ্যেই ওই কর্মচারীকে ছুরি দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে বাংলা টিস্যুর মালিক পক্ষ। শাকিল বাংলা টিস্যুর ডিজিএম (মার্কেটিং)। ৮ বছর ১ মাস তিনি বাংলা টিস্যুতে এই পদে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় শাকিল আহমেদ রাজধানীর পল্লবী থানায় ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমে অভিযোগ ও পরে একটি জিডি করেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা হলেন বাংলা টিস্যুর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহ আলম ভূঁইয়া, ডাইরেক্টর শহীদ আহমেদ, রিয়াদ মাহমুদ ও কোম্পানির জিএম রোমান উদ্দিন।

এ ব্যাপারে বাংলা টিস্যুর এমডি শাহ আলম বলেন, সোমবার পল্লবী থানা থেকে দুজন দারোগা এসেছিলেন। ঘটনাটি মীমাংসা হয়ে গেছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি ছুরি নিয়ে কাউকে আঘাত করতে যাননি। বরং শাকিল তার সামনে কোম্পানির জিএমকে থাপ্পড় মারতে উদ্যত হন।

তদন্ত কর্মকর্তা পল্লবী থানার এসআই মোবারক আলী বলেন, সোমবার অভিযোগকারীকে নিয়ে বাংলা টিস্যুর অফিসে গিয়েছি। দুপক্ষের সঙ্গে বসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি। পল্লবী থানার ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, তদন্ত কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

NEW AGE
MONDAY, OCTOBER 2, 2023,

Body of missing farmer recovered

United News of Bangladesh · Natore

THE body of an elderly farmer, who went missing on Saturday afternoon from his house, was recovered from a pond in Gurudaspur upazila of Natore this morning. The deceased was Sirajul Islam, 70, a resident of Gopinathpur village under the upazila. Locals spotted the body in Nazirpur Natunpara area. Monowaruzzaman, officer-in-charge of Gurudaspur police station, said that they recovered the body from the pond. The body was sent to Sadar General Hospital morgue for autopsy.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর ২০২৩,

রিকশাচালক নিহত ছুরিকাঘাতে

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে আচারওয়ালা ঘাট এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কামরাঙ্গীরচর থানার ওসি মোস্তফা আনোয়ার প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত ওই রিকশাচালকের নাম মোহাম্মদ শহীদ হাওলাদার (৫০)। তাঁর গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরায়। আচারওয়ালা ঘাট এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। শহীদকে হত্যায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আলমগীর।

প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওসি মোস্তফা আনোয়ার বলেন, শহীদ মাদকাসক্ত ছিলেন। আলমগীরও মাদকাসক্ত।

আলমগীরকে মাদক আনতে টাকা দিয়েছিলেন শহীদ। কিন্তু আলমগীর ফিরে এসে শহীদকে বলেন, তিনি মাদক পাননি। আলমগীরের কথা বিশ্বাস না করে তাঁকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন শহীদ। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শহীদকে ছুরিকাঘাত করেন আলমগীর।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কালের কণ্ঠ
। বুধবার । ৪ অক্টোবর ২০২৩ ।

'সাংবাদিক দেখার টাইম নাই' বলে পেটাল ছাত্রলীগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ▷

রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ছাত্রলীগের হাতে বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন দুই সাংবাদিক। অভিযুক্তরা সবাই কবি নজরুল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি বেলায়েত হোসেন সাগরের অনুসারী। মঙ্গলবার দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, ক্যাম্পাস গেটে এক শিক্ষার্থীকে মারধরের খবর পেয়ে এগিয়ে যান কলেজ সাংবাদিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক ও ঢাকা ওয়েভ-এর কলেজ প্রতিনিধি শীতাংশু ভৌমিক অংকুর ও ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধি পার্থ সাহা। এ সময় মারধরের ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাঁদের ফোন কেড়ে নেন এবং মারধর শুরু করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। এর মধ্যে ভৌমিক নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিলে 'সাংবাদিক দেখার টাইম নাই' বলে আরো বেশি মারধর করতে থাকেন ছাত্রলীগ কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতির অনুসারী মেহেদী হাসান পলাশ, শেখ সুমন, ফাহিম তাজ, তানজিদ আহমেদ বাবু, রাতুল হাসান, তামিম মোল্লাসহ প্রায় ১০-১৫ জন এই দুই সাংবাদিককে মারধর করেন। এ বিষয়ে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি বেলায়েত হোসেন সাগর বলেন, 'সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মারধরের বিষয়ে কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ আমেনা বেগম বলেন, 'আমি ঘটনাটা শুনেছি। তবে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৩

দুই শিশুকে পুড়িয়ে অটোচালককে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

নোয়াখালীতে এক সিএনজি চালককে পিটিয়ে এবং ফেনীতে ঘরে আগুন দিয়ে দুই শিশুকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল ঘটনা দুটি ঘটেছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

নোয়াখালী : চাটখিলে রাস্তায় এলোমেলোভাবে গাড়ি রেখে যানজট সৃষ্টির প্রতিবাদ করায় সিএনজিচালিত এক অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা

দুই শিশুকে পুড়িয়ে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] চালককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত মো. সাখাওয়াত উল্লাহ (৫৫) উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের পাইকবাড়ির মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। জানা গেছে, গতকাল সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার দিনগত রাতে উপজেলার চাটখিল-সোনাইমুড়ী সড়কের পাঁচগাঁও ইউনিয়নের মোস্তান নগর এলাকার মহুরী মার্কেটে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন বলেন, রাস্তায় গাড়ি সরানোকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই আসামিকে আটক করা হয়েছে। তিনজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। **ফেনী** : পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম বিরিঞ্চির পচি ফকিরবাড়ির মাহিদুল ইসলাম শাহাদাত (১৩) ও তানজিদুল ইসলাম গোলাপকে (৭) আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের লোকজন। গতকাল ভোর রাতের দিকে এ ঘটনা ঘটে। শিশুদের বাবা সহিদুল ইসলাম রনি জানান, পূর্ব বিরোধের জের ধরে তার বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমাদের মালিকানাধীন কবরস্থানে অনুমতি ছাড়া জনি ও আনোয়ার তাদের এক স্বজনের মৃতদেহ দাফন করতে আসে। এ নিয়ে জনি ও আনোয়ারের সঙ্গে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। এরপর থেকেই তারা আমাদের দফায় দফায় হুমকি দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পেট্রল দিয়ে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।' সরেজমিন ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে দুই সন্তানকে চোখের সামনেই আগুনে পুড়তে দেখেন বাবা-মাসহ প্রতিবেশীরা। এই নৃশংস ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করে স্থানীয়রা জানান, তারা আগুন নেভাতে এসে দেখেন ঘরটির প্রধান দরজা বাইরে থেকে রশি দিয়ে বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, হত্যার উদ্দেশে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়েছে, যাতে ঘর থেকে কেউ বের হতে না পারে। স্থানীয়রা আরও জানান, তাদের চেষ্টায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও সহিদুল ইসলাম রনির বড় ছেলে মাহিদুল ইসলাম শাহাদাতের দগ্ধ মৃতদেহ খাটের ওপর থেকে উদ্ধার করা হয়। আর ছোট ছেলে তানজিদুল ইসলাম গোলাপকে খাটের নিচ থেকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সেও মারা যায়। আগুনে পুড়ে দুই সহোদরের মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনার পরপরই সেখানে ছুটে যান ফেনী জেলা পুলিশ সুপার জাকির হাসান ও ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী। ফেনী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাকের হোসেন জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। আগুন লাগার কারণ তদন্তেই বেরিয়ে আসবে। স্থানীয়দের পাশাপাশি স্বজনদের অভিযোগের বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী। ফেনী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সময়ের আলো
বুধবার। ৪ অক্টোবর ২০২৩

সাংবাদিকের ওপর হামলা, হত্যার হুমকি

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বিজয় টিভির মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মো. আমিরুল ইসলাম নয়নের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে এবং গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয়। সোমবার রাত পৌনে ৮টার দিকে ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার বিষয়ে সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম নয়ন বলেন, রিপোর্ট সংক্রান্ত কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। এ সময় পাঁচজন যুবক আমাকে ঘিরে ধরে। তাদের মধ্যে একজন আমাকে কিল ঘুসি মারতে থাকে। এ সময় পাশ থেকে আরেকজন বলতে থাকে 'পিস্তলটা বের করে শালাকে গুলি করে দে'। কৌশলে দৌড়ে কোনোরকমে রক্ষা পাই। পরে একটি ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা নিয়ে আমি বাসায় চলে আসি। হামলাকারীদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি, তার বাড়ি বাউশিয়া ইউনিয়ন। বাকিদেরও মুখ চিনি কিন্তু নাম বলতে পারব না।

তিনি আরও বলেন, এদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আমার কোনো বিরোধ ছিল না, কী কারণে তারা আমার ওপর হামলা করল তা আমার জানা নেই। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমি জানিয়েছি। এ বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন বলেও জানান তিনি। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া থানার ওসি মোল্লা সোহেব আলী বলেন, এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৫ অক্টোবর ২০২৩
২০ আশ্বিন ১৪৩০

রাজধানীতে মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বে রিকশাচালক খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে শহীদ হাওলাদার (৪৫) নামে এক রিকশাচালক খুন হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আচারওয়ালা ঘাট এলাকার কাদিরের গলিতে এ ঘটনা ঘটে। ঘাতক আলমগীরকে (৩৮) স্থানীয়রা আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

নিহতের স্বজনরা জানিয়েছে, শহীদের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায়। বাবা মৃত আজিজ হাওলাদার।

কামরাঙ্গীরচর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান মারুফ জানান, শরীরে ইনজেকশন পুশের মাধ্যমে মাদক নেওয়াকে কেন্দ্র করে একই এলাকার আলমগীরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় শহীদের। এর জেরে আলমগীর শহীদের গলায় সুইচ গিয়ার দিয়ে আঘাত করেন। ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি। শহীদের ছোট ভাই মামুন হাওলাদার জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসক তাকে (শহীদ) মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের স্ত্রী খায়রুন্নেসা বেগম জানান, শহীদকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে জানান এক ব্যক্তি। ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে পড়ে থাকতে দেখি।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৩ অক্টোবর ২০২৩

ধামরাইয়ে বিল থেকে তরুণের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ে নিমেরটেক বিল থেকে আল আমিন (১৯) নামে এক তরুণের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ইকুরিয়াগামী পাকা রাস্তার দক্ষিণ পাশে নিমেরটেক বিল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মৃত আল আমিন ধামরাই সদর ইউনিয়নের ইকুরিয়া গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। তিনি আফাজ উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনার পাশাপাশি দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কাজ করতেন।

মৃতের চাচা বিল্লাল হোসেন জানান, প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে তিনি কাজে যান। তবে রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। সোমবার সকালে খোঁজাখুঁজি করার সময় নিমেরটেক বিলের পাশে বাঁধানো ঘাটে একটি জুতা ও বিলের ভেতরে আরেকটি জুতা ভাসতে দেখা যায়। পাশেই তার মরদেহ ভাসছিল। তার দুই ভাই তার মরদেহ পানি থেকে উদ্ধার করে। এরপর থানায় খবর দেওয়া হয়।

ধামরাই থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাকে রক্ত ছিল। তবে গায়ে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই।

ধামরাই থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নির্মল কুমার বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সময়ের আলো
শনিবার। ৭ অক্টোবর ২০২৩

পরকীয়ার জেরে ইজিবাইক চালক খুন, গ্রেফতার ৫

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের বাগাতিপাড়ায় পরকীয়ার জেরে খুন করা হয়েছে দিদারুল ইসলাম মাহফুজ (১৮) নামের এক ইজিবাইক চালককে। এ হত্যার সঙ্গে জড়িত ৫ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার ৫ জনের নাম রানা শেখ (১৯), হাবিল হোসেন (৩০), রানা (২২), সামিউর ইসলাম শুভ (১৯) ও ইমন প্রামাণিক (২০) বলে জানা গেছে। প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার জানান, স্ত্রীর সঙ্গে মাহফুজের পরকীয়ার বিরোধের জেরে অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে রানা শেখ।

বুধবার সন্ধ্যায় নিজের ইজিবাইক নিয়ে বাগাতিপাড়া উপজেলার জামনগরের দিকে রওনা হয় মাহফুজ। পরিকল্পনা অনুযায়ী তার ইজিবাইক ভাড়া করে বাগাতিপাড়া উপজেলার দেবনগর এলাকায় নিয়ে যায় রানা ও তার সহযোগীরা। পরে তারা মাহফুজকে একটি আমবাগানে নিয়ে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে মাহফুজ অচেতন হয়ে পড়লে তারা তাকে মৃত ভেবে ইজিবাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা মাহফুজকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২১ আশ্বিন
৬ অক্টোবর ২০২৩

চালককে কুপিয়ে হত্যা অটোরিকশা ছিনতাই

গাজীপুরে নৃশংসতা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাসন থানাধীন সার্ডি এলাকায় নূরুল ইসলাম (৫০) নামে এক চালককে কুপিয়ে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিহতের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি আবু সিদ্দিক জানান, নিহত নূরুল ইসলাম শেরপুর জেলার সদর থানাধীন বাগেরকান্দা গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে। তিনি বাসন থানার বউবাজার এলাকায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসবাস করতেন এবং একটি গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে পাঁচ-ছয়টি অটোরিকশা ভাড়া দিতেন। তিনি নিজেও একটি অটোরিকশা চালাতেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে অজ্ঞাত ছিনতাইকারীরা নূরুল ইসলামকে সুইজ গিয়ার দিয়ে উরু, মাথা, বুকে ও পিঠে উপর্যপুরি কুপিয়ে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে বাসন থানা পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ঐ পুলিশ কর্মকর্তা।

সমকাল
শনিবার। ৭ অক্টোবর ২০২৩

গার্মেন্ট কর্মীকে শ্বাসরোধে হত্যা, স্বামী গ্রেপ্তার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে সাফিয়া আক্তার (৩৬) নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে পাগাড় এলাকায় হত্যার শিকার হন তিনি। এ ঘটনায় মামলার পর সাফিয়ার স্বামী লিটন মিয়াকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত সাফিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার সাচাইল গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের মেয়ে। তিনি পেশায় তৈরি পোশাক কারখানার কর্মী। তাঁর স্বামী লিটন পেশায় রিকশাচালক। পাগাড় এলাকার জনৈক আলবাট হাওলাদারের বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন এ দম্পতি।

পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, দু'জনের আয়েই সংসার চলছিল। নানা টানাপোড়েন নিয়ে এ দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতো। বৃহস্পতিবার রাতেও ফের ঝগড়া হয়। রাত ২টার দিকে সুফিয়াকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন লিটন মিয়া। পরে লাশ মেঝেতে ফেলে পালিয়ে যান। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

যুগান্তর যুগান্তর

শুক্রবার ৬ অক্টোবর ২০২৩
২১ আশ্বিন ১৪৩০

রূপগঞ্জে গার্মেন্ট শ্রমিককে কুপিয়ে ছিনতাই

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে নুর আলম (৩২) নামের এক গার্মেন্ট শ্রমিককে কুপিয়ে জখম করে মোবাইল, নগদ টাকা ছিনতাই করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ভোর ৩টায় উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের নতুনবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত গার্মেন্ট শ্রমিক নুর আলম উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের নতুনবাজার এলাকার নুর হোসেনের ছেলে।

আহত নুর আলম জানান, ভুলতা এলাকার ফকির ফ্যাশন নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানায় তিনি কাজ করে রাতে বাসায় ফিরছিলেন। রোজল্যান্ড নামের পরিত্যক্ত ইটাখোলার সামনে পৌঁছলে নতুনবাজার এলাকার চিহ্নিত ছিনতাইকারী তানভীর, সোহান, মোমেন, রাসেল, মোসাদ্দেকসহ অজ্ঞাত ৬-৭ জন তার গতিরোধ করে। ছিনতাইকারীরা তার কাছে থাকা সব মালামাল দিতে বলে। এ সময় তিনি দিতে অস্বীকার করলে ছিনতাইকারীরা তাদের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এ সময় তার কাছে থাকা বেতনের ২০ হাজার টাকা ও একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। তার চিৎকারে ইটাখোলায় থাকা লোকজন এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করান।

এ বিষয়ে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১১ অক্টোবর ২০২৩

সুইপার আহতের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

● ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

ভৈরবে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ৫ সুইপার আহতের ঘটনায় শহরের পরিচ্ছন্ন কাজ বন্ধ করে থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ দিয়েছে। সুইপারদের দাবি অপরাধী-ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার না করলে তারা কাজ করবে না। অপরদিকে এই ঘটনায় জড়িত তিন ছিনতাইকারীকে পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে গ্রেফতার করে। তারা হলো-বিজয় (২২), সোহেল (২১) ও বশীর (২৩)। এই ঘটনায় সুইপার সরদার রাজু দাস বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। জানা গেছে, সোমবার ভোর ৫টার দিকে শহরের নিউটাউন এলাকায় একটি ছিনতাইকারীর দল ৫ সুইপারকে রাস্তায় গতিরোধ করে ছুরিকাঘাত করে আহত করে। আহতদের মধ্য সুইপার সোহেল গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে একদল সুইপার থানায় উপস্থিত হয়ে ওসির কাছে বিচার দাবি করে।

শুক্রবার ৬ অক্টোবর ২০২৩
২১ আশ্বিন ১৪৩০

গুলশানে গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গুলশানের শাহজাদপুরে বহুতল ভবন সুবাস্তু নজর ভ্যালি টাওয়ারের ওপর থেকে পড়ে পান্না খাতুন (১৪) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় পান্না ভবনটি থেকে পড়ে একটি শেডে আটকে থাকে। সেখান থেকে উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, গৃহকর্মী পান্নাকে একই বাসার কর্মচারী জাকির যৌন নির্যাতন করে। বাসার আরেক নারী কর্মচারী বিষয়টি দেখে ফেলায় আত্মসম্মানবোধ থেকে সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান জোনের সহকারী কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মাসুম যুগান্তরকে বলেন, ওই বাসাটির মালিক ঢাকা-চট্টগ্রামে নিয়মিত আসা-যাওয়ার করে থাকেন। তার ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাসায় দুজন পুরুষ ও দুজন নারী কর্মচারী কাজ করেন। তারাও মালিকের মতো ঢাকা-চট্টগ্রামে আসা-যাওয়া করেন। এরই মধ্যে জাকির নামের এক কর্মচারী পান্না খাতুনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সেটি জেনে ফেলেন বাসার আরেক নারী কর্মচারী। জিজ্ঞাসাবাদে ওই নারী কর্মচারী পুলিশকে এই তথ্য দিয়েছেন। এ ঘটনায় জাকির ও আরেক কর্মচারী ইব্রাহিমকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পান্নাকে উদ্ধারকারী ওই বাসার বাবুর্চি ইব্রাহিম হোসেন বলেন, ফ্লাটটির মালিক গৃহকর্তা শিপিং এজেন্ট ব্যবসায়ী আমান উল্লাহ আল সগির ও গৃহকর্ত্রী শাহনাজ সগিরের। ওই বাসায় আমরা কয়েকজন কাজ করি। পান্না ছাড়াও আরও এক গৃহকর্মী রয়েছে। যতটুকু জেনেছি, পান্না দুপুরে কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশরুমে গিয়েছিল। অনেক সময় পার হয়ে গেলেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভবনের পঞ্চম তলায় মার্কেটের বর্ধিত অংশের (শেডের) ওপর তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হয়তো ওপর থেকে সে সেখানে পড়ে গিয়েছিল। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে সন্ধ্যায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো বুধবার। ১১ অক্টোবর ২০২৩

কাঠবাহী ট্রাকে সন্ত্রাসীর ফায়ারে চালক গুলিবিদ্ধ

● রাঙামাটি প্রতিনিধি

রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের ঘেপ্পোছড়ি এলাকায় কাঠবাহী চলন্ত ট্রাকে সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ারে এক ট্রাকচালক আহত হয়েছেন। তার নাম ছৈয়দ আলম (৩৪)।

পুলিশ, হাসপাতাল ও ট্রাকচালক ইউনিয়ন সূত্র জানিয়েছে, রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের ঘেপ্পোছড়ি এলাকায় মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল সোয়া ৯টার সময় কাঠবাহী চলন্ত ট্রাকের (নং- চট্টমেট্রো-ট-১১০৭৯৯) ওপর সশস্ত্র পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ করে। এতে ট্রাকটির চালক মো. ছৈয়দ আলম বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। আহত ট্রাক চালককে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ট্রাকচালক চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার রানীরহাটের ঠান্ডাছড়ি এলাকার বাসিন্দা। সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ারে ট্রাকের সামনের দুটি চাকাও ফেটে গেছে।

ট্রাকে অবস্থান করা কাঠের চালানদার জাকির হোসেন জানিয়েছেন, সকালে রাঙামাটি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে ঘেপ্পোছড়ির পাহাড়ি খাড়া রাস্তা পার হওয়ার সময় ডানপাশের জঙ্গল থেকে আকস্মিকভাবে ব্রাশফায়ার করা হয়। এতে ট্রাকের দুটি চাকা ফেটে যায় এবং ট্রাকের কাঠ ছিদ্র হয়ে চালকের পায়ে গুলি লাগে। আমি দ্রুত তাকে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পরপরই স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্ভাব্য স্থানে তল্লাশি চালায়। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এর আগেও একই এলাকায় পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা একাধিকবার নাশকতা চালিয়েছে।

রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. শওকত আকবর খান বলেন, গুলিবিদ্ধ ট্রাকচালককে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন শঙ্কামুক্ত। এদিকে বিক্ষুব্ধ চালকরা শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বেলা ১১টা থেকে টায়ার জ্বালিয়ে এবং সড়কে অবস্থান নিয়ে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ আরিফুল আমিন বলেন, আমরা সন্ত্রাসীদের আটকের চেষ্টা চালাচ্ছি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১১ অক্টোবর ২০২৩

চালককে হত্যা করে তেলসহ ট্রাক লুট

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চালককে হত্যা করে ট্রাকসহ মালামাল লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের এশিয়ান বাইপাস সড়কের পাশের কলাবাগান থেকে গতকাল বিকালে নিহত চালক আক্তার হোসেনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আক্তার শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার শিবপুর এলাকার হারুন খলিফার ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল নয়ামাটি এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। জানা গেছে, রবিবার রাতে উপজেলার তারাব পৌরসভার রূপসী এলাকার সিটি মিল থেকে ষাট ড্রাম তেল নিয়ে ঢাকার হাজারীবাগে একটি দোকানে দেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে আক্তার ট্রাকসহ নিখোঁজ ছিলেন। –রূপগঞ্জ প্রতিনিধি

যুগান্তর
বুধবার ১১ অক্টোবর ২০২৩
২৬ আশ্বিন ১৪৩০

রূপগঞ্জে ট্রাক চালকের লাশ উদ্ধার

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আক্তার হোসেন নামের এক ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের এশিয়ান বাইপাস সড়কের পাশের কলাবাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে রূপগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, আক্তার হোসেন ৩ বছর ধরে আলী আজগর মিয়ার ট্রাক চালিয়ে আসছিলেন। রোববার রাতে তিনি উপজেলার তারাব পৌরসভার রূপসীর সিটি মিল থেকে ষাট ড্রাম তেল নিয়ে ঢাকার হাজারীবাগের একটি দোকানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওয়ানা করেন। এরপর থেকে তিনি মালভর্তি ট্রাকসহ নিখোঁজ ছিলেন।

সোমবার রাতে স্থানীয়রা এশিয়ান বাইপাস সড়কের পাশে কলাবাগানে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে ওমর ফারুক রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন।

পুলিশ জানান, মালামালসহ ট্রাকটি উদ্ধারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১০ অক্টোবর ২০২৩
২৫ আশ্বিন ১৪৩০

অভয়নগরে সুপারশপে ছুরিকাহত

মামলা তুলে নিতে সেই বিক্রয়কর্মীকে হত্যার হুমকি

অভয়নগর (যশোর) প্রতিনিধি

অভয়নগরে 'স্বপ্ন' সুপারশপে ছুরিকাঘাতে আহত বিক্রয়কর্মী সেই তরুণী বিথি খাতুন সংবাদ সম্মেলন করেছেন। মামলা তুলে নিতে বাদীসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সোমবার উপজেলার নওয়াপাড়া প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় বিথি খাতুন তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০২১ সালের ২৯ মে আমার সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ভান্ডব গ্রামের সফিরউদ্দিন শেখের ছেলে মো. হবিরুল ইসলাম ওরফে অভির পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে অভি যৌতুকের দাবিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। পরবর্তী সময়ে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে সে আমাকে গৃহবন্দি করে রাখে। এ খবর পেয়ে ২০২২ সালের ১০ অক্টোবর ভালুকা ইউপি চেয়ারম্যান [illegible] উদ্ধার করেন। ঘটনা তদন্ত করে তিনি অভির সঙ্গে তালাকনামা করিয়ে আমার ভাই রশিদ শেখ মিন্টুর হাতে তুলে দেন। তারপর আমার ভাই আমাকে নিয়ে অভয়নগর উপজেলার চলিশিয়া ইউনিয়নের কোটাগ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। ১ এপ্রিল থেকে অভয়নগরের নওয়াপাড়া বাজারে 'স্বপ্ন' সুপারশপে বিক্রয়কর্মী হিসাবে আমি যোগদান করি। যোগদানের পর থেকে অভি আমার কর্মস্থলে এসে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালুকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে আমি রাজি না হলে ৯ সেপ্টেম্বর অভির নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা ৪-৫ যুবক 'স্বপ্ন' সুপারশপে প্রবেশ করে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে অভি আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাদী বিথি খাতুনের চাচা আনছার আলী শেখ, চাচা জাকির হোসেন, বোন লুৎফুন্নাহার লতা, চাচি শাম্মি আখতার, ভগ্নিপতি তোফায়েল হোসেন, প্রতিবেশী পল্লি চিকিৎসক শিবপদ শুভ প্রমুখ।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১০ অক্টোবর ২০২৩

ভৈরবে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পাঁচ পরিচ্ছন্নতাকর্মী আহত

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পাঁচ পরিচ্ছন্নতাকর্মী আহত হয়েছেন। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পৌর শহরের নিউ টাউন এলাকায় রুজেন মিয়ার ফার্মের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নাম হলো–সোহেল মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, রাশেদ মিয়া, ওয়ালিদ মিয়া ও ইয়ামিন। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর আহত সোহেল মিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিশোরগঞ্জ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন চিকিৎসক।

ভৈরব পৌর এলাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সুপারভাইজার রাজু দাস জানান, প্রতিদিনের মতো সোমবার ভোরে কাজে বের হন তারা। নিউ টাউনের রুজেন মিয়ার ফার্মের সামনে গেলে সংঘবদ্ধ একটি ছিনতাইকারী চক্র ছোরা, চাকু দেখিয়ে পাঁচ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এক পর্যায়ে তাদের মারধর ও ছোরা দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় চক্রের সদস্যরা। ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ভৈরব থানার ওসি মো. মাকছুদুল আলম জানান, ছিনতাইকারী চক্রটির সদস্যদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে। দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

যুগান্তর
রোববার ১৫ অক্টোবর ২০২৩
৩০ আশ্বিন ১৪৩০

ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ঢাকায় শ্রমিক আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীতে রাসেল সর্দার নামে এক কারখানা শ্রমিককে কুপিয়ে তার মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। শনিবার রাতে কদমতলীর রায়েরবাগে এ ঘটনা ঘটে। রাসেল একটি কাঠের ভুসি তৈরির কারখানায় কাজ করত। আহতের সহকর্মী দুখু মিয়া যুগান্তরকে বলেন, আমাদের মালিকের একটি নতুন কারখানা দেখার জন্য যাচ্ছিল। পথে ছিনতাইকারীরা রাসেলের দুই হাত ও পিঠে ছুরিকাঘাত করে। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া যুগান্তরকে বলেন, ভোলা সদর উপজেলার জনতা বাজারের হেলাল সর্দারের রাসেল। বর্তমানে থাকে রায়েরবাগ মুজাহিদ নগর।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৮ আশ্বিন
১৩ অক্টোবর ২০২৩

মেঘনায় জেলে নৌকায় ডাকাতি

আহত ১১জন হাসপাতালে

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার চরফ্যাশনের মেঘনায় জেলে নৌকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাত ১২টায় গভীর সমুদ্রের তিনচর ও হাতিয়াচর এলাকায় এই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় নৌকার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ১১ জেলেকে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে মাছসহ প্রায় ৫ লাখ টাকার অন্যান্য সরঞ্জামাদি। ডাকাতের আঘাত থেকে বাঁচতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন ১২ জেলে। গুরুতর আহত জেলে নূর নবী জানান, আমাদের ট্রলারে ১৬জন জেলের মধ্যে ১৫ জন নদীতে ঝাঁপ দেয়। আমি ইঞ্জিন রুমে পালিয়ে ছিলাম। আমাকে ধরে বেধড়ক মারধর করে এবং আমাদের ট্রলারে থাকা মাছ ও সরঞ্জামাদি নিয়ে যায়। তিনি আরো জানান, মাছ ধরে আসার সময় হাতিয়ার চর এলাকায় নোঙর করা অবস্থায় হামলার এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতদলের বোটের নাম মেসার্স আনোয়ারা। অন্যদিকে আহত আলমগীর মাঝি জানান, তিনচর এলাকা নামক স্থানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। চরফ্যাশন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. শায়লা আমিন বলেন, ডাকাতের হামলায় আহত জেলেদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চরফ্যাশন থানার ওসি শাখাওয়াত হোসেন বলেন, মেঘনা-হাতিয়ার সীমান্তে ডাকাতের হামলায় কয়েক জন আহত হয়েছেন। তাদের চরফ্যাশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৩

চালককে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনতাই

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে চালককে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। নিহত চালক রেজাব আলী (৫৫) সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের তাইপাড়ার গফুর মণ্ডলের ছেলে। কালিয়াকৈরের হাটুরিয়াচালা এলাকায় জঙ্গলের পাশে ডোবা থেকে গতকাল তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৌচাক ফাঁড়ির পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম জানান, মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এলাকাবাসী জানান, রেজাব আলী পরিবার নিয়ে কালিয়াকৈরে তেলিরচালায় ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাতেন। বুধবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। রাতে অনেক খুঁজেও সন্ধান পায়নি পরিবার। হাটুরিয়াচালায় ডোবায় গতকাল রেজাব আলীর লাশ দেখে থানায় খবর দেন এলাকাবাসী।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৩।

দুই নৌকার সংঘর্ষে নিখোঁজ জেলের মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা নিকলীতে দুই মাছ ধরার নৌকার সংঘর্ষে নিখোঁজ জেলে কাঞ্চন মিয়ার (৪৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার রোদার পুড্ডা এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। বিষয়টি নিশ্চিত করে কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. আবুজর গিফারী বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাওর থেকে মাছ ধরা শেষে উপজেলার রোদার পুড্ডা এলাকায় দুই নৌকার সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন জেলে কাঞ্চন মিয়া। এ সময় আহত হন আরও এক জেলে। ঘটনার পর থেকেই উদ্ধার অভিযানে নামে কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবরি দল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলের কাছাকাছি স্থান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ অক্টোবর ২০২৩

বেনাপোলে ইজিবাইক চালককে গলাকেটে হত্যা

বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা

বন্দরনগরী বেনাপোলে সজিব গাজী (১৯) নামে এক চালককে গলাকেটে হত্যার পর তার ইজিবাইকটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাতে বেনাপোলের খড়িডাঙ্গা গ্রামের ছোকর খাল নামক সড়কের পাশে ধানখেত থেকে লাশ উদ্ধার করেছে বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশ। বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন ভূইয়া জানান, ধারণা করা হচ্ছে রাতে দুর্বৃত্তরা ইজিবাইকটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে সজীব বাধা দেন। এক পর্যায়ে তাকে গলাকেটে ইজিবাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। থানায় এখনো মামলা হয়নি। দুর্বৃত্তদের আটক এবং ইজিবাইক উদ্ধারে অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩ কা
১৯ অক্টোবর ২০২৩

শিশু গৃহকর্মী সুমির সারা গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন, গৃহকর্ত্রী গ্রেফতার

খবর সংগ্রহে গিয়ে চিকিৎসকের হাতে লাঞ্ছিত সংবাদিক

গ্রেফতারকৃত ফারহানা

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

গৃহপরিচারিকা সুমি আক্তারের (৯) চোখ-মুখে ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অমানবিক নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন। তার বাবা-মা নেই। বেশ কয়েক বছর যাবৎ সে কুমিল্লা নগরীর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের (সদর দক্ষিণ উপজেলা) জাঙ্গালিয়া এলাকার সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম ও তার স্ত্রী ফারহানা আলম দম্পতির বাসায় গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে আসছে। প্রায়ই তার ওপর চালানো হতো নির্যাতন। মঙ্গলবার রাতে নির্যাতনের পর তাকে বাথরুমে আটকে রেখে বাসার দরজায় তালা মেরে রেখে চলে যায় বাসার লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (কুমেক) নিয়ে ভর্তি করে। এ ঘটনায় গৃহকর্ত্রী ফারহানাকে পুলিশ গ্রেফতার করে বুধবার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। এদিকে বুধবার হাসপাতালে ঐ শিশুর খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে চিকিৎসক-কর্মচারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন একটি টেলিভিশনের কুমিল্লা ব্যুরো প্রধান ও ক্যামেরাপারসন।

পুলিশ জানায়, নগরীর জাঙ্গালিয়া এলাকার 'রক্তিম হাউজ' নামের একটি বাসায় মঙ্গলবার রাতে শিশু গৃহকর্মী সুমি আক্তারের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে পার্শ্ববর্তী বাসার লোকজন ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশে খবর দেয়। রাত সোয়া ৯টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একই ভবনের একটি ফ্ল্যাটের মালিকের কাছে থেকে চাবি নিয়ে ঘরের তালা খুলে বাইরে থেকে আটকানো বাথরুমের ছিটকিনি খুলে শিশুটিকে উদ্ধার করে কুমেক হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে নিয়ে ভর্তি করে। সুমির চোখ-মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা বলেন, প্রায়ই ঐ বাসা থেকে তারা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন। নির্যাতিত শিশু জানায়, তার বাবা-মা নেই, বাড়ি কোথায় তাও জানা নেই। অবুঝ বয়স থেকে সে এই বাসায় কাজ করে আসছে। প্রায় প্রতিদিন কারণে-অকারণে ম্যাডাম (গৃহকর্ত্রী) তার ওপর নির্যাতন করত। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় কাঠ দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করে বাথরুমে আটকে রেখে বাসায় তালা দিয়ে তারা চলে যায়। রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়।

সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আলমগীর ভূঁইয়া বলেন, মঙ্গলবার রাতে ৯৯৯-এ খবর পেয়ে ঐ বাসার বাথরুম থেকে শিশু গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রাতেই অভিযান চালিয়ে লাকসাম থেকে গৃহকর্ত্রী ফারহানা আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিবেশী আশিকুর রহমান বাদী হয়ে ঐ দম্পতির বিরুদ্ধে বুধবার দুপুরে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। গ্রেফতারকৃত গৃহকর্ত্রী ফারহানা আলমকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, ঐ গৃহকর্মীর বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানা সম্ভব হয়নি। গ্রেফতারকৃত গৃহকর্ত্রী তার মায়ের মাধ্যমে চার বছর বয়সে গৃহকর্মী সুমিকে এ বাসায় এনেছিলেন। পাঁচ বছর আগে গৃহকর্ত্রীর মা মারা গেছেন, তাই গৃহকর্মীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে ওসি জানিয়েছেন।

খবর সংগ্রহে গিয়ে সাংবাদিক লাঞ্ছিত

এদিকে বুধবার বেলা ১১টার দিকে কুমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুমির বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মচারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের কুমিল্লা ব্যুরো প্রধান রফিকুল ইসলাম চৌধুরী খোকন ও ক্যামেরাপারসন কামরুল হাসান। সাংবাদিক খোকন বলেন, খবর সংগ্রহকালে হঠাৎ ডা. আবু জাফর সানি এসে তার সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করেন এবং পরে তিনি কর্মচারীদের নিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাদেরকে ঐ ওয়ার্ড থেকে বের করে দেন। তাদের এমন অশালীন আচরণের ভিডিওচিত্র ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এ বিষয়ে কুমেক হাসপাতালের পরিচালক ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'আমি সরকারি একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে খোঁজখবর নিয়েছি এবং ঐ সাংবাদিকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন কুমিল্লা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. লুৎফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাইয়িদ মাহমুদ পারভেজসহ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar@

কাহালুতে নিখোঁজ অটোরিকশা চালকের হাড়গোড় উদ্ধার

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার কাহালুতে নিখোঁজের ১৪ দিন পর জাহাঙ্গীর হোসেন মাহমুদ (৪৬) নামে এক অটোরিকশা চালকের হাড়গোড় পাওয়া গেছে। কাহালু থানা পুলিশ সোমবার বিকালে উপজেলার ছোট পিপড়া গ্রামে নাগর নদের তীরে জঙ্গল থেকে এসব উদ্ধার করে। স্বজনরা লুঙ্গি ও শার্ট দেখে লাশটি শনাক্ত করেছেন। তবে অটোরিকশাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। সোমবার সন্ধ্যায় ওসি মাহমুদ হাসান এ তথ্য দিয়েছেন।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, অটোরিকশা চালক জাহাঙ্গীর হোসেন মাহমুদ বগুড়ার কাহালু উপজেলার ধানপুজা গ্রামের আবদুস সামাদের ছেলে। তিনি ২ অক্টোবর সকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। বিকালে তাকে পার্শ্ববর্তী দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়ার চারমাথায় দেখতে পাওয়া যায়। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। তার অটোরিকশাটিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩১ আশ্বিন ১৪৩০
১৬ অক্টোবর ২০২৩

মগবাজারের আবাসিক হোটেলে মিলল সাংবাদিকের মরদেহ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মগবাজারে সিটি স্টার নামের আবাসিক হোটেলের একটি কক্ষ থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার নাম জাকির হোসেন আজাদী (৪৩)। তিনি একসময় দৈনিক ইত্তেফাকে সাব এডিটর ছিলেন। গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে হোটেলটির পাঁচ তলার ৫১৫ নম্বর কক্ষের বাথরুমের ফ্লোরে পড়া অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আজ সোমবার ময়নাতদন্ত শেষে লাশ গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরায় নেওয়া হবে। সেখানেই জানাজা শেষে দাফন করা হবে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য আজাদী ডিইউজের বহু কর্মসূচিতে অংশ নিতেন।

আজাদীর ভাই জানান, দুই দিন ধরে তার কোনো খোঁজ ছিল না। তিনি সুস্থ ছিলেন। তার মৃত্যু রহস্যজনক। এ ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

হাতিরঝিল থানার ওসি আওলাদ হোসেন জানান, জাকির হোসেন আজাদী মগবাজারে সিটি স্টার নামে আবাসিক হোটেলে অনেক দিন ধরে থাকতেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার হোটেলের দরজা ভেঙে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ওসি আরো বলেন, ধারণা করা হচ্ছে তিনি হার্ট অ্যাটাক বা অন্য কোনো কারণে মারা যেতে পারেন। তবে আত্মহত্যার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আমরা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই হোটেলে থাকতেন। তার কাছে কর্পোরেট সংবাদ নামে একটি সংবাদপত্রের কার্ড পাওয়া গেছে। এই পরিচয়ে তিনি হোটেলে অবস্থান করতেন ও নিয়মিত বিল পরিশোধ করতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
, ৩১ আশ্বিন ১৪৩০
১৬ অক্টোবর ২০২৩

বগুড়ায় ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বগুড়ার কাহালু উপজেলার দলগড়া এলাকায় ইসমাইল হোসেন (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে ঐ এলাকার ধানখেত থেকে তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ইসমাইল উপজেলার উলট্ট মধ্যপাড়া এলাকার ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে।

কাহালু থানার ওসি মাহামুদ হাসান জানান, শনিবার বিকেলে ইসমাইল বাড়ি থেকে ইজিবাইক নিয়ে বের হোন। গতকাল রবিবার সকালে স্থানীয়রা ধানখেতে তার লাশ দেখতে পেয়ে খবর দেয়। লাশের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মুরইল ইউনিয়নের জিয়াকুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠ থেকে ইসমাইলের ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
সোমবার ১৬ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar@g

কাহালুতে ছুরিকাঘাতে চালক খুন

যুগান্তর ডেস্ক

কাহালুতে রোববার ইজিবাইকচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। ভুরুঙ্গামারীতে নিখোঁজ যুবকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া বোয়ালমারীতে ছাত্রী, রামুতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী, ভাঙ্গুড়ায় যুবক এবং বাগাতিপাড়ায় প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান : **বগুড়ার কাহালুতে** ইসমাইল হোসেন নামে ইজিবাইকচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। রোববার দলগাড়া ধাওয়াপাড়া এলাকার ধানখেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জিয়াকুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তার ইজিবাইকটি পাওয়া গেছে। তিনি উলট্ট মধ্যপাড়ার ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে। শনিবার সন্ধ্যায় ইজিবাইক নিয়ে বেরিয়ে তিনি নিখোঁজ হন বলে জানান ওসি মাহমুদ হাসান। তার লাশ বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। **কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীতে** নিখোঁজের দুদিন পর ধানখেত থেকে শাহিন আলম নামের এক যুবকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার বারইটারীর কালীমন্দির এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শাহিন মাজারপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। ওসি রুহুল আমিন লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে** খাদিজা আক্তার মিম নামে এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় পৌর সদরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কামার গ্রামের ঋষিপাড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। খাদিজা ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রী ও ঋষিপাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে। ওসি মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **কক্সবাজারের রামুতে** রোববার কমল ধর নামে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব উমখালী ধরপাড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ওই এলাকার অতিথি ধরের ছেলে। স্ত্রী সুমী ধর জানান, ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর থেকে তার স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। ওসি আবু তাহের দেওয়ান জানান লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। **পাবনার ভাঙ্গুড়ায়** হেলাল উদ্দিন নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার কৈডাঙ্গা নতুনপাড়া গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি ওই এলাকার মৃত তোরাপ আলী খাঁর ছেলে। **নাটোরের বাগাতিপাড়ায়** হেলাল উদ্দিন নামের এক প্রতিবন্ধীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে দয়ারামপুরে শেখপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। হেলাল উদ্দিন ওই গ্রামের ইয়াহিয়ার ছেলে। তিনি সাংসারিক কারণে মানসিকভাবে চাপে ছিলেন বলে জানা গেছে। ওসি (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৮ অক্টোবর ২০২৩

অটোরিকশা ছিনিয়ে নিতে তরুণকে গলা কেটে হত্যা

● ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশা ছিনিয়ে নিতে রিফাত (২০) নামে এক তরুণকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার রুহিয়ায় রাস্তার পাশের একটি ধানক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সোমবার কয়েকজন লোক রিফাতকে ভাড়া করে রুহিয়ায় নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে কুজিশহর ঘুরনগাছ এলাকায় রাস্তার পাশে ধানক্ষেতে একটি মরদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয় এলাকাবাসী। এরপর পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধারের পর নিহতের স্বজনরা এসে শনাক্ত করে। ধারণা করা হচ্ছে, রিফাতকে গলা কেটে হত্যা করে তার অটোরিকশাটি ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে রুহিয়া থানার ওসি সোহেল রানা জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় রুহিয়া থানায় মামলা হয়েছে। অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২০ অক্টোবর ২০২৩

শ্রমিকদের জিম্মি করে পণ্যভরা ট্রলার ছিনতাই

● গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন তেতৈতলা পুরোনো ফেরিঘাট এলাকা থেকে দিনদুপুরে ৫ শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পণ্যভরা একটি ট্রলার ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। জিম্মি ৫ শ্রমিকের মধ্যে একজন উদ্ধার হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছে চারজন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ট্রলারচালক স্বপন মিয়া বলেন, ট্রলারে থাকা মালগুলো মাদারীপুর জেলার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর। তাদের দায়িত্ব ছিল মেঘনাঘাট এলাকার বিভিন্ন কারখানা থেকে মালামাল সংগ্রহ করে সেগুলো মাদারীপুরে ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গত সোমবার তারা এখানে এসে মালামাল ট্রলারে লোড করা শুরু করেন। বুধবার সকাল পর্যন্ত কোটি টাকা মূল্যের তেল, আটা, ময়দা, চিনি, ভুসি, সুজিসহ বিভিন্ন রকমের মাল ট্রলারটিতে লোড করা হয়। বুধবার বেলা ১১টার দিকে ১০-১২ সদস্যের সংঘবদ্ধ একটি ডাকাত দল চারদিক থেকে তাদের ট্রলারটি ঘিরে ফেলে। এ সময় তিনি সহ ট্রলারের ৫ শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ট্রলারের ভেতরের স্টাফ কেবিনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেখানেই বন্দি অবস্থায় ছিলেন। বুধবার সন্ধ্যার পরে তাদের বড় রায়পাড়া এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সে বাড়িতে চারজনকে আটক রেখে শুধু ট্রলার চালানোর জন্য তাকে নিয়ে আসা হয়। অস্ত্রের মুখে ট্রলার চালাতে বাধ্য হয় সে। এ সময় বড় রায়পাড়া এলাকায় নদীর ধারে কচুরিপানার নিচে সাতটি তেলের ড্রাম নামানোর পর স্থানীয়রা তা দেখে ফেলে। সুবিধা করতে না পেরে বাকি মালসহ ডাকাত দল ট্রলারটি মেঘনা ব্রিজ দিয়ে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে মাঝরাতে তাকে ট্রলারে ফেলে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় ছোট একটি ট্রলারে করে তারা কিছু মালামাল নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মিন্টু মিয়া বলেন, মালামালসহ ট্রলার নিখোঁজের পর তারা ব্যক্তিগতভাবে সেটি খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা শুনতে পারেন বড় রায়পাড়া এলাকায় তাদের ট্রলার থেকে চুরি যাওয়া ৭টি তেলের ড্রাম উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেঘনা সেতুর নিচ থেকে মালামালসহ ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। তেল, চিনিসহ কিছু মাল খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। এ সময় আবদুল মান্নান (৪৫), জাকির হোসেন (৩৪), রফিকুল ইসলাম (৩১) ও সজীব হোসেন (২৪) নামে শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়।

নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যের বাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোসাদ্দেরুল হক বলেন, রাতভর অভিযান চালিয়ে আমরা মালামালসহ ট্রলারটি উদ্ধার করি। নিখোঁজ ৫ শ্রমিকের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মালামাল খোয়া গেছে কি না, তা এই মুহূর্তে সঠিক বলতে পারছি না। বিস্তারিত পরে জানাব।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ডাকাত জসিম ও রায়হানকে গ্রেফতার করেছে নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে নৌ পুলিশ।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১ অক্টোবর মেঘনা নদীর মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশ থেকে ৩ বাল্কহেড শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দেড় কোটি টাকার মালামালসহ একটি বাল্কহেড নিয়ে পালানোর সময় ছয় ডাকাতকে আটক করে স্থানীয় জেলেরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৫ কার্তিক ১৪
২১ অক্টোবর ২০২৩

যশোরে ইটভাটার ঘরে নিখোঁজ হকারের মরদেহ

■ যশোর অফিস

যশোরের বাঘারপাড়ায় মানিক মিয়া (৫৮) নামে এক হকারের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকালে উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের পুলেরহাট এলাকায় সৌদি নামক ইটভাটার একটি ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মানিক মিয়া স্থানীয় মথুরাপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিকাল পৌনে ৩টার দিকে স্থানীয় গাইদঘাট গ্রামের ইমামুল নামে এক কৃষক খেতে ঘাস পোড়ানোর ওষুধ স্প্রে করতে যান। এ সময় তার নাকে বিদঘুটে দুর্গন্ধ আসলে ইটভাটার শ্রমিকদের থাকার ঘরে গিয়ে অর্ধগলিত মরদেহ দেখতে পান। ঐ কৃষক স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের লোকজন এসে মানিকের মরদেহ শনাক্ত করেন।

নিহত মানিকের ছেলে শরিফুল ইসলাম জানান, তার বাবা পেশায় হকার। বিভিন্ন অঞ্চলের হাটবাজারে ক্যানভাস করে ওষুধ বিক্রি করতেন। বছরের বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন তিনি। বাড়ি আসবেন বলে ১০ দিন আগে মুঠোফোনে জানান। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তার বাবা। এর আগেও দেরি করে বাড়ি আসার ঘটনা ছিল বলে এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বাঘারপাড়া থানার উপ-পরিদর্শক এসআই শরিফুল ইসলাম জানান, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছুই বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৩ ।

ইজিবাইক চালক হত্যায় গ্রেফতার ৪

যশোরের বেনাপোলের খড়িডাঙ্গা গ্রামে ধান খেত থেকে ইজিবাইক চালক সজীবের গলা কাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ চারিজনকে গ্রেফতার করেছে। বেনাপোল বল ফিল্ড থেকে গত বুধবার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন- শামীম হোসেন, আশরাফুল আলম রাব্বি, আজম হোসেন ও জাহাঙ্গীর কবির। এ সময় হত্যায় ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করে পুলিশ। ডিবি পুলিশের ওসি রুপন কুমার সরকার জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে মাদকদ্রব্য বেচাকেনায় দেনা-পাওনা নিয়ে বিরোধ এবং পূর্ব শত্রুতার জেরে সজীবকে হত্যা করা হয়। -বেনাপোল প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৫ কার্তিক ১
২১ অক্টোবর ২০২৩

বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় খুন হন গার্মেন্টসকর্মী রুনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চাঞ্চল্যকর পোশাককর্মী রুনা আক্তার (২৬) হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান আসামি রাশেদ হোসেনকে (২৩) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। ঢাকা জেলার আশুলিয়া এলাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাকে। বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় গ্রেফতার প্রেমিক রাশেদ শ্বাসরোধ করে রুনাকে হত্যা করে। র‍্যাব-৪ এর কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রহমান গতকাল শুক্রবার বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলেন, গত ১৭ অক্টোবর ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধীন রুনস্থল বটতলা এলাকায় একটি টিনশেড ভাড়া বাসা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়ারা বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবগত করে। পরবর্তী সময়ে ঐ বাসা থেকে এক যুবতির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা করলে র‍্যাব-৪ ছায়া তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় হত্যাকাণ্ডের হোতা রাশেদ হোসেনকে গ্রেফতারে সমর্থ হয় র‍্যাব-৪ এর একটি দল।

গ্রেফতারকৃতর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলেন, ভিকটিম গার্মেন্টসে চাকরি করার সুবাদে ঢাকা জেলার আশুলিয়ার বটতলা এলাকায় একটি টিনশেড বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সেখানেই অপর বাসায় ভাড়া থাকতেন গ্রেফতারকৃত আসামি রাশেদ। পাশাপাশি থাকার সুবাদে গত তিন মাস আগে ভিকটিমের সঙ্গে গ্রেফতারকৃতের পরিচয় হয় ও এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ভিকটিম গত এক মাস ধরে গ্রেফতারকৃতকে বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিতে থাকলে বিয়ে করবে বলে কালক্ষেপণ করতে থাকে। গত ১৫ অক্টোবর রাতে রাশেদ ভিকটিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার কক্ষে প্রবেশ করলে বিয়ের ব্যাপারে পুনরায় চাপ দেয়। সে সময় উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ভিকটিমকে ঘরের মেঝেতে ফেলে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে রাশেদ। পরে একটি ওড়না ভিকটিমের গলায় পেঁচিয়ে তাকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

NEW AGE
WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023

Body of female garments worker recovered in Gazipur

Our Correspondent · Gazipur

THE police on Tuesday afternoon recovered the body of a female garments worker from inside a house that was locked in Islampur area in Gazipur.

The diseased is identified as Shikha Begum, 35, daughter of Saiful Islam, from Trishal in Mymensingh.

Identity card of a factory worker in Ashulia of Dhaka was found with the deceased, said Basan police sub-inspector Hanif Mahmud.

He said that Shikha used to live with her husband at a rented house at Sharipur of Islampur.

'Residents in the area informed the police after they found the house was locked for several days. Shikha's body was found in a bed inside the house,' said SI Hanif.

He also said that the husband absconded and legal action is under way.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২১ অক্টোবর ২০২৩ ॥

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা

উচ্চ আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা হচ্ছে। বালু তোলার খবর সংগ্রহ করতে গেলে নদীর মধ্যে ছয় সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় বালু তোলায় জড়িতরা। ছিনিয়ে নেয় ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন। কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের মাঝনদীতে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিক জাহিদুজ্জামান কুষ্টিয়া মডেল থানায় এজাহার জমা দিয়েছেন। কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি সৈয়দ আশিকুর রহমান বলেন, তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এ হামলার প্রতিবাদে আজ মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব। উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশ প্রতিদিন, নিউজ টোয়েন্টিফোরসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পদ্মা নদী থেকে অবৈধ বালু তোলা নিয়ে সংবাদ প্রচার হয়েছে। -কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৭ অক্টোবর ২০২৩

সাটুরিয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সাটুরিয়া উপজেলার হাজীপুর এলাকায় বুধবার দিবাগত রাতে হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী শিবলু ভুইয়াকে (৩৬) আটক করেছে পুলিশ। শিবলু সাটুরিয়ার বালিয়াটি হাজীপুর এলাকার আবদুর রহিমের ছেলে ও পেশায় ভ্যানচালক। নিহত ওজালা বেগম (২৪) ধামরাইয়ের একটি কারখানার শ্রমিকের কাজ করতেন। পুলিশ জানায়, পারিবারিক কলহের জেরে রাতে শিবলুর সঙ্গে স্ত্রী ওজালার কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ের স্বামী ঘরে থাকা লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে বেধম মারধর করেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। সাটুরিয়া থানার ওসি সুকুমার বিশ্বাস জানান, রাত ৩টার দিকে আমরা হত্যার খবর পাই। এ ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে। লাশ পাঠানো হয়েছে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে। শিবলু ভুইয়া প্রাথমিকভাবে স্ত্রী হত্যার বিষয় স্বীকার করেছেন। -মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার । ২৬ অক্টোবর ২০২৩

রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর গোলাপবাগ এলাকায় মো. রমজান নামের এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার বিকেলে তুচ্ছ কারণে দুই রিকশাচালকের মধ্যে কথা-কাটাকাটির জেরে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জাহাঙ্গীর ওরফে টুণ্ডা জাহাঙ্গীর (৪৮) নামের অন্য রিকশাচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রমজান (৪৫) যাত্রাবাড়ীর গোলাপবাগ এলাকায় রিকশা চালাতেন। তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মো. মফিজুল আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বুধবার বিকেলে গোলাপবাগ এলাকায় জাহাঙ্গীর ও রমজান একসঙ্গেই ছিলেন। এক পর্যায়ে জাহাঙ্গীর রমজানের কাছে সিগারেট চান। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে জাহাঙ্গীর ওরফে টুণ্ডা জাহাঙ্গীর লাঠি দিয়ে রমজানের মাথায় আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হন রমজান। পরে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন তাঁকে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে রমজান মারা যান। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।'

সমকাল
বুধবার । ২৫ অক্টোবর ২০২৩ ।

অল্পস্বল্প

কৃষকের লাশ উদ্ধার

আলফাডাঙ্গা পৌর এলাকার একটি ফসলের মাঠ থেকে রুহুল আমিন (৫৮) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত সোমবার পৌরসভার শ্রীরামপুর এলাকার একটি মাঠ থেকে ওই কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রুহুল আমিন ওই গ্রামের মৃত নুর ইসলামের ছেলে। তিনি আলফাডাঙ্গা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সাবেক খাদেম ছিলেন। স্থানীয়রা জানান, ধানক্ষেতে সার ও ঘাস নিধনের বিষ প্রয়োগ করতে শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হন রুহুল। এরপর তিনি নিখোঁজ ছিলেন। স্থানীয়রা সোমবার বিকেলে ফসলের মাঠে তাঁর মরদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, রুহুল আমিনের মরদেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আলফাডাঙ্গা থানার ওসি মোহাম্মদ আবু তাহের জানান, ওই কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে মর্গে পাঠানো হয়েছে। থানায় অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

■ আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর ২০২৩
৮ কার্তিক ১৪৩০

নরসিংদীতে গলা কেটে তাঁতী লীগ কর্মীকে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষরা তাঁতী লীগ কর্মী রানা আকবর মোল্লাকে গলা কেটে হত্যা করেছে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন তার সহযোগী তুষার। সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কাউরিয়াপাড়ায় পৌর ঈদগাহের পাশে এ ঘটনা ঘটে। রানা মোল্লা কাউরিয়াপাড়ার আলী আকবর মোল্লার ছেলে। আহত তুষার একই ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, পূজা দেখে ফেরার পথে পৌর ঈদগাহের সামনে এলে ওতপেতে থাকা সোহেল, সজিব ইব্রাহিম নামে সন্ত্রাসীরা রানাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তারা কাছ থেকে মাথায় গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। এ সময় তুষারও গুলিবিদ্ধ হয়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তাদের দুজনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রানাকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তুষারকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি খোকন চন্দ্র সরকার জানান, ঘটনার পরপরই জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করা হয়েছে। সহিংসতা এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর ২০২৩
৮ কার্তিক ১৪৩০

টঙ্গীতে গৃহকর্মীকে ধর্ষণ, যুবক কারাগারে

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক গৃহপরিচারিকাকে (৩০) ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ওই বাড়ির কেয়ারটেকার আকরাম হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ অক্টোবর স্থানীয় পূর্ব আরিচপুর শেরেবাংলা রোডের রানির বাসায়। তবে তারা উভয়েই টঙ্গীর ভরান এলাকার আলী আসাদ খোকার বাসায় কাজ করতেন।

পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী দীর্ঘদিন ধরে গৃহপরিচারিকা ও অভিযুক্ত আকরাম হোসেন কেয়ারটেকার পদে চাকরি করে আসছেন। আসা-যাওয়ার পথে তাদের মধ্যে প্রায়ই কথা হতো। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরই জের ধরে গত ১৫ অক্টোবর রাতে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে পার্শ্ববর্তী পূর্ব আরিচপুর শেরেবাংলা রোডের রানির বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে আকরামকে বিয়ের জন্য চাপ দিলে সে তালবাহানা শুরু করে এবং বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে ২২ অক্টোবর থানায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করেন। পুলিশ রোববার রাতেই অভিযান চালিয়ে আকরামকে গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে টঙ্গী পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আসামিকে গ্রেফতার করে সোমবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৩
১০ কার্তিক ১৪৩০

পরিবহণ শ্রমিকের মারধরে মোহাম্মদপুরে বাসচালক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পরিবহণ শ্রমিকের মারধরে রাসেল মাতুব্বর নামের এক বাসচালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় বুধবার নিহতের পরিবার চারজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২-৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত মাহবুব নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মোহাম্মদপুর থানার ওসি মো. মাহফুজুল হক বলেন, মঙ্গলবার মগবাজারে ঘটনার সূত্রপাত। সেখানে প্রতিযোগিতা করে বাস চালানোর সময় একটি বাসের লুকিং গ্লাস ভেঙে যায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড়ে এসে দুই বাসের শ্রমিকরা মারামারিতে জড়ালে এক চালক আহত হন। পরে হাসপাতালে নিলে মারা যান। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, রাসেলের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি রমজান পরিবহণের একটি বাসের চালক ছিলেন। পরিবার নিয়ে মোহাম্মদপুরে ভাড়া থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের পালংয়ের দক্ষিণ সোওলা মাদবরবাড়ি

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৫ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Saturday 21 October 2023

সান্তাহারে দুর্বৃত্তের হামলায় সাংবাদিক আহত

প্রতিনিধি, আদমদীঘি (বগুড়া)

বগুড়ার আদমদীঘিতে সাংবাদিক মনসুর আলীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টায় উপজেলার সান্তাহার পৌর শহরের বাঁশহাটি এলাকায় ৬ জন দুর্বৃত্ত তার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে চাপাতি দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে তাকে গুরুতর আহত করে। সাংবাদিক মনসুর আলী দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার আদমদীঘি উপজেলা সংবাদদাতা ও সান্তাহার প্রেস ক্লাবের সদস্য। আহত সাংবাদিক মনসুর আলীর সহকর্মী তোফায়েল হোসেন লিটন জানান, রাতে সান্তাহার নতুন বাজার থেকে পশুখাদ্য কিনে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে বাঁশহাটি এলাকায় পৌছলে পিছন থেকে ২টি মোটরসাইকেলে ৬ জন দুর্বৃত্ত হঠাৎ তার সামনে এসে পথরোধ করে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে জখম করে। এ সময় তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। তার শরীরে মোট ১৬টি সেলাই দেয়া হয়েছে। তবে কী কারণে এবং কারা তার উপর হামলা করেছে তা তিনি বলতে পারেননি। এ বিষয়ে সান্তাহার পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আলমাস আলী সরকার বলেন, দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
শুক্রবার ১১ কার্তিক ১৪৩০
: Friday 27 October 2023

মোংলায় মাদকাসক্তের ঘুসিতে ভ্যানচালক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোংলায় মাদক সেবীর ঘুষিতে আল আমিন নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দুপুরে মোংলা পৌরসভার মামারঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক আল আমিন মোংলা উপজেলার মালগাজী এলকার সবুর শেখের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত বুধবার দুপুরে আল আমিনের ভ্যানের সাথে হেলাল নামে এক মাদকাসক্তের ধাক্কা লাগা নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আল আমিকে ঘুষি মারে হেলাল। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লে তাকে মোংলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মোংলা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুশফিকুর রহমান তুষার বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরদের তথ্য অনুযায়ী আসামিকে চিহ্নিত করা গেছে।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ১ অক্টোবর ২০২৩ ।

মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা না হলে নভেম্বরে ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালিকপক্ষ মজুরি বৃদ্ধির নামে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্যরা। সরকার বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পরিবর্তে নানা টালবাহানা করে চলেছে। অক্টোবর মাসের মধ্যে মজুরি বৃদ্ধি ও নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করা না হলে নভেম্বরে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যাবেন বলে শ্রমিকরা হুঁশিয়ারি দেন।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা এবং সোয়েটার, জ্যাকার্ডসহ সব গ্রেডে একই হারে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আয়োজিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গার্মেন্টস টিইউসির সভাপতি শ্রমিক নেতা মন্টু ঘোষ।

প্রথম আলো •
সোমবার, ২ অক্টোবর ২০২৩,

পোশাকশ্রমিকের ২৩ হাজার টাকা মজুরি দাবি

পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি জানিয়েছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। একই সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছে তারা। এসব দাবি আদায়ে মিছিল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রাসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। একই সঙ্গে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের মূল মজুরি ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বেতন বাড়ানোর দাবি জানান। ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে গতকাল রোববার জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শ্রমিকদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি আমিরুল হক। সংগঠনটি জানিয়েছে, ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে ২ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন মিছিল-সমাবেশ করা হবে। আর ১৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবেন পোশাকশ্রমিকেরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

NEW AGE MONDAY, OCTOBER 2, 2023,

Leaders of Garment Sramik Andolan in demand of increasing wages of garment workers protest through a rally in front of minimum wage board office at Topkhana Road in the capital Dhaka on Sunday. The third meeting of readymade garment sector minimum wage board was held on Sunday at its office in the capital amid protests of different labour rights bodies without producing any specific proposal for hiking wages of RMG workers. — New Age photo

RMG SECTOR MINIMUM WAGE BOARD

3rd meeting ended without any proposal for pay hike

Staff Correspondent

THE third meeting of readymade garment sector minimum wage board was held on Sunday at its office in the capital amid protests of different labour rights bodies without producing any specific proposal for hiking wages of RMG workers.

Although the representatives of owners and workers to the wage board were asked in the board's second meeting held in August to submit their specific proposals regarding the workers' wages in the third meeting, both representatives failed to do so.

Labour rights groups in separate demonstrations in front of the minimum wage board criticised the board for not making any proposal over the pay hike of workers.

Following the meeting, minimum wage board chairman Liaquet Ali Molla told reporters that both the owners and workers' representatives had sought more time to submit their proposals and he hoped that they would submit their respective proposals in the next meeting likely to be held in the third week of this month.

According to the wage board chairman, the owners' representative could not prepare the wage proposal in time as he was abroad while the workers' representative made progress in preparing the proposal but he also sought extra time.

'As per the decision of the second meeting of the board, we have visited some RMG factories in Dhaka, Ashulia, Gazipur, Sylhet and Chattogram. Today, we have discussed the outcomes of the factory visits.' Liaquet Ali said.

He said that during the factory visits, board members engaged in discussions with owners and workers and the members also noted the demands of the workers.

The board chairman hoped that it would be possible to finalise the new wage of RMG workers by mid-November.

Owners' representative to the wage board Md Siddiqur Rahman said that the board would set a reasonable minimum wage for the RMG workers and the workers would receive the new wage in the first week of January 2024.

Sirajul Islam Rony, workers' representative to the board, told reporters that he received proposals from different workers' federations of Tk 23,000-25,000 as minimum wage for the workers.

'Considering the demands from trade unions, I will prepare my wage proposal for the board,' he said.

Meanwhile, during the meeting of the wage board, a number of workers' organisations were demonstrating and chanting slogan demanding Tk 23,000 to TK 25,000 as monthly minimum wages.

Garment Workers Alliance – a platform of different trade unions in the garment industry – handed over a memorandum to the board chairman demanding Tk 23,000 as monthly minimum wage and several benefits.

It also demanded 65 per cent of total pay as basic payment, 10 per cent annual increment and grade restructure to five from current seven.

Another platform of 11 trade unions in the garment sector also protested in front of the wage board office during the meeting and it condemned the representatives for not making any pay hike proposals. In a statement, it alleged that it was the intention of the owners to prolong the wage review process and deprive the workers of their rights.

সমকাল
সোমবার । ২ অক্টোবর ২০২৩ ।

ভাতা দাবিতে কর্মবিরতিতে ইন্টার্ন নার্সরা

সমকাল প্রতিবেদক

ভাতা দাবিতে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন ডিপ্লোমা ইন্টার্ন নার্স ও মিডওয়াইফরা। গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে সারাদেশে একযোগে এ কর্মসূচি শুরু করে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইন্টার্ন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে তারা। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে কর্মবিরতি ছাড়াও সেখানে মানববন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে ডিপ্লোমা ইন্টার্ন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি পিয়া হালদার বলেন, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পন্ন করে কারিকুলাম অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে কর্মরত আছি। কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী ৬ মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ শুরু হলেও এখনও কোনো ভাতা চালু হয়নি। এই ভাতা চালুর দাবিতেই আমাদের কর্মবিরতি।

দেশে বর্তমানে সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার ইন্টার্ন নার্স ও মিডওয়াইফ রয়েছেন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
২ অক্টোবর ২০২৩

অসুস্থ নারীকে নামিয়ে অটোরিকশা থেকে জরিমানা দাবি

দেবিদ্বারে হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার দেবিদ্বারে ট্রাফিক পুলিশ এবং থানা পুলিশের টোকেন বাণিজ্য ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে দেবিদ্বার-চান্দিনা সড়কের মোহনা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের (সার্কেল) সামনে বিক্ষোভ করেছে ব্যাটারিচালিত ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকরা। গতকাল রবিবার দুপুরে শতাধিক চালক প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ওই বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষুব্ধ চালকরা জানান, থানা পুলিশের মাসিক টোকেন, থানার ডিউটি, স্ট্যান্ড টোকেন, সড়কে জিবি দেওয়ার পরও আবার ট্রাফিক পুলিশের টোকেন নিতে হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের মাসিক ৪০০ টাকা টোকেন না দিলে আমাদের অকারণে মামলা দেওয়া হয়। ওই মামলায় পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। না দিলে আটকে রাখা হয় অটোরিকশা। আমরা দুই স্থানে টাকা দিতে চাই না।

তারা আরও জানান, সহকারী পুলিশ সুপার (দেবিদ্বার-ব্রাহ্মণপাড়া সার্কেল) কার্যালয়ের অদূরে ট্রাফিক পুলিশ বেশকটি অটোরিকশা আটক করে নানা অজুহাতে জরিমানা আদায় করতে থাকে। এ সময় এক অন্তঃসত্ত্বাকে দেবিদ্বার হাসপাতালে নেওয়ার পথে সেটি থামিয়ে অসুস্থ নারীকে নামিয়ে তা আটক করে জরিমানা দাবি করে। এতে চালকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়কে গাড়ি ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে এএসপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে।

অভিযুক্ত ট্রাফিক পরিদর্শক মো. তারেকুজ্জামান ও দেবিদ্বার থানার ওসি কমল কৃষ্ণ ধর টোকেন বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সহকারী পুলিশ সুপার শাহ মোস্তফা তারেকুজ্জমান বলেন, খুব দ্রুত সিএনজি চালক-মালিক ও স্ট্যান্ডের ইজারাদারদের নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধান করব।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩ অক্টোবর ২০২৩

কালিয়াকৈরে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে অটোরিকশা চালকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বাড়ইপাড়া-মহেরাবহ আঞ্চলিক সড়কে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে শতাধিক অটোরিকশাচালক বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। সোমবার দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের লতিফপুর এলাকায় তারা বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে বিক্ষুব্ধরা কালিয়াকৈর থানার বাউন্ডারির ভেতর প্রবেশ করে চাঁদাবাজদের গ্রেফতারের দাবি জানায়। এ ঘটনায় মনির হোসেন নামের এক রিকশাচালক বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগে জানা যায়, উপজেলার আটাবহ ইউনিয়ন রিকশা ও ভ্যান মালিক সমবায় সমিতির আওতায় বাড়ইপাড়া স্ট্যান্ড থেকে জালশুকা সড়কে অটোরিকশা চলাচল করে থাকে। ওই এলাকার মজনু দেওয়ান, লেহাজ উদ্দিন মৃধা, ওমর আলী, রফিক, হুমায়ুন কবীর, হাবিবসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজন অটোরিকশা চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে প্রতি রিকশার জন্য ৩০ টাকা করে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ওই সড়কে রিকশা চলাচল করতে দেবে না বলে জানায়। এর প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে রিকশাচালক মালিক ও এলাকাবাসী ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের লতিফপুর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তৃতা করেন—আলাউদ্দিন সিরাজী, খোকন মৃধা, রফিকুল ইসলাম, মনির হোসেন প্রমুখ। কালিয়াকৈর থানার ওসি আকবর আলী খান বলেন, চাঁদাবাজির বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
সোমবার ২ অক্টোবর ২০২৩
১৭ আশ্বিন ১৪৩০

৮ দফা দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করাসহ আট দফা দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকদের তিন সংগঠন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে রোববার সকালে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পোশাক শ্রমিকদের যে তিন সংগঠন এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। এগুলো হলো জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক পরিষদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন ও ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বস্ত্র পোশাক শিল্প শ্রমিক লীগের সভাপতি জেডএম কামরুল আনাম, ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমীরুল হক আমীন, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমান বাজার মূল্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমলে নিয়ে শ্রমিকদের ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকার জন্য মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

কালের কণ্ঠ
। সোমবার । ২ অক্টোবর ২০২৩ ।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২৩ হাজার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বর্তমান মূল্যস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে এই দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি আট হাজার টাকা, যা ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর ঘোষণা করা হয়। আগামী ২৫ নভেম্বর এই ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে। এই পাঁচ বছরে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ বা তার বেশি হয়েছে। সেই তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি। বরং বর্তমান ডলারের মান হিসাব করলে শ্রমিকদের মজুরি কমেছে এবং মালিকদের ডলারের বর্তমান বাজারদর অনুসারে মুনাফা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁরা বলেন, 'বর্তমানে নিম্নতম মজুরিতে শ্রমিকদের জন্য সাতটি গ্রেড এবং কর্মচারীদের জন্য চারটি গ্রেড রয়েছে। গ্রেড নির্ধারণে কোনো দিকনির্দেশনা নিম্নতম মজুরির গেজেটে না থাকায় মালিকপক্ষ সিনিয়র গ্রেডে (৩ নং গ্রেড) কাজ করলেও শ্রমিকদের সাধারণ বা জুনিয়র গ্রেড দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য সাতটি গ্রেড দরকার না হলেও শ্রমিকদের ঠকানোর জন্য সাতটি গ্রেড করা হয়। আগের ঘোষিত নিম্নতম মজুরির গ্রেডে শ্রমিকদের মূল মজুরি কমিয়ে ৫১ শতাংশ করা হয়। যার ফলে শ্রমিকদের ওভারটাইম মজুরি, ঈদ বোনাস এবং সার্ভিস বেনিফিট কমেছে। আমরা মজুরি বোর্ডের কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেছি।'

পরে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ছয় দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দিতে যান নেতারা।

যুগান্তর
বুধবার ৪ অক্টোবর ২০২৩
১৯ আশ্বিন ১৪৩০

মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিক্ষোভ — যুগান্তর

যুগান্তর
বুধবার ৪ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar

বন্ধ সব কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালুর দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন

বেসরকারিকরণ বন্ধ করে পাট ও চিনিকল, সুতা ও বস্ত্রকলসহ বন্ধ সব কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালু করাসহ ১১ দাবি জানিয়েছে আটটি ট্রেড ইউনিয়নের গঠিত শ্রমিক জোট জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানায় সংগঠনটি।

পরিষদের অন্য দাবিগুলোর অন্যতম হলো—জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন ও বিধিমালা বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমানো, শ্রমিকের জন্য সপ্তাহে পূর্ণ-রেশনিং চালু, শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ, ধর্মঘট করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল-২০২৩' বাতিল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম। গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ ক্বাফী রতনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনজুরুল আহসান খান, শ্রমজীবী আন্দোলনের আহ্বায়ক হারুনার রশিদ ভূঁইয়া, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শামীম ইমাম, শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএফএম ফয়েজ হোসেন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি আলিফ দেওয়ান, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, শ্রমজীবী সংঘের সভাপতি আব্দুল আলীসহ শ্রমিক নেতারা।

এ সময় সংগঠনের নেতারা বলেন, দাবিগুলো পূরণ না হলে সারা দেশে শ্রমিক ধর্মঘট-অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সংবাদ সম্মেলন শেষে তারা শ্রম মন্ত্রণালয় অভিমুখে মিছিল করে স্মারকলিপি পেশ করতে যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১৯ আশ্বিন ১
৪ অক্টোবর ২০২৩

বগুড়ায় বেতন-ভাতার দাবিতে ইন্টার্ন নার্সদের কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

ইন্টার্নশিপের বেতন-ভাতার দাবিতে বগুড়া নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজের নার্সরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার সকালে বগুড়ার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল চত্বরে শতাধিক নার্স মিলে এ কর্মসূচি পালন করেন। ১ অক্টোবর দেশের সকল হাসপাতালে এ কর্মবিরতির কর্মসূচি শুরু হলেও বগুড়ায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। কর্মসূচিতে নার্সরা জানান, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পাশ করে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং সদর হাসপাতালে ইন্টার্ন নার্স হিসেবে তারা কর্মরত রয়েছেন। ইন্টার্ন করা অবস্থায় তারা কোনো প্রকার বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। নেই থাকার ব্যবস্থাও। এ অবস্থায় ইন্টার্নশিপ করাটা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্নভাবে একাধিবার জানানোও হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন।

বিডিআইএনএর বগুড়া শাখার দপ্তর সম্পাদক হাসিন তাওফিক বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ অক্টোবর থেকে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। আমরা যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনায় আছি। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা রয়েছে দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত দেশের সকল হাসপাতালের সামনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি ও মিছিল হবে। এদিকে একই দাবিতে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বগুড়া নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরাও কর্মবিরতি পালন করেন।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৮ অক্টোবর ২০২৩।

২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা এবং সামজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার ও গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিশ্ব শোভন কর্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে দুই সংগঠনের নেতারা এসব দাবি জানান। সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'বর্তমানে প্রতিটি নিত্যপণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধিসহ দৈনিক জীবনযাপনের সামগ্রিক ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ বেসিক, বার্ষিক কমপক্ষে ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ পাঁচটি গ্রেড কাঠামোয় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করার দাবি জানাই আমরা। আমাদের অর্থনীতিতে যে দুটি সেক্টর বেশি অবদান রাখে, সে দুটি হলো পোশাকশিল্প ও রেমিট্যান্স। কিন্তু অর্থনীতিতে অবদান রেখেও তারা অবহেলার শিকার হয়।' তাঁরা বলেন, 'পোশাকশিল্প খাতে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গৌরবের। কিন্তু যাঁদের শ্রমের ফলে আজকের এ সাফল্য, তাঁদের প্রতি অবহেলা, ন্যায্য পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া কখনো কাম্য নয়।'

সংবাদ
রোববার ২৩ আশ্বিন ১৪৩০
: Sunday 8 October 2023

গতকাল বিশ্ব শোভন কর্মদিবস ছিল। দিবসটি পালন উপলক্ষে পোশাক শ্রমিকরা ২৩ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণার দাবিতে সমাবেশ করে -সংবাদ

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ অক্টোবর ২০২৩
২১ আশ্বিন ১৪৩০

গার্মেন্ট স্থানান্তর

শেওড়াপাড়ায় শ্রমিকদের রাস্তা অবরোধ, ভোগান্তি

মিরপুর (ঢাকা) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে গার্মেন্ট স্থানান্তরের প্রতিবাদ এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শেওড়াপাড়ায় (মেট্রোরেল স্টেশন) জেকে ফ্যাশনস লি.র কয়েকশ শ্রমিক দুপাশের রাস্তা অবরোধ করে এ বিক্ষোভে অংশ নেন।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের আকস্মিক এ কর্মসূচিতে মিরপুর ১০ থেকে ফার্মগেটগামী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ অফিসগামী যাত্রীরা পড়েন চরম ভোগান্তিতে।

শ্রমিকরা জানান, ৩ মাসের বকেয়া বেতনের দাবি ও জেকে ফ্যাশনস গার্মেন্ট টঙ্গীতে স্থানান্তরের প্রতিবাদে তারা রাস্তায় নেমেছেন। মালিকপক্ষ কাউকে কিছু না জানিয়ে গার্মেন্ট হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে।

শিলা নামের এক শ্রমিক বলেন, আমি মিরপুর থাকি। শুনেছি টঙ্গিতে গার্মেন্ট নিয়ে যাবে। গার্মেন্ট যদি টঙ্গিতে চলে যায় কিভাবে চাকরি করব? কয়েক মাসের বেতন বাকি রয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা এখানে স্কুলে পড়ে। এতদূর গিয়ে চাকরি করা সম্ভব নয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মিরপুর ১১ নম্বরের বাসিন্দা মান্না বলেন, সকালে কোর্টে একটা জরুরি কাজ ছিল। ৮টার সময় মিরপুর ১০ নম্বর এসে দেখি শেওড়াপড়া দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। পরে মিরপুর ১৪ নম্বর দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট হয়ে আদালতে গিয়ে কাজ সেরেছি। আগে থেকে শ্রমিক আন্দোলনের কথা কেউ জানত না। তাই, বাধ্য হয়ে অনেকে হেঁটে গন্তব্যে গেছেন।

মিরপুর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মহসিন বলেন শেওড়াপাড়া মূল সড়কে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শ্রমিকরা রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন।

মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, সকাল ৮টা থেকে শ্রমিকরা রাস্তায় ছিলেন। সড়কে যানবাহনের প্রচুর চাপ থাকায় মিরপুর ১০ থেকে ১৪ নম্বর দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট হয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৩ আশ্বিন ১
৮ অক্টোবর ২০২৩

জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আশুলিয়ায় মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর অদূরে সাভারের আশুলিয়ায় জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মানববন্ধন করেছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল শনিবার দুপুরে আশুলিয়ার বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর মহাসড়কের ইউনিক বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পানিতে নেমে এই মানববন্ধন করেন তারা।

এ সময় নেতারা বলেন, সড়কের জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ খাল বন্ধ, অবৈধ দখল ও নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা। এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে খাল খনন, অবৈধ দখল ও নির্মাণ উচ্ছেদ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্সের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইমন শিকদার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের আশুলিয়া থানা কমিটির সভাপতি ইসমাইল হোসেন ঠান্ডু, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অরবিন্দু ব্যাপারী বিন্দু ও গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাহবুব আলম বাচ্চু প্রমুখ। উল্লেখ্য, কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আশুলিয়ার বাইপাইল থেকে জামগড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার সড়ক পানিতে ডুবে যায়। এতে পথচারী ও শ্রমিকরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

সংবাদ : বুধবার ২৬ আশ্বিন ১৪৩০
Wednesday 11 October 2023

ন্যূনতম বেতন ২৫ হাজার টাকা করতে গার্মেন্ট শ্রমিকদের মানববন্ধন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতে কর্মরত সব শ্রমিকের বেতন ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে 'গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলন'। গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই দাবি জানায় সংগঠনটি। মানববন্ধনে ২৫ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির পাশাপাশি ৬৫ শতাংশ বেসিক, ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, পঞ্চম গ্রেডের দাবি জানানো হয়।

গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বলেন, 'বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই খাত থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হলেও বরাবরই শ্রমিকরা শোষণের শিকার হয়। এ খাতের শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য বেতন পান না। সমাজে নানাভাবে তারা নিগৃত হন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে শ্রমিকরা কষ্টে জীবনযাপন করছে।'

দুনিয়ার সবচেয়ে সস্তা মজুরের পরিচয় তারা চান না উল্লেখ করে দাবি মেনে নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩০ আশ্বিন ১৪
১৫ অক্টোবর ২০২৩

চাকরিতে আবেদনের বয়স বৃদ্ধির দাবিতে সমাবেশ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ করাসহ তিন দফা দাবিতে আবারও সক্রিয় চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদ। গতকাল দুপুর ১২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে চাকরিপ্রার্থী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদ। সন্ধ্যা ৭টায় প্রেসক্লাব থেকে মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা।

তাদের তিন দফা দাবি হলো—চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ করা, চাকরিতে আবেদনের ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা করা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে বঙ্গবন্ধু ল কমপ্লেক্স (বঙ্গবন্ধু চেয়ার এবং একটি ম্যুরাল) স্থাপন করা

সমাবেশে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শরিফুলর ইসলাম শুভ বলেন, আমাদের তিনটি দাবির একটি হচ্ছে জাতির পিতার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু ল কমপ্লেক্স স্থাপন করা। যে মানুষের জন্য আপনি আজকে ক্ষমতায়, যে মানুষের জন্য আজকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে সেই মানুষের স্মৃতি রক্ষার্থে এতদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের পরো কারো কোনো উদ্যোগ নেই।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার । ১১ অক্টোবর ২০২৩ । ২৬ আশ্বিন ১৪৩০

গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি ২৫ হাজার টাকার দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতে কর্মরত সব শ্রমিকের বেতন ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই দাবি জানায় সংগঠনটি। মানববন্ধনে ২৫ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির পাশাপাশি ৬৫ শতাংশ বেসিক, ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, পঞ্চম গ্রেডের দাবি জানানো হয়। গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই খাত থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক এরপর

গার্মেন্ট শ্রমিকদের

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মুদ্রা অর্জিত হলেও বরাবরই শ্রমিকরা শোষণের শিকার হয়। এ খাতের শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য বেতন পান না। সমাজে নানাভাবে তারা নিগৃহীত হন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে শ্রমিকরা কষ্টে জীবনযাপন করছে। ন্যূনতম মজুরি দাবি মেনে নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১০ অক্টোবর ২০২৩

চট্টগ্রামে বাস বন্ধ রেখে মালিক-শ্রমিক বিক্ষোভ যাত্রীদের দুর্ভোগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

রুট পারমিট ছাড়া গাড়ি চলাচলের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মহানগরীর শাহ আমানত সেতুসংলগ্ন বাকলিয়া থানার গোলচত্বর থেকে কক্সবাজার-বান্দরবানসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের সব রুটে দুই ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করেছে পরিবহন শ্রমিক ও মালিকরা। আকস্মিক এ ধর্মঘটে দুর্ভোগে পড়েন শত শত যাত্রী।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করে কয়েকশ পরিবহন মালিক ও শ্রমিক। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল বান্দরবান-কক্সবাজার জেলা সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকে এ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় মানববন্ধন ও সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলীয় সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মৃণাল চৌধুরী বলেন, রুট পারমিট ছাড়া অবৈধ দূরপাল্লার গাড়ি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার ও বান্দরবান রুটে চলাচল করছে। স্লিপার কোচের নাম দিয়ে কিছু দ্বিতল বাস চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার ও টেকনাফ রুটে চলাচল করছে।

এসব বাসেরও কোনো রুট পারমিট নেই। দ্বিতল বাসগুলো মহাসড়কে ধীরগতিতে চলে. এর পেছনে আটকে থাকে অন্য

চট্টগ্রামে বাস বন্ধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

যানবাহন। ফলে সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। রুট পারমিট ছাড়া এসব বাস চলাচলের কারণে বৈধ বাস মালিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিকরা বেকার হচ্ছে। মালিক-শ্রমিকের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আমরা দুই ঘণ্টার প্রতীকী কর্মসূচি দিয়েছি। এরপরও সমাধান না হলে এক সপ্তাহ পর আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দেব এবং এর মধ্য দিয়ে সড়ক-মহাসড়কে রুট পারমিটবিহীন বাস চলাচল বন্ধ করতে বাধ্য করব।

ঐক্য পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মুছা বলেন, দ্বিতল বাসগুলো বিআরটিএ অনুমোদিত নয়। সেগুলো যেমন মহাসড়কে চলছে, তেমনিভাবে আমাদের আনোয়ারা-বরকল সড়ক, বাঁশখালী পিএবি সড়কে অবৈধভাবে সিএনজি অটোরিকশা, টমটম, ইজিবাইক চলাচল করছে।

কিন্তু প্রশাসন সেগুলো বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে এক মাস আগে বিষয়টি অবহিত করেছি। কিন্তু এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এদিকে বিক্ষোভ চলাকালে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে কক্সবাজার, টেকনাফ, বান্দরবান এবং দক্ষিণের বিভিন্ন উপজেলায় কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। বাস-মিনিবাস দেখলেই আটকে দিয়েছে শ্রমিকরা। তবে অন্য গাড়ি চলাচলে বাধা দেয়নি।

হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ হওয়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। অধিকাংশই কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে কিংবা নানা প্রয়োজনে গন্তব্যে যেতে শাহ আমানত সেতু এলাকায় এসে বাসের অপেক্ষায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

The Financial Express October 11, 2023

RMG workers block Dhaka-M'singh highway demanding dues

GAZIPUR, Sept 10 (UNB): Vehicular movement on the Dhaka-Mymensingh highway remained suspended for an hour on Tuesday as the workers of two readymade garment factories put up barricades demanding payment of their dues.

Quoting workers, Abu Bakar Siddique, officer-in-charge of Bhashon Police Station, said the workers of Meek Knit Limited and Panasia Clothing Ltd were not allowed to enter their factories in the morning due to a conflict with the owners of the two buildings housing the factories.

Later, the workers brought out a procession demanding arrears and took to the street at Bhogra point at 9 am, halting traffic movement.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১২ অক্টোবর ২০২৩

বকেয়া বেতন দাবি শ্রমিকদের শ্রম ভবন ঘেরাও অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রম ভবন ঘেরাও কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়াং ওয়ান্স লিমিটেডের শ্রমিকরা। গতকালও রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান করেন গাজীপুরের জয়দেবপুরের কারখানা দুটির শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর পল্টনে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেওয়া শ্রমিকরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে সরবেন না। আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলছেন, ২০১৭ সাল থেকে তাদের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়নি। তাদের ওভারটাইমের টাকাও দেওয়া হতো না। রানিং মাসসহ প্রায় চার মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। তারা গত ঈদের বোনাসও পাননি। রানা নামে একজন বলেন, ২০১৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময় কখনও ৫০ ভাগ, কখনো পুরো মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। মন্ত্রণালয় ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় আশ্বাস দেওয়া হলেও সে আশ্বাস তারা রাখেননি। এদিকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের কর্মকর্তারা বলছেন, আমরা আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করব। মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলা হয়েছে। আলোচনা করে চেষ্টা করছি শ্রমিকরা যেন তাদের প্রাপ্য বেতন পান।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
১৫ অক্টোবর ২০২৩

কুলাউড়ায় সড়ক অবরোধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধের দাবি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের দাবিতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত শহরের প্রধান সড়ক বন্ধ করে এ বিক্ষোভ করেন তারা। এতে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

শনিবার সকালে উল্টর বাজার এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধের দাবিতে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। পরে দুপুর ১২টার দিকে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকরা পৌর শহরের বঙ্গবন্ধু উদ্যানের সামনে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১০ অক্টোবর ২০২৩।

শ্যামলীতে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর শ্যামলীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে শ্যামলী সিনেমা হলের সামনের সড়কের দুই পাশ অবরোধ করেন গার্মেন্টস কর্মীরা। এতে ওই এলাকায় তৈরি হয় যানজট। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিকাল সাড়ে ৩টার পর সড়কে অবস্থান ছেড়ে চলে যান গার্মেন্টস শ্রমিকরা।

এ বিষয়ে আদাবর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাকের মোহাম্মদ জোবায়ের বলেন, শ্যামলী লিঙ্ক রোডের গোল্ড স্টার গার্মেন্টস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানটি গত ৩ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের কোনো কার্যক্রম এখন নেই। আজ (গতকাল) দ্বিতীয় দফায় শ্রমিকদের বেতনভাতা দেওয়ার তারিখ ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ তা দিতে পারেননি। তাই শ্রমিকরা বেতনভাতা না পেয়ে সড়কে অবস্থান নিয়েছিলেন। এতে সড়কের দুই পাশেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পথচারীরা। এ ছাড়া আশপাশের এলাকাগুলোতে তীব্র যানজট তৈরি হয়। তবে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে অনুরোধ ও পাওনা আদায়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে গার্মেন্টস ভবনের ভেতরে পাঠানো হয়।

যুগান্তর
বুধবার ১৮ অক্টোবর ২০২৩
২ কার্তিক ১৪৩০

সড়ক অবরোধ করে বন্দরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বিনা নোটিশে ছাঁটাই ও বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন নারায়ণগঞ্জের বন্দরের আমিরাবাদ এলাকার রাজ গার্মেন্টস নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকালে কারখানার সামনে মদনপুর-মদনগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে শতাধিক শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শ্রম আইন অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবি জানান তারা। পরে পুলিশের অনুরোধে সড়ক ছেড়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এতে করে সড়কে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে। পুলিশ ও শ্রমিক নেতারা এসে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের শান্ত করে। পরে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, পোশাক কারখানাটিতে তিনশ' শ্রমিক কাজ করেন। সকালে কাজে এসে গেট তালাবদ্ধ দেখতে পান তারা। এ সময় শ্রমিকদের গার্মেন্টসে প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয়। তিন মাসের বেতন পরিশোধ না করে কোনো নোটিশ ছাড়াই কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয় মালিকপক্ষ। এতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আন্দোলনে নামেন। বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবি জানান বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা। কারখানার শ্রমিক জিতু ও রুবেল জানান, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা এখানে কাজ করছেন। মালিকপক্ষ প্রতি মাসেই বেতন দিতে গড়িমসি করেন। মঙ্গলবার এসে দেখেন প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে 'লে-অফ' ঘোষণা করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১০ অক্টোবর ২০২৩

সৌদি ভিসা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সৌদি ভিসা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করেছেন সৌদিগামী শ্রমিকরা। তারা ভিসা বিলম্ব করে দেওয়া ও কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদে জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে সৌদি ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সামনে সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ চলে। এ সময় সেখানকার রাস্তা বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছেন, ভারতের ভিসা প্রক্রিয়াকরণে এখন কয়েক মাস সময় লাগে। এতে তাদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ ছাড়া প্রায়ই কোনো কারণ উল্লেখ না করেই ভিসা প্রত্যাখ্যানও করা হয়।

The Financial Express Thursday | October 19, 2023

Transport strike halts bus services on 20 routes in southern Chattogram

CHATTOGRAM, Oct 18 (bdnews24.com): A 12-hour transport strike has disrupted bus services on 20 routes in Chattogram, Bandarban, Cox's Bazar district, and various upazilas.

The strike, called by the 'Chattogram-Southern Region-Cox's Bazar-Bandarban District Road Transport Owner Worker Unity Council', began at 6 am on Wednesday.

The council is pressing home a range of demands, including the cancellation of bus services operating without route permits on the Chattogram-Cox's Bazar Highway.

Mohammad Musa, the council's senior joint convener, said, "Previously, on Oct 9, we called a two-hour symbolic strike over the same set of demands. As no action was taken by the authorities, a 12-hour strike has been called today."

No buses are operating on Cox's Bazar and Bandarban routes except for those arriving from Dhaka, Musa said. Due to the strike, bus services have also been suspended on routes in Anwara, Banshkhali, Satkania, and Lohagara upazilas. The situation has caused suffering among professionals who regularly commute to Chattogram city.

The photo shows local passengers waiting for bus at an upazila town in Chattogram on Wednesday — bdnews24.com

NEW AGE
THURSDAY, OCTOBER 19, 2023, KARTIK 3, 1430 BS

Naogaon transport workers postpone strike after 33 hours

Staff Correspondent · Rajshahi

THE transport workers in Naogaon postponed their strike on Wednesday afternoon, about 33 hours after they went on a strike for an indefinite period early Tuesday following a clash between bus workers and those of CNG-run three-wheelers.

'We have postponed our strike today at about 2:45pm following the assurance of the district administration. They have assured us of sitting for a meeting with the duo parties for a fair solution after October 24,' said Motiuzzaman Moti, general secretary of Naogaon district Motor Workers Union.

He said that they would go on a strike for an indefinite period again if the perpetrators who carried out an attack on their fellow bus workers were not brought to justice after Durga Puja.

Earlier, bus workers clashed with workers of CNG-run three-wheelers in the Manda ferry terminal area on Monday afternoon following their previous enmity over plying three-wheelers on the highway.

Protesting at the incident, three-wheeler owners and workers blocked the highway in the ferry terminal area and staged a sit-in demanding withdrawal of the bus owners' 'lathial bahini', hired goons, from the highway and registration for a CNG stand in the Baludanga bus stand area.

Since the bus and the three-wheeler workers faced off against each other and tension was continuing to brew up, a huge number of law enforcers were deployed in the ferry terminal area to avoid any untoward incidents.

Following the incident, the bus workers went on a strike for an indefinite period from Tuesday morning in protest at the attack against their fellow workers.

MONDAY OCTOBER 16, 2023
ASHWIN 31, 1430 BS
The Daily Star

RMG workers besiege factory inspection office

OUR CORRESPONDENT, *Gazipur*

More than 500 readymade garment workers yesterday besieged the office of the Department of Inspection for Factories and Establishments in Tongi, Gazipur, demanding arrear wages and their jobs back after their factory suddenly shut down.

Contacted, Motaleb Mia, deputy inspector general of the Department of Inspection for Factories and Establishments, said, he spoke to the workers. "I've contacted the factory authorities and they have agreed to sit with us regarding this matter on October 23."

DIRD Composite Textiles Ltd in Rajendrapur of Sreepur upazila abruptly closed its factory without paying their 10,000 workers two months' outstanding wages on September 23, said protesters.

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023,

People suffer as bus workers go on strike in Naogaon

Staff Correspondent · Rajshahi

BUS communications between Naogoan and the rest of the country remained suspended on Tuesday as the district transport workers enforced a strike for an indefinite period following a clash between bus workers and those of CNG-run three-wheelers.

This is the fourth time that the transport workers enforced a strike in the district in the past six months.

'It seems that we are hostages to transport owners and workers as they enforce a strike, whenever they want, to achieve their own interests,' said Abul Hasan, a grocery owner who travelled to Naogaon from Sapahar upazila on Monday to buy some commodities for his shop and stayed at one of his relatives' house at night.

Witnesses said that bus workers clashed with workers of CNG-run three-wheelers in the Manda ferry terminal area on Monday afternoon following their previous enmity over plying three-wheelers on the highway.

Protesting at the incident, three-wheeler owners and workers blocked the highway in the ferry terminal area and staged a sit-in demanding withdrawal of the bus owners' 'lathial bahini', hired goons, from the highway and registration for a CNG stand in the Baludanga bus stand area.

Since the bus and the three-wheeler workers faced off against each other and tension was continuing to brew up, a huge number of law enforcers were deployed in the ferry terminal area to avoid any untoward incidents.

Following the incident, the bus workers enforced a strike for an indefinite period from Tuesday morning in protest at an attack against their fellow workers.

Shahidul Islam, president of Naogaon District Bus Owners' Association, said that there was a ban on three-wheeler's movement on the highway but the owners and drivers were plying their vehicles despite repeated requests from the district administration and transport leaders.

He said that a clash ensued between the bus and the three-wheeler workers over the issue on September 22.

'In a meeting with the district administration and police, it was then decided between the two groups that three-wheelers would not be allowed to ply on the highway from 9:30am to 3:30pm. But, the three-wheelers owners and drivers are not complying with the decision,' he said.

Shahidul Islam alleged that three-wheeler owners and drivers beat up bus workers as the latter forbid them plying their three-wheelers outside the fixed time complying with the decision.

He said that the bus drivers and workers enforced the strike as one of their fellow workers was injured in the attack.

Ashiq Hossain, general secretary of Naogaon CNG Workers' Union, said that the 'lathial bahini' of the bus owners' association beat up their fellow driver Bachchu Sardar in ferry terminal area and vandalised three three-wheelers on Monday.

'Such incidents happen regularly. Every day bus workers obstruct CNG-run three-wheeler's movement on the highway, beat up our fellow drivers and vandalise our vehicles. We are not getting the expected support from the local administration, due to which we are forced to take to the streets,' he said.

Md Gaziur Rahman, additional superintendent of Naogaon police (administration and finance), said that it was a long-standing conflict between the bus and three-wheeler workers.

'We are trying to negotiate between the two parties to normalise vehicle movement,' he said.

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023

SKOP to deliver memorandum to PM over labour law issue

Staff Correspondent

SRAMIK Karmachari Oikya Parishad will hand over a memorandum to prime minister Sheikh Hasina on Thursday demanding refraining government's decision of amending the labour law without taking opinion of tripartite consultative council.

SKOP leaders on Tuesday at a press conference at Dhaka Reporters Unity announced the programme.

Joint coordinator of SKOP labour leader Shah Mohammad Abu Zafar raised nine point demands including refraining from amending labour law, withdrawal of Essential Services Bill-2023 from the parliament, fixing national minimum wage, stopping system of outsourcing of the workers, reopening the nationalised jute mills.

Another joint coordinator of SKOP Nurul Amin readout written speech and labour leaders Razequzzaman Ratan, Chowdhury Ashiqul Alam, Anwar Hossain, Abdul Kader Hawlader, Shamim Ara, Saifuzzaman Badsha, Badal Khan and others attended the conference.

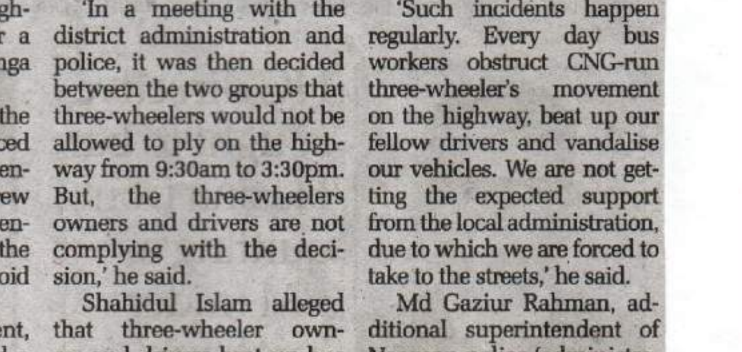

The Sramik Karmachari Oikya Parishad holds a press conference at the Dhaka Reporters Unity on Tuesday. **Report on page 4.** — New Age photo

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৮ কার্তিক
২৪ অক্টোবর ২০২৩

গাজীপুর : রাজবাড়ী সড়কে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ —ইত্তেফাক

বকেয়া বেতন-বোনাস দাবি

গাজীপুরে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে পোশাক শ্রকিদের বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের এক পোশাক কারখানার শ্রমিকরা এবার মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে আন্দোলনে নেমেছেন। তারা বকেয়া বেতন-ভাতা, ঈদ বোনাস, অর্জিত ছুটি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধার টাকা পরিশোধ এবং বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন।

পুলিশ, আন্দোলনরত শ্রমিক ও স্থানীয়রা জানায়, নগরীর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান গেটের সামনে লক্ষীপুরা এলাকার স্টাইল ক্র্যাফট লি. এবং ইয়াং ওয়ান্স (বিডি) লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের গত জুলাই ও আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা, ঈদুল আযহার আংশিক বোনাস, পাঁচ বছরের অর্জিত ছুটির টাকা ও পাঁচ বছর যাবৎ জমা রাখা নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধার টাকাসহ বিভিন্ন ভাতাদি পাওনা রয়েছে। শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ না করেই কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার আশ্বাস দিয়ে দিন তারিখ নির্ধারণ করলেও শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ করেনি। এ নিয়ে শ্রমিকরা ইতিপূর্বে একাধিকবার বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে। শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি হলেও শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ করা হয়নি। সর্বশেষ রবিবার শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু এদিন শ্রমিকরা দিনভর কারখানার সামনে অবস্থান করলেও পাওনাদি পরিশোধ করা হয়নি। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বিকালে কারখানার সামনে ঢাকা-গাজীপুর সড়ক দীর্ঘসময় অবরোধ করে রাখে।

সোমবারও সকাল হতে শ্রমিকরা তাদের পাওনাদির জন্য কারখানার সামনে অবস্থান করে। কিন্তু পাওনাদি ও মালিক পক্ষের কাউকে না পেয়ে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে দুপুর ১টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের গেটের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং সড়ক অবরোধ করে। এ সময় তারা বিক্ষোভ করে।

জিএমপির সদর থানার ওসি জিয়াউল ইসলাম জানান, এ কারখানায় তিন সহস্রাধিক শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে।

মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক ও কোনাবাড়ী এলাকায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। তৈরি পোশাক, জুতা ওষুধসহ পাঁচটি কারখানার শ্রমিকরা গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেয়, যা শেষ হয় বেলা ২টার পর। ফলে পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানবাহন চলাচলও বন্ধ ছিল। এদিকে বেলা ১টা বাজতেই উপজেলার মৌচাকের তেলিরচালা এলাকায় শ্রমিকদের তুলকালাম শুরু হয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রথম দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মুখোমুখি হলে শ্রমিকরা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ টিয়ারশেল ও কাঁদানেগ্যাস নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে। এক পর্যায়ে ভাঙচুর করা হয়েছে বেশকিছু গাড়ি। কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, উপজেলার তেলিরচালা এলাকার পূর্বানী গ্রুপের করিম টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা সর্বনিম্ন বেসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা করার দাবিতে সোমবার সকাল ৯টায় কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময়ে আশপাশের লগোজ অ্যাপারেলস, হাইড্রো অক্সাইড, সোয়েটার কারখানা, এপিএস অ্যাপারেলস, বে ফুটওয়ার কারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। পরে শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ঐ মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আর এতে দুর্ভোগে পড়ে ঐ পথে চলাচলকারীরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৭ কার্তিক ১৪৩০
২৩ অক্টোবর ২০২৩

পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকার দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ —ইত্তেফাক

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর ২০২৩
E-mail: anandonagar@

গৌরীপুরে পাঁচ দফা দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

গৌরীপুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রণোদনাসহ ৫ দফা দাবিতে সোমবার বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি। তাদের দাবিগুলো হলো সহজ শর্তে ঋণ, পূর্বঋণের সুদ মওকুফ, সার, অনুসার, কীটনাশক ও মাছের খাদ্যের দাম কমাতে, নদী-খালের পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে অবৈধ বাঁধ অপসারণ, খাল-নদীর নাব্য বাড়াতে খনন করা, নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ধ্বংসকরণ এবং কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং করা। সমাবেশে কৃষক সমিতি গৌরীপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মজিবুর রহমান ফকিরের সভাপতিত্ব ও সম্পাদক প্রকৌশলী রিয়াজুল হাসনাতের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন গৌরীপুর টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের সাবেক সুপার এমএ জিন্নাহ, কমিউনিস্ট পার্টি উপজেলা কমিটির সম্পাদক হারুন আল বারী, খেতমজুর সমিতির সম্পাদক আব্দুল লতিফ, কৃষক সমিতির সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন হেলিম, গোলাম মোহাম্মদ, কৃষকনেতা নুরুল আনোয়ার, খায়রুল আলম বাচ্চু, মো. সাইদুল হক, কৃষক গাভীশিমুল গ্রামের তোফাজ্জল হোসেন হেলিম প্রমুখ।

গৌরীপুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রণোদনাসহ ৫ দফা দাবিতে সোমবার কৃষক সমিতির বিক্ষোভ যুগান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৯ কার্তিক ১
২৫ অক্টোবর ২০২৩

শ্রীবরদীতে পুকুরে মিলল কৃষকের লাশ

শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা

শেরপুরের শ্রীবরদীতে নিখোঁজের ১২ ঘণ্টা পর পুকুরে মিলল বিল্লাল হোসেন (৫০) নামে এক কৃষকের লাশ। সোমবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার ভাটি লঙ্গরপাড়া গ্রামের একটি পুকুর থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। বিল্লাল একই এলাকার মৃত আদি মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে উজ্জল মিয়া বাদী হয়ে মঙ্গলবার দুপুরে চার জনের নাম উল্লেখ করে শ্রীবরদী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। তথ্যগুলো নিশ্চিত করেছেন থানা অফিসার ইনচার্জ কাইয়ুম খান সিদ্দিকী।

পুলিশ ও পরিবারের সদস্য সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে কৃষক বিল্লাল হোসেন ছাগলকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য বাড়ি থেকে বের হন। সন্ধ্যার দিকে ছাগল বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু ঐ কৃষক বাড়ি ফেরেননি। এ ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে মাইকিং করেন। একপর্যায়ে রাত ১১টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৩।

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। এ সময় তাঁরা বেশ কিছু কারখানা বন্ধ করে দেন।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী কোনাবাড়ী ও কাশিমপুর এলাকার বেশ কয়েকটি কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে নেমে আসেন। তাঁরা মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন এবং আশপাশের দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে গ্লাস ভাঙচুর করেন। হামলার আশঙ্কায় কোনাবাড়ী এলাকার অনেক ব্যবসায়ী দোকানপাট বন্ধ রাখেন।

কোনাবাড়ী থেকে মিছিল নিয়ে শ্রমিকরা ভোগড়া বাইপাস হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দিয়ে কলম্বিয়া গার্মেন্টস পর্যন্ত যান। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকদের তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। খবর পেয়ে পুলিশ মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। দুপুরের দিকে বিক্ষোভকারীরা মহানগরীর ভোগড়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ন্যূনতম বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে গত ২৩ অক্টোবর থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এবং কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিচালা ও মৌচাক এলাকার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে আসছেন। গত কয়েক দিনে তাঁরা এসব এলাকায় কারখানা ভাঙচুর, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও যানবাহন ভাঙচুর করে ক্ষতিসাধন করেছেন।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি-কোনাবাড়ী জোন) মো. আসাদুজ্জামান জানান, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ রেখে বিক্ষোভ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ধাওয়া দিয়ে ও টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।

দেশ রূপান্তর
বুধবার

গাজীপুরে ফের শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় বিক্ষোভ করছে কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মৌচাক ও কোনাবাড়ী এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে তারা। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এর আগের দিন গত সোমবার একই দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে পাঁচ কারখানার শ্রমিকরা।

পুলিশ, কারখানার শ্রমিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে বিভিন্ন কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে তারা কোনাবাড়ি এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আফরোজা বেগম নামে এক পোশাক শ্রমিক বলেন, 'অপারেটর পদে চাকরি করি। বেতন ১০ হাজার ২০০ টাকা। দ্রব্য মূলের অতিরিক্ত দামের কারণে এই বেতনে সংসার চলে না। কারখানা কর্তৃপক্ষকে বেতন বাড়ানোর কথা বললে তারা বেতন বাড়াচ্ছে না। অথচ বাজারে কিছু কিনতে গেলে ৮০ টাকার নিচে কেনা যায় না। প্রতি মাসে বাসা ভাড়া সাড়ে ৩ হাজার টাকা দিতে হয়। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালাব কীভাবে তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলন করতে এসেছি।

সেলিনা বেগম নামে আরেক শ্রমিক বলেন, যে টাকা বেতন পাই তা দিয়ে ১৫ দিনও সংসার চলে না। ঘর ভাড়া, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, চিকিৎসার খরচ, রিকশা ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়া খরচ হয় না। এই বেতনে তিন বেলা খেতেই পাচ্ছি না। বেতন বৃদ্ধি না করলে আন্দোলন ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি-কোনাবাড়ী জোন) মো. আসাদুজ্জামান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ে।

সময়ের আলো সোমবার। ২৩ অক্টোবর ২০২৩।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করে গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স ● সময়ের আলো

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার, ৫ কার্তিক ১
২১ অক্টোবর ২০২৩

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকার দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশের পর মিছিল —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার, ৯ কার্তিক ১৪৩
২৫ অক্টোবর ২০২৩

গাজীপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা এলাকায় বিক্ষোভ করেছে। এক পর্যায়ে তারা কিছু সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। পুলিশ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানায়, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দুপুরে স্থানীয় লগোজ অ্যাপারেল লিমিটেড, পূর্বাণী নিটওয়্যার লিমিটেড এবং এটিএস অ্যাপারেলস লিমিটেডসহ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে তারা কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে ঐ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিলে প্রায় আধাঘণ্টা পর যানবাহ চলাচল স্বাভাবিক হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (কোনাবাড়ী জোন) মো. আসাদুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

যুগান্তর
বুধবার ২৫ অক্টোবর ২০২৩
৯ কার্তিক ১৪৩০

কালিয়াকৈরে সন্ত্রাসীদের হুমকিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ও তেলিরচালা এলাকায় সোমবার ৫ থেকে ৭টি গার্মেন্টি শ্রমিকরা তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক এলাকা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেই রেশ কাটিতে না কাটিতেই মঙ্গলবার উপজেলার লগোজ এপ্যারলেজ কারখানা বে-ফুট কারখানাসহ বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করার চেষ্টা করে। বহিরাগত বেশ কিছু লোক মটরসাইকেল নিয়ে কয়েকটি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই হুমকির প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় শিল্প পুলিশ ও কালিয়াকৈর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কারখানার শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকালে তারা যথারীতি কর্মস্থলে যোগদান করেন পরে চা বিরতির সময় লগোজ কারখানার শ্রমিকরা বাইরে এসে টিফিন করছিলেন এমন সময় কিছু সংখ্যক বহিরাগত লোকজন এসে শ্রমিকদের চায়ের কাপ টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়ে তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। বহিরাগতরা তাদের এই বলে হুমকি দেয় যে ভবিষ্যতে কোন আন্দোলন করলে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে। বিষয়টি বিভিন্ন কারখানা শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে দেখা দেয় শ্রমিক অসন্তোষ। এবং শ্রমিকরা জড়ো হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করার চেষ্টা করে। কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১২ কার্তিক ১৪৩০
Dhaka : Saturday 28 October 2023

গার্মেন্ট শ্রমিকদের ২৫ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে গতকাল রাজধানীতে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির অবস্থান -সংবাদ

শুক্রবার, ১১ কার্তিক ১৪৩০
২৭ অক্টোবর ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : উপজেলার তেলিরচালা এলাকায় পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল চতুর্থ দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে —ইত্তেফাক

গাজীপুরে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ, ভাঙচুর আগুন, পুলিশসহ আহত ২০

■ গাজীপুর প্রতিনিধি ও কালিয়াকৈর সংবাদদাতা

বেতন বাড়ানোর দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো বৃহস্পতিবার গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ী, কালিয়াকৈর উপজেলার শফিপুর ও মৌচাক এলাকার পোশাকশ্রমিকরা আন্দোলন করেছে। এ সময় তারা অন্তত অর্ধশত বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন যানবাহন ভাঙচুর এবং একটি জিপে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ঐ সব স্থানে প্রায় সারা দিনই শ্রমিক-পুলিশ দফায় দফায় সংঘর্ষ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এ ঘটনায় পাঁচ পুলিশসহ অন্তত ২০ জন শ্রমিক-পথচারী আহত হয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পুলিশ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মৌচাক এলাকার গ্রোবাস, কোকোলা, তেলিরচালা এলাকায় নাগেজ অ্যাপারেলস লিমিটেড, এজিএস অ্যাপারেলস লিমিটেড, হাইড্রোঅক্সাইড লিমিটেড এবং কোনাবাড়ী এলাকার এলজেড লিমিটেড, ওরিয়েন্ট এলিটর লিনজেরি লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে আন্দোলন শুরু করে। এ সময় তারা বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েকটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে দেয় কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে না গিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এ সময় শ্রমিকরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ঐ মহাসড়কে চলাচলরত অন্তত অর্ধশত গাড়ি ভাঙচুর এবং একটি জিপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ তাদের মহাসড়ক থেকে সরাতে গেলে শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় পুলিশ-শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষ বেধে যায়। পরে পুলিশ টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এদিকে দুপুর দেড়টার দিকে কোনাবাড়ী আমবাগান রোড তেঁতুলতলা এলাকায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জড়ো হয়ে এমএম নিট কারখানার গেট এবং আশপাশের দোকানপাট ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। ঘটনায় সময় শ্রমিকদের ধাওয়ায় পুলিশের পাঁচ সদস্য এক বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ সময় শ্রমিকরা বাড়িটি ঘেরাও করে রাখে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে টিয়ারসেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের উদ্ধার করে।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, বর্তমানে ৭-৮ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে এই বেতনে তাদের চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এ কারণে তারা বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবি করেন।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ-২-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মঈনুল হক জানান, সকাল থেকেই শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোনাবাড়ী, মৌচাক ও সফিপুর এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে জড়ো হয়ে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছে। আমরা গিয়ে তাদের বুঝিয়ে মহাসড়কে থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরপরই তারা মহাসড়কের অন্য অংশে অবরোধ করে। এতে মহাসড়কে যান চলাচলের বিঘ্ন হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মাহবুব হোসেন জানান, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করে। তাদের সরাতে গেলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে ইন্সপেক্টর মহিউদ্দিনসহ পাঁচ জন আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৩

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাভারে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিক বিক্ষোভ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সাভারের হেমায়েতপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ১০টি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা কারখানার সামনে স্থানীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গতকাল সকালে হেমায়েতপুর এলাকার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের সামস ও টিসিএল-২ নামের দুটি কারখানায় এ শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, সর্বনিম্ন বেতন ২৩ হাজার টাকা করার জন্য আন্দোলন করছি। আশপাশের কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করবেন এটা হতে পারে না। বেতন বৃদ্ধি হলে তারাও তো এ সুবিধা ভোগ করবেন। তাই সবাইকে আন্দোলনে নেমে একাত্মতা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

NEWAGE
SATURDAY, OCTOBER 28, 2023,

Garment Sramik Samhati rejects owners' proposal

Staff Correspondent

POLITICIANS and garment workers' leaders on Friday rejected a proposal by garment factory owners to set minimum wage at Tk 10,400.

Bangladesh Garment Sramik Samhati organised a rally in front of the National Press Club protesting at the proposal.

The president of the organisation, Taslima Akhter, chaired the rally.

Taslima Akhter said that the garment factory owners proposed Tk 10,400 per month wage for the workers in the wage board meeting on Sunday which was not acceptable.

She demanded Tk 25,000 per month minimum wage for the garment workers.

She also said that without the amount the workers could not run their families facing the abnormal price hike of essential commodities.

Ganosamhati Andolan chief coordinator Zonayed Saki said that the workers of the country, especially the garment workers, were suffering much to run their families with the minimum wage Tk 8,000 per month, which they get now.

Referring to the proposal of the factory owners' proposal of Tk 10,400 per month wage in the wage board meeting, Saki said that it would not be possible for the workers to run their families facing the abnormal price hike of the essential commodities.

He urged the garment workers' rights bodies to wage movements in demand of increasing wages of the garment workers.

General secretary of Garment Workers Trade Union Centre Sadequr Rahman Shamim, Garment Sramik Samhati general secretary Babul Hossain, central leader Anjan Roy and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded different city roads.

দেশ রূপান্তর
সোমবার
৩০ অক্টোবর ২০২৩, ১৪ কার্তিক ১৪৩০

পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ সংঘর্ষ ভাঙচুর আগুন

গাজীপুর ও সাভার প্রতিনিধি

মজুরি বাড়ানোর দাবি

- সাভারে বহিরাগত হামলা সংঘর্ষে আহত ২০
- গাজীপুরে ষষ্ঠ দিনের মতো অসন্তোষ, ভাঙচুর পিকআপে আগুন

মজুরি বাড়ানোর দাবিতে ঢাকার সাভার ও গাজীপুরে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। সাভারে ২০ জন আহত হলেও গাজীপুরে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

গতকাল রবিবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুরের ঋষিপাড়া এলাকায় বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের ওপর বহিরাগতদের হামলার পর সংঘর্ষ হয়। অন্যদিকে গাজীপুরের কাশিমপুর ও কোনাবাড়ী এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় শ্রমিকরা ভাঙচুর চালায়। আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশের পিকআপে।

গতকাল রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ঋষিপাড়া পদ্মার মোড়, নাজিমনগর এলাকায় পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরেই শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। গতকাল সকালে ঋষিপাড়া এলাকার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ ও ব্যাবিলন গ্রুপের অবনী ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় মোটরসাইকেল ও গাড়িবহরসহ লাঠিসোঁটা নিয়ে কিছু লোক তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলার খবর পেয়ে আশপাশের আরও কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরাও রাস্তায় নেমে আসে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা হেমায়েতপুর-সিংগাইর সড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। শ্রমিকরা পুলিশ ও হামলাকারীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক রাসেল মোল্লা বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

গাজীপুরে ষষ্ঠ দিনের মতো বিক্ষোভ করেছে পোশাকশ্রমিকরা। সকালে বিক্ষোভ চলাকালে মহানগরীর কাশিমপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর বেলা ১১টার দিকে মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় শুরু হয় বিক্ষোভ। স্ট্যান্ডার্ড কারখানা ও কোনাবাড়ী বিসিকের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তারা দলবল নিয়ে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। পুলিশকে বহনকারী একটি পিকআপে আগুন দেয় উত্তেজিত শ্রমিকরা। পরে পুলিশ ও র‍্যাব এসে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

শিল্প-পুলিশের ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম বলেন, শ্রমিকদের ছোড়া ইটের আঘাতে নাহিদ নামে শিল্প-পুলিশের এক সদস্য আহত হয়েছেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কোনাবাড়ী থানার ওসি কে এম আশরাফ উদ্দিন বলেন, শ্রমিকরা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে। পরে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৩

শ্রমিক বিক্ষোভে রণক্ষেত্র গাজীপুর মিরপুর

দুই শ্রমিকের মৃত্যু, পুলিশের গাড়িতে আগুন ভাঙচুর
বেতন বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা গাজীপুর ও সাভার প্রতিনিধি

গাজীপুরে বেতন বাড়ানোর দাবিতে সপ্তম দিনের মতো গতকালও আন্দোলনে নামে পোশাক শ্রমিকরা। উত্তেজিত শ্রমিকরা মহাসড়কে একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেয়। বিক্ষোভ চলাকালে রাসেল হাওলাদার (২২) নামে এক শ্রমিক নিহত হন। শ্রমিকদের দাবি, পুলিশের গুলিতে ওই শ্রমিক মারা গেছেন। তবে পুলিশ বলছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে গাজীপুরে একটি কারখানায় আগুনে পুড়ে এক শ্রমিক মারা গেছে।

রাজধানীর মিরপুরে একই দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুর করেন। সাভার-আশুলিয়ায় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে গতকাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান।

গাজীপুর : ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মালেকের বাড়ি, ভোগরা বাইপাস, চান্দনা চৌরাস্তা, কোনাবাড়িসহ বেশ কয়েকটি স্থানে কারখানা শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে কয়েকবার অবরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। উত্তেজিত শ্রমিকরা মহাসড়কে চলাচলকারী একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেয়। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। শ্রমিক বিক্ষোভ চলাকালে রাসেল হাওলাদার (২২) নামে এক শ্রমিক নিহত হন। শ্রমিকদের দাবি, পুলিশের গুলিতে ওই শ্রমিক মারা গেছেন। তবে পুলিশ বলছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত রাসেল ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার বিনাইকাঠি গ্রামের হান্নান হাওলাদারের ছেলে। সিটি করপোরেশনের বাসন থানা এলাকার ডিজাইন এক্সপ্রেস লিমিটেড গার্মেন্টসের ইলেকট্রিশিয়ান পদে চাকরি করতেন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের গাছা থানার কলম্বিয়া মোগড়খাল এলাকার নুর আলমের বাড়ির ভাড়াটিয়া। পুলিশ ও আন্দোলনরত কারখানার শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টা থেকে শ্রমিকরা ভোগড়া বাইপাসের আশপাশের এলাকার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে। এ সময় কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুর চালায় এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিছিল বের করে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাক ভাঙচুর করে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। উত্তেজিত শ্রমিকরা কলম্বিয়া গার্মেন্ট নামের একটি পোশাক কারখানার সামনে থাকা একটি পিকআপে ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় রাসেল হাওলাদার নামে এক পোশাক শ্রমিক আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাভার : সাভার ও আশুলিয়ায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ইটপাটকেল, কাঁদানে গ্যাস ও পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে শ্রমিক ও পুলিশসহ ৫০ জন আহত। গতকাল ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের আশুলিয়ার জামগড়া, ছয়তলা, নরসিংহপুর, নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ও সাভারের হেমায়েতপুরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে শিল্প পুলিশ জানিয়েছে।

মিরপুর : গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর সাড়ে ১১ (পূরবী সিনেমা হল) সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কয়েকশ' গার্মেন্টস শ্রমিক। এ সময় গার্মেন্টস শ্রমিকরা প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। একপর্যায়ে মিরপুর ৭ নম্বরের অ্যাপোলো ফ্যাশন, অ্যাপোলো নিটওয়্যার লিমিটেড, রিও ফ্যাশন, ডিজাইন লিমিটেড, ব্রানারসন অ্যাপারেলস লিমিটেডসহ কয়েকটি গার্মেন্ট ভাঙচুর করেন বিক্ষোভকারীরা। শ্রমিকরা জানান, আগামী বছরের শুরুতে নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী তাদের বেতন ২৩ হাজার টাকা হওয়ার কথা। এ জন্য চলতি মাসে তাদের গ্রেড ঠিক করার কথা; কিন্তু মালিকপক্ষ গ্রেড পরিবর্তন ও বেতন বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর : গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কত নির্ধারণ করা হবে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি জানিয়ে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মনুজান সুফিয়ান। এ ধরনের অপ্রপচারে বিভ্রান্ত না হতে আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকার বেশি নির্ধারণ করা হবে।

লাশ উদ্ধার : গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় পাশেই থাকা অনন্ত গ্রুপের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় আগুন দেয় এক দল দুর্বৃত্ত। আগুন নেভানোর পর ইমরান (৩০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ইমরান কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার ভুমবাড়িয়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে।

The Business Standard Bus
11 October, 2023, 09:25 am

What should be the minimum wage for garment workers?

Miraz Hossain & Zannat Husna

Earlier this week, the Centre for Policy Dialogue (CPD) proposed a monthly wage of Tk17,568 for garment workers, upsetting all stakeholders. The Business Standard reached out to experts for their take

Photo: TBS/ Salahuddin Ahmed

Bangladesh currently has the lowest minimum wage among the top garment-exporting countries. This includes Pakistan, Sri Lanka, India, Myanmar, Cambodia and Indonesia.

Bangladeshi garment workers earn as little as Tk8,000 every month.

Earlier this year, the government established a wage board on 9 April to recommend a new wage structure for over four million garment workers in Bangladesh. In August, Liakot Ali Mollah, chairman of the Minimum Wage Board of the Labour Ministry, said new wages for garment workers would be decided by November and implemented the following month.

Earlier this week, the Centre for Policy Dialogue (CPD) proposed a monthly wage of Tk17,568 for garment workers. Meanwhile, labour rights organisations demanded - considering soaring inflation - up to Tk25,000 as the minimum wage.

Five labour bodies, including the Industrial Bangladesh Council and Garments Sramik Parishad, have already issued statements rejecting CPD's wage proposal, demanding that the minimum wage of garment workers be declared at least Tk 23,000.

The Business Standard reached out to experts and stakeholders for their take on the matter.

'Tk17,568 as minimum wage for garment workers is absurd'

Nazma Akhter. Sketch: TBS

Nazma Akhter

President of Sammilita Garment Sramik Federation

CPD's proposed Tk17,568 as minimum wage for garment workers is absurd. How can you expect a family to live off this money in Dhaka when living expenses are so high?

Potatoes are Tk50 per kilo. We pay Tk150 for a dozen eggs and Tk70 for a kilo of rice. We are struggling to buy food and other essentials. I don't even want to start about medical expenses.

We, the garment workers, have not expected this ridiculous proposal from CPD. It shows that they clearly favour the owners and not the workers.

The workers want the buyers to pay more for the products so that the owners can profit and the industry thrives. Both the owners and the workers are part of the industry. But people cannot expect us to die working for the owners.

We have to survive first to bring profit to the owners. But how can we survive with so little money? The workers are getting sick because they cannot afford food anymore. Day by day, garment workers are losing their ability to work, which is a huge threat to the industry.

As a labour leader, I reject the proposed minimum wage structure of CPD and demand that garment workers get at least Tk23,00 as a minimum wage.

'If a salary structure is imposed from outside, many factories may shut down'

Shahidullah Azim. Sketch: TBS

Shahidullah Azim

Vice-President, BGMEA

CPD should have discussed the matter of the minimum wage of garment workers with the owners of RMG factories before proposing a minimum wage of Tk17,568. When you talk about issues like these without consulting the stakeholders, it creates a lot of confusion. The workers start demanding a raise without understanding that the owners cannot do it overnight.

Of course, we want the garment workers to earn more and get better wages. But this is not something that you can force, especially from outside, like the proposal of CPD. Because, even though we want to increase the workers' salary, we cannot do it unless the buyers pay us more for the products. So, if a salary structure is imposed from outside, many factories may eventually shut down and go out of business. That would be a huge loss for the industry. We have to keep

the industry alive. If the RMG industry thrives, the workers will get better salaries automatically. And, for that, the buyers, the owners and the workers all have to sit together and decide how to do this.

We have submitted a proposal to increase the workers' salaries to the buyers already. We have also approached all the other stakeholders so that we can take a holistic approach to solving this issue. The buyers will play the most crucial role here since the owners' profit and the workers' wages depend on the products' price. They have to increase the product prices. Otherwise, the industry cannot develop a sustainable solution to this issue.

'I am still not sure how much inflation is factored here while setting minimum wage'

Sayema Haque Bidisha. Sketch: TBS

Sayema Haque Bisidha

Professor, Department of Economics, Dhaka University

Naturally, there will be differences between the negotiating parties, but when these differences are significant, it raises concerns. In such cases, ensuring transparency in the decision-making process is crucial.

Along with addressing the minimum wage for garment workers, it is essential that we establish minimum wages in other sectors as well. Minimum wages are determined in about 45 sectors in the country, but this scope needs to be expanded to cover all sectors.

We must also consider the impact of inflation on real minimum wages. In other countries, inflation is considered a key factor when setting minimum wages. I am still not sure how much inflation is considered here.

If employers cannot meet wage demands or come close to them, they should provide compensation in other forms, such as subsidised housing, transportation, schooling for children, or food provisions. While paying standard wages is preferred, alternative benefits can also help bridge the gap.

Ultimately, we need to find a common ground by considering living wages, minimum wages, and the poverty line. Often, the primary reason the minimum wage falls short is inflation. The real minimum wage goes even lower because of the soaring inflation.

'CPD' s calculation is somewhat inconsistent'

Manirul Islam. Sketch: TBS

Md Manirul Islam

Deputy Director, Research Development at BILS

We believe that CPD, as a professional research organisation, arrived at its conclusion on the minimum wage for garment workers using academic methods. At BILS, we also conducted research adhering to established standards, striving to bridge the gap between practicality and academia. And we think it should be higher than what CPD proposed.

BILS' survey found that the average cost for a family dependent on the garment sector, in Dhaka, is Tk33,368, slightly higher than CPD's calculation of around Tk32,000. However, we observed a discrepancy in the final calculation. CPD assumed an average of two wage earners per family, whereas our research found 1.46 earning members per family, aligning with government data.

This indicates that CPD's calculation is somewhat inconsistent. Even if we divide CPD's figure of Tk32,000 by 1.46, it closely matches our calculation of Tk21,500. We have reservations about certain aspects of CPD's methodology. For instance, CPD allocated Tk4,831 for housing in a family of 3.7 members, which we find very unacceptable.

Setting the minimum wage above the poverty line is essential, and CPD's housing cost falls below this standard. Similarly, CPD allocated Tk351 per month for a child's education, which seems unrealistic. A medical allowance of Tk879 appears insufficient to cover the medical needs of a family of four, especially in the case of hospitalisation or serious illnesses.

Of course, we do not intend to discredit CPD's work but to seek common ground and propose a practical minimum wage.

Features / Top News

minimum wage / garments workers / inflation

সময়ের আলো শুক্রবার। ২০ অক্টোবর ২০২৩।

বিলসের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

মৎস্যজীবীদের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

মৎস্য খাতের সরবরাহ চেইনে জড়িত সব শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান করতে হবে। বছরের একটা দীর্ঘ সময় সামুদ্রিক মৎস্য শ্রমিকদের কর্মহীন থাকতে হয়। কিন্তু এ সময়ে যে অনুদান প্রয়োজন তা তাদের দেওয়া হয় না। আবার একটি বড় অংশ অনুদান থেকে বঞ্চিত হন। সার্বিকভাবে তাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) আয়োজিত 'মৎস্যজীবীদের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা : প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বিলসের সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ। এ সময় তিনি বলেন, মৎস্য খাতের শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা মানা হয় না। প্রায় অর্ধেক মৎস্যজীবী জানিয়েছেন তাদের কর্মঘণ্টা নির্ধারিত নয়। তাদের বিরতি নেই। একটি বড় অংশ কোনো সাপ্তাহিক ছুটি পান না। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০২২ সালে ৬ হাজার ৭০০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনো প্রচারণা হয়নি।

মোস্তাফিজ আহমেদ আরও বলেন, মৎস্য শ্রমিকদের বেশিরভাগ এখনও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। কেউ আহত হলে মাত্র ২৯ শতাংশ পরিবার সহযোগিতা পান। মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ৬ শতাংশ পরিবার সহযোগিতা পান। সরকারিভাবে মৎস্যজীবীদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং তাদের আইডি কার্ড প্রদান করতে হবে। অনেকেই সমুদ্রে গিয়ে ফিরে আসছেন না। সে কোথায় আছে সে বিষয়ে সরকারও তথ্য দিতে পারছে না। আবার বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্য নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। তথ্যে ঘাটতি নীতিনির্ধারণের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা। দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক মৎস্যজীবী নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর প্রাপ্যতা সহজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলসের উপদেষ্টা ও জাতীয় মৎস্য শ্রমিক অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক নইমুল আহসান জুয়েল। তিনি বলেন, সরকারি বিভিন্ন সেক্টরে ঝুঁকি ভাতা রয়েছে। কিন্তু মৎস্যজীবীরা এত ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরেন। তাদের জন্য কোনো ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা নেই। তারা আছেন নাকি নেই সে তথ্যও সংগ্রহ করা হয় না। সরকার যদি সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করা নৌযান থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করতে পারে তা হলে ডাটাবেজও তৈরি করতে পারে। দাদনপ্রথাকে নির্মূল করতে হবে।

এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মনোয়ারা বেগম বলেন, শ্রম আইনে কৃষিজীবিরা যুক্ত আছেন। এর মধ্যে মৎস্যজীবীও পড়েন। আমি যেকোনো খাতে গেলে মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়ে জোর দেই। সব স্থানেই মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ডাটাবেজ তৈরির জন্য মৎস্য অধিদফতরের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেটি কাজ করছে। মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়নে সিভিল সোসাইটির সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। গোলটেবিল বৈঠকে বিলস ও জাতীয় মৎস্য শ্রমিক অধিকার ফোরামের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক শুক্রবার, ২১ আশ্বি ৬ অক্টোবর ২০২৩

টঙ্গীতে বিলসের নেটওয়ার্কিং সভা

টঙ্গী-গাজীপুর এলাকার যুব ও নারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জিআইজেডের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থানের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শামসুন্নাহার ভূইয়া। বিলস উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নইমুল আহসান জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিলস পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন। প্রকল্প পরিচিতি উপস্থাপন করেন বিলস প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ও উপপরিচালক ইউসুফ আল মামুন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান। উপস্থিত ছিলেন টঙ্গী প্রেসক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম শান্ত, গাজীপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফাইল ডকুমেন্ট

ক্রমিক নং	শিরোনাম	তারিখ	ফাইল নাম
০১	Don't they deserve a dignified life	The Daily Star 03 October 2023	Minimum wage
০২	Revising RMG workers' minimum wage	The Financial Express 08 October 2023	minimum wage
০৩	Good news for migrant workers	The Financial Express 08 October 2023	migrant workers
০৪	Drop medium from SME in definition	The Financial Express 08 October 2023	SME
০৫	CPD recommends TK 17,568 minimum wage for garments industry workers	The Financial Express 09 October 2023	minimum wage
০৬	It's not governments that creates jobs	The Financial Express 10 October 2023	Unemployment
০৭	CSR: how it should not be devalued	The Financial Express 14 October 2023	CSR
০৮	Gender-responsive policies: Bangladesh perspective	The Financial Express 13 October 2023	Unemployment
০৯	Bangladesh economy facing headwinds	The Financial Express 19 October 2023	Economy
১০	Tea auctions in Chattogram see drop in sales, princes	The Daily Star 10 October 2023	Tea
১১	Why CDP's minimum wage proposal is not acceptable	The Daily Star 10 October 2023	minimum wage
১২	Can the leather industry rise up to the occasion?	The Financial Express 25	Tannery

ফাইল ডকুমেন্ট

		October 20232023	
১৩	WTO members to extend trade preferences for graduating LDCs	The Financial Express 25 October 20232023	LDCs
১৪	Unraveling the Minimum wage conundrum in the RMG sector	The Financial Express 25 October 20232023	RMG .
১৫	Unemployed graduates double to 8 lakh in 5yrs (Labor force Survey 2022 finds)	The Daily Star 27 October 2023	Unemployment
১৬	Why the delay in declaring minimum wage for RMG workers?	The Daily Star 21 October 2023	RMG
১৭	জিডিপি প্রবৃদ্ধিও পূর্বাভাস কমাল আইএমএফ	সমকাল ১১ অক্টোবর ২০২৩	জিডিপি
১৮	অর্থনীতির সব সূচক নিম্নমুখী	কালের কণ্ঠ ১২ অক্টোবর ২০২৩	Economy
১৯	কন্যাশিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	কালের কণ্ঠ ১১ অক্টোবর ২০২৩	জিবিভি
২০	দারিদ্র্য কমলেও বৈষম্য কমেনি	কালের কণ্ঠ ১২ অক্টোবর ২০২৩	Women
২১	শ্রমিক ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ	সমকাল ১৯ অক্টোবর ২০২৩	জিবিভি
২২	অকেজো ভিসায় প্রতারিত হচ্ছেন বাংলাদেশিরা	প্রথম আলো ২৪ অক্টোবর ২০২৩	migrant workers
২৩	শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা	বণিক বার্তা ২৩ অক্টোবর ২০২৩	Women